ফুতূহুল বুলদান

আল্লামা আহমদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া বালাযুরী (র.)

ফুতূহুল বুলদান

আল্লামা আহমদ ইবন ইয়াহ্ইয়া জাবির আল-বাগদাদী বালাযুরী (র.)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

ফুতূহুল বুলদান

আল্লামা আহমদ ইবন ইয়াহ্ইয়া ইবন জাবির আল-বাগদাদী বালাযুরী (র.)

প্রকাশকাল

ফাল্গুন : ১৪০৪

যিলকাদ : ১৪[illegible]

মার্চ : ১৯৯৮

ইফাবা. অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা [illegible]

ইফাবা. প্রকাশনা [illegible]

ইফাবা. গ্রন্থাগার [illegible]

ISBN : 984-0[illegible]-0431-7

প্রকাশক

পরিচালক

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

ফোন : ৯৫৫ ১৩ ৯৬

মুদ্রণ

মেসার্স তাওয়াক্কাল প্রেস

৯/১০, নন্দলাল দত্ত লেন

লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০

বাঁধাই

আল-আমিন বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

৬৫, শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা।

মূল্য : ১৬০.০০ (একশত ষাট) টাকা।

FUTOOHUL BULDAN (A Book of the Islamic History) written by Allama Ahmad Ibn Yahya Balajuri (Rh.) in Arabic. Translated under the supervision of the Editorial Board and published by Director, Translation and Compilation Dept. Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka—1000. March-1998

Price : Tk. 160.00. U. S. Dollar : 8.00

মহাপরিচালকের কথা

বিখ্যাত আরব ঐতিহাসিক আবুল হাসান আহমদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন জারির ইব্‌ন দাউদ প্রণীত 'ফুতূহুল বুলদান' একখানি সুপ্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থ। আহমদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া আল্লামা বালাযুরী হিসাবে অধিক প্রসিদ্ধ। তিনি খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শুরুর দিকে বাগদাদে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৮৯২ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। শিক্ষা জীবনে জ্ঞানান্বেষণের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তিনি দামিশ্‌ক, হিম্‌স, আনতাকিয়া, ইরাক প্রভৃতি দেশে গমন করেন এবং আল-মাদাইনী, ইব্‌ন সা'দ ও মুস'আব আয্‌যুবাইরী -এর ন্যায় খ্যাতনামা ঐতিহাসিকগণের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। আল্লামা বালাযুরী আব্বাসীয় খলীফা মুতাওয়াক্‌কিল এবং মুস্তাঈনের ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন। অসাধারণ প্রতিভাধর এই লেখক শুধু একজন ইতিহাসবেত্তাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক এবং একজন বিশিষ্ট ভূগোলবিদ। বহু ফার্সী গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেও তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

আল্লামা বালাযুরী প্রণীত গ্রন্থরাজির মধ্যে ফুতূহুল বুলদান এবং আনসারুল আশরাফ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এবং সমালোচনাধর্মী রচনা হিসাবে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক অনূদিত ফুতূহুল বুলদান গ্রন্থখানি আল্লামা বালাযুরীর রচনাবলীর মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ। এতে মুসলমানদের বিজয়ের ইতিহাস নির্ভুল ও নিখুঁতভাবে বিধৃত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জিহাদ হতে শুরু করে সিরিয়া, আল-জাযীরা, আরমেনিয়া, মিসর ও মরক্কো বিজয়ের ঘটনাবলী পরিশেষে ইরাক ও ইরান বিজয় এবং বিজয়োত্তর কালের প্রশাসনিক অবস্থা এই গ্রন্থে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। লেখক তাঁর এই গ্রন্থে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট দেশের সমকালীন জীবন ও জীবিকা, তাহ্‌যীব ও তামাদ্দুনের প্রতিও আলোকপাত করেছেন।

বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক তথ্যাবলী সমৃদ্ধ আল্লামা বালাযুরীর ফুতূহুল বুলদান গ্রন্থখানি পৃথিবীর বিভিন্ন গ্রন্থাগারে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। মূল্যবান এই গ্রন্থের অনুবাদ পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দবোধ করছি এবং পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। সবশেষে আমি অনুবাদক, সম্পাদক এবং গ্রন্থখানি মুদ্রণ ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁদের কল্যাণ কামনা করছি। আমীন!

মাওলানা আবদুল আউয়াল
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রকাশকের কথা

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি 'আলা রাসূলিহিল কারীম।

আল্লামা বালাযুরী প্রণীত 'ফুতূহুল বুলদান' একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। প্রথমে তিনি অনুরূ বিষয়ে 'আল-বুলদানুল কবীর' নামে একটি বৃহৎ পরিসরের গ্রন্থ রচনায় হাত দিয়েছিলেন কিন্তু সময় ও সুযোগের অভাবে তাঁর কাঙ্ক্ষিত গ্রন্থখানি সমাপ্ত করতে পারেন নি। ফলে তি তাঁর বৃহৎ পরিকল্পনা ত্যাগ করে সংক্ষিপ্ত কলেবরে ফুতূহুল বুলদান প্রণয়ন করেন। আল্লাম বালাযুরী একাধারে অসাধারণ পণ্ডিত, কবি, সুসাহিত্যিক, ভূগোলবিদ, ইতিহাসবিদ কুলজিবিশারদ ছিলেন। ইসলামের অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। আর তাঁর এ বহুমুখী জ্ঞানের ফসলই হচ্ছে ফুতূহুল বুলদান। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি মুসলমানদের বিজয়ে বর্ণাঢ্য ঘটনাবলী সংক্ষেপে ইতিহাসের নিয়মনীতির নিগড়ে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিজয় হতে শুরু করে সিরিয়া, আরমেনিয়া, মিসর, মরক্কো, ইরাব ইরান ইত্যাদি দেশ ও সাম্রাজ্য বিজয়ের গৌরবগাথা তিনি নিখুঁতভাবে বিধৃত করেছে গ্রন্থখানিতে। তাঁর লেখায় অহেতুক বাহুল্য নেই।

লেখকের বহুমুখী জ্ঞানের মতোই তাঁর এ গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে বহুমুখী আলোচনা বিজিত দেশগুলোর সমকালীন কৃষ্টি-কালচার তথা তাহযীব-তামাদ্দুন ইত্যাদি বিষ আলোচনা করেছেন তিনি এতে। মুসলিম শাসকদের তৎকালীন খারাজ, কর ও রাজস্বনী সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে এ কিতাবে। গ্রন্থখানিতে উল্লেখিত কোন কোন স্থান ও শহরে অস্তিত্ব হয়ত আজ আর নেই। তবে ঐতিহাসিক গুরুত্বের বিবেচনায় এসব স্থ প্রত্নতাত্ত্বিকগণের গবেষণার বিষয় হয়ে রইল।

নবম ঈসায়ী শতাব্দীতে বাগদাদের এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী আলিম ইতিহাসবিদ আল্লামা বালাযুরী তাঁর এ কিতাবের মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞান রাজ্যে চিরভা হয়ে থাকবেন। প্রায় আশি বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন।

ঐতিহাসিক এই প্রামাণ্য গ্রন্থখানি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হলেও বাংলা ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ এই প্রথম প্রয়াস। গ্রন্থখানির অনুবাদক, সম্পাদক এবং প্রকাশ সংক্রান্ত কা যারা সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবাইকে আমরা আন্তরিক মুবারকবাদ জানা পুস্তকটিতে আমাদের অসতর্কজনিত ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। বিজ্ঞ পাঠক মেহেরব করে এ জাতীয় ভুলত্রুটি সম্পর্কে আমাদের অবহিত করলে ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তী সংস্কর তা সংশোধনের প্রয়াস নেয়া হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা কিতাবখানি কবূল করুন। আর এর লেখককে জান্নাতের সুমহ মর্যাদায় আসীন করুন। আমীন!

মুহাম্মদ লুতফুল
পরিচা
অনুবাদ ও সংকলন বি

গ্রন্থকার ও গ্রন্থ পরিচিতি

যে সব জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত গবেষকের কল্যাণে বিশ্ব ইতিহাসে ইসলামের বিজয়গাথা চিরভাস্বর হয়ে আছে এবং অনাগতকাল ধরে তা দেদীপ্যমান থাকবে, আল্লামা বালাযুরী তাঁদের অন্যতম। তাঁর পূর্ণ নাম হচ্ছে আবুল হাসান আহমদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন জাবির ইব্ন দাউদ। বালাযুর (marking nut,) নামক একটি ফল অত্যধিক সেবন তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছিল বলে ইতিহাসে তিনি বালাযুরী নামে বিখ্যাত।

বালাযুরী নিজে একজন কুলজিবিশারদ, ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদরূপে বিশ্ব সাহিত্যে এক গৌরবময় আসনের অধিকারী হলেও তাঁর নিজের কুলজি সম্পর্কে কিন্তু খুব বেশী কিছু জানা যায় না। তাঁর পিতা ইয়াহ্ইয়া সম্পর্কে ইতিহাস নীরব। অবশ্য, তাঁর পিতামহ জাবির ছিলেন খলীফা হারূনুর রশীদের আমলের মিসরের রাজকীয় কোষাধ্যক্ষ 'আল-খাসীব'-এর কাতিব বা সচিব। লাইডেনের পাঠাগারে রক্ষিত এবং মাকরেযীর লিখিত বলে অনুমিত একটি লিপিতে বালাযুরীকে আবূ বকর, আবূ জা'ফর মতান্তরে আবুল হাসান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষ দিকে অথবা তৃতীয় শতকের শুরুর দিকে তাঁর জন্ম হয় এবং বাগদাদে তিনি প্রতিপালিত ও বয়ঃপ্রাপ্ত হন। বাগদাদ তখন মুসলিম জাহানের তথা গোটা বিশ্বের উন্নততম সমৃদ্ধতম নগরী এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগুণীদের মিলন- তীর্থ। সেখানকার বিশিষ্ট পণ্ডিতগণের নিকট তিনি বিদ্যাশিক্ষা করেন। তারপর তিনি বিভিন্ন দেশ সফর করে সেসব দেশ ও অঞ্চলের আলিম-উলামাদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন।

ইব্ন আসাকির তাঁর 'তারীখে দামিশ্ক' গ্রন্থে লিখেন ঃ

"তিনি দামিশ্কে হাশ্শাম ইব্ন আম্মার এবং আবূ হাফ্স উমর ইব্ন সাঈদের নিকট, হিম্সে মুহাম্মদ ইব্ন মুসাফ্ফার নিকট, এন্টিয়কে মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহ্মান ইব্ন সাহ্ম ও আহমদ ইব্ন বুরদ আল্-আন্তাকীর নিকট, ইরাকে আফ্ফান ইব্ন মুসলিম, আবদুল 'আলা ইব্ন হাম্মাদ, আলী ইব্ন মাদীনী, আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালিহ্ আল-ইজ্লী, মুসআব যুবায়রী, আবূ উবায়দ আল-কাসিম ইব্ন সাল্লাম, উছমান ইব্ন আবী শায়বা, আবুল হাসান আলী ইব্ন মুহাম্মদ আল-মাদাইনী এবং ওয়াকিদীর বিখ্যাত সচিব (কাতিব) মুহাম্মদ ইব্ন স্যা'দ-এর নিকট জ্ঞানার্জন করেন।

জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে তিনি হালাব (আলেপ্পো) দামিশ্ক, হিম্স, ইরাক, মাম্বজ এন্টিয়ক ও ছাগূর (সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহ) সফর করেন। ইবনুন্ নাদীম এর ভাষায় ঃ

انه زار جميع المدن الواقعة فى شمال الشام ثم تحول منها الى البلاد الواقعة ما بين النهرين وهى المسماة بالجزيرة وساح بها تكريث وانه كان يجمع فى كل سياحته الروايات المتواترة بين سكان تلك الاصقاع

অর্থাৎ তিনি উত্তর সিরিয়ায় অবস্থিত সকল শহরই ভ্রমণ করেন। তারপর দুই সাগরের মধ্যবর্তী এলাকা যা আল-জাযীরা নামে বিখ্যাত সেদিকে সফর করেন।

তাঁর প্রত্যেকটি ভ্রমণকালে তিনি ঐসব অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে রক্ষিত বর্ণনাসমূহ সংগ্রহ করতেন– যাতে করে তিনি বাগদাদের পণ্ডিতদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তাঁর তত্ত্বসমূহের সাথে ঐগুলোকে মিলিয়ে দেখতে পারেন ও ঐগুলির সত্যাসত্য নির্ণয় করতে পারেন। তাঁর অর্জিত তত্ত্বজ্ঞান যাতে পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং তিনি পূর্ণ প্রত্যয়ের সাথে রিওয়ায়েত করতে পারেন, এটাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

ইব্ন আসাকির বর্ণিত তাঁর পূর্বোক্ত উস্তাদগণ ছাড়াও আরো যেসব উস্তাদের কাছে থেকে তিনি জ্ঞানার্জন করেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ঃ

খালাফ ইব্ন হিশাম
শায়বান ইব্ন ফার্রূহ্
আহ্মদ ইব্ন ইবরাহীম দূরাকী
হাওযা
মুহাম্মদ ইব্ন সাব্বাহ্ দূলাবী
মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম আস্-সামীন
'আব্বাস ইব্নুল ওয়ালীদ আয্-যামানী
আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন গিয়াছ
আবুর রবী' আয্-যুহরানী
প্রমুখ যুগবিখ্যাত মুহাদ্দিছ ও উলামাবৃন্দ।

তাঁর নিকট থেকে যাঁরা জ্ঞানার্জন ও হাদীছ রিওয়ায়েত করেছেন তাঁর সেসব শিষ্যশাগরেদের মধ্যে রয়েছেন ঃ

* ইয়াহ্ইয়া ইব্ননুন্নাদীম– বিখ্যাত আল ফিহ্রিস্ত কিতাবের গ্রন্থকার।
* জা'ফর ইব্ন কুদামা– কিতাবুল খারাজের লেখক।
* আহ্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্মার
* আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ আল-ওর্রাক
* মুহাম্মদ ইব্ন খালাফ
* ইয়াকূব ইব্ন নুয়াইম কারকারা আল-আরযানী
* ওকী আল-আল-কাযী
* আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ্।

তাঁর এ শেষোক্ত শিষ্যটি ছিলেন খলীফা মু'তায (ইব্ন মুতাওয়াক্কিল ইব্ন মু'তাসিম ইব্ন হারূনুর রশীদ)-এর পুত্র। তাঁর মাত্র পাঁচ বছর বয়সের সময় খলীফা মু'তায বালাযুরীকে তাঁর ঐ সন্তানটির গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। ইতিপূর্বে মু'তায্-এর পিতা খলীফা মুতাওয়াক্কিলেরও তিনি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ পারিষদ ছিলেন। তাঁর এ ঘনিষ্ঠতা এ পর্যায় পৌঁছেছিল

যে, খলীফা মুতাওয়াক্কিল তাঁকে সাথে না নিয়ে খেতেই বসতেন না। তাঁর পরবর্তী খলীফ আল-মুস্তাঈনও তাঁকে অত্যন্ত সমাদর করতেন।

খলীফা-তনয় আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ্ যে তাঁর সুযোগ্য উস্তাদের কাছে বিদ্যাভ্যাস করে কী পরিমাণ জ্ঞানগরিমার অধিকারী হয়েছিলেন, তাঁর লিখিত কাসীদা-ই-বা-ইয়া, কিতাবুয্ যাহ্র ওয়ার রিয়ায, 'কিতাবুল বাদী', কিতাবু মাকাতিবাতিল ইখ্ওয়ান বিশ-শে'র, কিতাবুল জাওয়ারিহ্ ওয়াস্ সায়দ, কিতাবুস্ সুরকাত, কিতাবু আশ্আরিল মুলূক, কিতাবুল আদব (বৃটেনের যাদুঘরে সংরক্ষিত), কিতাবু হুলইল আখবার, কিতাবু মুখতাসার তাবাকাতুশ্ শুআরা, কিতাবুল জামি' ফিলগেনা, কিতাবু আরজুযাতিন ফী যাম্মিস্ সাবূহ্ প্রভৃতি গ্রন্থ দৃষ্টে অনুমান করা যায়। (দ্র. ইবন খাল্লিকান, জিল্দ ১, পৃঃ ২৫৮, তাবাকাতুল উদাবা, পৃঃ ২৯৯, আল্ ফিহরিস্ত, পৃঃ ১১৬, আল-আগানী, জিল্দ ৯, পৃঃ ১৪০)

উঠতি বয়সেই বালাযুরী মুসলিম জাহানের একটি ইতিহাস রচনা করেন। তাতে তাঁর সমসাময়িক বাদশাহদেরকে অসন্তুষ্ট না করে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে তিনি ঐতিহাসিক তত্ত্বাদি লিপিবদ্ধ করেন। সে ইতিহাস বর্ণনায় তিনি অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দেন। এ পুস্তকটি তিনি খলীফা মু'তাযের ইন্তিকালের পর লিখেন বা সমাপ্ত করেন বলেই অনুমিত হয়। কেননা, তাতে মু'তাযই হচ্ছেন সর্বশেষে আলোচিত খলীফা। এমনও হতে পারে যে, খলীফা আল-মুস্তাঈনের সময় শুরু করে আল-মু'তায-এর শাসনামলে তিনি তার রচনাকার্য সমাপ্ত করেছেন।

'আর্দশীরের শাসনামল' নামক তাঁর আরেকখানি গ্রন্থ রয়েছে। এটি তিনি ফার্সী ভাষা থেকে ভাষান্তরিত করেন। এটি ছিল তাঁর আরবী কাব্যানুবাদ। তাঁর লিখিত 'আনসাবুল আশরাফ' অত্যন্ত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। প্রাচীন ইতিহাস আলোচনার এটি একটি মূল্যবান উপকরণ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

তাঁর সর্বাধিক মশহুর কিতাব হচ্ছে 'ফুতূহুল বুলদান'। তাঁর শিষ্য ইবনুন্ নাদীম-এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এ নামে তিনি ছোট ও বড় দু'খানি গ্রন্থ রচনায় হাত দেন। ছোট গ্রন্থখানাই আজ আমাদের সম্মুখে রয়েছে। এ নামের তাঁর বড় কিতাবখানার জন্যে এত বেশী তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেন যে তাতে চল্লিশ খণ্ডের এক বিশাল গ্রন্থ রচিত হতো। কিন্তু সে পরিকল্পনা তিনি বাস্তবায়িত করে যেতে পারেন নি।

ইবনুন নাদীম তাঁর বিখ্যাত 'তারীখে হালাব' গ্রন্থে লিখেন ঃ

"বালাযুরী লেখক, সাহিত্যিক, উচু দরের কবি, তত্ত্বজ্ঞান ও শিষ্টাচারের উৎস এবং অনেক ভাল ভাল গ্রন্থের গ্রন্থকার।"

তিনি আরো লিখেন ঃ এক সময় বালাযুরী আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যে ছিলেন, অথচ তিনি না কারো কাছে যাজ্ঞা করতেন, আর না কোন অর্থকরী কিছু করতেন। লোকজন তাঁকে এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ

একদা আমি কয়েকজন কবি-সাহিত্যিকসহ খলীফা আল-মুস্তাঈন-এর দরবারে গিয়েছিলাম। তিনি আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আপনাদের মধ্যে এমন কে আছেন যিনি আমার চাচা আল-মুতাওয়াক্কিল সম্পর্কে কবি আল-বুহতরী লিখিত ঐ পংক্তি থেকে উত্তম পংক্তি আমার সম্পর্কে লিখতে পারেন. যাতে বুহতারী লিখে ছিলেন

وَلَوْ اَنَّ مُشْتَاقًا تَكَلَّفَ فَوْقَ مَا

فِيْ وُسْعِهِ لَسَعٰى اِلَيْكَ الْمِنْبَرَا

অর্থাৎ কোন উদ্যমী উৎসাহী ব্যক্তি যদি তার সাধ্যের অতীত চেষ্টায় নিমগ্ন হয়, তা হলে তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করা ছাড়া তার গত্যন্তর থাকবে না। (কেননা, তুমি এতই প্রশংসনীয় গুণাবলীর অধিকারী যে, এ গুণাবলী অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।)

বালাযুরী বলেন ঃ তারপর আমরা সে দিনের মত চলে আসি। এর কয়েকদিন পর আমি গিয়ে তাঁকে বললাম, আমীরুল মু'মিনীন! আমি আপনার সম্পর্কে বুহতারী রচিত খলীফা মুতাওয়াক্কিলের স্তুতিগাথার চাইতে উত্তম কবিতা লিখে নিয়ে এসেছি। খলীফা বললেন ঃ যদি তা যথার্থ হয় তা হলে আপনাকে উপযুক্ত পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হবে। তখন আমি আমার কবিতার পংক্তিগুলো বললাম ঃ

وَلَوْ اَنَّ بُرْدَ الْمُصْطَفٰى اِذْ حَوَيْتَهُ

يَظُنُّ لَظَنَّ الْبُرْدُ اَنَّكَ صَاحِبُهُ

وَقَالَ قَدْ اُعْطِيْتَهُ فَلَبِسْتَهُ

نَعَمْ هٰذِهِ اَعْطَافُهُ وَمَنَاكِبُهُ

"আপনি যদি মুস্তাফা (সা.)-এর চাদর গায়ে দেন, তা হলে ধারণা করা হবে যে, আপনিই বুঝি ঐ চাদরের মালিক।

আর যখন তা আপনাকে প্রদত্ত হবে এবং তা আপনি গায়ে দেবেন তখন তা বলবে, হাঁ, এই যে তাঁর পার্শ্বদেশসমূহ এবং এই যে তাঁর স্কন্ধসমূহ।"

কবিতার এ পংক্তিগুলো শুনে মুস্তাঈন বলে উঠলেন ঃ সত্যিই আপনি অপূর্ব কবিতা লিখেছেন। যান, আপন ঘরে গিয়ে আমার কাসেদের অপেক্ষা করুন।" আমি ঘরে পৌঁছতে না পৌঁছতেই খলীফার কাসেদ একটি চিরকুট নিয়ে হাযির হলো। তাতে লিখিত ছিল– "আমি আপনাকে সাত হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করলাম। আমি জানি, আমার পরে আপনার উপর বিপদ নেমে আসবে। আপনি নির্জনবাসে বাধ্য হবেন। (এমন কি শেষ পর্যন্ত আপনাকে জীবন ধারণের জন্যে লোকের কাছে যাচ্ঞা করতে হবে। কিন্তু কেউ আপনার যাচ্ঞা পূরণের জন্যে এগিয়ে আসবে না।) তাই এ দীনারগুলো খুব হিফাযত করে রাখবেন এবং ঐ অনাগত বিপদের দিনে তা খরচ করবেন, কারো কাছে যাচ্ঞা করবেন না। আর আমার জীবদ্দশায়, আপনাকে কারো কাছে জীবন ধারণের জন্যে কিছু চাইতে হবে না।"

বালাযুরী বলেন, তারপর তিনি আমার জন্যে বেতন-ভাতা এবং উত্তম জীবিকার ব্যবস্থা করেন। আর কোনদিন আমার কোন অসুবিধা হয়নি এবং আজও আমি তাঁর প্রদত্ত সে সাত হাজার স্বর্ণমুদ্রা ভেঙ্গে খাচ্ছি। কারো কাছে হাত পাতার আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। আমি তাঁর জন্যে রহমতের দু'আ করছি।

খলীফা মামূনের প্রশংসায়ও তিনি কবিতা লিখেছেন। কিন্তু প্রশংসামূলক কবিতার চাইতে তাঁর ব্যঙ্গাত্মক ও নিন্দামূলক কবিতার পাল্লাই ভারী মনে হয়। ১৩১৯হিঃ/১৯০১ খ্রী. সনে মিসর থেকে প্রকাশিত ফুতূহুল বুলদানের ১ম সংস্করণ যখন মুদ্রিত হয় তখন গ্রন্থকার-পরিচিতি লিখতে গিয়ে মিসরীয় লেখক আলী বাহজাত তাই বলেছেন ঃ

ولم يكن البلاذرى مورخا فقط بل كان شاعرا وله هزليات واهاج فى غاية الرِّقَّةِ ولم يَبْقَ لَنَا مِنْهَا اِلاَّ الْقَلِيْلُ۔

অর্থাৎ "বালাযুরী কেবল একজন ঐতিহাসিক ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একজন কবি। তাঁর প্রচুর ব্যঙ্গাত্মক ও নিন্দাসূচক কবিতা রয়েছে। এগুলোর আবেদন অত্যন্ত সূক্ষ্ম। কিন্তু তার খুব অল্পসংখ্যকই আমাদের জন্যে অবশিষ্ট রয়েছে।"

বালাযুরীর নিজের বর্ণনা, একবার মাহমূদ আল-ওর্রাক আমাকে এ মর্মে ফরমায়েশ করলেন যে, এমন একটি কবিতা রচনা করুন যাতে আপনি অমরত্ব লাভ করতে পারেন এবং নিন্দাসূচক কাব্যচর্চার পাপ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারেন। তাঁর সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমি লিখলাম ঃ

اِسْتَعِدِّى يَا نَفْسِ لِلْمَوْتِ وَاسْعِى * لِنَجَاةٍ فَالْحَازِمُ الْمُسْتَعِدُّ
قَدْ تَبَيَّنْتِ اَنَّهُ لَيْسَ لِلْحَيِّ * خُلُوْدٌ وَلاَ مِنَ الْمَوْتِ بُدٌّ
اِنَّمَا اَنْتِ مُسْتَعِيْرَةٌ سَوْفَ * تُرَدِّيْنَ وَالْعَوَارِىْ تُرَدُّ
اَنْتِ تَسْهِيْنَ وَالْحَوَادِثُ لاَتَسْهُوْا * وَتَلْهِيْنَ وَالْمَنَايَا تَجِدُّ

অর্থাৎ- "রে মন তুই মৃত্যু তরে কররে আয়ে
বাঁচতে যদি চাস্,
সাবধানীরা আয়োজনে রয় না পিছে পড়ে
(চায় না রে বিনাশ।)
জীব মাত্রেরই মৃত্যু আছে রীতি চিরন্তন
জানে সর্বজন,
প্রত্যেকেই মৃত্যু-স্বাদ করবে আস্বাদন
নাই যে ব্যতিক্রম।

ধার করা ধন ফেরৎ লাজিম
কে তা ধরে রাখে?
তুই তো গাফেল সময় সুযোগ
কাটাস্ খেলে হেসে।
যুগচক্র সদা সচল
রয় না মোটে বসে।
তুই তো গাফেল গাফলতিতে[১]
সময় কেটে যায়–
মৃত্যু কিন্তু রয়না অচল
সচল ত্রস্ত পায়।

বিশিষ্ট প্রাচ্যবিশারদ পণ্ডিত এম, জে, ডি, জুইয়া (M. J. D Goeje) বালাযুরীর গবেষণাপদ্ধতি, তাঁর প্রদত্ত তত্ত্বাবলীর নির্ভরযোগ্যতা এবং ইতিহাস বর্ণনায় তাঁর মাপাজোঁকা ভাষা ব্যবহারের অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

"বালাযুরী যদিও আব্বাসী খলীফাদের যুগে তাঁদেরই ছত্রছায়ায় প্রতিপালিত, মুতাওয়াক্কিল ও আল-মুস্তাঈনের মত খলীফাগণের অন্তরঙ্গ পারিষদ এবং তাঁদের অকৃপণ দানরাশি তাঁর উপর অহরহ বর্ষিত হয়েছে, এতদসত্ত্বেও তাঁদের শাসনামলের বর্ণনায় তিনি কোন উচ্ছ্বসিত ভাষা ব্যবহার না করে একান্তই সাদামাঠাভাবে তত্ত্বাদি বর্ণনা করে গেছেন। না তিনি তাঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন, আর না তাঁদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কোনরূপ কটাক্ষ ও সমালোচনা করেছেন। এমন কি সে যুগের প্রচলিত ধারা অনুসারে সমসাময়িক রাজা বাদশাহদের প্রশংসা সম্বলিত কোন ভূমিকাও তিনি তাঁর পুস্তকে সংযোজিত করেন নি। (হয় তো বা ভূমিকা লিখতে গেলে ঐ ধারা অনুসরণে খলীফার গুণকীর্তন করতে হবে বলে, আদৌ তিনি কোন ভূমিকাই তাঁর পুস্তকে রাখেন নি।) বড়জোর তিনি যতটুকু আনুকুল্য তাঁদের প্রতি প্রদর্শন করেছেন তা হলো আব্বাসীয় খলীফাদের বর্ণনাকালে তিনি সকলকেই 'খলীফা' বলেছেন, পক্ষান্তরে উমাইয়া শাসকদের মধ্যে কেবলমাত্র উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয ব্যতীত আর কাউকেই তিনি 'খলীফা' বলে উল্লেখ করেন নি।"

সে যুগের দর্পণে বিবেচনা করলে এটা তার উন্নত চরিত্র ও সৎসাহসের পরিচায়ক ছিল সন্দেহ নেই।

জনৈক জার্মান ঐতিহাসিক– যিনি তাঁর গ্রন্থের স্থানে স্থানে বালাযুরীর উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন– বলেন,

---

১. কায়রো সংস্করণে أَنْتَ تَشْهِيْ রয়েছে, পক্ষান্তরে লাইডেনে মুদ্রিত কপিতে আছে أَنْتَ ساهِيَمَةٌ

"বালাযুরী হচ্ছেন সেই সব ঐতিহাসিকদের অন্যতম, যাঁরা নিজেদের সংগৃহীত তত্ত্বভাণ্ডার থেকে যাচাই-বাছাই করে তত্ত্বাদি পরিবেশনে সুস্থ রুচিও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

এম. জে. ডি. জুইয়া বলেন, "বালাযুরীর প্রতি ঐ ঐতিহাসিকের শ্রদ্ধানিবেদন ও সুধারণা পোষণের ব্যাপারে আমিও একমত। কিন্তু আমার মতে, তাতে বালাযুরীর প্রশংসার হক পুরাপুরি আদায় হয় না।"

ফুতূহুল বুলদান

বলাবাহুল্য, বালাযুরীর সেরা পুস্তক ফুতূহুল বুলদানকে কেন্দ্র করেই তাঁর স্তুতিবাদ করা হয়ে থাকে। প্রাচ্যবিদ এম. জে. ডি. জুইয়া বলেন, "তাঁর ঐ গ্রন্থটি আমাদেরকে এমন সব সূক্ষ্ম তত্ত্ব নির্দেশ করে– যা আমরা অন্য কারো কোন গ্রন্থেই খুঁজে পাই না। বিশেষতঃ যে সব স্থানে তিনি ইরাকের ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন শহরগুলোর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন, সেগুলোর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি মিটে গেছে, কেবল কতকগুলো ধ্বংসস্তূপই ও টিলা-টিবিই অবশিষ্ট রয়েছে। সেগুলোর নির্ভরযোগ্য বর্ণনা তিনি এজন্যেই দিতে পেরেছেন যে, সেসব শহর নগরীর পূর্ণ সমৃদ্ধির দিনের অনেক অধিবাসীই তাঁর সমসাময়িক যুগের লোক ছিলেন– যারা ঐ সব শহর-বন্দরের চরম উৎকর্ষের যুগ অবলোকন করেছিলেন। তাঁর পুস্তকের বর্ণনা অতি সংক্ষিপ্ত বলে তাঁর বিরূপ সমালোচনা করা চলে না এ জন্যে যে, এটি তাঁর প্রণীত সংক্ষিপ্ত পুস্তক। এ ব্যাপারে প্রণীত তাঁর বিশদ পুস্তকে হয়তো তিনি তা সবিস্তারেই আলোচনা করে থাকবেন।

ফুতূহুল বুলদান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে এম. জে. ডি. জুইয়া বলেন ঃ "এ গ্রন্থটি সম্পর্কে মন্তব্য করার মতো ভাষা আমার জানা নেই। কেবল এতটুকুই বলবো, এ যেন একটি দর্পণ-যাতে ইসলামী রাজ্যসমূহের প্রাথমিক যুগের চিত্র চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এ গ্রন্থের পাঠক ইসলামী রাষ্ট্রের স্বার্থক রূপকার উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-কে একজন সুযোগ্য নেতা এবং ইসলামী চরিত্র-মাহাত্ম্যের উন্নত আদর্শরূপে দেখতে পাবেন। মুত্তাকী, বিনয়ী, মিতব্যয়ী, দরিদ্র, নিঃস্বদের তোষণ-পোষণকারী অথচ ইসলামের শত্রুদের প্রতি কঠোর। তিনি লোকজনের সম্পদের প্রতি লোভ করা এবং বিলাস-বসন প্রদর্শনীকে ঘৃণা করতেন। তিনি নগরবাসীদেরকে যাযাবরদের আগ্রাসী তৎপরতা থেকে রক্ষা করতেন। মক্কার বৈরী ভাবাপন্ন সমাজপতিদের বাড়াবাড়ি থেকে সাহাবীদের হকের হিফাযত করতেন। এই গ্রন্থের পাঠক এটাও লক্ষ্য করবেন যে, আরব বীরগণ কিভাবে রোম ও ইরানে তাদের বিজয় অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের নিরক্ষরতা যাযাবর জীবন এবং নাগরিক সংস্কৃতি সম্পর্কে

যাচ্ছেন।" ইসলামী বিশ্বকোষে (C. H. Becker S F. Rosenthal-এর লিখিত প্রবন্ধে 'ফুতূহুল বুলদান'-এর মূল্যায়ন করা হয়েছে এভাবে ঃ

"ফুতূহুল বুলদান, অর্থাৎ মুসলিম জাতির বিজয় ইতিহাস। ইহা একটি বিশাল গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সার। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুদ্ধ হইতে গ্রন্থখানি শুরু হইয়াছে। ইহার পর রিদ্দা যুদ্ধ এবং শাম, আল-জাযীরা আর্মেনিয়া, মিসর ও আল-মাগরিব-এর বিজয়সমূহের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। গ্রন্থখানির শেষভাগ ইরাক ও ইরান অধিকার এবং ইহাদের শাসনব্যবস্থার বিবরণ রহিয়াছে। ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করার সময়ে আল-বালাযুরী মধ্যে মধ্যে তখনকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়াছেন। যেমন তিনি এইসব বিষয়ে আলোকপাত করিয়াছেন ঃ সরকারী দফতরে গ্রীক এবং ফারসীর বদলে আরবীকে সরকারী ভাষা রূপে ব্যবহার, মিসর হইতে প্রেরিত চিঠিপত্রের উপরিভাগে ইসলামী বাক্যের (মনোগ্রাম) ব্যবহারে বাইজান্টিয়দিগের বিরোধিতা, ভূমি রাজস্ব ও কর-এর বিষয়। সীলমোহরের ব্যবহার, মুদ্রা প্রস্তুতি ও তখনকার প্রচলিত মুদ্রাসমূহ এবং আরবী লিপির ইতিহাস। আরবদের বিজয় সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান তথ্যে পূর্ণ এই গ্রন্থখানি M. J. Goeje, Liber expugnations regionun নামে সম্পাদন করেন, লাইডেন ১৮৬৩-১৮৬৬ খৃ.। ইহার পর আরও কয়েকবার ইহা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। P. K. Hitti ও F. C. Margatten কৃত ইংরেজী অনুবাদ The origin of the Islamic State নিউইয়র্ক ১৯১৬ খৃ. ও ১৯২৪ খৃ. জার্মান অনুবাদ de goeje সং- এর ২৩৯ পর্যন্ত) O. Rescher কৃত লাইপযিগ ১৯১৭-১৯২৩ খৃ.।

(ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৬শ খণ্ড (১ম ভাগ)
পৃ. ৭১-৭২ 'আল-বালাযুরী' নিবন্ধ দ্র.)

বালাযুরীর অপর গ্রন্থ 'আন্সাবুল আশরাফ' -এ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনের জীবনচরিত দিয়ে শুরু করে আব্বাসীয় ও উমাইয়া বংশীয় খলীফাদের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী বিশ্বকোষের ভাষায় ঃ

"এ গ্রন্থের শেষ উল্লেখযোগ্য জীবনী হইল হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফের 'কিতাবুল আনসাব'। বাহ্যতঃ কুলজিগ্রন্থ হইলেও প্রকৃত পক্ষে ইহা ইব্ন সা'দ -এর তাবাকাত জাতীয় রচনা যাহা বংশানুক্রমিক ভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে। প্রত্যেকটি শাসকের যুগের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী সর্বদাই প্রাসঙ্গিক অধ্যায়সমূহে সংযোজিত হইয়াছে। অতএব কিতাবুল আনসাব খারিজীদের ইতিহাসের জন্য একটি অতি মূল্যবান উৎস। C. H Becker ইস্তাম্বুলে উক্ত গ্রন্থখানির একটি পরিপূর্ণ কপি খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। আশীর আফেন্দী-র পাণ্ডুলিপি পৃ. ৫৯৭ - ৫৯৮ পূর্ণ গ্রন্থের বিষয়সূচী মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ্ কৃত (Bull d. Et. or. এ ১৪ খ, দামিশ্‌ক ১৯৫৪ খৃ. পৃ. ১৯৭-২১১), আরও দ্র. আনসাবুল আশরাফ সম্পা, মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ্ মিসর ১৯৫৯ খৃ. ৩৪-৫৩ সম্পাদকের ভূমিকা। জেরুসালেম এর হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুকূল্যে এই সংস্করণের যে দায়িত্ব গ্রহণ করা হইয়াছিল, তথা হইতে তাহার তত্ত্বাবধানে ৪খ, সম্পা,

M. Scholossinger ১৯৩৮-৪০ খৃ. এবং ৫খ. সম্পা. S. D. Goitirein ১৯৩৬ খৃ. একটি প্রয়োজনীয় ভূমিকা সহ) প্রকাশিত হইয়াছে। O. Pinto এবং G. Della vida ইহার অনুবাদ করিয়াছেন। It Califfo Mu'awiya, I Sccondo il - "Kitab Ansab al Asraf" রোম ১৯৩২ খৃ. নামে উহার একাংশের অনুবাদ করিয়াছেন; আরও দ্র F. Gabrieli La Revota dei Muhallabitinel rage it ruovo Baladuri, Rendiconti -তে, R. Accad die Lincei, Cl, sc. mor, stor,e ilol ৬ খণ্ড ১৪ (১৯৩৮ খৃ.) ১৯৯ - ২৩৬। প্রথম খণ্ড যাহা সীরাতুননবী বিষয়ে লিখিত তাহা মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ্ দারুল মা'আরিফ, মিসর হইতে ১৯৫৯ খ. প্রকাশ করিয়াছেন। এই খণ্ডেও একটি প্রয়োজনীয় ও জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

.... আল-বালাযুরী অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহার প্রাপ্ত তথ্যাবলী সংক্ষেপ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তবে প্রায়শ তিনি মূল সূত্রের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন – যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে ইহাতে সাহিত্যরস ক্ষুণ্ন হইয়াছে। তাঁহার রচনায় অতি অল্পসংখ্যক দীর্ঘ কাহিনী স্থান পাইয়াছে। ফুতূহুল বুলদান -এ আল-বালাযুরী ঐতিহাসিক ঘটনা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করার এবং উহা বিভিন্ন নিবন্ধে পরিবেশন করার প্রাচীন নিয়ম চালু রাখিয়াছেন। অন্যপক্ষে (ইহার ঠিক বিপরীত) 'আনসাবুল আশরাফে' তিনি তাবাকাত (ইব্ন সা'দ জাতীয় গ্রন্থসমূহ এবং প্রাচীন ইতিহাস (ইবন ইসহাক, আবূ মিখনাফ, আল-মাদাইন) -এর তথ্যসমূহকে এক তৃতীয় ধরনের পদ্ধতিতে অর্থাৎ বংশানুক্রমিক বিবরণ পদ্ধতিতে সমন্বিত করিয়াছেন। (ইবনুল কালবী) – ইসলামী বিশ্বকোষ, ষোড়শ খণ্ড (১ম ভাগ পৃ. ৭২)

দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত উছমানীয়া বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দ্রাবাদ থেকে ১৯৪৭ সালের বিভাগ পূর্বকালে 'ফুতূহুল বুলদান' এর উর্দূ অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছিল। অনুবাদ করেছিলেন মওলবী সাইয়েদ আবুল খায়ের মওদূদী। করাচীর বিখ্যাত 'নফীস একাডেমী' ১৯৬২ সালে এ উর্দূ সংস্করণটির ১ম পাকিস্তানী সংস্করণ প্রকাশ করে। উক্ত উর্দূ সংস্করণের ভূমিকায় মুহাম্মদ ইকবাল সলীম গাহেন্দরী বালাযুরীর জন্মসাল ২০৩ হিজরী এবং মৃত্যু ২৭৯ হিজরীতে বাগদাদে হয় বলে উল্লেখ করেছেন।

তাঁর মৃত্যুর কারণ পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, তিনি 'বালাযুর' নামক এক প্রকার ফল সেবন করেছিলেন। তাঁর শিষ্য ইবনুন নাদীম লিখেছেন ঃ

وسوس اخر ايامه فشد في البيمارستان ومات فيه وكان سبب وسوسته انه شرب ثمر البلاذر على غير معرفة فلحقه مالحقه (الفهرست ص ١١٣)

অর্থাৎ– তাঁর শেষ বয়সে তিনি উন্মাদ অবস্থায় 'বিমারিস্তান' তথা আব্বাসী খলীফ মামূনের বিখ্যাত হাসপাতালে জিঞ্জিরাবদ্ধ অবস্থায় নীত হন এবং সেখানে ইন্তিকাল করেন ফলটি না চিনে তা সেবন করায়ই তাঁর এ দশা হয়েছিল। —আল-ফিহরিস্ত, পৃ. ১১৩ কিতাবুল আ'লাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৫

কথিত আছে যে এ ফলটি সেবনে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অধিক সেবনে মানুষ উন্মাদ হয়ে যায়। বালাযুরীর ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছিল।

কিতাবুল ওযারা ওয়াল কুত্তাব (كتاب الوزراء والكتاب)-এর লিখক জাহ্‌শিয়ারী (মৃত্যু ৩৩১ হি/৯৪২) যখন লিখেন ঃ

جابر ابن داؤد البلاذرى كان يكتب للخصيب بمصر -

-"জাবির ইব্‌ন দাউদ বালাযুরী মিসরের খাসীব এর কাতিবরূপে কাজ করতেন" তখন এ সন্দেহ না করে উপায় থাকে না যে, বালাযুরী ফল সেবনে অপ্রকৃতিস্থ হওয়া ও মৃত্যুবরণের ঘটনাটি আমাদের আলোচিত 'ফুতূহুল বুলদানের লেখক আবুল হাসান আহমদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া বালাযুরী নন, তিনি ছিলেন তাঁর পিতামহ জাবির ইব্‌ন দাউদ বালাযুরী। মিসরের খাসীবের কাতিব জাবির ইব্‌ন দাউদ যখন বালাযুরী বলে অভিহিত হচ্ছেন, তখন কি পরবর্তীকালে বিখ্যাত তাঁর পৌত্র বালাযুরীর জন্ম হয়েছে? তাই 'মু'জামুল উদাবা' গ্রন্থে অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে ঃ

ولا ادرى ايما شرب البلاذر احمد بن يحى او جابر بن داؤد الا ان بهاذكره الجهشيارى يدل على ان الذى شرب البلاذر هو جده لانه قال " جابر بن داود البلاذرى ولعل ابن ابنه لم يكن حينئذ موجودا والله اعلم-

অর্থাৎ- জানি না, পিতামহ ও পৌত্র দু'জনের কে বালাযুর সেবন করেছিলেন। তবে জাহশিয়ারী যখন বলেন, "জাবির ইব্‌ন দাউদ বালাযুরী" তখন প্রতীয়মান হয় যে, পিতামহই বালাযুর সেবন করেছিলেন। কেননা, তাঁর নাতিটির হয়তো তখন অস্তিত্বই ছিল না। আল্লাহ সম্যক অবগত।"

আল্লামা বালাযুরী তাঁর গ্রন্থাদির মাধ্যমে মুসলমানদের বিজয় কাহিনী ও গৌরব- গাথার যে বিশ্বস্ত বর্ণনা রেখে গেছেন, অনাগতকাল ধরে তা' বিশ্ব মুসলিমের আত্মবিশ্বাস সৃষ্টির উপাদানরূপে বিরাজমান থাকবে। আল্লাহ্ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চতম আসন দান করুন এবং আমাদেরকেও তাঁর অনুসৃতপথে অগ্রসর হয়ে একটি আত্মবিশ্বাসী জাতি গড়ে তোলার তাওফীক দান করুন। আমীন!!

-আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী

সম্পাদকমণ্ডলীর কথা

ভূগোল ও ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে বিশ্বসভ্যতায় মুসলমানদের অবদান এক কথায় অবিস্মরণীয় ও অতুলনীয়। প্রাচীনকাল থেকেই আরব জাতি একটি বণিক জাতি। কৃষিক্ষেত্র ও কৃষি সামগ্রীর অভাবই তাদেরকে বিশ্বের দেশে দেশে বাণিজ্যবহর নিয়ে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য করতো। তাই আমরা দেখি, কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পথপ্রদর্শকও একজন মুসলিম নাবিক। নৌ-বহরের কাপ্তানরূপে কলম্বাস আমেরিকার আবিষ্কারকরূপে মশহুর কিন্তু সেই মুসলিম নাবিকটির নাম ইতিহাসে চাপা পড়ে গেছে। অনুরূপভাবে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে এবং বংশপঞ্জির চর্চা ও সংরক্ষণে পৃথিবীর সর্বাধিক তৎপর জাতিরূপে আরবরাই সর্বাধিক এগিয়ে রয়েছেন। যে দেশের লোক তাদের গৃহপালিত সখের ঘোড়ার পর্যন্ত বংশপঞ্জি সংরক্ষণ করতো, ইতিহাস সংরক্ষণে তারাই যে অগ্রণী হবে এটাই তো স্বাভাবিক। বিশেষতঃ কেবল মহানবী (সা.)-এর হাদীছের সত্যাসত্য ও বিশুদ্ধতা নিরূপণের জন্যে যেখানে 'আসমাউর রিজাল' বা রিজালশাস্ত্র নামে লক্ষাধিক লোকের জীবনবৃত্তান্ত সংরক্ষিত হয়েছে, সেখানে ইতিহাসের সত্যাসত্য ও বিশুদ্ধতা রক্ষা ও নিরূপণের জন্যে যদি ঐ জাতির কিছু লোক জীবনপাত করেন, তাতে বিস্ময়ের কী আছে? হাদীছের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ও রক্ষার জন্যে নিবেদিতপ্রাণ 'মুহাদ্দিসীন' এর পাশাপাশি তাই মুসলিম সমাজে 'আখবারিয়্যীন' বা ইতিহাস ও ঐতিহাসিক বর্ণনাদি সংরক্ষণকারী একটি লেখক গবেষক জামাআত মুসলিম জাতির জ্ঞানীগুণীদের মধ্যে অত্যন্ত সমাদৃত।' আল্লামা আবুল হাসান আহমদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন জাবির ইব্‌ন দাউদ বালাযুরী এরূপই একজন প্রাতঃস্মরণীয় ইতিহাসবিদ মহাপুরুষ। ইসলামের উষালগ্ন থেকে শুরু করে আড়াই শতাধিক বছরের বিস্ময়কর বিজয়কাহিনী তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তাঁর বিখ্যাত 'ফুতূহুল বুলদান' পুস্তকে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। পুস্তকটির বিশালায়তন ৪০টি খণ্ডের কাজ তিনি শুরু করেছিলেন, কিন্তু তা শেষ করে যেতে পারেন নি। ঐ পুস্তকেরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ "ফুতূহুল বুলদান" নামে বিগত হাজার বছর ধরে বিশ্বব্যাপী বহুলভাবে পঠিত ও উদ্ধৃত হয়ে আসছে। ল্যাটিন, জার্মান ও ইংরেজী সহ বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। উর্দূ ভাষায়ও এটি বিভাগ পূর্বকালেই অনূদিত হয়ে দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদ উছমানীয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছিল– যা বিভাগোত্তর সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার যুগে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পাঠাগারে রক্ষিত উর্দূ সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডারের সিংহভাগের সাথে বিলুপ্তপ্রায় হয়ে গিয়েছিল। ১৯৬২ সালে করাচীর বিখ্যাত নফীস একাডেমী তা পুনর্মুদ্রণ করে, কিন্তু আমাদের পাঠক সমাজ আজ পর্যন্ত এ মূল্যবান পুস্তকটি পাঠের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত রয়েছেন।

বাংলাভাষাভাষি পাঠকদের জন্যে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ তা অনুবাদ করিয়ে আমাদের হাতে সম্পাদনের ভার ন্যস্ত করেন। একে তো পুস্তকটি হাজার বছর পূর্বে রচিত। কালের বিবর্তনে অনেক স্থানের মানচিত্র এমনকি নামটি পর্যন্ত পাল্টে গেছে। তাই শুধু অনুবাদেই নয়, সম্পাদনায়ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা বিচিত্র নয়। আশা করি, সুধী পাঠকবৃন্দ তা বিবেচনায় রাখবেন। সম্পাদনার সময় আমাদেরকে অনেক সূক্ষ্মভাবে তা দেখতে ও সম্পাদনা করতে হয়েছে। সাধ্যমত আমরা একে ত্রুটিমুক্ত ও সুখপাঠ্য করতে চেষ্টা করেছি। আশা করি পাঠকদের এ সংক্রান্ত ঔৎসুক্য নিবারণে পুস্তকটি যথেষ্ট সহায়ক হবে। ইসলামের ইতিহাসের আদি উৎসের জ্ঞানাভাবের দরুন যেখানে ইতিহাসের নামে ইসলামের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন বিজাতীয় পাশ্চাত্য লোকদের উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচারসমূহ আমাদের স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক- সমূহে স্থান পেয়ে যাচ্ছে এবং ফলে আমাদের নতুন প্রজন্মের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব ও হীনমন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে। এমন একটি যুগসন্ধিক্ষণে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন এ পুস্তকটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে জাতির জন্যে একটি প্রশংসার কাজ করেছেন। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃপক্ষ ও অনুবাদকমণ্ডলীকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন। আশা করি, জাতির আত্মবিশ্বাস বর্ধক এরূপ পুস্তকাদি প্রকাশের প্রশংসনীয় উদ্যোগ শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি পাবে এবং এভাবে আমাদের নতুন প্রজন্ম পুনরায় ইসলামের কল্যাণকর চেতনাপুষ্ট হয়ে নতুন করে বিশ্বজয়ের সাহস সঞ্চয় করবে।

মোঃ আবদুল মান্নান

আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী

সম্পাদনা পরিষদ

১.	অধ্যাপক মাওলানা আবদুল মান্নান	সভাপতি
২.	মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী	সদস্য
৩.	মুহাম্মদ লুতফুল হক	সদস্য সচিব

অনুবাদকবৃন্দ

১. মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল মোমেন

২. মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

গ্রন্থপঞ্জি

১. ফুতূহুল বুলদান ঃ বালাযুরী – শিরকাতু তাব্‌ঈল কুতুব আল আরাবিয়্যা, ১ম সংস্করণ, কায়রো ১৩১৯ হি/ ১৯০১ খ্রী. আলী বাহ্‌জাত লিখিত ভূমিকা

২. ফুতূহুল বুলদান ঃ বালাযুরী - দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন ১৪০৩/১৯৮৩ খ্রী সংস্করণ, ভূমিকাভাগে প্রকাশিত 'হায়াতুল বালাযুরী' শীর্ষক নিবন্ধ (লেখক ঃ রিযওয়ান মুহাম্মদ রিযওয়ান)।

৩. ফুতূহুল বুলদান (উর্দূ অনুবাদ) ঃ সাইয়েদ আবুল খায়ের মওদূদী অনূদিত, নফীস একাডেমী করাচী, ১ম সংস্করণ ১৯৬২

মুহাম্মদ ইকবাল সলীম গাহেন্দ্রী লিখিত পূর্বকথা ও এম, জে, ডি, জুইয়া লিখিত ভূমিকা

৪. দায়েরাতুল মা'আরিফ আল ইসলামিয়া (উর্দূ), দানিশগাহে পাঞ্জাব লাহোর কর্তৃক প্রকাশিত আল-বালাযুরী নিবন্ধ ঃ পৃ. ৭২৩-৭২৫

৫. ইসলামী বিশ্বকোষ ১৬ তম খণ্ড (১ম ভাগ) 'আল-বালাযুরী' নিবন্ধ, পৃ. ৭১-৭২

৬. কিতাবুল ফিহ্‌রিস্ত; মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক আন্‌নাদীম, সম্পা G. Flagel. Lipging 1871-72

৭. তারীখ-ই-দিমাশ্‌ক ঃ ইব্‌ন আসকির, দামিশ্‌ক ১৩২৯-৫১/১৯১১-৩১

৮. কিতাবুল ওযারা ওয়াল কুত্তাব ঃ জাহ্‌শিয়ারী

৯. ইরশাদুল আরীব ইলা মা'রিফাতিল আদীব (মু'জামুল উদাবা), ইয়াকূত D. S. Margoliouth সম্পাদিত লাইডেন ১৯০৭-৩১

১০. মু'জামুল উদাবা ইয়াকূত, বৈরুত, লেবানন ৩য় খণ্ড

১১. নবী চিরন্তন (আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর বিখ্যাত 'খুৎবাতে মাদ্রাজ' এর বঙ্গানুবাদ) আবদুল্লাহ্‌ বিন সাঈদ জালালাবাদী, ১ম সংস্করণ ১৯৭৫ ইং বুক সোসাইটি, বাংলাবাজার, ঢাকা

১২. রিজাল শাস্ত্রের গোড়ার কথা– মাওলানা অলিউর রহমান (শহীদ) (দৈনিক আজাদের সাহিত্য মজলিসে ষাটের দশকে প্রকাশিত

সূচীপত্র

শিরোনাম | পৃষ্ঠা

বিষয়ানাম | পৃষ্ঠা

প্রথম ভাগ

জাযীরাতুল্ আরব (আরব উপদ্বীপ)

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মদীনায় হিজরত

আহমদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন জাবির (র.) বলেন, আমার নিকট হাদীছবিদ, সীরাতবিদ এবং দেশ বিজয় সম্পর্কিত ইতিহাসবেত্তা একদল আলিম বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করলেন, তখন তিনি মদীনার উপকণ্ঠে কুবায় বনী সাল্‌ম গোত্রের কুলছুম ইব্‌ন হাদ্‌ম ইব্‌ন ইমরাউল কায়স ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন যাইদ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আউসের বাড়ীতে অবস্থান করেন। এ সময় মদীনার সালিম ইব্‌ন ইমরাউল কাইস ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আউস গোত্রের জনৈক সাআদ ইব্‌ন খায়ছামা ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন মালিক তাঁর দরবারে এসে তাঁর সাথে আলাপ আলোচনা করতেন। এতে লোকজন ধারণা করল যে, তিনি তাঁর ওখানেই অবস্থান করছেন।

যে সকল সাহাবা (রা.) ইতোপূর্বে এখানে হিজরত করে এসেছিলেন, আর আনসারদের যে সকল গোত্র এখানে আবাদ ছিল, তারা কুবায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন এবং তাঁরা সকলেই এতে সালাত আদায় করতেন। বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করেই সালাত আদায় করা হত। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কুবায় আগমন করলেন, তখন তিনিও লোকদের সাথে এ মসজিদে সালাত আদায় করেন। এ কারণেই কুবাবাসিগণ বলেন, এটা ঐ মসজিদ যার সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেন ঃ

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ۔

"হে মুহাম্মদ (সা.)! যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই তাক্ওয়ার উপর স্থাপিত হয়েছে, তা-ই আপনার সালাতের জন্য অধিকযোগ্য (৯ ঃ ১০৮)।

আর এ-ও বর্ণিত আছে, যে মসজিদটি সম্পর্কে أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى বলা হয়েছে, তা হলো মসজিদে নববী।

আফ্ফান ইব্ন মুসলিম সাফ্ফার (র.) .... উরওয়া (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ

"আর যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে, ক্ষতি সাধন, কুফ্রী ও মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ইতোপূর্বে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি সংগ্রাম করেছে, তার গোপন ঘাঁটি স্বরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে (৯ ঃ ১০৭)। আয়াতটির শানে নুযূল হচ্ছে, কুবার মসজিদখানা হযরত সাআদ ইব্ন খায়ছামা (রা.) নির্মাণ করেন। এর জায়গাটি ছিল লাববাহ্ নাম্নী এক মহিলার। এখানে সে তার গাধা বাঁধত। এ জন্য কলহ স্বভাবের লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, "আমরা কি এমন জায়গায় সালাত আদায় করব, যেখানে লাব্বাহ্ তার গাধা বাঁধত ? না, আমরা কখনও এতে সালাত আদায় করব না। বরং আমরা নতুন একটি মসজিদ তৈরী করবো এবং সেখানেই সালাত আদায় করব; যে পর্যন্ত আবূ আমির আমাদের কাছে ফিরে এসে আমাদের সাথে সালাত আদায় না করবে।" এ আবূ আমির হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে পালিয়ে গিয়ে মক্কার কাফিরদের সাথে মিলিত হয়েছিল। পরে সে সিরিয়ায় গমন করে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল।

এ মসজিদটি সম্পর্কেই পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّ تَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ-

এ আয়াতে وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ দ্বারা আবূ আমিরকে বুঝানো হয়েছে।

রাওহ্ ইব্ন আবদুল মু'মিন মাকরী (র.) .... সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রা.) সূত্রে বর্ণিত যে, আমর ইব্ন আউফ গোত্রের লোকেরা একখানা মসজিদ তৈরী করেন। এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁদের সাথে সালাত আদায় করেন। ফলে তাদের আত্মীয় গানম ইব্ন আউফ গোত্রের লোকদের হিংসা হল। তারা বলল, "আমরাও যদি একটি মসজিদ তৈরী করে নেই এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে এ কথা বলে পাঠাই যে, আপনি আমাদের এখানে সালাত আদায় করুন, যেভাবে আপনি আমাদের আত্মীয়দের সেখানে সালাত আদায় করেন। আশা করি আবূ আমিরও সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করে আমাদের এখানে এসে আমাদের সাথে এ মসজিদে সালাত আদায় করবে।" তারা এ পরিকল্পনা নিয়ে এ মসজিদটি তৈরী করে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে লোক পাঠিয়ে আবেদন করল যে, "আপনি আমাদের এখানে এসে সালাত আদায় করুন।" তিনি তাদের সেখানে গমনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, ঠিক এমন সময় ওয়াহী নাযিল হলো ঃ

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ-

বর্ণনাকারী বলেন, এ আয়াতে যার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, সে হলো, আবূ আমির। আর যে মসিজিদটির শানে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ

لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ط فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ - اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ -

"(হে মুহাম্মদ (সা.)!) আপনি সালাতের উদ্দেশ্যে এতে কখনও দাঁড়াবেন না, বরং যে মসজিদখানির ভিত্তি প্রথম দিন হতেই তাকওয়ার ওপর স্থাপিত হয়েছে, তাই আপনার সালাতের জন্য যোগ্যতর। পবিত্রতা অর্জন ভালবাসে এমন বহু লোক এতে রয়েছে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের আল্লাহ্ পসন্দ করেন। তারা এর ভিত্তি তাকওয়া এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির ওপর স্থাপন করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ তা হলো কুবার মসজিদ।

আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ইব্ন মায়মূন (র.) বলেন, ... হাসান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ আয়াতটি নাযিল হল ঃ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) লোক পাঠিয়ে কুবাবাসীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা এমন কোন্ পবিত্রতা, যা তোমাদের সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে? তারা জবাব দিল, "আমরা পেশাব-পায়খানার চিহ্ন পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলি।"

আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র.) .... আমির (রা.) হতে বর্ণিত, কুবাবাসীদের কেউ কেউ মল-মূত্র ত্যাগের পর পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতেন। এজন্যে তাঁদের সম্পর্কে এ আয়াতটি নাযিল হয় ঃ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا –আমার নিকট আমর ইব্ন মুহাম্মদ নাকিদ (র.) এবং আহমদ ইব্ন হিশাম ইব্ন বাহ্রাম (র.) সাহ্ল ইব্ন সাআদ (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সময় اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى তথা তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদ কোন্‌টি, এ নিয়ে দু'ব্যক্তির মধ্যে মতানৈক্য হয়। একজন বলেলেন, "এর দ্বারা মদীনার মসজিদকে বুঝানো হয়েছে।" অপরজন বললেন, 'না'। তা হলো কুবার মসজিদ। পরে উভয়ে নবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে এ বিষয়ের সমাধানের জন্য আরয করলেন। নবী করীম (সা.) বললেন– هُوَ مَسْجِدِيْ هٰذَا এটা হলো আমার এ মসজিদ।"

আমার নিকট আমর ইব্ন মুহাম্মদ (র.) ও মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ইব্ন মায়মূন (র.) ... ইব্ন উমর (রা.) হতে বর্ণনা করেন, "যে মসজিদটির শানে اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى আয়াতটি এসেছে, তা হল নবী করীম (সা.)-এর মসজিদ।"

আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র.) .... উবাই ইব্ন কাআব (রা.) হতে বর্ণনা করেন, যে মসজিদ সম্পর্কে اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى–আয়াতটি নাযিল হয়েছে, তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "তা হল, আমার এ মসজিদখানাই।"

আমার নিকট হুদবাহ ইব্‌ন খালিদ (র.) .... সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (রা.) হতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى –দ্বারা নবী করীম (সা.)-এর মহান মসজিদ বুঝানো হয়েছে।

আমার নিকট আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-মাদীনী (র.) .... খারিজা ইব্‌ন যাইদ ইব্‌ন ছাবিত (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ যে মসজিদ সম্পর্কে أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى –বলা হয়েছে, তা হল রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মসজিদ।

আমার নিকট আফ্‌ফান (র.) .... সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (র.) সূত্রে বলেন, যে মসজিদখানা সম্পর্কে أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى –বলা হয়েছে, তা মদীনা শরীফের মহান মসজিদ।

আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ইব্‌ন মায়মূন সামীন (র.) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) সূত্রে বলেন, যে মসজিদখানা সম্পর্কে أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى –ঘোষিত হয়েছে, তা হল মসজিদে নববী।

বর্ণিত আছে ঃ পরে কুবার মসজিদটি সম্প্রসারণ করে তাতে কিছুটা বাড়ানো হয়েছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) যখন এখানে আসতেন, তখন তিনি ঐ পুরাতন খুঁটির কাছে সালাত আদায় করতেন, যে খুঁটি খানার কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সালাত আদায় করেছিলেন। বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সোম, মঙ্গল, বুধ এবং বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মোট চার দিন।[১]

কুবায় অবস্থান করার পর শুক্রবার দিন। (আইনী গ্রন্থে বৃহস্পতিবার দিন লিখেছে) মদীনার উদ্দেশ্যে উটে আরোহণ করলেন। তিনি এখানে এসে সালিম ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রের মসজিদে জুমআর সালাত আদায় করলেন। এটাই ছিল ইসলামের ইতিহাসের প্রথম জুমুআ, যা এ মসজিদেই আদায় করা হয়েছিল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আনসারদের বাড়ী অতিক্রম করতে লাগলেন এবং বাড়ীর পর বাড়ী অতিক্রম করেই চললেন। লোকজন উপস্থিত হয়ে নিজ নিজ গৃহে তাঁকে অবস্থান করার জন্য আবেদন জানালো। চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত তিনি ঐ স্থানটিতে পৌঁছলেন, যেখানে মসজিদে নববী অবস্থিত। এখানে তাঁর উটনী বসে পড়লো। তিনি উটনী হতে অবতরণ করলেন। হযরত আবূ আইউব খালিদ ইব্‌ন যাইদ খাযরাজী অগ্রসর হয়ে উটনীর পিঠ হতে হাওদা নামিয়ে নিলেন। তিনি হযরত আবূ আইউব (রা.)-এর নিকট অবস্থান করলেন। খাযরাজ গোত্রের একটি দল চেয়েছিল যে, তিনি তাঁদের সেখানে অবস্থান করুন। কিন্তু তিনি বললেন, "মানুষ তার হাওদার সঙ্গেই থাকে।" হযরত আবূ আইউব (রা.)-এর এখানে তিনি সাত মাস অবস্থান করলেন। এখানে আগমনের এক মাসের মধ্যে তাঁর উপর পূর্ণ[২] সালাত অবতীর্ণ হল।

---

১. ইমাম বুখারী (র.)-এর মতে চৌদ্দ দিন। (তারীখে সগীর)

২. বুখারী শরীফে বর্ণিত হযরত 'আইশা (রা.)-এর রিওয়ায়াতে আছে, প্রথমে মক্কায় সালাত দু' রাকাআত করেই ছিল। পরবর্তীকালে সফরে সে দু' রাকাআতই বহাল থাকে, কিন্তু বাড়ীতে অবস্থানকালে যুহর, আসর ও 'ইশার দু'রাকাআত করে বাড়ানো হয়। পূর্ণতা বলতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে– সম্পাদক।

আনসারগণ নিজ নিজ দখলভুক্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমিগুলো দানস্বরূপ তাঁর খিদমতে পেশ করে বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী (সা)! আমাদের বাসস্থানের যা আপনার পছন্দ হয়, তা আপনি গ্রহণ করুন। তিনি বললেন, 'বেশ।'

অন্যতম নকীব আবূ উমামা আসা'আদ ইব্‌ন যুরারা মালিক ইব্‌ন নাজ্জার গোত্রের মুসলমানদেরকে নিজ মসজিদে একত্রিত করে দীন শিক্ষা দিতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনায় আগমনের পর (মসজিদে নববী তৈরীর পূর্ব পর্যন্ত) উক্ত মসজিদে সালাত আদায় করতেন। এ মসজিদের সংলগ্ন এক টুকরো জমি ছিল। সাহ্ল ও সুহাইল নামক দুইজন ইয়াতীম বালক এ জমির মালিক ছিল। এঁরা ছিলেন রাফি' ইব্‌ন আবূ আমর ইব্‌ন আয়িদ ইব্‌ন ছাআলাবা ইব্‌ন গানমের পুত্র। আসআদ ইব্‌ন যুরায়া (রা.) তাঁদের অভিভাবক ছিলেন। নবী (সা.) মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যে তাঁকে বললেন, "এ জমিটুকু আমার নিকট বিক্রি করে দাও।" তিনি বললেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি জমিটুকু গ্রহণ করুন। আমি ইয়াতীমদেরকে এর মূল্য প্রদান করে দেব।" কিন্তু তিনি ইয়াতীমদের সম্পত্তি এভাবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। জমির মূল্য দশ দীনার সাব্যস্ত হল। আবূ বকর (রা.)-এর নির্দেশ হতে তা তৎক্ষণাৎ পরিশোধ করা হল। এরপর নবী (সা.) মসজিদ তৈরীর জন্য ইট বানাতে নির্দেশ দিলেন। ইট বানানো হল। এর দ্বারা মসজিদ তৈরী করা হল। পাথর দ্বারা মসজিদের ভিত উঁচু করা হল। ছাদে খেজুরের ডালি বিছিয়ে দেয়া হল এবং কাঠ দ্বারা খুঁটি দেয়া হল।

আবূ বকর (রা.) তাঁর আমলে এতে নতুন কিছু করেন নাই। হযরত উমর (রা.) তাঁর যুগে এর সম্প্রসারণ করেন। তিনি এ কাজের জন্য হযরত 'আব্বাস (রা.)-কে বললেন, "আপনি আপনার বাড়ীটি বিক্রি করে ফেলুন। আমি তা মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করব।" তিনি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে মুসলিম জাতির জন্য তা' মসজিদের উদ্দেশ্যে দান করে দিলেন। উমর (রা.) তা মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করলেন। এরপর হযরত উছমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা.) তাঁর সময়ে পাথর এবং চুন দ্বারা নতুন করে এর সংস্কার করেন। পাথরের খুঁটি লাগানো হল। শাল কাঠ দ্বারা ছাদ তৈরী করা হল। আকীক পাথরের টুকরো দ্বারা এতে নকশা করা হলো।

মসজিদে নববীতে মাক্‌সূরা বা ইমাম দাঁড়াবার সংরক্ষিত স্থানটি সর্ব প্রথম যিনি নির্মাণ করেন, তিনি ছিলেন মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম। তিনি তা নক্‌শাদার পাথর দ্বারা তৈরী করেছিলেন। তারপর ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান শাসনকর্তা নিযুক্ত হওয়া পর্যন্ত এতে কোনরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। ওয়ালীদ তাঁর পিতার পর সিংহাসনে আরোহণ করে মদীনা শরীফের গভর্নর উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র.)-কে মসজিদে নববী ভেঙ্গে নতুন করে সংস্কার করতে নির্দেশ দিলেন। আর এ কাজের জন্য তিনি তাঁর নিকট প্রয়োজনীয় অর্থ, মোজাইক পাথর, মর্মর পাথর এবং সিরিয়া ও মিসর হতে আশিজন সুদক্ষ রোমক এবং মিসরীয় কারিগর প্রেরণ করেন। সংস্কার কাজ আরম্ভ হল। এতে অনেক কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হল। সংস্কারের পর মসজিদের পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও আয়-ব্যয় দেখার জন্য সালিহ্ ইব্‌ন কায়সানকে এর মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করেন। ইনি মুআয়কিব ইব্‌ন ফাতিমা দাওসী গোত্রের একজন মুক্তিপ্রাপ্ত দাস ছিলেন। এটা হিজরী ৮৭ সনের ঘটনা।

কারো কারো মতে এটা হিজরী ৮৮ সনের ঘটনা। এরপর আমীরুল মু'মিনীন খলীফা আল-মাহ্‌দীর খিলাফতকাল পর্যন্ত কোন খলীফাই এর কোনরূপ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন নি।

ওয়াকিদী বলেন, খলীফা আল-মাহ্‌দী আবদুল মালিক ইবন শাবীব গাস্‌সানীকে এবং তার সাথে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের বংশের অপর এক ব্যক্তিকে[১] মসজিদে নববীর মেরামত ও সম্প্রসারণের জন্য মদীনায় প্রেরণ করেন। তখন এখানকার গভর্নর ছিলেন জা'ফর ইব্‌ন সুলায়মান। তাঁরা উভয়ে এক বছর ধরে উক্ত কাজে লেগে ছিলেন। তাঁরা মসজিদের শেষাংশ একশত গজ বাড়িয়েছিলেন। ফলে এর দৈর্ঘ্য তিনশ গজ এবং প্রস্থ দু'শ' গজে দাঁড়িয়েছিল। আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ মাদায়েনী বলেন, আমীরুল মু'মিনীন আল-মাহ্‌দী জা'ফর ইব্‌ন সুলায়মানকে মক্কা, মদীনা এবং ইয়ামামার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি মক্কা ও মদীনার মসজিদসমূহের কিছুটা পরিবর্ধন করেন। মদীনা শরীফের মসজিদের সংস্কার হিজরী ১৬২ সনে সম্পন্ন হয়। আল-মাহ্‌দী হিজরী ১৬০ সনে[২] পবিত্র হজ্জের পূর্বে মদীনা শরীফে উপস্থিত হয়ে নির্দেশ দেন যে, মসজিদে নববীর মাক্‌সূরাটি (যা খলীফা মারওয়ান তৈরী করেছিলেন) ভেঙ্গে মসজিদের বরাবর করে দেয়া হোক। পরে হিজরী ২৪৬ সনে আমীরুল মু'মিনীন জা'ফর মুতাওয়াক্‌কিল আলাল্লাহ্ (র.) মদীনা শরীফের মসজিদের মেরামত করার নির্দেশ দেন। এ কাজের জন্যে তিনি যথেষ্ট পরিমাণে মোজাইক পাথর মদীনায় প্রেরণ করেন। মেরামতের কাজ হিজরী ২৪৮ সনে সমাপ্ত হয়।

আমর ইব্‌ন হাম্মাদ ইব্‌ন আবূ হানীফা (র.) .... 'আইশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যদিও কোন কোন নগর ও শহর বল প্রয়োগে জয় করা হয়ে থাকে, কিন্তু মদীনা শরীফ কুরআনের দ্বারা জয় করা হয়েছে।

শায়বান ইব্‌ন আবূ শায়বা (রা.) .... হাসান (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক নবীরই একটি নির্দিষ্ট হারাম (মর্যাদাপূর্ণ স্থান) থাকে, আমিও মদীনাকে হারাম বলে ঘোষণা করলাম, যেভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.) পবিত্র মক্কাকে তাঁর হারাম বানিয়েছিলেন। সুতরাং না এর ঘাস কাটা যাবে, না এর গাছ-পালা ছিন্ন করা যাবে, আর না এখানে হানাহানির উদ্দেশ্যে অস্ত্র ধারণ করা যাবে। আর যে কেউ এখানে কোন বিদআতের সূচনা করবে বা বিদআতী কোন লোককে এখানে আশ্রয় দেবে, তার ওপর আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতা এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপ বর্ষিত হবে। তার ফরয-নফল কোন ইবাদাত কবুল হবে না।

রাওহ্ ইব্‌ন আবদুল মু'মিন বসরী মাক্‌রী (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, হে আল্লাহ্! ইবরাহীম (আ.) আপনার বান্দা ও রাসূল ছিলেন। আমিও আপনার বান্দা ও রাসূল। যেভাবে হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) পবিত্র মক্কাকে

---

১. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আসিম ইনি ছিলেন।

২. মূল আরবী গ্রন্থে ভুলবশত কেবল ৬০ হিজরী মুদ্রিত হয়েছে। –সম্পাদক

হারাম বানিয়েছিলেন, সেভাবে আমিও মদীনা শরীফের দু'টি অগ্নিদগ্ধ পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানকে আমার হারাম বানিয়েছি। আবূ হুরায়রা (রা.) বলতেন, ঐ পবিত্র সত্তার শপথ, যার হাতে আমার জীবন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হারামের পবিত্রতা রক্ষার্থে এর প্রস্তরপূর্ণ পাহাড়ের মাঝে কোন হরিণ পাওয়া গেলেও আমি তার দিকে চোখ তুলে তাকাব না।

শায়বান ইব্ন আবূ শায়বা (র.) .... মুহাম্মদ ইব্ন যিয়াদের দাদা হতে বর্ণিত আছে, তিনি উছমান ইব্ন মায্‌উনের আযাদকৃত দাস ছিলেন। তাঁর কাছে হাররা নামক স্থানে মায্‌উন পরিবারের একখণ্ড জমি ছিল। তিনি বলেন, হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) কোন কোন সময় দুপুরে মাথায় কাপড় দিয়ে আমার নিকট আসতেন। তিনি আমার সাথে কথাবার্তা বলতেন। আমি তাঁর জন্যে শশা ও শাক-সবজি এনে দিতাম। এভাবে একদিন তিনি আসলেন, আমি তাঁর জন্যে সবজি আনার উদ্দেশ্যে উঠলাম। তিনি আমাকে বললেন, "যাবেন না। কারণ, আমি আপনাদেরকে এখানকার সকল কিছুর ওপর কর্তৃত্ব দান করেছি। তাই আপনাদের উচিৎ হবে, আপনারা যেন কাউকেও মদীনা শরীফের গাছগুলোর কোন একটি গাছের ডাল ভাংতে বা কাটতে কখনও অনুমতি প্রদান না করেন। আর যদি কাউকেও এরূপ করতে দেখেন, তবে তার রশি ও কুঠার কেড়ে নেবেন।" তিনি বললেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তার পরিধানের বস্ত্রও কি কেড়ে নেব? তিনি বললেন, না।

আবূ মাস'উদ ইব্ন কাত্তাত (র.) .... জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ (র.)-এর পিতা হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উহুদ পর্বত হতে আইর পর্যন্ত স্থানের গাছ কাটা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তবে হাঁ, এমন লোক, যার শুধুমাত্র একটি পানি বহনকারী উট থাকবে, তার জন্যে গাযা নামক শক্ত কাঠ, যা হাল জোতের কাজে, গরুর গাড়ী তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয় এবং শুকনো ও কাঁচা ঘাস কাটার অনুমতি দেয়া যেতে পারে।

বকর ইব্ন হাইছাম (র.) .... আসলাম (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, আমি হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.)-কে রায়যার সংরক্ষিত ভূমির দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিকে যার নাম রাবী ভুলে গেছেন– একথা বলতে শুনেছি যে, মুসলমানদেরকে ক্লেশ দেয়া হতে বিরত থাকবে এবং অত্যাচারিতের দু'আকে ভয় করবে। কারণ, তার দু'আ কবূল হয়ে থাকে। স্বল্প সংখ্যক উট ও ছাগলের মালিকদেরকে এখানে প্রবেশ করতে দেবে। ইব্ন আফ্ফান এবং ইব্ন আউফের উট সম্বন্ধে আমাকে ক্ষমা করবে। কারণ, তাদের উট মরে গেলেও তারা এ ক্ষেতের দিকে ফিরে আসবেই। তবে হাঁ, যদি তাদের উট মরে যায় তবে তারা ব্যাকুল হয়ে, 'হে আমীরুল মু'মিনীন!' হে আমীরুল মু'মিনীন! বলে চিৎকার করতে করতে আমার নিকট আসবে। সুতরাং মুসলমানদের জন্যে এটাই সহজতর হবে যে, তাদেরকে স্বর্ণ-রৌপ্য দান করার পরিবর্তে জমির ঘাস দিয়ে দেবে। আল্লাহ্র কসম! এ জমির মালিক তারাই। প্রাক-ইসলামী যুগে তারা এর জন্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছে। আর এর মালিক থাকা অবস্থায়, তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। আমি যদি এরূপ না করি তবে তারা ভাববে যে, আমি তাদের ওপর জুলুম করছি। যদি এ উট না হতো, যদ্দারা আল্লাহ্র রাস্তায় বোঝা বহন করা হয়ে থাকে, তবে আমি কখনও কোন জিনিস দ্বারা শহরে লোকদের সাহায্য করতে পারতাম না।

কাসিম ইব্‌ন সাল্লাম আবূ উবাইদ (র.) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনা শরীফের 'নকী' নামক চারণভূমিকে মুসলমানদের ঘোড়া চরার জন্যে সংরক্ষিত চারণভূমি রূপে নির্দিষ্ট করে দেন। (ফলে তা হারামের আওতা হতে মুক্ত হয়ে যায়।)

আবূ উবাইদ বলেন, 'নাকী' বীট নামক ঘাসের মাঠকে বলা হয়। বীট পশুর জন্য খুবই উপাদেয় ঘাস। এটা খেলে পশু খুবই হৃষ্ট পুষ্ট হয়ে থাকে। একে হান্দাকূক বলা হয়।

মুস'আব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ যুবাইরী (র.) .... সা'আদ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, "আমি মদীনা শরীফের সংরক্ষিত এলাকায় জনৈক ক্রীতদাসকে গাছ কাটতে দেখে তাকে প্রহার করে তার কুঠার কেড়ে নিলাম। এতে তার মনিব কিংবা তার পরিবারের কোন মহিলা হযরত উমর (রা.)-এর নিকট এসে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। হযরত উমর (রা.) আমাকে বললেন, "হে আবূ ইসহাক! তার কাপড় ও কুঠার ফেরৎ দিয়ে দাও।" আমি দিতে অস্বীকার করলাম। আর বললাম, "আমি এমন জিনিস কখনও ফেরৎ দেব না, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের জন্যে বৈধ করে দিয়েছেন। আমি নবী করীম (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, এ জমি হতে যাকেই কিছু কাটতে দেখবে, তাকে প্রহার করবে এবং তার সবকিছু কেড়ে নেবে।" সুতরাং তিনি কিছুই ফেরৎ দিলেন না। কুঠার দ্বারা তিনি নিড়ানী তৈরী করে নিলেন এবং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এর দ্বারা নিজ জমিতে কাজ করে যান।

আবুল হাসান মাদায়েনী (র.) .... ইব্‌ন জু'দাবাহ এবং মাসলামার (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যীকারদের যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের সময় 'জুরাইব' নামক স্থানে অবস্থান করেন। এখানে আনসারদের বনী হারিছা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি একটি গুল্ম বনের দিকে ইশারা করে আরয করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এটা আমাদের উট এবং ছাগল-মেষাদির চারণভূমি এবং আমাদের মহিলাদের প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেয়ার স্থান। তারা এর নাম করণ করলেন 'গাবাহ' বলে। তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি এখানকার একটি গাছ কাটবে, সে যেন তার স্থলে আর একটি গাছ লাগিয়ে দেয়। আর তার ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেয়। এভাবে সেখানে বনভূমি গড়ে তোলা হয়।

আবদুল 'আলা ইব্‌ন হাম্মাদ .... ছা'লাবা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) 'মাহযূর' উপত্যকার ব্যাপারে ফয়সালা করে দেন যে, "উপরের জমিতে পায়ের গিরা অবধি পানি আটকিয়ে রেখে নীচের জমির দিকে পানি প্রবাহিত হতে দেবে। উচ্চভূমির লোকেরা যেন নিম্নভূমির পানি রোধ করে না রাখে।

ইসহাক ইব্‌ন আবূ ইসরাঈল (রা.) .... আবদুর রহমান ইব্‌ন হারিছ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মাহযূর উপত্যকার স্রোতের পানির ব্যাপারে এরূপ ফয়সালা করেন যে, উঁচু জমির মালিক এ পরিমাণ পানি আটকিয়ে রাখবে, যাতে পায়ের গিরা পর্যন্ত পানি স্থির থাকে। পরে নীচের জমির দিকে পানি বইতে দেবে।

আমর ইব্‌ন হাম্মাদ ইব্‌ন আবূ হানীফা (র.) .... আবূ বকর আনসারী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মাহ্‌যূর ও মুযায়নীব উপত্যকদ্বয়ের স্রোতের পানির ব্যাপারে এরূপ নির্দেশ দেন যে, উপরের জমির মালিক পানি আটকিয়ে রেখে পায়ের গিরা পর্যন্ত পানি স্থির করে নেবে, তারপর পানি নীচের জমির দিকে বইতে দেবে।" বর্ণনাকারী মালিক ইব্‌ন আনাস (র.) বলেন; রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একই ফয়সালা 'বাতহান' উপত্যকার স্রোতের পানির ব্যাপারেও করেছিলেন।

হুসাইন ইব্‌ন আসওয়াদ ইজলী (র.) .... ছাআলাবা ইব্‌ন আবু মালিক (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, বনী কুরায়যার মাহযূর উপত্যকার পানি নিয়ে জনগণের মধ্যে বিরোধ ছিল। এর মীমাংসার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট পেশ করা হলো। তিনি এরূপ মীমাংসা করলেন, যখন উঁচু জমিতে পায়ের গিরা পর্যন্ত পানি স্থির হয়ে যাবে, তখন উপরের জমির মালিক নীচের জমির দিকে পানির স্রোত বইতে যেন বাধা সৃষ্টি না করে।"

হুসাইন (র.) .... মুহাম্মদ (র.) সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) 'মাহযূর' উপত্যকার স্রোত সম্পর্কে এরূপ ফায়সালা করেন যে, খেজুর বাগানের মালিকগণ পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত এবং সাধারণ ক্ষেত-খামারের মালিকগণ পায়ের পাতা পরিমাণ পানি পাবে। পরে তাদের নীচের লোকদের জন্যে পানি ছেড়ে দেবে।

হাফ্‌স ইব্‌ন উমর .... উরওয়া (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'বাত্‌হান' উপত্যকাটি জান্নাতের নহরসমূহের একটির উপর অবস্থিত।

আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ মাদায়েনী আবুল হাসান (র.), ইব্‌ন জাদাবা প্রমুখ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উছমান (রা.)-এর খিলাফত কালে মাহযূর উপত্যকার প্লাবনে সমগ্র মদীনা শরীফ ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তিনি এর প্রতিরোধের জন্যে বাঁধ তৈরী করেছিলেন। বর্ণনাকারী আবুল হাসান বলেন, অনুরূপভাবে ১৫৬ হিজরী সনেও বন্যার দরুন মহাসঙ্কট দেখা দিয়েছিল। তখন আবদুস সামাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) মদীনা শরীফের গভর্নর ছিলেন। তিনি উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ সালামা আল-উমরীকে দুর্গত এলাকায় প্রেরণ করেন। তিনি আসরের পর লোকজনকে নিয়ে বের হলেন, তখন পানিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খাস জমিও প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল। উঁচু অঞ্চলের একজন বৃদ্ধা মহিলা তাঁকে একটি জায়গার খোঁজ দিলেন– যার খবর তিনি লোকমুখে শুনেছিলেন। তাঁরা জায়গাটি খনন করলেন। সেখান হতে পানি নির্গমনের পথ বেরিয়ে গেল। তখন সমস্ত পানি ঐ পথ দিয়ে 'বাতহান' উপত্যকার দিকে প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিল। আবুল হাসান বলেন, 'মাহযূর' উপত্যকা হতে মুযাইনীব উপত্যকা পর্যন্ত একটি পাহাড়ী পথ আছে। সেখানে পানি জমা হয়ে থাকে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবান ওয়াসেতী (র.) .... হাসান (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনা এবং মদীনাবাসীদের জন্যে দু'আ করলেন। আর তার নাম রাখলেন, তাইয়িবা বা পবিত্রভূমি।

আমার নিকট আবূ উমর হাফ্স ইব্ন উমর (র.) .... উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আইশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন মদীনায় হিজরত করলেন, তখন এখানে এসে অনেক মুসলমান অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁদের মধ্যে যাঁদের রোগ সবচেয়ে বেশী হয়েছিল, তাঁরা হলেন– আবূ বকর (রা.), বিলাল (রা.) এবং আমির ইব্ন ফুহায়রা (রা.)।

আবূ বকর (রা.) অসুস্থ অবস্থায় বলতেন ঃ

كل امرء مصبح في اهله * والموت ادنى من شراك نعله

-প্রত্যেক মানুষ তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে সময় কাটাচ্ছে, অথচ (সে জানে না যে,) মৃত্যু তার জুতার ফিতা হতেও অধিকতর নিকটবর্তী।

বিলাল (রা.) বলতেন ঃ

"ঐ সময় কি কখনও ফিরে আসবে'
যখন আমি ঐ উপত্যকায় একটি রাত এমতাবস্থায় যাপন করব
যে আমার আশ-পাশে ইযখির ও জলীল নামক
দু'টি সুগন্ধি ঘাস থাকবে? আর, ঐ দিন দেখার সৌভাগ্য কি আমার হবে
যে দিন আমি মাজান্নাহ নামক কুপে অবতরণ করব
এবং সেখানে আমাকে শামা ও তুফাইল দেখানো হবে।"

আমির ইব্ন ফুহায়রা (রা.) বলতেন ঃ

"আমি মৃত্যু আসার পূর্বেই তার স্বাদ-আস্বাদন করেছি।
কাপুরুষদের মৃত্যু তাদের উপর থেকে এসে থাকে।
আর প্রত্যেক ব্যক্তিই সাধ্যমত আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করে।
যেভাবে ষাঁড় তার শিং দিয়ে তার চামড়া রক্ষার প্রয়াস পায়।"

নবী করীম (সা.)-কে তাঁদের অসুস্থতার সংবাদ দেয়া হলো। তিনি দু'আ করলেন ঃ اللّهم طيب لنا المدينة كما طيبت لنا مكة وبارك لنا في مدها وصاعها –"হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য মদীনাকে এমন অনুকূল আবহাওয়াযুক্ত করে দাও, যেমনটি মক্কা আমাদের জন্যে ছিল। আমাদের জন্যে এখানকার 'মুদ' ও 'সা'আ'[১]-এর মধ্যে বরকত দান করুন।"

ওয়ালীদ ইব্ন সালিহ্ (র.) ... উরওয়া (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন, জনৈক আনসার যুবাইর ইব্ন আওয়াম (রা.)-এর সাথে 'আশরাজুল হার্‌রা' সম্পর্কে ঝগড়া করেছিল। নবী (সা.) তাঁকে বললেন, "হে যুবাইর! তুমি তোমার ক্ষেতে প্রয়োজনমত পানি দাও। তারপর তোমার প্রতিবেশীদের দিকে তা প্রবাহিত হতে দাও।"

আলী আছরাম (র.) আবূ উবায়দা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, 'আশ্‌রাজ' পাথুরে জমির উপর পানির নির্গমন পথকে বলা হয়। আর 'হার্‌রা' বলা হয় পাথর বিছানো জমিকে।

১. 'মুদ' ও সা'আ দু'টি ওজন করার পাত্র বিশেষ। 'মুদ' প্রায় এক কেজি পরিমাণ হয়ে থাকে। আর সা'আ তিন কেজি। –অনুবাদক

কিন্তু আসমাঈ বলেছেন যে, এটা পানির ঐ প্রবাহিত ধারাকে বলা হয়, যা পাথুরে জমি হতে উৎপন্ন হয়ে নরম ও নীচু জমির দিকে প্রবাহিত হয়ে থাকে।

হুসাইন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আসওয়াদ (র.) ... উরওয়া (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা.) আকীক নামক বিশেষ জমি লোকজনের মধ্যে জায়গীর স্বরূপ প্রদান করতে লাগলেন। জমি বন্টন করে তার শেষাংশে এসে তিনি বললেন, "আমি এমন জমি আজ পর্যন্ত কাউকে দান করিনি। তা শুনে খাওয়াত ইব্‌ন যুবাইর বললেন, এ জমিটুকু আমাকে দান করুন। তিনি উক্ত জমিটুকু তাঁকেই দিয়ে দেলেন।

হুসাইন (র.) .... উরওয়া (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা.) লোকজনকে জমি জায়গীর দেয়ার উদ্দেশে বের হলেন। যুবাইর (রা.) তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি আকীকে উপত্যকার উঁচু থেকে নীচু অংশ পর্যন্ত গোটা এলাকা লোকের মধ্যে বন্টন করেছেন।

হুসাইন ... উরওয়া (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন, একদা উমর (রা.) লোকজনের মধ্যে জমি বন্টন করতে বের হলেন। তাঁর সঙ্গে যুবাইরও ছিলেন। উমর (রা.) জমি বন্টন করতে করতে আকীকে এসে উপস্থিত হন। তখন তিনি বললেন ঃ জমি গ্রহীতারা কোথায়? আমি আজ পর্যন্ত এর চেয়ে উৎকৃষ্ট জমি জায়গীর হিসাবে কাউকে দান করিনি। যুবাইর (রা.) বললেন, "এটা আমাকে দান করুন!" তিনি জমির এ খণ্ডটুকু তাঁকেই দিলেন।

হুসাইন (র.) ... উরওয়া সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা.) 'আকীক' উপত্যকার সমস্ত জমি জায়গীরদারী ব্যবস্থায় লোকজনের মধ্যে বন্টন করতে করতে খাওয়াত ইব্‌ন যুবাইর আনসারীর জমিতে যখন এসে পৌঁছলেন, তখন তিনি বললেন, "এ জমি জায়গীর হিসাবে কে গ্রহণ করবে? আমি আজ পর্যন্ত এর চেয়ে উৎকৃষ্ট জমি বন্টন করিনি।'

খাল্‌ফ ইব্‌ন হিশাম বায্‌যার (র.) .... উরওয়া (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা.) একটি অনাবাদী জমি খাওয়াত ইব্‌ন যুবাইর আনসারীকে জায়গীর হিসাবে দান করেন। আমি উক্ত জমিখানা তাঁর নিকট হতে ক্রয় করে নেই।

হুসাইন ইব্‌ন আসওয়াদ (রা.) .... উরওয়া (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবূ বকর (রা.) যুবাইর (রা.)-কে জুরফ থেকে কানাত পর্যন্ত জমি জায়াগীর স্বরূপ দান করলেন।

আবুল হাসান মাদায়েনী আমাকে বলেন, কানাত একটি উপত্যকার নাম, যা তায়েফের দিক হতে এসে 'আরহদিয়া' এবং 'কারকারাতুল কদর' এর কাছে মুআবিয়ার প্রাচীরের দিকে মোড় নিয়েছে এবং 'তারাফুল কুদুম' অতিক্রম করে উহুদের শহীদগণের কবরের পাদদেশ দিয়ে চলে গেছে।

আবূ উবাইদ কাসিম ইব্‌ন সাল্লাম (র.) .... এক জামা'আত বিজ্ঞ সাহাবী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বিলাল ইব্‌ন হারিছ মুযনী (রা.)-কে 'নাহিয়াতুল ফারা' নামক স্থানে একটি খনি জায়গীর হিসাবে প্রদান করেন।

আমর নাকিদ এবং ইব্‌ন সাহ্‌ম ইনতাকী (র.) .... আবূ ইকরামা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বিলাল (রা.)-কে একখণ্ড জমি জায়গীর হিসাবে দান করেন।

সেখানে একটি পাহাড় ও একটি খনি ছিল। বিলাল (রা.)-এর বংশধরগণ উক্ত জমির একাংশ উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র.)-এর নিকট বিক্রি করে ফেলল। এতে একটি খনি বের হলো। কারো কারো মতে দু'টি খনি। এতে বিলাল (রা.)-এর পরিবার তাঁকে বললেন, "আমরা আপনার কাছে কৃষি জমি বিক্রি করেছি। খনি বিক্রি করিনি। তাঁরা নিজ দাবীর সমর্থনে একটি খেজুর শাখায় লিখিত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর একটি লিপি পেশ করলেন। উমর (র.) লিপিখানা চুম্বন করলেন। চোখের সাথে লাগালেন এবং নিজ গোমস্তাকে ডেকে বললেন, "হিসাব করে দেখুন! আজ পর্যন্ত উক্ত জমির খনি হতে কি পরিমাণ সম্পদ উত্তোলিত হয়েছে। আর কি পরিমাণ ব্যয়িত হয়েছে। যা অবশিষ্ট আছে তা তাদেরকে দিয়ে দিন।

আবু উবাইদ (র.) .... বিলাল (রা.) ইব্‌ন হারিছ সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী (সা.) তাঁকে সম্পূর্ণ 'আকীক' উপত্যকাটি জায়গীর হিসাবে দান করেছিলেন।

মুসআব যুবাইরী (র.) .... মালিক ইব্‌ন আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বিলাল ইব্‌ন হারিছ (রা.)-কে 'নাহীয়াতুল ফারা' নামক স্থানে একটি খনি জায়গীর হিসাবে দান করেন।' আমার জানামতে আমাদের আলিমগণের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই যে, খনিজ সম্পদের দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ যাকাত দিতে হয়। মুসআব বলেন, যুহরী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "খনিজ সম্পদের যাকাত আছে।" তাঁর নিকট হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, খনিজ সম্পদের খুমুস বা এক-পঞ্চমাংশ যাকাত হিসাবে প্রদান করতে হয়, যা ইরাকী আলিমগণের অভিমত। সুফিয়ান ছাওরী (র.), আবূ হানীফা (র.) এবং আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতানুযায়ী আজ পর্যন্ত আল-ফারা, নাজরান, যুল-মারওয়াহ, এবং ওয়াদী আল-কুরা ইত্যাদি খনিজ সম্পদের খুমুস বা এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণ করা হয়।

হুসাইন ইব্‌ন আসওয়াদ (র.) .... জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আলী (রা.)-কে চারটি জায়গীর প্রদান করেন। দু'টি আল-ফকীরাইন নামক স্থানে, একটি 'বি'রে কায়েস' নামক স্থানে আর একটি 'বি'রে আশ্‌শাজারা' নামক স্থানে।

'আমর ইব্‌ন মুহাম্মদ নাকিদ (র.) .... মুহাম্মদ (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) ইবয়াম্বু নামক কূপটি 'আলী (রা.)-কে জায়গীর হিসাবে প্রদান করেন। পরে তাঁকে আরো একটি জায়গীর দিয়ে দেন। আল্লামা বালাযুরী (র.) বলেন, আমার নিকট একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি মুসআব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ যুবাইরী (রা.)-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, 'বি'রে উরওয়া' বা উরওয়া নামক কূপটি উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর (রা.)-এর নামানুসারে হয়েছে। হাউযে আমর বা আমর নামক হাউযটি আমর ইব্‌ন যুবাইর (রা.)-এর নামানুসারে হয়েছে। খালীযে বানাতে নায়েলা বা নায়েলা কন্যাগণের উপসাগরটি হযরত উছমান (রা.)-এর স্ত্রী নাইলা বিন্‌ত 'আল-ফারাফাসাতুল কালবিয়ার' নামানুসারে হয়েছে। উছমান ইব্‌ন আফফান (রা.) এ উপসাগরের পানি 'আল আরসা' ভূখণ্ড পর্যন্ত নিয়েছিলেন এবং সেখানে চাষাবাদের ব্যবস্থা করেছিলেন। আরদে আবূ হুরায়রা বা আবূ হুরায়রার জমি আবূ

তারা তাদের প্রয়োজন মত পানি পেয়ে থাকত। পরিণামে এ বাঁধটি ভেঙ্গে গেল। আল্লাহ্ তাদের বাগান প্লাবিত করে দিলেন, তাদের সমস্ত তরুলতা ভাসিয়ে দিলেন। এর স্থলে বিস্বাদ ফলমূল কাউ গাছ এবং কিছু কুল জন্মিয়ে দিলেন। তাদের নেতা মুযাইকিয়া তথা আমর ইব্‌ন আমির যখন এ অবস্থা দেখল, তখন সে তার জমিজমা ও গবাদিপশু প্রভৃতি সম্পত্তি বিক্রয় করে দিলেন। তিনি আযদীদেরকে সাথে করে 'আক' শহরে চলে গেলেন। এবং সেখানে বসবাস করতে থাকেন। সঙ্গীদেরকে তিনি বললেন, না জেনে সম্মুখে অগ্রসর হওয়াটা বিপজ্জনক হবে। কিন্তু 'আক' শহরের অধিবাসিগণ যখন দেখতে পেল যে, আযদীগণ তাদের ভাল ভাল জমিগুলো দখল করে নিয়েছে, তখন তারা ক্ষুব্দ হয়ে আযদীদের বলল, তোমরা এখান থেকে চলে যাও। এতে 'জেয্'আ' নামক জনৈক টেঁরা চোখবিশিষ্ট এবং বধির আযদী 'আক'বাসীদের একদল লোকের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাদের কয়েক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলল। ফলে উভয় গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যায়। যুদ্ধে আযদীগণ পরাজয় বরণ করে পশ্চাদাপসরণ করল। এ সময় জেয্আ বলেছিল, "নিঃসন্দেহে আমরা বীর মাযিনের বংশধর। গাস্সানবাসী গাস্সানই, আর আকবাসী আকই। তারা অচিরেই জানতে পারবে যে, আমাদের উভয়ের মধ্যে বেশী দুর্বল কারা।"

যেহেতু এরা গাস্সান নামক কূপের নিকট অবস্থান গ্রহণ করেছিল, সেজন্যে তাদের গাস্সামী বলা হয়। এরপর আযদীরা এখান হতে হাকাম ইব্‌ন সাআদ ইব্‌ন কাহতানের শহরে চলে গেল। এরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হয়। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তারা এখান থেকে বের হয়ে যাওয়াতেই সমীচীন মনে করে সেখান থেকে নাজরানে চলে যায়, তবে তাদের কিছু সংখ্যক লোক এখানেই থেকে যায়। এখানেও নাজরানীদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ হয়। নাজরানীরা আযদীদের হাতে পরাজয় বরণ করে। আযদীরা নাজরানে স্থায়ীভাবে বাস করতে লাগল। পরে তারা এখান হতেও চলে যায়। তবে একটি বিশেষ দল যারা বিভিন্ন কারণে এখানে থাকতে বাধ্য ছিল, তারা ব্যতীত অন্যান্যরা মক্কায় চলে গেল। সেখানে জুরহুম গোত্রের লোক বাস করত। এখানে এসে আযদীরা 'বাতনে সার' নামক স্থানে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকে। পরে তাদের নেতা সাআলাবা ইব্‌ন আমর মুযাইকিয়া জুরহুমদের নিকট মক্কার সমতল ভূমি দান করার জন্যে আবেদন জানায়। কিন্তু তারা-তা দিতে অস্বীকার করলো। তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করে প্রথমে তাদের সমতল ভূমি দখল করে নিলেন। সাথে সাথে তিনি ও তাঁর সাথে আযদীরা তাদের ঘর বাড়ীও দখল করে নেয়। পরে খাদ্যের অভাবে তারা এখান হতেও বের হয়ে বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের কেউ কেউ ওমানে চলে যায়, কেউ কেউ সারাতে আবার কেউ কেউ আম্বার, হীরা এবং সিরিয়ায় চলে যায়। একদল মক্কায় রয়ে যায়। এতে তাদের নেতা জিয্আ বললেন, "আযদীগণ, তোমরা সবাই এক এক দিকে চলে গেলে। আর তোমাদের একটি দল হীনবল অবস্থায় এখানে রয়ে গেল। আমার আশংকা হচ্ছে যে, তোমরা আরবদের মধ্যে কোথাও অপমানিত এবং দুর্ভাগ্য কবলিত জাতি হিসাবে থেকে না যাও। এ কারণেই যারা মক্কায় রয়ে গেল তাদেরকে 'খুযাআ' বা হীনবল গোত্র বলা হয়ে থাকে। তাদের নেতা সাআলাবা ইব্‌ন আমর মুযাইকিয়া

নিজ পরিবার এবং সঙ্গীদেরকে নিয়ে মক্কা হতে বের হয়ে ইয়াছরিব গমন করলো, সেখানে তখন ইয়াহূদীরা বাস করত। এ কারণে তখন তারা ইয়াছরিব শহরের বাইরে অবস্থান করলো। এখানে তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেল এবং তাদের মান সম্মানও বেড়ে গেল। পরবর্তী সময়ে তারা ইয়াহূদীদেরকে শহর হতে বের করে দিল। এখন থেকে ইয়াহূদীরা শহরের বাইরে বসবাস কতে লাগল। আর এরা শহরের উপর আধিপত্য বিস্তার করে নিল।

ইয়াছরিবের (মদীনার) আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের উভয়েই হারিছা ইব্ন সা'আলাবা ইব্ন আমির মুযাইকিয়া ইব্ন আমিরের পুত্র ছিল। তাদের মাতার নাম কাইলা বিন্ত আরকাম ইবন আমর ছিল। আবার কেউ কেউ বলেন, ইনি আযদ গোত্রের গাস্সানীরা মহিলা ছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি উয্‌রিয়া গোত্রের মহিলা ছিলেন।

প্রাক-ইসলামী যুগে এরা বহু ঘটনা এবং অনেক যুদ্ধের সাথে জড়িত ছিল বিধায় তারা যুদ্ধ-বিগ্রহে এমন দক্ষ, অভিজ্ঞ ও অভ্যস্ত হয়েছিল যে, সমগ্র আরবে তাদের শৌর্য-বীর্য ও শক্তির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। সকলের উপর তাদের ভয়ভীতির প্রভাব বিস্তার করছিল। যার কারণে তাদের অধিকৃত এলাকা নিরাপদ ছিল এবং তাদের প্রতিবেশী সম্মানের পাত্র বিবেচিত হত। আল্লাহ্ তাদের দ্বারা স্বীয় নবী (সা.)-এর সাহায্য ও সহযোগিতা করাবেন বলেই তাদেরকে এসব শৌর্য-বীর্য ও উন্নতি দান করেছিলেন।

বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনায় আগমনের পর ইয়াছরিবের ইয়াহূদীদের সাথে মৈত্রী স্থাপন করে তাদের সাথে একটি চুক্তি পত্র স্বাক্ষর করেন। পরে কায়নুকা গোত্রের ইয়াহূদীরাই সর্বপ্রথম চুক্তি ভঙ্গ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে মদীনা হতে বের করে দিলেন। এরপর তিনি যে ভূখণ্ডটি সর্ব প্রথম জয় করেন, তাহলো বনী নযীরদের আবাসভূমি।

বনী নযীরদের ধন-সম্পদ

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আবূ বকর (রা.), উমর (রা.) এবং উসাইদ ইব্ন হুযাইর (রা.)-কে সাথে নিয়ে ইয়াহূদী বনী নযীরদের নিকট গমন করেন। তিনি তাদের কাছে তাদের প্রতিশ্রুতি মুতাবিক কিলাব ইবন রবীআ গোত্রের ঐ দু' ব্যক্তির রক্তপণের বিষয়ে সহযোগিতা কামনা করলেন, যাদেরকে আমর ইব্ন উমাইয়া যামীরী হত্যা করেছিল। কিন্তু তারা সহযোগিতার পরিবর্তে তার প্রতি যাঁতার চাকী নিক্ষেপ করতে উদ্ধত হল। তিনি তাদের ওখান থেকে ফিরে আসলেন এবং তাদেরকে শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে লোক পাঠালেন; কেননা তাদের পক্ষ থেকে এ আচরণ প্রকাশ্যভাবে বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গস্বরূপ ছিল। তারা এ নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করল এবং যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেল। এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সেনাবাহিনী নিয়ে তাদেরকে অবরোধ করে ফেললেন। এ অবরোধের দিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। পরে তারা তার সাথে এ শর্তে সন্ধি করল যে, আমরা আপনার শহর খালি করে চলে যাব; তবে লৌহ-বর্ম

আমরা উটে করে নিয়ে যেতে সক্ষম হব। আর তাদের সমস্ত জমাজমি, খেজুরবাগান, লৌহবর্ম এবং যুদ্ধাস্ত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অধিকারে থেকে যাবে। এ কারণে ইয়াহূদী বনী নযীরদের সমুদয় সম্পদ একান্তই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হয়ে গেল। তিনি তাদের জমির মধ্যে খেজুর বাগানের জমিতে কৃষি কাজ করিয়ে তা থেকে উৎপাদিত ফসল দ্বারা নিজ পরিবার-পরিজনের জন্যে সারা বছরের জীবিকা গ্রহণ করতেন আর যা বাঁচত তা ঘোড়া, সমরাস্ত্রের খাতে ব্যয় করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বনী নযীরদের জমি হতে আবূ বকর (রা.), আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা.)। আবূ দুজানা, সাম্মাক ইব্‌ন খারশা সাঈদী (রা.) ও অন্যান্যদেরকে জায়গীর হিসাবে দান করেন। বনী নযীরদের ঘটনা চতুর্থ হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছিল।

ওয়াকিদী বলেন, বনী নযীরদের মধ্যে মুখাইরিক একজন বড় বিজ্ঞ আলিম ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। তিনি তার সমুদয় সম্পদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে দান করে দিলেন। এগুলো সাতটি প্রাচীরঘেরা বাগান ছিল। যা তিনি সাহাবাগণের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিলেন। এগুলো হলো, (১) আল-মীছাব, (২) আস-সাফিয়া, (৩) আদ-দালাল, (৪) হুসনা, (৫) বাররাকা, (৬) আল-আওয়াফ এবং (৭) মাশরাবা-ই উম্মু ইবরাহীম। ইবরাহীম (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ছেলের নাম ছিল। মারিয়া-কিব্‌তীয়া (রা.) তার মাতা ছিলেন। কাসিম ইব্‌ন সাল্লাম (র.) .... যুহরী (রা.) হতে বর্ণিত, ইয়াহূদী বনী নযীরদের ঘটনা উহুদ যুদ্ধের ছয় মাস পর সংঘটিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে অবরোধ করলেন, অবশেষে তারা নির্বাসিত হওয়ার জন্যে এ শর্তে শহর হতে নেমে আসল যে, তারা নিজেদের আসবাবপত্র হতে যুদ্ধাস্ত্র ও লৌহ ব্যতীত মাত্র ঐ সকল জিনিসপত্র নিয়ে যাবে, যা তাদের উট বহন করে নিয়ে যেতে পারে। এ সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ - هُوَ الَّذِىْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ- مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ- فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِى الْاَبْصَارِ- وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاۤءَ لَعَذَّبَهُمْ فِى الدُّنْيَا - وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ- ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاۤقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ- وَمَنْ يُّشَاۤقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ- مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَاۤئِمَةً عَلٰٓى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِىَ الْفٰسِقِيْنَ-

অনুবাদ ঃ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তিনিই কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকে প্রথম সমাবেশেই তাদের আবাসভূমি হতে বিতাড়িত করে ছিলেন। তোমরা কল্পনাও কর নাই যে, তারা নির্বাসিত হবে। আর তারা মনে করেছিল যে, তাদের দুর্ভেদ্য

দুর্গগুলো তাদেরকে রক্ষা করবে আল্লাহ্ হতে; কিন্তু আল্লাহ্‌র শাস্তি এমন এক দিক হতে আসল, যা তারা ধারণাও করতে পারেনি। আর তা তাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করলো। তারা নিজেদের ঘরবাড়ী নিজদের হাতে এবং মু'মিনদের হাতেও ধ্বংস করে ফেলল। অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। আল্লাহ্ তাদের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত না করলে তাদেরকে দুনিয়ায় অন্য শাস্তি দিতেন; তাদের জন্যে রয়েছে পরকালে জাহান্নামের শাস্তি। এটা এ জন্যে যে, এরা আল্লাহ্ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। আর কেউ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর। তোমরা যে খেজুর গাছ কেটেছো আর যেগুলো না কেটেই কাণ্ডের উপর রেখে দিয়েছ, তাতো আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে। এটা এ জন্য যে পাপাচারীদের লাঞ্ছিত করবেন (৫৯ ঃ ১-৫)।

হুসাইন ইবন আসওয়াদ (র.) ..... মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (রা.) হতে বর্ণিত ঃ পবিত্র কুরআনের এ আয়াত ঃ مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ "নির্বাসিত ইয়াহুদীদের নিকট হতে আল্লাহ্ তার রাসূল (সা.)-কে যা দিয়েছেন" (৫৯ ঃ ৬)। ইয়াহুদী বনী নযীরদের সম্পদ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ "এর জন্যে তোমরা অশ্ব এবং উটে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি। বরং আল্লাহ্ যার উপর ইচ্ছা তার রাসূলগণ (সা.)-কে কর্তৃত্ব দান করেন (৫৯ ঃ ৬)। বর্ণনাকারী বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ ইয়াহুদী বনী নযীরদের মুকাবিলায় মুসলমানদেরকে বিনা কষ্টে বিজয় দান করে তাদের ভূ-সম্পদকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খাস জমি বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তা মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিলেন। তবে যখন সাহ্‌ল ইবন হুনাইফ (রা.) এবং আবূ দুজানা (রা.) সম্পর্কে দারিদ্র্যের অনুযোগ করা হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের উভয়কে এক এক খণ্ড জমি প্রদান করেন।

বর্ণনাকারী বলেন, পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে ঃ

مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ـ

"আল্লাহ্ এ জনপদের অধিবাসীদের নিকট হতে তাঁর রাসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহ্‌র, তার রাসূলের, রাসূলের স্বজনগণের; পিতৃহীন বালক বালিকার, অভাবগ্রস্তদের এবং পথচারীদের জন্যে, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা সম্পদশালী কেবল তাদের মধ্যেই ধন-সম্পদ আবর্তন না করে" (৫৯ ঃ ৭)।

মুসলমানদের মধ্যে বনী-নযীরদের ভূ-সম্পদ বন্টনের কথা বলা হয়েছে।

মুহাম্মদ ইবন হাতিম সামীন (র.) .... আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা.) হতে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইয়াহুদী বনী নযীরদের খেজুর বাগান পুড়িয়ে দেন এবং এবং পরে তা কেটে ফেলেন। এ সম্পর্কে হাস্‌সান ইবন ছাবিত (রা.) বলেন ঃ

لَهَانَ عَلٰى سَرَاةِ بَنِىْ لُؤَىٍّ * حَرِيْقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيْرُ

"ইয়াহূদী বনী-নযীরদের 'বুআইরা' নামক স্থানে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ দেখতে পেয়ে কুরায়শদের লুআই গোত্রের নেতাগণ বড়ই মানসিক কষ্ট অনুভব করছিল।"[১]

উল্লেখ্য, কুরায়শদের 'লুআই' গোত্রের সাথে বনী-নযীরদের চুক্তি ছিল যে, তারা উভয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একযোগে কাজ করবে। এ জন্যে বনী নযীরদের 'বুআইরাহ' নামক স্থানে আগুন দেখতে পেয়ে 'লুআই' গোত্রের নেতাদের বড়ই কষ্ট অনুভব হয়েছিল। ইব্ন জুরাইজ (রা.) বলেন, এ ঘটনা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল ঃ

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِىَ الْفَاسِقِيْنَ-

"তোমরা যে খেজুর গাছ কেটে ফেলেছ আর যেগুলো কাণ্ডের উপর রেখে দিয়েছ, এটা আল্লাহ্রই অনুমতিক্রমে। এটা এ জন্যে যে, এর দ্বারা আল্লাহ্ পাপাচারীদেরকে লাঞ্ছিত করবেন" (৫৯ ঃ ৫)। এ আয়াতে 'লীনাহ' বলতে খেজুর বাগান বুঝানো হয়েছে।

আবূ উমার শায়বানী (র.) ও অন্যান্য বর্ণনাকারিগণ বলেন, এ সম্পর্কে আবূ সুফিয়ান ইবন হারিছ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব যে কবিতা রচনা করেন, তা হলো এই ঃ

لَعَزَّ عَلٰى سُرَاةِ بَنِىْ لُؤَىٍّ ٭ حَرِيْقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيْرُ

"বুআইরা" নামক স্থানে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ 'লুআই' গোত্রের নেতাগণের নিকট অত্যন্ত কষ্টদায়ক প্রতিপন্ন হয়।" কোন কোন বর্ণনায় 'বুআইরা' স্থলে 'বুআইলা' বলা হয়েছে।

হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা.) ইয়াহূদী বনী নযীরদের সম্পর্কে আরো বলেছেন ঃ

اَدَامَ اللّٰهُ ذٰلِكُمْ حَرِيْقًا ٭ وَضَرِّمَ فِىْ طَوَائِفِهَا السَّعِيْرُ-

هُمْ اُوْتُوا الْكِتٰبَ فَضَيَّعُوْهُ ٭ فَهُمْ عُمْىٌ عَنِ التَّوْرَاةِ بُوْرُ

"আল্লাহ্ তাদের এ অগ্নি সদা-সর্বদা প্রজ্বলিত রাখুন বরং তাদের আশে-পাশেও এ আগুন ছড়িয়ে পড়ুক। তাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তা নষ্ট করে ফেলেছে। তারা তাওরাতের শিক্ষা থেকে অন্ধ। তাই তারা বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে।"

আমর ইবন মুহাম্মদ নাকিদ (র.) .... মালিক ইবন আউস ইব্ন হাদছান (রা.) বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) বলেন, ইয়াহূদী বনী-নযীরদের ভূ-সম্পদ ঐ সমস্ত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (সা.)-কে যুদ্ধ ব্যতিরেকেই দান করেছিলেন। যা অর্জন করতে মুসলমানগণকে নিজেদের ঘোড়া এবং উটে আরোহণ করতে হয়নি। এ জন্যে এটা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খাস জমি ছিল। তিনি এর উৎপন্নজাত ফসলাদি হতে নিজ পরিবারবর্গের বছরের খোরপোষ বাবদ ব্যয় করতেন। আর যা কিছু অবশিষ্ট থাকত, তা আল্লাহ্র রাহে জিহাদের কাজে ঘোড়া এবং যুদ্ধাস্ত্রের খাতে ব্যয় করতেন।

হিশাম ইব্ন আম্মার দামেশকী (র.) .... মালিক ইব্ন আউস ইব্ন হাদছান (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমাকে উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) সংবাদ দেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর

তিনটি খাস সম্পত্তি ছিল। (১) ইয়াহূদী বনী-নযীরদের ভূ-সম্পদ, (২) খায়বারের ভূমি এবং (৩) ফিদাকের বাগান। ইয়াহূদী বনী নযীরদের ভূ-সম্পদ তার নিজের প্রয়োজন এবং তার পরিবার-পরিজনের ব্যয়ভারের জন্য ছিল। আর ফিদাকের বাগান থেকে উৎপন্নজাত সম্পদ ছিল মুসাফিরদের জন্যে। অপরদিকে খায়বারের আয়কে তিনি তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন। তন্মধ্যে দু' ভাগ মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিলেন। আর এক ভাগ নিজ পরিবারবর্গের খরচের জন্যে রেখেছিলেন। কিন্তু এ হতে যা বেঁচে যেত, তা তিনি দরিদ্র মুহাজিরদেরকে দান করে দিতেন।

হুসাইন ইব্‌ন আসওয়াদ (র.) .... ইবন শিহাব যুহরী (রা.) হতে বর্ণিত, ইয়াহূদী বনী নযীরদের সম্পদ ঐ সমস্ত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (সা.)-কে 'ফাই' স্বরূপ দান করেছেন অর্থাৎ যা অর্জন করতে মুসলমানগণ তাদের অশ্ব ও উষ্ট্র পরিচালনা করেন নি। এ কারণে এটা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খাস জমি হিসাবে পরিগণিত ছিল। তিনি এ সমস্ত সম্পদ মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করেছেন। আনসারদের মধ্যে কেবল সিমাক ইব্‌ন খারাশা আবূ দুজানা (রা.) এবং সাহল ইব্‌ন হুনায়ফ (রা.) ব্যতীত অন্য কাউকেই এর কিছুই দান করেননি। কারণ এ দু'জন ছিলেন দরিদ্র।

হুসাইন (র.) .... কালবী (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন ইয়াহূদী বনী নযীরদের ভূ-সম্পদের উপর কর্তৃত্ব লাভ করলেন আর এরাই ছিল প্রথম সম্প্রদায়, যাদেরকে নির্বাসিত করা হয়েছিল। তখন মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেন ঃ

هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ-

"তিনিই (আল্লাহ্) কিতাবীদের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী, তাদেরকে তাদের প্রথম সমাবেশেই তাদের আবাসভূমি হতে বের করে দিয়েছিলেন" (৫৯ ঃ২)। (যাতে তারা তাদের ঐ সকল সাথীদের সাথে গিয়ে মিশবে, যাদেরকে এদের পূর্বেই নির্বাসন করা হয়েছিল) এগুলো ঐ সমস্ত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যার জন্যে মুসলমানগণকে তাদের ঘোড়া ও উট চালনা করতে হয়নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আনসারদেরকে বললেন, "তোমাদের মুহাজিরগণ নিঃস্ব, যদি তোমরা সম্মত হও তবে, আমি এ সম্পদ এবং তোমাদের সম্পদ একত্র করে তোমাদের উভয়ের মাঝে বন্টন করে দেই। আর যদি তোমরা এটা না চাও, তবে তোমরা তোমাদের সম্পদ তোমাদের কাছেই রেখে দাও। আমি শুধু এ সম্পদই তাদেরকে বন্টন করে দিচ্ছি।" এতে তারা আরয করলেন, "এ সম্পদ শুধু তাদের মধ্যেই বন্টন করে দিন, আর আমাদের সম্পদ হতেও যা আপনার ইচ্ছা, তাদেরকে দান করুন।" এ সময় তাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

"তারা মুহাজিরদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে, যদিও তারা নিজেরাই অভাবগ্রস্ত।" (৫৯ ঃ ৯)। এতে আবূ বকর (রা.) তাদেরকে বললেন, আনসারগণ! আল্লাহ্

আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। হে আনসারদের সম্প্রদায়! আল্লাহ্র কসম, আমাদের এবং আপনাদের দৃষ্টান্ত সর্বোপরি এমন যেমন কবি গানাবী বলেছেন ঃ

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا جَعْفَرًا حِيْنَ أَزْلَقَتْ * بِنَا نَعْلُنَا فِى الْوَطْئَتَيْنِ فَزَلَّتْ
أَبَوْا أَنْ يَمَلُّوْنَا وَلَوْ اِنَّ أُمَّنَا * تُلاَقِي الَّذِي يَلْقَوْنَ مِنَّا لَمَلَّتْ
فَذُو الْمَالِ مَوْفُور وَكُلُّ مُعَصَّبٍ * اِلٰى حُجُرَاتٍ أَدْفَأَتْ وَأَظَلَّتْ

"আল্লাহ্ জা'ফরের মঙ্গল করুন! আমরা যখন 'আল্-অত্‌য়াতাইন' নামক স্থানে পিচ্ছিল খেয়ে পড়ে গেলাম, তখন তিনি আমাদের সাহায্য করেছিলেন। অথচ এটা এমন এক সংকটময় সময় ছিল যে, তখন আমাদের মা হলেও আমাদের থেকে পাশ কাটিয়ে যেতেন। সম্পদশালী লোক তো অনেকেই আছে! আর অভাবী লোক এমন আবাসের দিকেই গিয়ে থাকে, যাতে প্রয়োজনীয় উত্তাপ ও ছায়ার ব্যবস্থা থাকে।"

হুসাইন (র.) .... উরওয়া (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইয়াহূদী বনী নযীরদের ভূ-সম্পদ হতে যুবাইর ইব্ন আওয়াম (রা.)-কে খেজুর বাগান দান করেন। আবূ বকর (রা.) ও যুবাইর (রা.)-কে 'আল-জুরুফ' নামক এক টুকরো জমি দান করেছিলেন। আনাস (রা.)-এর বর্ণনায় আছে, এ জমিটি ছিল একটি পতিত জমি। আবদুল্লাহ্ ইবন নুমায়র (রা.)-এর বর্ণনায় আছে, উমর (রা.) যুবাইর (রা.)-কে গোটা আকীক উপত্যকাই জায়গীরস্বরূপ দান করেছিলেন।

বনী কুরায়যার ধন-সম্পদ

বর্ণনাকারিগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হিজরী পঞ্চম সনের যিলকা'দ যিলহাজ্জে ইয়াহূদী বনী কুরায়যাদেরকে অবরোধ করেন। এ অবরোধ ১৫ দিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। বনী কুরায়যার লোকেরাই খন্দকের বা আহযাবের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শত্রুদেরকে সাহায্য করেছিল। শেষ পর্যন্ত তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিযুক্ত সালিশের ফায়সালা মেনে নিবে এই শর্তে আত্মসমর্পণ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আউস গোত্রের সাআদ ইব্ন মুআয (রা.)-কে সালিস নিযুক্ত করলেন। তিনি এরূপ মীমাংসা করলেন যে, তাদের বয়স্ক পুরুষদের হত্যা করা হবে, স্ত্রীলোক এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরকে দাসদাসী বানিয়ে রাখা হবে, আর তাদের সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তার এ ফায়সালা অনুমোদন করে বললেন, "হে সাআদ! তুমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অভিপ্রায় মুতাবিকই ফয়সালা করেছ।"

আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন গিয়াছ (র.) .... 'আইশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) খন্দকের যুদ্ধ শেষে গোসল করতে গমন করলেন। এ সময় জিবরাঈল (আ.) এসে আবেদন করলেন, "হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি আপনার যুদ্ধের হাতিয়ার খুলে ফেলেছেন, কিন্তু আমরা এখনও আমাদের হাতিয়ার খুলিনি।" এরপরই তিনি বনী কুরায়যা অভিমুখে যাত্রা করলেন।

আইশা (রা.) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি দরজার ফাঁক দিয়ে জিবরাঈলকে (আ.) দেখেছি। তাঁর মাথায় মাটি লেগেছিল।"

আবদুল ওয়াহিদ ইবন গিয়াছ (র.) .... কাছীর ইবন সায়েব (রা.) সূত্রে বর্ণিত। বনী কুরায়যাদের গোত্রের বন্দীদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে হাযির করা হল। ফয়সালা অনুযায়ী তাদের প্রাপ্ত-বয়স্কদেরকে হত্যা করা হল এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরকে আর হত্যা করা হলনা।

ওয়াহাব ইবন বাকীয়া (র.) .... হাসান (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াহূদী বনী কুরায়যাদের নেতা হুয়াই ইবন আখতাব রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঙ্গে আল্লাহ্ নামে অঙ্গীকার করেছিল যে, সে তাঁর বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করবে না। বনী কুরায়যার ঘটনার দিন যখন তাকে এবং তার পুত্রকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট (অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে) হাযির করা হল, তখন তিনি তাকে বললেন, "তোমার যামিনদার আল্লাহ্, তোমাকে আমাদের হাতে সমর্পণ করে তার যামানত পূর্ণ করেছেন।" এ বলে তিনি তাদের উভয়কে হত্যার নির্দেশ দিলেন। সেমতে তাদের উভয়কে হত্যা করা হলো।

বকর ইবন হায়ছাম (র.) .... মা'মার (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যুহরীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, বনী কুরায়যাদের কি কোন ভূ-সম্পদ ছিল? তিনি স্পষ্টভাবে উত্তর দিলেন, হাঁ, ছিল। তবে তা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মুসলমানদের মধ্যে অংশ অনুপাতে বন্টন করে দিয়েছিলেন।

হুসাইন ইবন আসওয়াদ (র.) ..... ইবন আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বনী কুরায়যার এবং খায়বারের ধন-সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিলন।

আবু উবায়দ কাসিম ইবন সাল্লাম (র.) ..... যুহরী (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) বনী কুরায়যাদেরকে অবরোধ করার পর তারা সাআদ ইবন মুআয (রা.)-কে সালিস নির্বাচন করে অবরোধ হতে বের হয়ে আসে। তার ফয়সালা এ ছিল যে, তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করা হবে এবং অপ্রাপ্ত-বয়স্কদেরকে দাসে পরিণত করা হবে আর তাদের ধন-সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে। এ ফয়সালা অনুযায়ী বনী কুরায়যার বহুসংখ্যক পুরুষকে হত্যা করা হলো।

খায়বার বিজয়

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হিজরী সপ্তম সনে (মুহাররম মাসে) খায়বরের অভিযান চালান। এখানকার বাসিন্দাগণ বহুদিন ধরে তার বিরুদ্ধে অটল থেকে তাকে বাধা প্রদান করে, আর মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করে। অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রায় এক মাসকাল তাদেরকে অবরোধ করে রাখলেন। পরে তারা তার সাথে এ কথার উপর সন্ধি

করল যে, তাদের হত্যার উপযোগী লোকদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর তাদের ছেলেমেয়েদেরকেও বন্দী করার পরিবর্তে দেশ হতে চলে যেতে দেওয়া হবে, তবে যাওয়ার সময় তাদের পরণে যে সকল জিনিসপত্র থাকবে, ওগুলো ছাড়া স্বর্ণ-রৌপ্য এবং আসবাবপত্রসহ তাদের জমি-জমা মুসলমানদের জন্যে ছেড়ে দিতে হবে। আর তাদের সাথে এ কথাও হয়েছিল যে, তারা মুসলমানদের কিছুই গোপন রাখবে না। পরে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট আবেদন করলো, "আমরা বাগান এবং ক্ষেত-খামারের কাজে খুব পারদর্শী। আপনি আমাদেরকে এখানেই থাকতে দিন।" রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের আবেদন মঞ্জুর করলেন। তাদের সাথে ফল ও শস্যের আধা-আধি ভাগের উপর চুক্তি করলেন। আর বললেন, "আমি তোমাদেরকে ঐ সময় পর্যন্ত থাকতে দিচ্ছি, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তোমাদেরকে থাকতে দেন।" পরে অবস্থা এমন হল যে, উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে তাদের মধ্যে মহামারীর প্রাদুর্ভাব হল এবং তারা মুসলমানদের সাথে চালবাজি করতে লাগল। এ জন্যে উমর (রা.) তাদেরকে সেখান হতে নির্বাসন করে দিলেন। আর খায়বারের জমি ঐ সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন, যাদের সেখানে অংশ ছিল।

হুসাইন ইব্ন আসওয়াদ (র.) .... মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (রা.) বলেন, আমি ইব্ন শিহাবকে খায়বার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি আমাকে বললেন, আমার কাছে এ বর্ণনাটি পৌছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) খায়বার অঞ্চলটি যুদ্ধ করে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জয় করেছিলেন। এটা ঐ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা আল্লাহ্ তাকে ফায় বা গনীমত হিসাবে দান করেছিলেন। কিন্তু তিনি তা হতে $\frac{১}{৫}$ অংশ রেখে বাকীটুকু মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। খায়বারের কোন কোন লোক নির্বাসনের জন্য তৈরী ছিল। কিন্তু তিনি (সা.) তাদের কৃষিকাজ করার আহবান জানালে তারা তাতে সম্মত হয়ে গেল।

আবদুল আলা ইব্ন হাম্মাদ (র.) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) খায়বারে গমন করলে সেখানকার বাসিন্দারা তার সাথে যুদ্ধ করে। কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত নিজ নিজ দুর্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো। নবী (সা.) তাদের জমি এবং খেজুর বাগান দখল করে নিলেন। পরে তারা এ কথার উপর সন্ধি করলো যে, তাদের মধ্যে যারা হত্যা উপযোগী, তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে এবং তারা শহর ছেড়ে চলে যাবে। আর যাওয়ার সময় শুধুমাত্র ঐ সমস্ত জিনিস পত্র সাথে নিতে পারবে, যা তাদের উটগুলো বহন করতে সক্ষম হয়। কিন্তু স্বর্ণ-রৌপ্য এবং লৌহ-বর্ম রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রাপ্য। আর তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে কোন কিছুই গোপন করবে না এবং কোন কিছু উধাও করবে না। আর যদি এরূপ করে তবে তাদের জন্যে না থাকবে কোন নিরাপত্তা আর না থাকবে কোন চুক্তি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা ঐ থলেটি গোপন করে ফেললো, যার মধ্যে ইয়াহুদী নেতা হুয়াই ইব্ন আখতাবের অর্থ-সম্পদ ও অলংকারাদি ছিল। এসব অর্থ সে বনী নযীরদের নির্বাসনের সময় তার সাথে করে খায়বারে নিয়ে এসেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সা'ইআ ইব্ন আমরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হুয়াই ইব্ন আখতাবের ঐ থলেটির কি হলো, যা সে বনী-নযীরদের থেকে এনেছিল?" সে আরয করলো, "তা যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং পানাহারে

করিচ হয়ে গিয়েছে।" তিনি বললেন, "সময় কম অথচ সম্পদ বেশী ছিল।" যেহেতু হুয়াইকে বুয়ায়যাদের অভিযানের সময় হত্যা করা হয়েছিল, সেহেতু তিনি সা'ইআ ইব্‌ন আমর যুবাইর (রা.)-এর হাতে সমর্পণ করেন। তিনি তার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করলেন। ফলে সে স্বীকার করলো যে, আমি হুয়াইকে অমুক জীর্ণ বাড়ীতে আনাগোনা করতে দেখেছি। তিনি সেখানে গিয়ে থলেটি অনুসন্ধান করলেন এবং তা পেয়ে গেলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইয়াহুদী দলপতি আবুল হুকায়কের পুত্রদ্বয়কে হত্যার নির্দেশ দিলেন।[১] যার মধ্যে হুয়াই ইব্‌ন আখতাবের কন্যা সুফিয়ার স্বামী ছিল। নবী করীম (সা.) তাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাদের মহিলা এবং ছেলেদেরকে দাস-দাসীতে পরিণত করলেন, তাদের অর্থ-সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন এবং তাদেরকে খায়বার থেকে নির্বাসিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু তারা আবেদন করল, "আমাদেরকে এখানে থাকতে দিন। এবং জমিতে কাজ করে তার উৎকর্ষ সাধনের সুযোগ দিন।" যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তার সাহাবীগণের এত ক্রীতদাস ছিল না, যাদেরকে এখানে কাজে লাগানো যায়। আর তাদের এত সময়ও ছিল না যে, নিজেরাই এর ব্যবস্থাপনা করতে পারেন, এ কারণে নবী (সা.) তাদের আবেদন মঞ্জুর করলেন। তিনি সমস্ত জমি এবং খেজুর বাগান এ শর্তে তাদেরকে দান করলেন যে, উৎপন্ন ফসলে অর্ধেক তাদের থাকবে আর বাকী অর্ধেক থাকবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর। প্রত্যেক বছর ফসল বন্টনের সময় হলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহাকে (রা.) ফসলাদির পরিমাপ করার জন্যে খায়বার পাঠাতেন। তিনি এর অর্ধাংশ নির্দিষ্ট করে দিতেন। একবার ইয়াহুদিগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা.)-এর পরিমাপের কঠোরতার ব্যাপারে অনুযোগ করলো। পরে তারা আবদুল্লাহ্ (রা.)-কে উৎকোচও দিত চায়। তিনি বললেন, "হে আল্লাহ্‌র দুশমনরা! তোমরা কি আমাকে হারাম খাওয়ার লোভ দেখাচ্ছ? আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তোমাদের কাছে এমন এক ব্যক্তির নিকট হতে এসেছি, যাকে আমি পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বেশী প্রিয় মনে করি। আর তোমরা আমার কাছে বানর ও শূকর থেকেও বেশী ঘৃণিত। তা সত্ত্বেও আমি তোমাদের প্রতি ন্যায় বিচার করেই যাব। এর জন্যে আমাকে তোমাদের প্রতি বিরাগ আর না তার প্রতি আমার অনুরাগ কোনটাই আমাকে ইনসাফ থেকে বিচ্যুত করবে না।" এতে ইয়াহুদীরা বললো, "আসমান ও যমীন এ ইনসাফের উপরই প্রতিষ্ঠিত আছে।"

বর্ণনাকারী বলেন, সফিয়্যা বিন্‌ত হুয়াই (রা.)-এর চোখে একটি সবুজ দাগ ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন," এটা কিসের দাগ হে সাফিয়্যা?" তিনি বললেন, "একবার আমি (আমার পূর্ব স্বামী) ইব্‌ন আবুল হুকায়কের কোলে মাথা রেখে নিদ্রা যাচ্ছিলাম। তখন স্বপ্ন দেখতে পেলাম, আকাশের চাঁদ আমার কোলে এসেছে। জাগ্রত হয়ে এ স্বপ্ন তাকে শুনালাম। তখন সে আমাকে চপেটাঘাত করে বললো, "তুমি কি ইয়াসরীবের

---

১. এ বক্তব্যের ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। কথিত দুই ছেলের প্রথম জনকে মাহমুদ ইব্‌ন মাসলাম আনসারীর হত্যার বদলে কিসাস বক্তব্য নিহতের সহোদরই হত্যা করেন। দ্বিতীয় ছেলে হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিল। তাবারী ঃ ১ম খণ্ড)

বাদশার আকাংক্ষা করছ?" তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ্র (সা.) সাথে সবচেয়ে বেশী শত্রুতা পোষণ করতাম। কেননা, তিনি আমার স্বামী আমার পিতা এবং আমার ভাইকে হত্যা করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এজন্যে সব সময় আমার কাছে ওযর করে বলতেন, "তোমার পিতা আরবদেরকে আমার শত্রুতা করতে প্ররোচিত করেছিল। তিনি নানাভাবে আমার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেন।" ফলে আমার মন হতে এ তিক্ততার অবসান ঘটে।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) খায়বার থেকে প্রাপ্ত ফসলাদি থেকে তার সহধর্মিণীগণকে মাথা পিছু বার্ষিক ৮০ ওসাক খেজুর এবং ২০ ওসাক যব প্রদান করতেন।[১] নাফে' (রা.) বলেন, উমর ইবন খাত্তাব (রা.)-এর খিলাফতকালে খায়বারের বাসিন্দারা মুসলমানদের ক্ষতিসাধন করতে চাইল। তারা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। তারা আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা.)-কে একটি ঘরের ছাদ থেকে ফেলে দিয়েছিল। এতে তার দু' হাত ভেঙ্গে যায়। এসব কারণে উমর (রা.) এখানকার জমি হুদায়বিয়ার সন্ধিতে অংশ গ্রহণকারীদের ঐ সকল ব্যক্তিদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন, যারা খায়বার অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

হুসাইন ইবন আসওয়াদ (র.) ..... আবদুল্লাহ্ ইবন আবূ বকর ইবন মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন হাযাম (রা.) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) খায়বারের অধিবাসীদেরকে আল-ওতীহ এবং সুলালাম নামক দুর্গদ্বয়ে অবরোধ করলেন। তাদের যখন এটা দৃঢ়বিশ্বাস হয়ে গেল যে, এখন আর তাদের বাঁচার কোন পথ নেই, তখন তারা প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে নির্বাসনের জন্যে আবেদন করলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তা মঞ্জুর করে তাদেরকে নির্বাসিত করে দিলেন। তিনি তাদের আল-ওতীহ এবং সুলালাম দুর্গের ধন-সম্পদ ব্যতীত আশ্‌শাকে, আন্‌নাতাত, আল-কাতীবা এবং তাদের অপরাপর দুর্গের সমস্ত ধন-সম্পদ দখল করে নেন।

হুসাইন ইবন আসওয়াদ (র.) .... আবদুর রহমান ইবন আবূ লাইলা (রা.) হতে বর্ণিত। পবিত্র কুরআনের وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا, অর্থাৎ এবং তিনি তাদের জন্যে আসন্ন বিজয় স্থির করলেন (৪৮ ঃ১৮)। আয়াতে খায়বার বিজয় বুঝানো হয়েছে। আর অন্যা যে জায়গা সম্বন্ধে কুরআনে এসেছে যে, "তা এখনও তোমাদের অধিকারে আসেনি।" তা হলো পারস্য ও রূম।

আমর নাকিদ (র.) .... বশীর ইবন ইয়াসার (রা.) হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) খায়বারের সমস্ত জমি ৩৬ ভাগে ভাগ করেন। আবার এর এক একটি ভাগকে ১০০ ভাগে বিভক্ত করেন। উক্ত ৩৬ ভাগের অর্ধেক তিনি নিজের প্রয়োজনে এবং দুর্যোগ মুকাবিলার জন্যে নির্দিষ্ট করেছেন। আর বাকী অর্ধেক মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অংশে আশ-শাক, আন্‌নাত্বাত ও এ দু'টি দুর্গের সংলগ্ন জমিগুলো

---

১. আমাদের দেশের ওজন ২৩৪ তোলায় এক সা'আ, এরূপ ৬০ সা'আ এ এক ওসাক। অতএব এক ওসাক সমান ৪ মন ১৫ সের ৮ ছটাক।

ছিল। আর যে অংশ দান করেছেন, তাতে আল-কাতীবাহ এবং সুলালিম দুর্গদ্বয় ছিল। যখন সমস্ত জমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দখলে এসে গেল, তখন কৃষি কাজ করার লোকের স্বল্পতার কারণে উৎপন্নজাত ফসলের অর্ধেক প্রদানের শর্তে লেনদেন করে জমিগুলো তাদেরকেই ব্যবস্থাপনায় দান করলেন। এ ব্যবস্থা তার জীবদ্দশায় এবং তার পরে আবূ বকর (রা.)-এর যুগে অব্যাহত ছিল। কিন্তু উমর (রা.)-এর যুগে যেহেতু মুসলমানদের যথেষ্ট সম্পদ হয়েছিল এবং তারা নিজেরাই জমি চাষ করতে সক্ষম হয়ে গেল, এ কারণে উমর (রা.) ইয়াহূদীদেরকে সিরিয়ায় নির্বাসিত করে তাদের সমস্ত সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

বকর ইব্‌ন হায়ছাম (র.) ..... ইব্‌ন শিহাব যুহরী (রা.) সূত্র বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন খায়বার জয় করেন তখন আল-কাতীবা দুর্গটি খুমুস ($\frac{১}{৫}$ অংশ) হিসাবে তার ভাগে আসে। আর আশ্‌শাক্, আন্‌নাতাত, আল-ওতীহ ও সুলালিম দুর্গগুলো মুসলমানদের অংশে আসে। তারপর সাব্যস্ত হলো যে, উৎপন্নজাত ফসলের অর্ধেক তারা পাবে এ শর্তে এ সকল জমি ইয়াহূদীদের হাতে থাকবে। এতে আল্লাহ্ যে ফসল দান করতেন, তা মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হতো। এভাবে উমর (রা.)-এর যুগ আসল। তিনি খায়বারের সমস্ত জমি মুসলমানদের মধ্যে তাদের অংশ অনুযায়ী বন্টন করে দিলেন।

আবূ উবাইদ (র.) .... মায়মূন ইব্‌ন মাহরান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ২০ দিন হতে ৩০ দিন খায়বারের অধিবাসীদেরকে অবরোধ করে রাখেন।"

হুসাইন ইব্‌ন আসওয়াদ (র.) .... বশীর ইব্‌ন ইয়াসার (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) খায়বারের জমি ৩৬ ভাগে বিভক্ত করেন। ১৮ ভাগ জরুরী প্রয়োজন মিটানোর জন্যে নির্ধারিত ছিল। এ থেকে মুসাফির এবং প্রতিনিধি দলের ব্যয়ভার বহন করা হত। আর অবশিষ্ট ১৮ ভাগ এভাবে বন্টন করেন যে, প্রত্যেক ভাগে ১০০ জন করে অংশীদার ছিলেন।

হুসাইন (র.) .... ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বশীর ইব্‌ন ইয়াসার (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, খায়বারের যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ ৩৬ ভাগে বিভক্ত করা হয়। যার প্রতি ভাগে ১০০ শত করে অংশ ছিল। তার অধিক বা ১৮ ভাগ মুসলমানদের ভাগে আসে, যা তারা নিজেদের মধ্যে বন্টন করলেন। আর এর মধ্যে সাধারণ মুসলমানদের ন্যায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এরও এক অংশ ছিল। অবশিষ্ট আঠার ভাগ তিনি মেহমান এবং দূতদের খরচে এবং জরুরী প্রয়োজনে ব্যয় করতেন।

আমর নাক্বিদ এবং হুসাইন ইব্‌ন আসওয়াদ (র.) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, যখন ফসল বন্টনের সময় আসত, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা.)-কে খায়বারে পাঠাতেন। তিনি অনুমানের ভিত্তিতে খেজুরের অনুমান করতেন। তিনি তা দু'ভাগে ভাগ করে ইয়াহূদীদেরকে ইখতিয়ার দিতেন যে, তারা যে অংশ

ইচ্ছা গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে। তারা বলতো, "এটাই ন্যায় আর এর উপরই আসমান-যমীন প্রতিষ্ঠিত আছে।"

ইসহাক ইব্‌ন আবূ ইসরাঈল (র.) .... জনৈক মদীনাবাসী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী (সা.) ইয়াহূদী নেতা আবুল হুকাইকের পুত্রদের সাথে এ শর্তে সন্ধি করলেন যে, "তারা যেন কোন ধনকোষ গোপন না রাখে।" কিন্তু তারা তা গোপন করেছিল। এ জন্যে তিনি তাদেরকে হত্যা বৈধ ঘোষণা করলেন।

আবূ উবাইদ (র.) .... মায়মূন ইব্‌ন মাহরান (রা.) হতে বর্ণিত আছে। খায়বারবাসীরা নিজেদের এবং তাদের সন্তানদের জন্যে এ শর্তে নিরাপত্তা লাভ করেছিল যে, দুর্গস্থিত সবই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অধিকারে আসবে। বর্ণনাকারী বলেন, এ দুর্গে এমন এক পরিবার বাস করত, যাদের প্রতিটি সদস্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি ভীষণ শত্রুভাবাপন্ন ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে বললেন, "আমি জানি যে, তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের শত্রু, তবুও এ কথা আমাকে ঐ কাজ করা হতে বিরত রাখতে পারবে না যে, আমি তোমাদেরকে ঐ জিনিস না দেই যা আমি তোমাদের সঙ্গীদেরকে দান করেছি। কিন্তু স্মরণ রেখ! তোমরা আমাকে এ ইখতিয়ার দিয়েছ যে, যদি তোমরা তোমাদের অধিকৃত ধন-সম্পদের কোন কিছু গোপন রাখ তবে তোমাদেরকে হত্যা করা আমার জন্যে হালাল হয়ে যাবে।" তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা অমুক ধনাগার কি করেছ? তারা বলল, তা তো আমরা যুদ্ধে ব্যয় করে দিয়েছি। তিনি সাহাবীদেরকে তা তালাশ করার নির্দেশ দিলেন। তাঁরা খোঁজ করতে লাগলেন। অবশেষে তাঁরা ঠিক ঐ জায়গায় পৌছে গেলেন, যেখানে তারা ওটা লুকিয়ে রেখেছিল। তাঁরা তা বের করে ফেললেন। তাদেরকে হত্যা করা হয়।

আমর নাকিদ (র.) এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন সাবাহ্ (র.) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) খায়বারের জমি ও খেজুর বাগান তার উৎপাদিত ফসলের আধাআধি ভাগে খায়বারবাসীদের নিকট বর্গা দিয়েছিলেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সাবাহ্ (র.) .... শা'বী (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) খায়বারের জমি উৎপাদিত ফসলের আধাআধি ভাগে সেখানকার ইয়াহূদীদের কাছেই বন্দোবস্ত দেন। যখন ফসল বন্টনের সময় হতো তখন তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা.)-কে খেজুর (অন্য মতে খেজুর গাছের) অনুমান করার জন্যে প্রেরণ করতেন। তিনি তা সমান দু' ভাগে ভাগ করে ইয়াহূদীদেরকে ইখতিয়ার দিতেন যে, তোমাদের যে ভাগ ইচ্ছা সেভাগই গ্রহণ করতে পার। তারা বলতো, "এরূপ বিচারের উপরই আসমান-যমীন প্রতিষ্ঠিত আছে।"

আবূ ইউসুফের (র.) জনৈক সহচর .... আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা.) খায়বারের ইয়াহূদীদেরকে বলেছিলেন, তোমরা চাইলে আমি ফসলের অনুমান করে দেব। আর তোমাদেরকে বেছে নেয়ার ইখতিয়ার দেব। আর তোমরা চাইলে, তোমরাই ফসলের অনুমান করে দাও এবং আমাকে বেছে নেয়ার ইখতিয়ার দাও। এতে তারা বললো, "এরূপ ন্যায় বিচারের উপরই আসমান যমীন প্রতিষ্ঠিত আছে।"

কাসিম ইব্‌ন সাল্লাম (র.) .... ইব্‌ন শিহাব যুহরী (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা.) যুদ্ধের মাধ্যমে বলপূর্বক খায়বার জয় করেন। এতে তিনি গনীমতের যে ধন-সম্পদ লাভ করেন, তা তিনি পাঁচ ভাগে ভাগ করেন। তন্মধ্যে চার ভাগ মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেন।

আবদুল 'আলা ইব্‌ন হাম্মাদ নারসী (র.) .... ইব্‌ন শিহাব (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "আরব উপদ্বীপে দু'টি দীন একত্রে চলবে না।" উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) এ বাণীটি সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন। যখন তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন যে, সত্যি সত্যি রাসূলুল্লাহ্ এরূপ বলেছেন তখন তিনি খায়বারের ইয়াহূদীদেরকে নির্বাসিত করে দিলেন।

ওয়ালীদ ইব্‌ন সালিহ্ (র.) ওয়াকিদীর শাইখদের বরাতে বর্ণনা করেন যে, খায়বারে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যে অংশ ছিল, তিনি তার কিছু অংশ তার পরিবারের জীবিকা নির্বাহের জন্যে নির্ধারিত করেন। উম্মুল মু'মিনীনদের প্রত্যেকের জন্যে ৮০ ওসাক (৩৫১ মন) খেজুর এবং ২০ ওসাক (৮৭ মন ৩০ সের) যব নির্ধারিত করেন। তার চাচা 'আব্বাসকে দু'শ' ওসাক দান করেন। আর তা হতে আবু বকর (রা.) উমর (রা.), হাসান (রা.) হুসাইন (রা.) এবং অন্যান্যদেরকে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করেন। মুত্তালিব ইব্‌ন আবদ্ মানাফের সন্তানদের জন্যেও কিছু ওসাক নির্দিষ্ট করে দেন। তিনি তাদেরকে তা লিখিতভাবে প্রদান করেন।

ওয়ালীদ (র.) .... হুমাইদ (রা.) সূত্রে বর্ণনা করন যে, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র.) খায়বারের অন্যতম দুর্গ আল-কাতীবার ব্যবস্থাপক রূপে আমাকে নিযুক্ত করেন। এর উৎপন্নজাত ফসল হতে যাদের যাদের জীবিকাপোকরণ নির্ধারিত ছিল, আমি তাদেরকে এবং তাদের উত্তরাধিকারদেরকে তাদের অংশ প্রদান করতাম। আমার কাছে তাদের তালিকা সংরক্ষিত ছিল।

মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম সামীন (র.) .... নাফি' (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) খায়বারের জমি তার উৎপন্নজাত ফসলের অর্ধেক বন্টনর উপর সেখানকার অধিবাসীদের নিকট বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন। যা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগ, আবু বকর (রা.)-এর যুগ এবং উমর (রা.)-এর প্রাথমিক যুগ পর্যন্ত তাদের নিকট ছিল। একবার আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) বিশেষ প্রয়োজনে খায়বারে আগমন করেন। এখানকার ইয়াহূদীরা রাতের বেলায় তার উপর আক্রমণ করল। তখন উমর (রা.) তাদেরকে খায়বার থেকে বহিষ্কার করে দেন। এখানকার জমি-জমা তিনি ঐ সকল মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন, যারা খায়বারের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এ বন্টনের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পুতঃপবিত্র সহধর্মিণীগণের অংশও নির্ধারিত করেছেন। আর তাদেরকে ইখতিয়ার দিয়ে ছিলেন যে, তারা ইচ্ছা করলে খেজুর বাগান গ্রহণ করতে পারেন আর ইচ্ছা করলে কৃষি জমিও নিতে পারেন। এটা তাদের এবং তাদের উত্তরাধিকারীদের জন্যেও হবে।

হুসাইন ইব্‌ন আসওয়াদ (র.) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, "খায়বারের জমি ১৫৮০ অংশে বন্টন করা হয়েছিল। কারণ খায়বারের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের সংখ্যা এটাই ছিল। তন্মধ্যে হুদায়বিয়ার সন্ধিতে যারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাদের সংখ্যা ছিল ১৫৪০ জন। আর যারা জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা.)-এর সাথে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন, তাদের সংখ্যা ছিল ৪০ জন।

হুসাইন ইব্‌ন আসওয়াদ (র.) .... উরওয়া (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যুবাইর (রা.)-কে খায়বারে একটি জমি দান করেছিলেন। তাতে খেজুর ও অন্যান্য গাছ ছিল।

ফাদাক প্রসঙ্গ

বর্ণনাকারিগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) খায়বার হতে ফিরে এসে মুহাইয়িসা ইব্‌ন মাস'উদ আনসারী (রা.)-কে ইসলামের দিকে দাওয়াত দানের উদ্দেশ্যে ফাদাকবাসীদের নিকট প্রেরণ করেন। ইয়াহূদী ইউশা' ইব্‌ন নূন তাদের নেতা ছিল। তারা ফাদাকের অর্ধেক জমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে প্রদান করার শর্তে সন্ধির প্রস্তাব দিল। তিনি তা মঞ্জুর করে নিলেন। এ জন্যে ফাদাকের অর্ধেক জমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্যে খাস হয়ে গেল। কেননা মুসলমানগণ এর জন্যে তাদের ঘোড়া ও উটে আরোহণ করে যুদ্ধ করেন নি। এখানকার আয় মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করা হত। বেশ কিছু দিন এখানকার অধিবাসিগণ এ অবস্থায়ই ছিল। অবশেষে উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) খলীফা হলেন। তিনি হিজায থেকে ইয়াহূদীদেরকে নির্বাসিত করে দিলেন। তারপর তিনি আবুল হাইছাম মালিক ইব্‌ন তায়হান (কারো মতে নাইহান), সাহ্‌ল ইব্‌ন আবূ হায়ছাম এবং যায়দ ইব্‌ন ছাবিত আনসারী (রা.)-কে ফাদাকে প্রেরণ করেন। ফাদাকের অর্ধাংশের ন্যায্য মূল্য ধার্য করেন। খলীফা ইয়াহূদীদেরকে তা দিয়ে দিলেন এবং তাদেরকে সিরিয়ায় নির্বাসিত করে দিলেন।

সাঈদ ইব্‌ন সুলায়মান (র.) .... ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (রা.) সূত্র বর্ণিত। ফাদাকবাসীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে তাদের জমি এবং খেজুর বাগানের অর্ধাংশ প্রদানের শর্তে আপোষ করল। উমর (রা.) যখন তাদেরকে দেশান্তরিত করলেন তখন তিনি খেজুর বাগান এবং জমিতে তাদের যে অংশ ছিল, তার ন্যায্য মূল্য নির্ধারণের জন্যে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রেরণ করলেন। তারা যে মূল্য ঠিক করলেন, তিনি তাদেরকে তা দিয়ে দিলেন।

বকর ইব্‌ন হায়ছাম (র.) .... যুহরী (রা.) সূত্র বর্ণিত, হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) ফাদাকবাসীদেরকে তাদের জমি এবং খেজুর বাগানের অর্ধেক মূল্য প্রদান করলেন।

আল-হুসাইন ইব্‌ন আসওয়াদ (র.) ... যুহরী (রা.), আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর (রা.) এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিমা (রা.)-এর কোন এক পুত্র হতে বর্ণিত। তারা বলেন, খায়বারবাসীদের যারা সেখানে রয়ে গেল তারা দুর্গে আশ্রয় নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর

নিকট আবেদন করল যে, "তিনি যেন তাদেরকে হত্যার আদেশ মওকুফ করে তাদেরকে নির্বাসনে দিয়ে দেন।" এ সংবাদ যখন ফাদাকবাসিগণ শুনতে পেল, তখন তারাও অনুরূপ আবেদন করে বের হয়ে গেল। এ কারণে ফাদাক ভূমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্যে খাছ হয়ে গেল। কেননা মুসলমানগণকে এর জন্যে ঘোড়া বা উট চালনা করতে হয়নি।

হুসাইন (র.) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর (রা.)-এর মতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত, তবে এ হাদীছে এ কথাটি অতিরিক্ত আছে যে, মুহাইয়িসা ইব্ন মাস'উদ (রা.) ও ফাদাকবাসীদের সাথে আলোচনায় সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

হুসাইন (রা.) ..... হযরত উমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্যে তিনটি সম্পদ খাছ ছিল।

১. ইয়াহূদী বনী নাযীরদের জমি ঃ এটা তিনি নিজ প্রয়োজনের জন্যে রেখেছিলেন।

২. খায়বরের আয়ঃ এটা তিনি তিন ভাগে ভাগ করে দিয়েছিলেন।

৩. ফাদাকের আমদানী ঃ এ সম্পদ তিনি মুসাফিকদের জন্য ব্যয় করতেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালিহ্ ইজলী (র.) .... উরওয়া ইব্ন যুবাইর (র.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা.)-এর কয়েক জন সহধর্মিণী উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা.)-কে আবূ বকর (রা.)-এর নিকট খায়বার এবং ফাদাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অংশে তাদের প্রাপ্য অংশ দাবী করে পাঠালেন। মু'মিন জননী 'আইশা (রা.) এ সংবাদ শুনে তাদেরকে বললেন, "তোমরা কি আল্লাহ্কে ভয় কর না? তোমরা কি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে এ কথা বলতে শুনিনি যে, আমরা (নবী রাসূলগণ) কোন মীরাছ রেখে যাই না। আমরা যা কিছু ছেড়ে যাই, তা একান্তই সাদাকা। এ সম্পদ আমার জীবদ্দশায় মুহাম্মদ (সা.)-এর পরিবার পরিজন ও তাদের মেহমানদের জন্যে হবে। আর আমার ইন্তিকালের পর যে শাসনকর্তা হবে, ঐ সম্পদ হবে তার ইখতিয়ারে। বর্ণনাকারী বলেন, এ বর্ণনাটি শুনে তারা সবাই চুপ হয়ে গেলেন।

ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ (র.) ... কালবী (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উমাইয়া শাসকগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নীতিকে পরিবর্তন করে ফাদাকের আয়কে নিজেদের খাস সম্পত্তিতে পরিণত করে নিলেন। কিন্তু যখন উমর ইব্ন আবদুল আযীয শাসনকর্তা হলেন তখন তিনি তা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মায়মূন মুকাত্তিব (র.) .... মালিক ইব্ন জাউনা (রা.) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, ফাতিমা (রা.) আবূ বকর (রা.)-কে বললেন, ফাদাকের ভূমিটি আমাকে দিয়ে দিন। কেননা তা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমার জন্যে খাস করে দিয়েছেন। তিনি সাক্ষীস্বরূপ 'আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা.)-কে পেশ করলেন। তিনি দ্বিতীয় সাক্ষী চাইলেন। তিনি উম্মু আইমন (রা.)-কে পেশ করলেন। আবূ বকর (রা.) বললেন, "হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কন্যা! আপনি জানেন যে, কোন সাক্ষ্য ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত হয় দু'জন পুরুষ হবে, আর না হয় একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক হবে।" একথা শুনে তিনি ফিরে চলে গেলেন।

রাওহুল কারাবীসী (র.) .... জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতে উম্মু আইমান (রা.)-এর সাথে রাবাহ্‌কে সাক্ষীরূপে পেশ করার কথা বর্ণিত হয়েছে। রাবাহ্ ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আযাদকৃত দাস।

ইব্‌ন আইশা তায়মী (র.) .... উম্মু হানী (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কন্যা ফাতিমা (রা.) আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি ইন্তিকাল করলে আপনার ওয়ারিছ কে হবে? তিনি বললেন, আমার সন্তান ও আমার পরিবার। হযরত ফাতিমা (রা.) বললেন, "তবে এটাই কেমন কথা যে, আমি থাকতে আপনিই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওয়ারিছ হয়ে গেলেন?" তিনি বললেন, হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কন্যা! আল্লাহর কসম! আমি আপনার পিতা থেকে স্বর্ণ-রৌপ্য বা অন্য কোন জিনিসের ওয়ারিছ হই নাই।" ফাতিমা (রা.) বললেন, খায়বারের জমিতে আমাদের অংশ আছে এবং ফাদাকের বাগানটি আমাদের জন্যে সাদাকা স্বরূপ। তিনি বললেন, "হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কন্যা! আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, এ জীবনোপকরণ আল্লাহ্ আমাকে আমার জীবনকালের জন্যে দান করেছেন। আর আমার ইন্তিকালের পর তা মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে।"

উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.) .... মুগীরা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয উমাইয়াদেরকে সমবেত করে বললেন, ফাদাকের বাগানটি নবী করীম (সা.)-এর ছিল। তিনি এর আয় দ্বারা নিজে জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং হাশিমী গোত্রের দরিদ্রদের প্রয়োজনে এবং তাদের বিধবাগণের বিবাহকার্যে ব্যয় করতেন। ফাতিমা (রা.) এটা নিজের নামে হিবা হিসাবে চেয়েছিলেন। কিন্তু নবী (সা.) তাতে অসম্মতি জানালেন। তার ইন্তিকালের পর আবূ বকর (রা.)-এর সময়ে ঠিক ঐ রীতি প্রচলিত ছিল, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সময়ে ছিল। তার পরে উমর (রা.)ও ঐ রীতি অব্যাহত রেখেছিল। এখন আমি আপনাদেরকে সাক্ষী রেখে তা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিচ্ছি।

সুরাইজ ইব্‌ন ইউনুস (রা.) .... যুহরী (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ এর জন্যে তোমরা অশ্ব কিংবা উটে আরোহণ করে যুদ্ধ কর নাই। (৫৯ ঃ ৬)-দ্বারা ফাদাক এবং অন্যান্য আরব জনপদকে বুঝানো হয়েছে।

আবূ উবাইদ (র.) .... মালিক ইব্‌ন আনাস (রা.) সূত্রে তার উস্তাদ হতে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা.) খায়বারের ইয়াহূদীদেরকে নির্বাসিত করে দিলে তারা সেখান হতে চলে যায়। কিন্তু ফাদাকের ইয়াহূদীদের অর্ধেক জমি এবং অর্ধেক ফসলের অংশীদার ছিলেন। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের সাথে এ শর্তে সন্ধি করেছিলেন। এ কারণে উমর (রা.) তাদেরকে অর্ধেক জমি এবং অর্ধেক ফসলের বিনিময়ে স্বর্ণ-রৌপ্য এবং উটের হাওদা প্রদান করে তাদেরকে নির্বাসিত করে দেন।

আমর নাকিদ (র.) .... আবূ বুরকান (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র.) খলীফা নিযুক্ত হয়ে যে ভাষণ প্রদান করেন, তাতে তিনি বলেন, "ফাদাক ঐ

সমস্ত জমির অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (সা.)-কে দান করেছিলেন। মুসলমানগণ এর জন্যে তাদের ঘোড়ায় এবং উটে আরোহণ করে যুদ্ধ করেন নি। ফাতিমা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে এর দাবী করলেন। তিনি বললেন, "এটা আমার কাছে চাওয়ার না তোমার অধিকার আছে, আর না আমার অধিকার আছে যে, আমি এটা তোমাকে দান করি।" এখানকার আয় তিনি মুসাফিরদের জন্যে ব্যয় করতেন। আবূ বকর (রা.), উমর (রা.), উছমান (রা.) এবং আলী (রা.)-এর যামানায়ও অনুরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল। কিন্তু যখন মু'আবিয়া (রা.) খলীফা হলেন, তখন তিনি এ নিয়মের পরিবর্তন করলেন এবং মারওয়ান ইব্ন হাকামকে ফাদাক জায়গীর হিসাবে দান করলেন। তিনি আমার পিতা এবং আবদুল মালিককে তা হিবা করে দিলেন। তাদের নিকট হতে আমি, ওয়ালীদ এবং সুলায়মান তা পেলাম। পরে যখন ওয়ালীদ বাদশাহ হলেন, তখন আমি তার থেকে তার অংশ চেয়ে নিলাম এবং সুলায়মান থেকেও তার অংশ চাইলাম, তিনিও আমাকে তা দিয়ে দিলেন। এভাবে ফাদাকের অংশ আমি আমার কাছে একত্র করে নিলাম। আমার কাছে এর চেয়ে বেশী প্রিয় কোন সম্পত্তি ছিল না। এখন তোমরা সবাই সাক্ষী থাক যে, আমি ওটা পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিচ্ছি। এরপর ২১০ হিজরী সনে আমীরুল মু'মিনীন আল-মামুন ফাতিমা (রা.)-এর উত্তরাধিকারীদেরকে 'ফাদাক' ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। এ সম্পর্কে তিনি মদীনার গভর্নর কাসিম ইব্ন জা'ফরকে নিম্নরূপ লিপি প্রদান করেন :

আল্লাহ্র প্রশংসা এবং রাসূলের প্রতি দুরূদের পর। আল্লাহ্র দীনে মর্যাদা সম্পন্ন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতিনিধি এবং তার আত্মীয় হওয়ার কারণে আমীরুল মু'মিনীন এ কথার সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত যে, তিনি তার সুন্নাতের সর্বাধিক অনুসারী হবেন, এবং তার হুকুম কার্যকরী করবেন এবং যাকে তিনি কোন কিছু অনুগ্রহ করেছেন বা সাদাকা করেছেন বা দান করেছেন, তা তিনি অবশ্যই তাকে সমর্পণ করবেন। সামর্থ্য এবং আল্লাহ্র সহায়তা আমীরুল মু'মিনীনের সাথে আছে এবং প্রত্যেক কাজে তারই সন্তুষ্টি কাম্য। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজ দুলালী ফাতিমা (রা.)-কে ফাদাক দান করেছিলেন। আর তা এত স্পষ্ট এবং সুবিদিত যে, এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পরিবার-পরিজনের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। এ কারণে আমীরুল মু'মিনীনের কাছে ফাদাকের জমি এমন জিনিসের দাবী করছে, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে আন্তরিকতা ও সরলতার কারণে তার জন্যে সবচেয়ে উত্তম ও শ্রেয় কাজ। এ জন্যে আমীরুল মু'মিনীন যথার্থ মনে করছেন যে, ফাদাকের জমি ফাতিমা (রা.)-এর ওয়ারিছদেরকে ফিরিয়ে দেন এবং এটা ওদের কাছে প্রত্যার্পণ করেন আল্লাহ্র হক ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার দ্বারা এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হুকুম ও সাদাকাকে জারি করে আল্লাহ্ ও রাসূলের নৈকট্য লাভ করেন সুতরাং আমীরুল মু'মিনীন নির্দেশ দিচ্ছেন যে, এ কথা তার দপ্তরে লিখে রাখা হউক এবং তার গভর্নরদেরকে এ বিষয়ে লিখে জানান হোক।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর যখন প্রত্যেক হজ্জের মৌসুমে এ আহবান করা হতো যে, যাদেরকে কোন সাদাকা দেয়া হয়েছে বা কোন কিছু হিবা করা হয়েছে কিংবা তাদের সাথে কোন প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তা যেন পালন করা হয়, তখন তারা এসে তা

বর্ণনা করত এবং তাদের কথা গ্রহণ করা হত। আর তাদের অংশ তাদেরকে যথারীতি দিয়ে দেয়া হত। তা হলে ফাতিমা (রা.)-এর এ দাবী যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ঐ ভূমি তারই জন্যে খাস করে দিয়েছেন, তা অধিকতর গ্রহণযোগ্য প্রতিপন্ন হয়।

আমীরুল মু'মিনীন তার আযাদকৃত দাস মুবারক তাবারী (রা.)-কে এ মর্মে নির্দেশ দিলেন যে ফাদাক তার আসল সীমা, তার সাথে সেখান হতে অর্জিত পাওনাদি, তার সাথে সেখানকার গোলাম এবং ফসলাদিসহ ফাতিমা (রা.)-এর উত্তরাধিকারী মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (ইবন হুসাইন ইবন যায়দ ইবন আলী ইবন আবূ তালিব) এবং মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ (ইবন হাসান ইবন হুসাইন ইবন আলী ইবন আবূ তালিব)-কে প্রদান করা হউক। কেননা, আমীরুল মু'মিনীন তাদের উভয়কে ফাদাকবাসীদের ব্যাপারে ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করেছেন। সুতরাং জেনে রাখুন এটা আমীরুল মু'মিনীনের অভিমত এবং ঐ জিনিস যা আল্লাহ্ তার অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন তার কারণে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর সাথে তার নৈকট্যের কারণে আল্লাহ্ তাকে এর তাওফীক দিয়েছেন। আপনি নিজের পক্ষ থেকে মুবারক তাবারীকে এ বিষয়ে সাবধান করে দিন। আর মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া এবং মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ যাদেরকে আমীরুল মু'মিনীন মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করেছেন, তাদের সাথেও ঐ ব্যবহার করবেন, যা মুবারক তাবারীর সাথে করছিলেন। আর ফাদাকের উন্নতি, কল্যাণ সাধন, উৎকর্ষ সাধন এবং এর উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে তাদেরকে সহায়তা প্রদান করবেন। আপনাদের প্রতি সালাম। এ নির্দেশনামটি ২১০ হিজরী সনের ২রা যিলকাদ বুধবার লেখা হয়েছিল। কিন্তু মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ্ খলীফা হয়ে ফাদাকের ব্যবস্থাপনা আল-মামুনের পূর্বেকার অবস্থায় ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ জারী করেন।

ওয়াদিউল কুরা বা কুরা উপত্যাকা ও তায়মার চুক্তি

বর্ণনাকারিগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) খায়বার থেকে প্রত্যাবর্তন করে কুরা উপত্যকায় গমন করে সেখানকার অধিবাসীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা তা অমান্য করে যুদ্ধ শুরু করল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যুদ্ধ করে তা জয় করলেন। আল্লাহ্ তাঁদের ধন-সম্পদ তাঁকে গনীমতস্বরূপ দান করলেন। ফলে অনেক ধন-সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হল। তিনি তার খুমুস বা এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণ করে জমি ও খেজুর বাগান ইয়াহূদীদের কাছেই রেখে দিলেন। আর খায়বারবাসীদের ব্যাপারে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন, এদের ব্যাপারেও অনুরূপ ব্যবস্থা করলেন।

বর্ণিত আছে, উমর (রা.) এখানকার ইয়াহূদীদেরকে নির্বাসন করে দিয়েছিলেন। তাদের জমা-জমি এবং খেজুর বাগান তিনি ঐ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন যে, এখানকার ইয়াহূদীদেরকে নির্বাসন করা হয় নাই। কেননা এ অঞ্চল হিজাযের বাইরে অবস্থিত। আজকাল এ অঞ্চলটি মদীনা এবং তার আশ-পাশের অধীনে আছে।

আমার কাছে কিছু সংখ্যক আলিম বর্ণনা করেন যে, রিফাআ ইবন যায়দ জুযামী (র.) মিদ্‌আম নামক একটি বালককে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতের জন্যে পেশ করেন। কুরা উপত্যকার যুদ্ধে সে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাওদার রক্ষণাবেক্ষণ করছিল। জনৈক ব্যক্তি তাকে তীর মারলো। লোকজন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার বালকের মঙ্গল হউক! সে তো তীর দ্বারা শহীদ হয়েছে।" তিনি বললেন, কখনও নয়। সে খায়বারের অভিযানের সময় গনীমতের মাল হতে যে চাদরটি নিয়েছিল তা তার উপর আগুন হয়ে জ্বলতে থাকবে।

বর্ণনাকারী বলেন, তায়মার লোকেরা যখন শুনল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কুরা উপত্যকার লোকদেরকে পরাজিত করেছেন, তখন তারাও জিয্য়া কর প্রদানের শর্তে সন্ধি করল। আর তারা অনুরূপভাবে নিজ শহরে রয়ে গেল এবং তাদের জমি তাদেরই দখলে রয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমর ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন 'আস ইব্‌ন উমাইয়াকে কুরা-উপত্যকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। আর তায়মা বিজয়ের পর ইয়াযীদ ইব্‌ন আবু সুফিয়ানকে সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ইনি তায়মা বিজয়ের দিনই মুসলমান হয়েছিলেন।

আবদুল 'আলা ইব্‌ন হাম্মাদ নারসী (র.) .... উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা.) ফাদাক, তায়মা এবং খায়বারের অধিবাসীদেরকে নির্বাসিত দিয়েছিলেন। কুরা উপত্যাকাবাসীদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হিজরী ৭ সনের জমাদিউছ্‌ছানী মাসে যুদ্ধ করেন।

আব্বাস ইব্‌ন হিশাম কালবী (র.) তার পিতামহ সূত্র বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হামযা ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন হাওযাতুল উয্‌রীকে কুরা উপত্যকার ঐ জায়গাটি জায়গীর হিসাবে দান করলেন, যেখানে তিনি তার লাঠি নিক্ষেপ করেছিলেন। এ হামযা ইব্‌ন নু'মান উয্‌রা গোত্রের নেতা ছিলেন। আর ইনি হিজাযবাসীদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি নবী (সা.) খিদমতে উপস্থিত হয়ে নিজ গোত্রের সাদাকা (যাকাত) পেশ করেন।

আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.) .... আব্বাস ইব্‌ন আমর (রা.)-এর চাচা বর্ণনা করেন যে, আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়া (রা.)-কে বললেন, "হে আমীরুল মু'মিনীন! আমীরুল মু'মিনীন মুআবিয়া (রা.) কুরা-উপত্যকার একজন ইয়াহূদীর নিকট হতে একখণ্ড জমি ক্রয় করেছিলেন এবং পরে এর সাথে অপর একখণ্ড পতিত জমি আবাদ করে এর অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছিলেন, যা আপনার মনোযোগ হতে বঞ্চিত হওয়ার কারণে নষ্ট হতে যাচ্ছে এবং তার উৎপাদন দিন দিন কমে যাচ্ছে। আপনি এ জমি আমাকে দিয়ে দিন! এতে কোন অসুবিধা হবে না।" ইয়াযীদ বললেন, "আমি না বড় জিনিসে কৃপণতা করি আর না ছোট জিনিসে কম যত্ন নেই।" আবদুল মালিক বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! তার এত এত আয় আছে।" ইয়াযীদ বললেন, "ওটাও আপনার।" যখন তিনি চলে গেলেন তখন ইয়াযীদ বললেন, "এর সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, আমার উত্তরাধিকারী হবেন। এটা যদি সত্যি হয়, তবে আমি তাকে উৎকোচ দিলাম। অন্যথায় আমি তার আত্মীয়তার হকই আদায় করলাম।

মক্কা বিজয়

বর্ণনাকারিগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কুরায়শদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধির বছর যুদ্ধ বিরতির উপর একটি চুক্তি করেন; তা ছিল এই যে, আরবদের যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চায়, তারা তাঁর সাথে আবদ্ধ হতে পারবে, আর যারা কুরায়শদের সাথে থাকতে চায়, তারা তাদের সাথে থাকতে পারবে। আর এটাও চুক্তি হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঙ্গীদের মধ্য হতে কেউ কুরায়শদের নিকট চলে গেলে তারা তাকে ফেরৎ দেবে না। কিন্তু কুরায়শ বা তাদের মিত্রদের মধ্য হতে কেউ যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট যায়, তবে তাকে ফেরৎ দিতে হবে। এতে কানানা গোত্রের লোকেরা দাঁড়িয়ে বলল, "আমরা কুরায়শদের চুক্তি এবং তাদের শর্তাবলীতে শরীক হয়ে গেলাম। আর খুযা'আ গোত্রের লোকেরা দাঁড়িয়ে বলল, আমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর চুক্তি এবং তার শর্তাবলীতে শরীক হলাম। খুযা'আ এবং আবদুল মুত্তালিবের মাঝে বহুদিন হতেই মিত্রতা ছিল। এ কারণেই আমির ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন হাসীরাতুল খুযাঈ (অত্যাচারিত হয়ে এবং কুরায়শদের চুক্তিপত্র ভঙ্গের অভিযোগ নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট এসে) বলেছিলেন, "কোন চিন্তা নেই,। আমি মুহাম্মদ (সা.)-কে ঐ চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেব, যা অনেক দিন হলো, আমাদের এবং তার বংশের মধ্যে হয়েছিল।"

একদিন একজন খুযাঈর সামনে একজন কানানী রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দুর্নাম করলে খুযাঈ তাকে আক্রমণ করে এবং তার মাথা ফাটিয়ে দেয়। ফলে উভয় গোত্রের মধ্যে গুরুতর যুদ্ধ বেধে যায়। কুরায়শ চুক্তি লংঘন করে কানানাদের সমর্থন দিল। তারা কানানাদের সাথে মিলে খুযাঈদের উপর ভীষণ আক্রমণ চালাল,[১] নিরুপায় হয়ে আম্র ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন হাসীরাতুল খুযাঈ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে সাহায্যের জন্যে উপস্থিত হলেন। পরে এটাই মক্কা অভিযানের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আবূ উবাইদ কাসিম ইব্‌ন সাল্লাম (র.) .... উরওয়া (রা.) সূত্রে একটি দীর্ঘ হাদীছে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কুরায়শগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে এ শর্তে চুক্তিপত্র করল যে, উভয় একে অন্যকে যুদ্ধাস্ত্র পরিধান এবং তলোয়ার কোষমুক্ত করণ থেকে নিরাপত্তা দেবে। আর কারো মতে আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা দেবে। মুসলমানদের মধ্য থেকে যারা হজ্জ বা উমরার জন্যে কিংবা ইয়ামন ও তাইফ গমন করার জন্যে মক্কা আগমন করবে, তারা নিরাপদ থাকবে। অনুরূপভাবে মুশরিকদের মধ্য থেকে যারা সিরিয়া এবং পূর্বাঞ্চলের দিকে গমন করার উদ্দেশ্যে মদীনায় আসবে, তারাও নিরাপদ থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন,

---

১. খুযা'আগণ হরম শরীফে আশ্রয় নেন, কিন্তু কুরায়শদের তরবারি এখানেও তাদের রেহাই দিল না। খুযা'আগণ আল্লাহ্‌র দোহাই দিল। কুরায়শগণ বলল, আজকের দিনে আল্লাহ্ বলে কোন বস্তু নেই। (ইব্‌ন হিশাম, সীরাত, ২য় খণ্ড ঃ ২০৯ পৃ.)

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজ চুক্তির মধ্যে কা'আব গোত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। আর কুরায়শগণ কানানা গোত্রকে তাদের মিত্রে পরিণত করে নিল।

৫ আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন গিয়াছ (র.) .... ইকরামা সূত্রে (রা.) বর্ণনা করেন যে, কানানা গোত্রের বনী বকর চুক্তিতে কুরায়শদের মিত্র ছিল। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মিত্র ছিল খুযা'আগণ। বনূ বকর ও খুযা'আ উভয়ের মধ্যে আরাফার ময়দানে যুদ্ধ হয়েছিল, কুরায়শগণ বনী বকরের সঙ্গে ছিল। তারা অস্ত্র দ্বারা তাদের সাহায্য করেছিল। তাদের পানি এবং ছায়ার ব্যবস্থা করেছিল। এতে খুযা'আগণ কুরায়শদেরকে বলল, "তোমরা চুক্তি ভঙ্গ করেছ।" কুরায়শগণ বলল, "আমরা চুক্তি ভঙ্গ করিনি। আল্লাহ্র কসম! আমরা যুদ্ধ করিনি। আমরা শুধু তাদের সাহায্য করেছি, পানি পান করিয়েছি এবং তাদেরকে ছায়ায় আশ্রয় দিয়েছি।"[১] এরপর তারা আবূ সুফিয়ান ইব্ন হার্বকে চুক্তি নবায়ণের জন্যে এবং লোকজনের মাঝে সন্ধি পুনঃস্থাপনের জন্যে মদীনায় গমন করতে বলল। আবূ সুফিয়ান মদীনায় এসে আবূ বকর (রা.)-এর সাথে মিলিত হয়ে তাকে বলল, "আপনি চুক্তি নবায়ণ করিয়ে মানুষের মাঝে সমঝোতা করিয়ে দিন।" তিনি বললেন, "উমর (রা.)-এর কাছে যান।" তিনি তার কাছে গেলেন, এবং তার কাছেও আবেদন করলেন। তিনি বললেন, "শর্তাবলীর যেগুলো এখনও অক্ষত আছে, আল্লাহ্ ওগুলোকে ছিন্ন করুক। আর যা কিছু নতুন হবে, তাকে পুরাতন ও ধ্বংস করুক।" আবূ সুফিয়ান বললেন "আল্লাহ্র নতুন হবে তাকে পুরাতন ও ধ্বংস করুক। আবূ সুফিয়ান বললেন, "আল্লাহ্র কসম! আমি কোন জাতির প্রতিনিধিকে আপনার চেয়ে বেশী অনিষ্টকারী দেখিনি।" পরে তিনি ফাতিমা (রা.)-এর কাছে আসলেন। তিনি বললেন, "আলীর কাছে যান।" তিনি 'আলী (রা.)-এর কাছে গেলেন এবং অনুরূপ আবেদন করলেন। আলী (রা.) বললেন, "আপনি কুরায়শদের সম্মানিত নেতা। আপনি চুক্তি নবায়ণ করে লোকজনের মধ্যে সন্ধি করে দিন। "এতে তিনি তার ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বললেন, "আমি চুক্তি নবায়ণ করে দিলাম এবং লোকজনের মধ্যে সন্ধি করে দিলাম। এ বলে তিনি মক্কা চলে গেলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ বললেন, "আবূ সফিয়ান আসল। আর উদ্দেশ্য সিদ্ধি ব্যতিরেকেই সন্তুষ্টি হয়ে চলে গেল।" যখন তিনি মক্কা পৌছলেন এবং লোকজনকে এ ঘটনা শুনালেন, তখন সবাই তাকে বলল, আল্লাহ্র কসম! আমরা আপনার ন্যায় নির্বোধ আর একটিও দেখিনি। আপনি না আমাদের জন্যে যুদ্ধের সংবাদ নিয়ে এসেছেন যে, আমরা তার জন্যে প্রস্তুতি নেব; আর না সন্ধির সংবাদ নিয়ে এসেছেন যে, আমরা নিরাপদবোধ করব। এদিকে খুযা'আগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাদের উপর নির্যাতনের অভিযোগ করল। তিনি বললেন, "মক্কা অথবা তাইফ এ দু'টি শহরের একটির দিকে গমন

১. যুরকানী বলেন ঃ এরপর যখন তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এ ফরমান শুনলো, "হয় তারা নিহতদের রক্তপণ দেবে, না হয় কুরায়শগণ কানানাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে কিংবা এ ঘোষণা করবে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধি বহাল নেই।" তখন কুরায়শগণ নিজ কৃত কর্মের জন্যে অনুতপ্ত হলো এবং আবূ সুফিয়ানকে সন্ধি নবায়ণের জন্যে মদীনায় প্রেরণ করল।

করার জন্যে আমার প্রতি নির্দেশ হয়েছে।" এরপরই যাত্রা করার নির্দেশ দিলেন। তিনি সাহাবাদেরকে নিয়ে যাত্রা করলেন। আর এ দু'আ করলেন ঃ اللّهم اضرب على اذانهم فلا يسمعوا حتى نبغتهم بغتة –"হে আল্লাহ্! তুমি তাদের কানে এমন ছাপ লাগিয়ে দাও যে, যে পর্যন্ত আমরা আকস্মিকভাবে তাদের মাথার উপর না পৌছাব ততক্ষণ পর্যন্ত তারা যেন আমাদের যাত্রার সংবাদ না পায়।" তারা খুব দ্রুত গতিতে পথ অতিক্রম করে 'মররুয্ যাহারান' নামক স্থানে শিবির স্থাপন করলেন। এদিকে মক্কা হতে আবূ সুফিয়ান আসছিলেন। কারণ কুরায়শগণ তাকে পুনরায় মদীনায় যাওয়ার জন্যে বলেছিল। তিনি যখন মাররুয্ যাহারানে পৌঁছলেন, তখন শিবির এবং আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখে বললেন, "একি ব্যাপার? এটাতে আরাফাতের সন্ধ্যাকালীন শোরগোল মনে হচ্ছে।" তিনি এ উক্তি করা কালে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ঘোড়সওয়ারগণ তার কাছে পৌছে তাকে বন্দী করে নবী করীম (সা.)-এর খিদমতে নিয়ে গেল। উমর (রা.) তাকে দেখে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। আব্বাস (রা.) তাকে বাধা দিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে হাযির হলেন। ফজরের সালাতের সময় যখন লোকজন উযূ করতে উঠলেন, তখন তিনি আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা কি হচ্ছে? আমাকে কি হত্যা করা হবে?" তিনি বললেন, "না, এরা সালাতের জন্যে তৈরী হচ্ছে।" যখন মুসলমানগণ সালাতে মগ্ন হলেন, তখন এটা দেখে খুব অভিভূত হলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন রুকূ' করেন, তখন সবাই রুকূ' করেন। আর যখন সাজদা করেন তখন সবাই সাজদা করেন। তিনি বলে উঠলেন ঃ "আল্লাহ্র শপথ। আমি আজ যেরূপ স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য দেখলাম, এরূপ আর কখনো দেখিনি। বিভিন্ন দিক থেকে আগত কোন জাতিকে এদের ন্যায় অনুগত দেখা যায়নি। এদের দৃষ্টান্ত না আছে সম্মানিত পারস্য জাতির মধ্যে আর না আছে রোমকদের মধ্যে।" পরে আব্বাস (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট মক্কাবাসীদের কাছে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি অনুমতি দিলেন কিন্তু একটু পরেই তিনি (সা.) তার পিছনে দ্রুত লোক পাঠালেন যে, আমার চাচাকে আমার কাছে নিয়ে এস। পাছে মুশরিকরা তাকে হত্যা করে না ফেলে। কিন্তু তিনি ফিরে আসলেন না। বরং মক্কায় পৌছে এ বলে আহবান জানাতে লাগলেন; "হে আমার জাতি! ইসলাম গ্রহণ করে নিরাপদে থাক! তোমাদের দুর্ভাগ্য আগত। তোমাদের দুর্ভাগ্য আগত। একটি দুর্ধর্ষ বাহিনী তোমাদের একেবারে নিকটে এসে পড়েছে, যার মুকাবিলা করার মত শক্তি তোমাদের নেই। এদিকে মক্কার নিম্নভাগে আছেন খালিদ (রা.) আর ওদিকে মক্কার উপরিভাগে আছেন যুবাইর (রা.)। মাঝখানে রয়েছেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মুহাজিরগণ, আনসার এবং খুযা'আদের দ্বারা পরিবেষ্টিত। কুরায়শগণ বলল, এই হীন খুযা'আ আবার কারা?

আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন গিয়াছ (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে, খুযা'আদের এক ব্যক্তি নবী (সা.)-কে বললেন, "কোন চিন্তা নেই আমি মুহাম্মদ (সা.)-কে ঐ চুক্তিনামা স্মরণ করিয়ে দেব, যা বেশ কিছু দিন হয় আমাদের এবং তার বংশধরদের মধ্যে

হয়েছিল। অতএব আপনি আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করুন! আল্লাহ্ আপনাকে সুপথে অটল রাখুন! আর আপনি আল্লাহ্র বান্দাদের ডাকুন, তারা আমাদের সাহায্যে নেমে আসবে।"

হাম্মাদ (র.) বলেন, আমার কাছে 'আলী ইবন যাইদ (র.) ইকরামা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যখন খুযা'আগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সাহায্যার্থে আহবান করেছিল তখন তিনি গোসল করছিলেন। তিনি জবাবে বলেছিলেন, "আমি উপস্থিত।"

ওয়াকিদী ও অন্যান্যরা বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন কুরায়শদের একটি দল যুদ্ধাস্ত্র ধারণ করে বলেছিল, "মুহাম্মদ (সা.) যুদ্ধ ছাড়া শহরে প্রবেশ করতে পারবে না।" তারা প্রথমে খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা.)-এর সাথে যুদ্ধ করল। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকেই সর্বপ্রথম মক্কা শহরে প্রবেশ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ যুদ্ধে কুরায়শদের ২৪ জন আর হুযাইলদের ৪ জন নিহত হল। কেউ কেউ বলেন, এ সময় কুরায়শদের ২৩ ব্যক্তি নিহত হয়েছিল। আর অবশিষ্টরা পরাজয় বরণকরে পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করেসেখানে আশ্রয় নিয়েছিল। এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবাদের মধ্যে কুরয ইবন জাবির ফিহ্রী (রা.) এবং খালিদ আল-আশআরী আল-কা'বী (রা.) শাহাদাত বরণ করেন। কিন্তু হিশাম ইবন কালবী (র.) বলেন, শেষোক্ত সাহাবীর নাম ছিল হুবাইশ আল-আশ্আর ইবন খালিদ কা'বী এবং তিনি খুযা'আ গোত্রের লোক ছিলেন।

শায়বান ইব্ন আবূ শায়বা ইবিলী (র.) .... আবদুল্লাহ্ ইবন বিরাহ্ (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা.)-এর নিকট রমাযান মাসে কয়েকটি প্রতিনিধি দল এসেছিল। সে সময় আমরা একে অন্যের জন্যে খাবার তৈরী করতাম। আর আবূ হুরায়রা (রা.)-কে আমরা অধিকাংশ সময় আমাদের ঘরে দাওয়াত করতাম। বর্ণনাকারী বলেন, একবার আমি তাদের জন্যে খাবার তৈরী করে, তাদেরকে দাওয়াত করলাম। আবু হুরায়রাও (রা.) আসলেন। তিনি বললেন, "হে আনসার সম্প্রদায়! আমি কি আপনাদেরকে আপনাদেরই ঘটনাবলী হতে কোন একটি ঘটনা শুনিয়ে আপনাদের মন ভুলাবো না? এ বলে তিনি মক্কা বিজয়ের ঘটনা উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনা হতে যাত্রা করে মক্কা পৌঁছলেন। তিনি যুবাইর (রা.)-কে বাম কিংবা ডান এর কোন এক দিকে, আর খালিদ (রা.)-কে তার বিপরীত দিকে এবং আবূ উবায়দা ইবন জাররাহ্ (রা.)-কে শত্রুদের পথ রোধের জন্যে প্রেরণ করলেন। তারা বাতনুল ওয়াদি দখল করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর তখন তার সৈন্য দলের মধ্যে। অবস্থান করছিলেন। তিনি আমাকে দেখে বললেন, "হে আবু হুরায়রা," আমি আরয করলাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি হাযির।" তিনি বললেন, "আনসারগণকে আমার কাছে এমনভাবে ডেকে আন যাতে আনসার ছাড়া আর কেউ না আসে। তিনি বললেন, "আমি তাদেরকে ডাকলাম। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পাশে এসে একত্রিত হয়ে গেলেন। এদিকে কুরায়শরা তাদের অনুগামী উচ্ছৃঙ্খল লোকদেরকে একত্রিত করে বলল, প্রথমে আমরা এদেরকেই সামনে অগ্রসর হতে দেব। এরা সফলকাম হয়ে গেলে আমরাও তাদের সাথে মিশে যাব। আর যদি এরা বিফল হয়, তবে আমাদের কাছে যা

চাওয়া হবে, আমরা তা দিয়ে দেব। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কি কুরায়শদের লম্পটদেরকে দেখছো? তারা আরয করলেন, 'হাঁ', দেখেছি।" পরে তিনি তার এক হাত অপর হাতের উপর রেখে ইঙ্গিত করে বললেন, "এদেরকে হত্যা কর।" তিনি আরো বললেন, "তোমরা আমার সাথে সাফায় এসে মিলিত হবে।" বর্ণনাকারী বলেন, "সে মত আমরা যাত্রা করলাম। আর যে যাকে ইচ্ছা হত্যা করলো। এ অবস্থা দেখে আবূ সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন, "হে আল্লাহ্র রাসূল! কুরায়র্শদের তরুণরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে আজকের পর আর কুরায়শদের নাম-নিশান থাকবে না।" এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর একটি নির্দেশ জারি করলেন, "যে আবূ সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদে থাকবে। যে নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে দেবে, সে নিরাপদে থাকবে। আর যে যুদ্ধাস্ত্র ফেলে দেবে সেও নিরাপদে থাকবে।" এ নির্দেশ শুনে কোন কোন আনসার বলতে লাগলেন, "ইনি এখন আত্মীয় প্রীতিতে অভিভূত হয়ে পড়েছেন।" তখনই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি ওয়াহী আসলো। আর যখনই তার প্রতি ওয়াহী আসত তখন তা আমাদের নিকট গোপন থাকতো না। তিনি (সা) বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! তোমরা এরূপ এরূপ বলেছ? তারা আরয করলেন, "জী হাঁ, আল্লাহ্র রাসূল! এরূপই হয়েছে। তিনি বললেন, "কখনো নয়! তোমরা ভুল বুঝেছ। আমি আল্লাহ্র বান্দা আর তাঁর রাসূল। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমি তোমাদের কাছে হিজরত করেছি। আমার জীবন তোমাদের জীবনের সাথে আর আমার মৃত্যু তোমাদের মৃত্যুর সাথে। "এ কথা শুনে আনসারগণ কাঁদতে লাগলেন। তারা আরয করলেন, "আল্লাহ্র শপথ। আমরা যা কিছু বলেছি, তা একমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে অত্যন্ত ভালবাসার কারণেই বলেছি।"

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর কেউ কেউ আবূ সুফিয়ানের বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলো। কেউ কেউ নিজ গৃহের দরজা বন্ধ করে দিল। আর কেউ কেউ অস্ত্র-শস্ত্র ফেলে দিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কা'বা ঘরে গিয়ে হাজরে আসওয়াদে চুমু দিলেন। আল্লাহ্র ঘরের তাওয়াফ করলেন। তিনি কা'বা পার্শ্বে রক্ষিত মূর্তিটির কাছে চলে গেলেন। তার পবিত্র হস্তে একটি ধনুক ছিল। এর এক মাথা নিজ হাতে রেখে অপর মাথা দিয় মূর্তিটির চক্ষু ফুড়ে দিলেন আর বলতে লাগলেন ঃ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا "সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই" (১৭ ঃ ৮১)। বর্ণনাকারী বলেন, "তাওয়াফ শেষ করে তিনি সাফা পাহাড়ে গমন করলেন এবং এর উপরে ওঠে বায়তুল্লাহ্র দিকে তাঁকিয়ে উভয় হাত উপরে উত্তোলন করে আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন এবং দু'আ করলেন।

মুহাম্মদ ইব্ন সব্বাহ্ (র.) .... উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উৎবা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন ঘোষণা করলেন, "কোন আহতকে হত্যা করা যাবে না, কোন পলাতকের পেছনে ধাওয়া করা যাবে না। কোন বন্দীকে হত্যা করা যাবে না এবং যারা নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে দেব, তারা নিরাপদে থাকবে।" ওয়াকিদী বলেন,মক্কা বিজয়ের ঘটনা হিজরী ৮ সনের রমাযান মাসে সংঘটিত হয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ঈদুল ফিত্‌র পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করলেন। তারপর হুনায়নের যুদ্ধের জন্যে তিনি এখান হতে চলে যান। এ সময় তিনি আত্তাব ইব্‌ন উসায়দ ইব্‌ন আবুল আস ইব্‌ন উমাইয়া (রা.)-কে মক্কার গভর্নর নিযুক্ত করেন। কা'বার সমস্ত মূর্তি এবং ছবি ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেন। আর ইব্‌নুল খাতালকে হত্যা করার হুকুম দিলেন এবং বললেন, "তোমরা তাকে হত্যা কর, যদি সে কা'বার পর্দাও আঁকড়ে ধরে থাকে।" সুতরাং আবূ বুরযা আসলামী (রা.) তাকে হত্যা করলেন।[১] আবুল ইয়াক্‌যান বলেন, "ইব্‌ন খাতালের নাম ছিল কায়স। তাকে শারয়াব আনসারী (রা.) হত্যা করেছিলেন। ইব্‌ন খাতালের দুটি দাসী ছিল। এরা ব্যঙ্গ কবিতার দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দুর্নাম করতো। তাদের মধ্যে একজনকে হত্যা করা হয়েছিল। অপর জন বেঁচে যায়। পরে উছমান (রা.)-এর আমলে পাঁজর ভেঙ্গে গিয়ে তার মৃত্যু হয়। মিকয়াস ইব্‌ন সুহাবা কিনানীকে নুমায়লা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ কিনানী হত্যা করেছিলেন। তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এ নির্দেশ ছিল যে, যে কেউ তাকে নাগালে পাবে সে যেন তাকে হত্যা করে। তার কারণ এ ছিল যে, তার ভাই হাশিম ইব্‌ন সুবাবা ইব্‌ন হাযূন মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঙ্গে মারীসী' যুদ্ধে অংশ গ্রহণও করেছিলেন। কিন্তু একজন আনসার তাকে মুশরিক সন্দেহ করে হত্যা করে ফেলেন। মিক্‌ইয়াস রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে ভাইয়ের ক্ষতিপূরণ দাবী করলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর তার পক্ষে হত্যাকারীর আত্মীয়দের উপর রক্তপণ পরিশোধের নির্দেশ দিলেন। মিক্‌ইয়াস তা গ্রহণ করে নিজেও ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু পরে সে জিঘাংসাবশে উক্ত আনসারীকে হত্যা করে ফেলে এবং মুরতাদ হয়ে পলায়ন করে। সে আনসারীকে হত্যা করার পর বলেছিল, "এ কথায় আমার মন শান্তি পেয়েছে যে, আঘাতের চোটে সে কাত হয়ে পড়ে গেছে এবং তার ঘাড়ের রক্তে তার শরীরের কাপড় রঞ্জিত হয়েছে। আমি আমার সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে তার প্রতিশোধ নিয়েছি। তার ক্ষতি পূরণের বোঝা নাজ্জার গোত্রের মর্যাদা সম্পন্ন নেতাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল। আমি আমার উদ্দেশ্যে সফলকাম হয়েছি এবং আমার প্রতিশোধ আমি নিয়ে ছেড়েছি। এ জন্যে এখন আমি ইসলাম ত্যাগে প্রথম কাতারে আছি।"

আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা.) .... হুওয়ায়রিছ ইব্‌ন নাকীযকে হত্যা করেছিলেন। তার এর ব্যাপারেও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশ ছিল, "যেই তাকে পাবে, সে যেন তাকে হত্যা করে।"

বকর ইব্‌ন হায়ছাম (র.) ... কাল্‌বী (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, বনু তায়মের হিলাল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ওরফে ইব্‌ন খাতাল আদরামী-এর একটি দাসী আরনাব রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে চিনতেন না তাই তার ব্যাপারে তিনি কিছু করলেন না। কিন্তু তার অপর দাসীটিকে হত্যা করা হয়। এরা উভয়েই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কুৎসামূলক গান গাইতো। বর্ণনাকারী বলেন,

---

১. আসলে এ হত্যা ছিল হত্যার বদলে হত্যা। কেননা ইতোপূর্বে ইব্‌ন খাতাল একজন আনসারীকে হত্যা করেছিল। ইব্‌ন হিশাম চতুর্থ খণ্ড ফাতহুলবারী ৪ : ৪৩, মোস্তফা চরিত, পৃঃ ৮০৫।

"মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইব্ন যাবআরী সাহামীর রক্তপাত হালাল ঘোষণা করলেন। কিন্তু তা কার্যকরী না হতেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রশংসা করলেন। তখন তিনি তার ব্যাপারেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণে বিরত থাকেন।

মুহাম্মদ ইব্ন সাব্বাহ্ আল-বায্যার (র.) .... কাসিম ইব্ন রবীআ (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মক্কা বিজয়ের দিন ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি তার ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, নিজ বাহিনীকে বিজয় দান করেছেন, বিরোধী বাহিনীকে একাই পরাস্ত করেছেন। জেনে রেখ! কা'বা ঘরের খিদমত এবং হাজীগণের পানি পান করানোর খিদমত ব্যতীত জাহিলী যুগের সকল আভিজাত্যের বড়াই এবং ইত্যাকার প্রথাগত দাবী আমার পদতলে।

খাল্ফুল বায্যার (র.) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (রা.) তার কয়েকজন শায়খের কাছ থেকে বর্ণনা করেন, তারা বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সা.) কুরায়শদেরকে বললেন, "তোমাদের কি ধারণা, আজ আমি তোমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করবো?" তারা বললো, "আমরা উত্তম ধারণা করছি এবং উত্তম বলছি। আপনি আমাদের সম্মানিত ভাই এবং সম্মানিত ভাইয়ের ছেলে। আপনি আজ ক্ষমতার অধিকারী। তিনি বললেন, আমার ভাই ইউসুফ (আ.) যা বলেছিলেন, আজ আমি তা-ই বলবো। আজকের দিনে তোমাদের উপর কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি পরম দয়ালু। জেনে রেখ, কা'বা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ এবং হাজীগণের পানি পান করানোর দায়িত্ব (জমজম কূপের পৃষ্ঠপোষকতা) ব্যতীত জাহিলী যুগের সকল অহঙ্কার, রক্তঋণ ও সূদের দাবী আমার পদতলে।

শায়বান (র.) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়দ ইব্ন উমায়র (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কা বিজয়ের ভাষণে বলেছিলেন, "সাবধান, মক্কার দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানসমূহ পবিত্র।[১] এ পবিত্র হারাম না আমার পূর্বে কারো জন্যে হালাল ছিল, আর না আমার পরে কারো জন্যে হালাল হবে। আর আমার জন্যে শুধুমাত্র একদিনের কিছুক্ষণের জন্যে হালাল হয়েছিল। তার সবুজ ঘাস কাটা যাবে না, তার গাছ কাটা যাবে না, তার শিকারকে তাড়া করা যাবে না, তার পতিত জিনিস উঠানো যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না ওটা সম্পর্কে ঘোষণা না দেয়া হয় বা তা সনাক্ত না করা হয়। আব্বাস (রা.) বললেন, "তবে কি ইয্খির ঘাস এর ব্যতিক্রম? যা আমাদের আশ্রয়, শিল্প এবং গৃহের ছাউনির কাজে আসে।" রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বললেন,"হা, ইয্খির ঘাস ব্যতিক্রম।

ইউসুফ ইব্ন মূসা আল-কাত্তান (র.) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, মক্কার সবুজ ঘাস কাটা যাবে না। আর তার গাছও কাটা যাবে না। এতে আব্বাস (রা.) বললেন, তবে কি ইয্খির এর ব্যতিক্রম? যা আমাদের

---

১. একটি আবু কুবায়স অপরটি মিনার পাহাড়।

কারুকার্য ও গৃহের পরিচ্ছন্নতার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।" তিনি (সা.) তার অনুমতি প্রদান করলেন।

শায়বান (র.) .... হাসান (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা.) কা'বার ধন-ভাণ্ডার আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করতে মনস্থ করলেন। এতে উবাই ইব্‌ন কা'আব আনসারী (রা.) তাকে বললোন, "হে আমিরুল মু'মিনীন! আপনার দু'জন পূর্বসূরী গত হয়ে গেছেন। যদি এটা কোন ফযীলতের কাজ হতো তবে তারা অবশ্যই তা করতেন।"

আমর নাকিদ (র.) ..... মুজাহিদ (রা.) সূত্র বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "মক্কা হারাম (পবিত্র)। তার অলিগলি ও সরাইখানা বিক্রি করা হালাল হবে না। আর ঘরসমূহের ভাড়াও হালাল হবে না।

মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম মারুযী (র.) .... আইশা সিদ্দীকা (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি মক্কায় নিজের জন্যে একটি ঘর তৈরী করে নিন। যা আপনাকে রোদ থেকে ছায়া প্রদান করবে।" উত্তরে তিনি বললেন, "এটা ঐ ব্যক্তির অবস্থানের জায়গা, যে এখানে প্রথমে এসেছে।"[১]

খাল্‌ফ ইব্‌ন হিশাম বায্‌যার (র.) .... ইব্‌ন জুরায়জ (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র.)-এর ঐ নির্দেশটি পড়েছি, যাতে তিনি মক্কার ঘরসমূহের ভাড়া গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।"

আবূ উবাইদ (র.) .... ইব্‌ন উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, "সম্পূর্ণ হারাম শরীফই মসজিদ স্বরূপ।

আমর নাকিদ (র.) .... আবদুল মালিক ইব্‌ন আবূ সুলায়মান (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র.) মক্কার আমীরকে লিখিত নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, মক্কাবাসীদেরকে মক্কার ঘরসমূহের ভাড়া গ্রহণ করতে দেবেন না। কেননা, এটা তাঁদের জন্য বৈধ নয়।"

উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.) .... আবদুর রহমান ইব্‌ন ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র এ বাণীতে- سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ "সেখানকার স্থানীয় এবং বহিরাগত উভয়ই সমান" (২২ ঃ ২৫)। হজ্জ পালনকারী এবং উমরা আদায়কারিগণের অবস্থানের ব্যাপারে সেখানকার স্থানীয় এবং বহিরাগত উভয় সমান। তারা যেখানে ইচ্ছা সেখানে অবস্থান করতে পারবেন। তবে কাউকে তার ঘর থেকে বের করা যাবে না।

---

১. এর অর্থ ঃ এখানকার জায়গা সকলের জন্যে ওয়াক্‌ফ করা। যে প্রথমে আসবে সে যেখানে ইচ্ছা সেখানেই অবস্থান করতে পারবে। মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে আছে, সাহাবাগণ চেয়েছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অবস্থানের জন্যে কোন একটি ভাল জায়গা নির্দিষ্ট করে দেয়া হোক। আর ছায়ার জন্যে একটি ঘর তৈরী করে দেয়া হোক। কিন্তু তিনি তা পসন্দ করলেন না। তিনি বললেন, "এটা হচ্ছে যারা আগে এখানে ভাল জায়গা ওর জন্যে, যে এখানে প্রথমে এসেছে। -মুসনাদে আহমদ (৬ষ্ঠ খণ্ড ঃ ১৮৭ পৃঃ)।

উছমান (র.) .... মুজাহিদ (র.) উক্ত আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, "(হারাম শরীফে) অবস্থানের ব্যাপারে মক্কার স্থায়ী বাসিন্দা আর অস্থায়ী বাসিন্দা উভয়েরই অধিকার সমান।"

উছমান (র.) ও আমর (র.) .... মুজাহিদ (র.) সূত্র বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) মক্কাবাসীদেরকে বললেন, "তোমরা তোমাদের ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখবে না। (বরং খোলা রাখবে) তা হলে বহিরাগত (হজ্জ পালনকারী বা উমরা পালনকারিগণ) যেখানে ইচ্ছা সেখানে অবতরণ করতে পারবে।"

উছমান ইব্ন আবূ শায়বা (র.) এবং বকর ইব্ন হায়ছাম (র) .... আবূ হাসীন (র.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র.) যখন মক্কায় ছিলেন, তখন আমি তাকে বললাম, "আমি এখানে অবস্থান করতে চাই।" তিনি বললেন, "তুমি তো অবস্থান করছোই।" পরে তিনি সূরা-ই হজ্জের ২৫তম আয়াতটি পাঠ করলেন, سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ -("এখানে অবস্থানের ব্যাপারে স্থানীয় এবং বহিরাগত উভয়ই সমান।"

উছমান (র.) .... সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র.) থেকে উক্ত আয়াত সম্পর্কে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহ্র এ বাণীতে আল্লাহ্ মক্কার স্থায়ী বাসিন্দা আর অস্থায়ী বাসিন্দা উভয়কেই সমান করে দিয়েছেন।

আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্ন সাআদ (র.) ওয়াকিদী (র.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, লোকজন মক্কার গভর্নর আবূ বকর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন হাযমের নিকট মক্কার ঘরের ভাড়া সম্পর্কীয় মীমাংসা চাইত। তিনি সব সময় বাড়ীর মালিকদের বিরুদ্ধেই ফয়সালা প্রদান করতেন। ইমাম মালিক (র.) এবং ইব্ন আবূ যি'বের কথাও তাই। বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইব্ন সাআদ (র.) ওয়াকিদী সূত্রে বর্ণনা করেন। কিন্তু রাবী'আ এবং আবূ যিনাদ বলেন, মক্কার ঘরের ভাড়া ভোগে বা সেখানকার বাড়ীঘর বিক্রিতে কোন দোষ নেই।

ওয়াকিদী বলেন, "মক্কায় সাফা এবং মারওয়ার মাঝখানো ইব্ন আবূ যি'বের ঘর ছিল। তার কাছে ওসব ঘরের ভাড়া আসতে আমি দেখেছি।" লাইছ ইব্ন সাআদ (র.) বলেন, যে ধরনের ঘরই হউক না কেন, মালিকের জন্যে ওর ভাড়া হালাল। কিন্তু আঙ্গিনা, গলি, ঘরের আশপাশের জমি এবং পতিত জমিসমূহ এর ব্যতিক্রম। এতে প্রত্যেক ব্যক্তি, যারা প্রথমে এসেছে তারা ভাড়া ছাড়াই অবস্থান করতে পারবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমাকে এ সংবাদটি শাফিঈ (র.)-এর বরাত দিয়ে আবূ আবদুর রহমান আওদী প্রদান করেছেন। সুফয়ান সাওরী (র.) বলেন, "মক্কার ঘরের ভাড়া হারাম।" তিনি এ ব্যাপারে খুব কঠোর ছিলেন। আওযাঈ (র.), আবূ লায়লা (র.) এবং আবূ হানীফা (র.) বলেন, শুধুমাত্র হজ্জের মৌসুমের ভাড়া বাতিল। এর পরে ভাড়া গ্রহণ করতে দোষ নেই। চাই তা স্থায়ী বাসিন্দা বা অন্যদের কাছ হতে গ্রহণ করা হউক।

আবূ ইউসুফ (র.)-এর কোন কোন শিষ্য বলেন, "মক্কার ঘরের ভাড়া সম্পূর্ণরূপে হালাল। আর বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফের ব্যাপারে স্থায়ী বসবাসকারী ও বহিরাগত সবই সমান।"

হুসাইন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আসওয়াদ (র.) .... আবদুর রহমান ইব্‌ন আসওয়াদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তাঁর মতে মক্কার শাক-সবজি বা সেখানকার উৎপাদিত ফসল বা এমন ফসল যা লোকেরা সেখানের জমিতে বীজ বপন করে উৎপাদন করে, চাই তা গাছ হউক বা ফসল হউক তা কর্তনে বা ফল ভক্ষণে বা তা অন্য কোনভাবে কাজে ব্যবহার করতে কোন বাধা-নিষেধ নেই। তিনি আরো বলেন, মক্কার ভূমিতে উৎপাদিত ঐ সকল ফসল, যা নিজে নিজে উৎপন্ন হয়, আর যাতে মানুষের কোন পরিশ্রম করতে হয় না, তা ভোগ করা 'মাকরূহ'। হাঁ, ইযখির ঘাস এর ব্যতিক্রম।

হাসান ইব্‌ন সালিহ্ (র.) বলেন, এমন সব পুরাতন বৃক্ষ, যা শুকিয়ে গেছে ও ভেঙে গিয়েছে, তা ব্যবহারের অনুমতি আছে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন উমর ওয়াকিদী (র.) বর্ণনা করেন যে, ইমাম মালিক (র.) এবং ইব্‌ন আবূ যি'ব (র.) বলেন, কোন ইহ্‌রামকারী বা ইহরাম বিহীন ব্যক্তি যদি হরম শরীফের কোন গাছ কেটে থাকে, তবে সে ব্যক্তি একটি খারাপ কাজ করল, যদি সে অজ্ঞতাবশতঃ তা করে থাকে তবে তাকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করা হবে এবং তাকে এজন্যে শাস্তি দেয়া হবে না। আর যদি সে জ্ঞাতসারে তা করে থাকে তবে শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু তার কাছ থেকে গাছের মূল্য আদায় করা হবে না। তবে কেউ তা কেটে ফেললে তাদ্বারা উপকৃত হওয়াতে কোন ক্ষতি নেই।" বর্ণনাকারী বলেন, কিন্তু সুফয়ান সাওরী (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত হলো, "বৃক্ষকর্তনকারীকে বৃক্ষের মূল্য দিতে হবে এবং সে তাদ্বারা উপকৃত হতে পারবে না। আর এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ও অভিমত।

মালিক ইব্‌ন আনাস (র.) ও ইব্‌ন আবূ যি'ব (র.) বলেন, হরম শরীফ হতে মিসওয়াকের জন্যে 'পিলু' গাছের শিকড় ও শাখা এবং ঔষধের জন্যে 'সানা' গাছের পাতা ছিড়তে কোন দোষ নেই।

সুফিয়ান ইব্‌ন সাঈদ (র.), আবূ হানীফা (র.) এবং আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, হরম শরীফে যে সকল তরুলতা মানুষ রোপণ করে থাকে বা যা সাধারণভাবে উৎপন্ন করা হয়ে থাকে, তা কর্তনে কর্তনকারীর উপর কোন শাস্তি নেই। অবশ্য যে সকল গাছ বা ফসল মানুষ উৎপাদন করেনি, তা কর্তনকারীকে তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

ওয়াকিদী (র.) বলেন, আমি সুফ্য়ান সাওরী (র.) এবং আবূ ইউসুফ (র.)-কে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যে ব্যক্তি হরম শরীফে এমন কিছু বপন করলো, যা সাধারণতঃ বপন করা হয় না, আর তা অঙ্কুরিত হয়ে গাছে পরিণত হলো, তবে সে কি তা কাটতে পারবে? তারা উত্তরে বললেন, "হাঁ, পারবে।" আমি বললাম, "যদি কারো বাগানে এমন কোন বৃক্ষ জন্মে, যা সে না নিজে রোপণ করেছে, না অন্য কেউ রোপণ করেছে, তার হুকুম কি? তারা বললেন "এ ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে, তাদ্বারা সে যা চায় তাই করতে পারবে।" আমার কাছে মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'আদ (র.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাদের কাছে বর্ণিত হয়েছে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) মক্কায় হারামে উৎপাদিত শাক-সব্জি [illegible] করতেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'আদ (র.) .... মুআয ইব্‌ন মুহাম্মদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যুহরীর (র.) দস্তরখানে হরমে উৎপাদিত শাক-সবৃজি দেখেছি। আবূ হানীফা (র.) বলেন, ইহরামকারী হরমের মধ্যে না তার উট চরাবে, আর না তার জন্যে ঘাস কাটবে। এটা যুফার (র.)-এরও অভিমত। মালিক (র.), ইব্‌ন আবূ যি'ব (র.), সুফ্‌য়ান (র.) আবূ ইউসুফ (র.) এবং ইব্‌ন আবূ সাবরাহ্ (র.) বলেন, "হরমে পশু চরানোতে কোন দোষ নেই। তবে ঘাস না কাটা উচিৎ।" কিন্তু ইব্‌ন আবূ লায়লা (র.)-এর মতে ঘাস কাটায়ও কোন দোষ নেই।"

আফ্‌ফান (র.) এবং আব্বাস ইব্‌ন ওয়ালীদ (র.) .... লাইছ (র.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আ'তা (র.) হরমে উৎপাদিত শাক-সবৃজি এবং ফসল আহার করতে এবং তার ডালকে মিস্ওয়াক স্বরূপ ব্যবহার করতে কোন দোষ মনে করেন না। তিনি বলেন, কিন্তু মুজাহিদ এটাকে নাপসন্দ করেন।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং আবূ বকর (রা.)-এর যুগে মাসজিদুল হারামের চতুষ্পার্শে কোন প্রাচীর ছিল না। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) যখন খলীফা হলেন, তখন জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে তিনি মসজিদ সম্প্রসারণ করার উদ্দেশ্যে আশ-পাশের ঘরবাড়ী খরিদ করলেন এবং ওগুলো ভেঙ্গে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করলেন। মসজিদের প্রতিবেশিগণ প্রথমতঃ ঘরবাড়ী বিক্রি করতে অসম্মতি প্রকাশ করলো। তিনি ওগুলোর উপযুক্ত মূল্য দান করলেন। তারা তা গ্রহণ করলো। তিনি মসজিদের একটি প্রাচীর তৈরী করলেন, যা একজন মানুষের উচ্চতার চেয়ে কম ছিল। তার উপর বাতি রাখা হতো। তারপর যখন উছমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা.) খলীফা হলেন, তখন তিনিও মসজিদ সম্প্রসারণ করার জন্যে মূল্য দিয়ে মালিকদের নিকট হতে জায়গা খরিদ করলেন। তা সত্ত্বেও জায়গার মালিকগণ কা'বা ঘরের কাছে এসে শোরগোল শুরু করলো। এতে উছমান (রা.) বললেন, "আমার সহিষ্ণুতা এবং নম্রতা তোমাদেরকে আমার প্রতি এত দুঃসাহসী করে তুলেছে, অথচ এরূপ কাজ আমার পূর্বে উমর (রা.) ও করেছেন। ঐ সময় তোমরা তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করে তা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছিলে।" পরে তিনি তাদেরকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন উসাইদ ইব্‌ন আবুল ঈস (রা.) তাদের মুক্তির জন্য আলোচনা করলেন। ফলে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হলো।

বর্ণিত আছে, উছমান (রা.)-ই সর্বপ্রথম মাসজিদুল হারামের সম্প্রসারণের সময় তাতে বারান্দা তৈরী করেছিলেন।

বর্ণনাকারিগণ বলেন, ইবরাহীম (আ.), জুরহুম এবং আমালিকাদের সময় হতে কুরায়শদের সংস্কার পর্যন্ত কা'বা ঘরের দরজা সিঁড়ি ছাড়াই মাটির ওপর ছিল। আবূ হযাইফা ইব্‌ন মুগীরা (রা.) কুরায়শদের লক্ষ্য করে বলেন, "হে আমার জাতি! কা'বার দরজা উঁচু করে এমনভাবে তৈরী কর, যাতে সিঁড়ি ছাড়া প্রবেশ করা না যায়। তা হলে তোমাদের অভিপ্রেত লোক ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। আর যদি কখনও তোমাদের

অনভিপ্রেত কোন লোক প্রবেশ করেও ফেলে, তবে তোমরা তাকে উপর হতে নিক্ষেপ করে ফেলে দিতে পারবে। আর এটা অন্যদের জন্যে শিক্ষণীয় হবে।" সুতরাং কুরায়শরা কা'বার দরজা সিঁড়ি দ্বারা উঁচু করে তৈরী করলো। বর্ণনাকারী বলেন, যখন হুসাইন ইবন নুমাইর সুকুনী সিরিয়াবাসীদেরকে নিয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা.)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে মক্কায় আসলো, তখন তিনি মাসজিদুল হারামে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এ সময় একদা তার সাথীদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি খেজুর গাছের বাকলে আগুন ধরিয়ে তা বর্শার অগ্রভাবে রেখে উঁচু করলো। ও সময় প্রচণ্ড বাতাস বইতেছিল। বায়ু প্রবাহে আগুনের স্ফুলিঙ্গ উড়ে কা'বা ঘরের পর্দায় গিয়ে পড়লো। ফলে তাতে আগুন ধরে যায়। এতে কা'বা ঘরের প্রাচীর ফেটে যায় এবং তাতে কালো দাগ পড়ে যায়। এ ঘটনা ঘটেছিল ৬৪ হিজরী সনে ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়ার মৃত্যুর পর যখন হুসাইন ইব্ন নুমাইর সিরিয়ায় ফিরে গেল তখন ইব্ন যুবাইর মাসজিদুল হারামের ভিতর হতে ঐ সকল পাথর বের করে ফেললেন, যা আক্রমণকারীরা নিক্ষেপ করেছিল। তিনি কা'বাকে ভেঙ্গে তার পুরাতন ভিত্তির উপর সংস্কার করলেন এবং 'হাতীম' অংশকে কা'বার অন্তর্ভুক্ত করলেন। কারণ তিনি কা'বার ভিত্তি একেবারে হাতীম সংলগ্ন পেয়েছিলেন আর এটা ঐ ভিত্তির অনুরূপ ছিল, যার উপর ইবরাহীম (আ.) কা'বা সংস্কার করেছিলেন। তিনি মাটির উপর পূর্ব-পশ্চিম দিকে কা'বা ঘরের দু'টি দরজা তৈরী করেন। তন্মধ্যে একটি হলো ভিতরে প্রবেশ করার জন্যে, আর অপরটি হলো বের হবার জন্যে। তিনি এ কাজ এভাবে করলেন যে, উম্মুল মু'মিনীন আইশা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বরাতে তাকে এ ব্যাপারে অবহিত করেছিলেন যে, কা'বার মূল ইবরাহীমী ভিত্তি এরূপই ছিল। তিনি এর দরজার উপর স্বর্ণের পাত স্থাপন করে ছিলেন এবং এর জন্যে স্বর্ণের চাবিও তৈরী করেছিলেন। যখন হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের পক্ষ থেকে তার সাথে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করল, তখন আবদুল মালিক তাকে কা'বা এবং মাসজিদুল হারামের সংস্কার করার নির্দেশ দিলেন। কেননা যুদ্ধের সময় পাথর বর্ষণের কারণে কা'বা ঘরের অনেক ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। হাজ্জাজ কা'বা ঘর ভেঙ্গে কুরায়শদের ভিত্তির উপর তার পুর্ননির্মাণ করল। তিনি 'হাতীম' অংশকে পূর্বের মত কা'বা ঘরের বাইরেই রেখে দিলেন। এরপর আবদুল মালিক বলতেন, "আমার আকাংক্ষা যে, ইব্ন যুবাইর দ্বারা কা'বা ঘরের যে সংস্কার কাজ সাধিত হয়েছিল, আমি স্বয়ং তা করে দেই।"

বর্ণনাকারিগণ বলেন, জাহিলী যুগে কা'বা ঘরের গিলাফ চামড়া এবং মাগাফির নামক রেশমী কাপড়ের ছিল।[১] রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাতে ইয়ামানী কাপড়ের গিলাফ পরিয়েছিলেন। পরে উমর (রা.) এবং উছমান (রা.) ইয়ামানের কুবাতী নামক রেশমী কাপড়ের গিলাফ পরিয়ে ছিলেন। ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া এক ধরনের রাজকীয় বিশেষ রেশমী গিলাফ পরিয়েছেন। ইব্ন যুবাইর (রা.) এবং তার পরে হাজ্জাজ রেশমী গিলাফ পরিয়েছিলেন। পরে উমাইয়াগণ তাদের আমলে কোন কোন সময় নাজরানবাসীদের প্রেরিত গিলাফ পরাতেন।

১. মাগাফির ইয়ামানের একটি গোত্রের নাম, এরা একটি বিশেষ ধরনের মূল্যবান রেশমী কাপড় তৈরী করায় দক্ষ ছিল। এ জন্যই কাপড়কে মাগাফির বলা হতো। (তিহায়াহ [illegible])

তারা নতুন গিলাফ পরাবার সময় পুরাতন গেলাফ খুলে ফেলতেন।[১] ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক তার সময়ে মাসজিদুল হারামের সম্প্রসারণ করেন। তিনি এ কাজের জন্যে পাথরের স্তম্ভ, মর্মর এবং মোজাইক পাথর আনিয়েছিলেন।

ওয়াকিদী (র.) বলেন, আমীরুল মু'মিনীন মানসূর (র.) তাঁর খিলাফতকালে মাসজিদুল হারামের সম্প্রসারণ ও সংস্কার করেন। এটা ১৩৯ হিজরী সনের ঘটনা।

আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ মাদায়েনী (র.) বলেন, খলীফা মাহ্দী কর্তৃক জা'ফর ইব্ন সুলায়মান (ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) মক্কা, মদীনা এবং ইয়ামামার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি মক্কা এবং মদীনার উভয় মসজিদের সম্প্রসারণ করে সংস্কার সাধন করেন। পরে আমীরুল মু'মিনীন জা'ফর মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ কা'বায় নতুনভাবে এই পাথর সংযোজন করে তার জন্যে রৌপ্যের পাত তৈরী করেন। তিনি সমস্ত প্রাচীর এবং ছাদের উপরিভাগ সোনালী পাতে মুড়ে দেন। এ কাজ তার পূর্বে আর কেউ করেনি। তিনি স্তম্ভগুলোর উপর রেশমী কাপড়ের গিলাফ পরিয়েছিলেন।

মক্কার কূপসমূহ খননের বর্ণনা

বর্ণনাকারিগণ বলেন, কুসাই কুরায়শদেরকে সংঘবদ্ধ করে মক্কায় প্রবেশ করার পূর্বে কুরায়শগণ পাহাড়ের উপর নির্মিত হাউজ থেকে পানি পান করতো। তারা 'ইয়াসীরা' নামক কূপের পানিও পান করতো। এ কূপটি লুআই ইব্ন গালিব হরমের বাহিরে খনন করেছিলেন। আর তারা 'রাওয়া' নামক কূপের পানিও পান করতো, যা মুর্রা ইব্ন কাআব আরাফা ময়দানের কাছে খনন করেছিলেন। এরপর কিলাব ইব্ন মুর্রা মক্কার বাহিরে খুম, রুম এবং জা'ফর নামক তিনটি কূপ খনন করেন। পরবর্তীকালে কুসাই ইব্ন কিলাব 'আজূল' নামে আরো একটি কূপ খনন করে তথায় লোকজনের পানি পানের ব্যবস্থা করেন। এ কূপটি সম্পর্কে একটি কবিতায় আছে একজন হাজী বলেন, "আমরা হজ্জের জন্যে রাওয়ানা হবার পূর্বে 'আজূলের' পানি পান করে পরিতৃপ্ত হয়ে রাস্তায় বের হতাম। কুসাই লোকজনকে পানি পান করে পরিতৃপ্ত হয়ে ভ্রমণ করার সুযোগ দিয়ে সততা এবং বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়েছেন।"

পরবর্তীকালে কুসাইর মৃত্যুর পর নসর ইব্ন মু'আবিয়া গোত্রের জনৈক ব্যক্তি 'আজূলে' পতিত হয়। ফলে তা অকেজো হয়ে যায়। হাশিম ইব্ন আব্দ মানাফ 'হান্দামার' কাছে শিআবে আবূ তালিবের সম্মুখে 'বাযযার' কূপটি খনন করেন। সাজলা কূপটিও তিনি খনন করেন, যা সাআদ ইব্ন হাশিম আদী ইব্ন নাওফিল ইব্ন আব্দ মানাফ ইব্ন মুত্ইমকে দান করছিলেন। কেউ কেউ বলে, বরং 'সাজলা' কূপটি 'আদী হাশিমের নিকট থেকে ক্রয় করেছিলেন। আবার কারো মতে 'যমযম' কূপ খননের পর সাজলা কূপটি আবদুল মুত্তালিব

১. উমর (রা.)-এর নিয়ম ছিল, প্রতি বছর নতুন গিলাফ পরাবার সময় পুরাতন গিলাফ খুলে ফেলতেন এবং তা টুকরো টুকরো করে হাজীদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। উছমান (রা.) এ নিয়ম ছিল। তার অনুসারী উমাইয়াগণও তা-ই করতেন। কিন্তু আব্বাসীগণ এ নিয়ম বন্ধ করে দিয়েছিল। (আল-আযরাকী ঃ পৃঃ ১৮০)

আদীকে দান করেছিলেন। কারণ এ সময় মক্কায় প্রচুর পানির ব্যবস্থা হয়েছিল। এ কারণে খালিদা বিন্ত হাশিম বলেন, "আমরা 'সাজলা' কূপটি 'আদীকে দান করেছিলাম। এটি এক নরম ও ভাল মাটিতে অবস্থিত ছিল। হাজীগণ এখান থেকে বছরের পর বছর পানি পান করে তৃপ্ত হলেন। পরে এ কূপটিকে মাসজিদুল হারামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

আব্দ শামস ইব্ন আব্দ মানাফ মক্কার উপরিভাগে 'তাওয়া' নামক একটি কূপ খনন করেছিলেন এবং তিনি নিজের ব্যবহারের জন্যে 'জুফ্র' নামক কূপটিও খনন করেছিলেন। আব্দ শামস্ ইব্ন আব্দ মানাফ গোত্রের মিত্র মায়মূন ইব্ন হাযরামীও একটি কূপ খনন করেন। এটি প্রাক-ইসলামী যুগে মক্কায় খননকৃত সর্বশেষ কূপ। এ কূপটির কাছে আমীরুল মু'মিনীন আল-মানসূরের কবর রয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, হাযরামীর নাম ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইমাদ। আবদ শামস্ আরো দুটো কূপ খনন করেন। যেগুলোর তিনি নামকরণ করেছিলেন 'খম' ও 'রম' বলে। ইতোপূর্বে কিলাব ইব্ন মুর্রা খননকৃত এই নামের কূপ দুটোর অনুকরণে তিনি এগুলোর এরূপ নামকরণ করেছিলেন। 'খম' কূপটি 'রদমের' নিকট ছিল। আর 'রম' কূপটি খাদীজা বিন্ত খুআয়লিদ (রা.)-এর গৃহের কাছে ছিল। আব্দ শাম্স বলেন, 'খম' কূপটি আমি খনন করেছি আর 'রম' কূপটিও আমারই খননকৃত। এতে আমাদের মর্যাদা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। 'তাওয়া' কূপটি সম্পর্কে সুবাইআ' বিন্ত আব্দ শাম্স বলেন, "তোমরা যখন 'তাওয়া' কূপের পানি পান করবে, তখন তোমাদের মনে হবে যে, তোমরা এমন মিষ্টি ও স্বচ্ছ পানি পান করছ, যেন তা বৃষ্টির পানি।"

আসাদ ইব্ন আবদুল উয্যা ইব্ন কুসাই গোত্রের লোকেরা 'শুকাইয়া' কূপটি খনন করেছিল। একে আসাদ গোত্রের কূপ বলা হতো। হুআয়রিছ ইব্ন আসাদ বলেন, "শুকাইয়া কূপের পানি বৃষ্টির পানির ন্যায়। এর পানি বিস্বাদ নয়।" আবদুদ্ দার ইব্ন কুসাই গোত্রের লোকেরা 'উম্মু আহরাদ' কূপটি খনন করেছিল। এর সম্বন্ধে উমাইমা বিন্ত উমাইলা ইব্ন সাব্বাক ইব্ন আবদুদ্ দার বলেন, "আমরা 'উম্মু আহরাদ' কূপটি সমুদ্রের ন্যায় করে খনন করেছি। তা বায্যার কূপের ন্যায় শুষ্ক এবং পানি শূন্য নয়।" এর জবাবে সফিয়্যা বিন্ত আবদুল মুত্তালিব বলেন, "আমরাই বায্যার কূপটি খনন করেছি, যা আগমনকারী ও প্রস্থানকারী হাজীদের সিংহ ভাগকে পরিতৃপ্ত করে থাকে। আর 'উম্মু আহরাদ' কূপটিতো কেবল ফড়িং আর পিঁপড়েরই বাস। তাতে এতসব নাপাক বস্তু আছে, যা বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। 'জুমাহ্' গোত্রের লোকেরা 'সুম্বালা' কূপটি খনন করেছিল। এটা খালফ ইব্ন ওয়াহাব জুমহীর কূপ। তাদের জনৈক ব্যক্তি এ সম্পর্কে বলেন, আমরা হাজীদের জন্যে 'সুম্বালা' কূপটি খনন করেছি। যার পানি বৃষ্টির পানির ন্যায় স্বচ্ছ, যা মহিমান্বিত আল্লাহ্ বর্ষণ করে থাকেন।" সাহম গোত্রের লোকেরা 'গামার' কূপটি খনন করে। এটা আসী ইব্ন ওয়ায়েলের কূপ। তাদের জনৈক ব্যক্তি বলেন, "আমরা হাজীদের জন্যে গামার কূপটি খনন করেছি। এ থেকে এত পর্যাপ্ত পানি প্রবাহিত হয় যে, তাতে মাঠ পর্যন্ত প্লাবিত হয়ে যায়।" ইব্ন কালবী বলেন, 'এ উক্তিটি ইব্ন রিব্য়ী'র।

'আদী গোত্রের লোকেরা 'হাফীর' কূপটি খনন করে। তাদের জনৈক কবি বলেন, "আমরা আমাদের কূপ হাফীর খনন করেছি। এতে পানি সমুদ্রের পানির ন্যায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে।" মাখযূম গোত্রের লোকেরা 'সকীয়া' নামক কূপটি খনন করে। এটা হিশাম ইব্ন মুগীরা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন মাখযূমের কুয়া। তায়ম গোত্রের লোকেরা 'ছুরাইয়া' কূপটি খনন করেছিল। এটি আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাদ্‌আন ইব্ন আমর ইব্ন কাআব ইব্ন সাআদ ইব্ন তায়মের কূপ। আমির ইব্ন লুআই গোত্রের লোকেরা 'নাকাআ' নামক কূপটি খনন করে।

বর্ণনাকারিগণ বলেন, জুবায়র ইব্ন মুতআমেরও একটি কূপ ছিল। এটা মূলত নাওফিল গোত্রের কুয়ো। একে বর্তমানে দারুল কাওয়ারী (সীস মহল)-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা আমীরুল মু'মিনীন হারূনুর রশীদের খিলাফতকালে হাম্মাদ বারবারী প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাক-ইসলামী যুগে আকীল ইব্ন আবূ তালিব একটি কূপ খনন করেন। এটি ইব্ন ইউসুফের বাড়ীর অন্তর্ভুক্ত আসওয়াদ ইব্ন আবুল বুখতারী ইব্ন হাশিম ইব্ন হারিছ ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদুল ওজ্জার কূপটি আসওয়াদের দ্বারপ্রান্তে 'হানাতীনের' নিকট ছিল। একে মাসজিদুল হারামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইকরামার কূপঃ এটা ইকরামা ইব্ন খালিদ ইব্ন আসী ইব্ন হাশিম ইব্ন মুগীরার নামে পরিচিত।

আমরের কূপ ঃ এটা আমর ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া ইব্ন খাল্‌ফ জামহীর নামে পরিচিত। অনুরূপভাবে শিআবে আমরও তার নামেই পরিচিত। 'আত্‌তালুব' কূপ, যা মক্কার নিম্নাংশে অবস্থিত, তা আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাফওয়ানের ছিল।

হুআয়তাব কূপ ঃ এটা আমের ইব্ন লুআই গোত্রের হুআয়তাব ইব্ন আবদুল ওজ্জা ইব্ন আবূ কায়সের নামে পরিচিত। এ কূপটি তার বাড়ীর আঙ্গিনায় বতনুল ওয়াদীতে অবস্থিত।

আবূ মূসার কূপ ঃ এটা আবূ মূসা আশআরীর নামে পরিচিত, এটা সুআল্লা নামক স্থানে অবস্থিত।

শাওযাবের কূপ ঃ এটা শাওযাবের নামে পরিচিত। ইনি মুআবিয়ার আযাদকৃত দাস ছিলেন। এ কূপটিকে এখন মাসজিদুল হারামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শাওযাব সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কেউ বলেন, "ইনি তারিক ইব্ন আলকামা ইব্ন উরাইজ ইব্ন জামীমাতুল কানানীর আযাদকৃত দাস ছিলেন।" আবার কেউ বলেন, ইনি নাফি' ইব্ন আলকামা ইব্ন সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া ইব্ন মাহবাহ ইব্ন খামাল ইব্ন শাক্কুল কিনানীর আযাদকৃত দাস ছিলেন। ইনি মারওয়ান ইব্ন হিকাম ইব্ন আবুল 'আস ইব্ন উমাইয়ার মামা ছিলেন।

বাক্কারের কূপ ঃ এটা 'যীতুআ' নামক স্থানে অবস্থিত। এটা মক্কা প্রবাসী জনৈক ইরাকীর নামে পরিচিত।

ওরদানের কূপ ঃ এটা ওরদানের নামে পরিচিত। ইনি সায়েব ইব্ন আবূ বিদাআ ইব্ন দুবাইরা সাহমীর আযাদকৃত দাস ছিলেন।

সিরাজের হাউয ঃ এটা 'ফাখ্' নামক স্থানে অবস্থিত। একটি পানি পানের স্থান! হাশিম গোত্রের আযাদকৃত দাস সিরাজ এটা নির্মাণ করেন।

আসওয়াদের কূপ ঃ এটা আসওয়াদ ইব্ন সুফিয়ান মাখযূমের নামে পরিচিত। এটা আমীরুল মু'মিনীন মাহ্দীর মুক্ত করা দাসী খালেসার কূপের নিকট অবস্থিত।

বুরুদের কূপ ঃ এটা 'ফাখ' নামক স্থানে অবস্থিত। এটা খুযাআ গোত্রের মুখ্তারিশ আল-কাআবীর কূপ। ইবন কাআবী বলেন, মক্কায় ইবন আলকামার যে ঘর আছে, তার মূল মালিক তারিক ইবন আলকামা কানানী ছিলেন।

আবূ উবাইদা মা'মার ইব্ন মুছান্না এবং আবদুল মালিক ইব্ন কুরাইব আসমায়ী ও অন্যান্যরা বলেন, "ইব্ন আমিরের বাগানটির মালিক উমর ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুআম্মার ছিলেন। কিন্তু লোকেরা ভুল করে ওটাকে ইব্ন আমিরের বাগান এবং আমির গোত্রের বাগান বলতে লাগলো, অথচ এটা ইব্ন মুআম্মারের বাগান। কেউ কেউ ওটাকে ইব্ন আমির হিদরামীর নামে পরিচয় দেন। আসলে এগুলো লোকের ধারণা মাত্র। এর কোন সত্যতা নেই।

আমার নিকট মুসআব ইব্ন আবদুল্লাহ্ যুবাইরী বলেন, "জাহিলিয়্যতের যুগে মক্কাকে 'সালাহ' বলা হতো। আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব হিদরামী তাঁর কবিতায় বলেন, "হে আবূ মাতার! তুমি 'সালাহ্র' দিকে এস। এখানে তুমি কুরায়শদের অনেক বন্ধু পাবে। তুমি এখন শহরে অবতরণ করবে। যা বহুদিন থেকে সম্মানিত। যদি কোন বিরাট শত্রুবাহিনীও তোমাকে আক্রমণ করে, তবুও তুমি নিরাপদে থাকবে।"

আমার নিকট আব্বাস ইব্ন হিশাম কালবী বলেন, কিন্দীদের জনৈক ব্যক্তি আমার পিতার নিকট পত্র লেখে জানতে চাইল, মদীনায় ইব্ন হিশামের যে কয়েদখানাটি আছে, তা কার নামে পরিচিত? আর মক্কার দারুন্নাদওয়া, দারুল আজালা এবং দারুল কাওয়ারীরের (শীস মহল) ঐতিহাসিক পটভূমি কি? তিনি জবাবে লিখলেন ঃ

১. **ইবন সিবা'র জেলখানাটি মূলতঃ** আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'সিবা' খযায়ীর বাড়ী ছিল। সিবা'র ডাকনাম ছিল আবূ নিয়ার। তার মাতা মক্কার একজন ধাত্রী ছিলেন। উহুদের যুদ্ধে হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা.) তাকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহবান করে বললেন, "হে রমণীদের খত্নাকারীর ছেলে! এদিকে এস।" এবং তাকে তিনি হত্যা করে ফেললেন। পরে যখন তিনি তার যুদ্ধাস্ত্র খুলে নেয়ার উদ্দেশ্য অবনত হলেন, তখন ওয়াহশী তাকে তার বর্শা মেরে দিল। কবি তুরাইহ্ ইব্ন ইসমাঈল ছাক্বাফীর মা ছিলেন এ আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবার কন্যা। তিনি যুহরা গোত্রের মিত্র ছিলেন।

২. দারুননাদওয়া : এটা কুসাই ইব্‌ন কিলাব স্থাপন করেছিলেন। লোকজন এতে সমবেত হয়ে নিজ নিজ সমস্যার সমাধান করত। পরে কুরায়শগণ এতে একত্রিত হয়ে নিজেদের যুদ্ধবিগ্রহ এবং সাধারণ বিষয়াদি সম্পর্কে শলাপরামর্শ করত। পতাকাধারীদের নির্বাচন ও নিযুক্তি এখান থেকেই হত। পরে এখানে বিবাহশাদীও সম্পন্ন হত। এটা মক্কা শরীফে নির্মিত কুরায়শদর সর্বপ্রথম ঘর। এরপর দারুল আজলা তৈরী হয়। এটা সাঈদ ইব্‌ন সাআদ ইব্‌ন সাহমের বাড়ী। যদিও সাহম গোত্রের লোকেরা দাবী করত যে, তাদের ঘর দারুননাদওয়ার পূর্বেই তৈরী হয়েছিল, কিন্তু এটা ঠিক নয়। দারুন্‌নাদওয়া এক যুগ পর্যন্ত আবদুদদার ইব্‌ন কুসাই গোত্রের লোকদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। পরে ইকরামা ইব্‌ন আমির একে মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানের নিকট বিক্রি করে দেন এবং তিনি এটাকে দারুল ইমারত বা শাসক ভবনে রূপান্তরিত করেন।

৩. দারুল কাওয়ারীর (শীস মহল) : এটা উতবা ইব্‌ন রবীআ ইব্‌ন আবদুশ্‌ শামস ইব্‌ন আব্‌দ মানাফের ছিল। পরে এটা আব্বাস ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন আবূ লাহাব ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব নিয়ে নিলেন। পরবর্তীকালে এটা উম্মু জা'ফর যুবাইদা বিন্‌ত আবুল ফযল ইব্‌ন আমীরুল মু'মিনীন আল-মানসূরের দখলে এসেছিল। যেহেতু এর মেঝেতে এবং প্রাচীরের কোন কোন স্থানে কাঁচ ব্যবহার করা হয়েছিল, এ জন্যে একে দারুল কাওয়ারীর বা শীস মহল বলা হতো। এটা আমীরুল মু'মিনীন হারুনুর রশীদের যুগে হাম্মাদ বারবারী তৈরী করেছিলেন।

হিশাম ইব্‌ন মুহাম্মদ কালবী বলেন, "আমর ইব্‌ন মুদাদুল জুরহুমী স্বীয় গোত্রের 'সুমাইদা' নামক এক ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করতে বের হলেন এবং যে স্থান হতে তিনি অস্ত্র-শস্ত্র পরিধান করে যুদ্ধের জন্যে বের হলেন, তা 'কাইকাআন' নামে পরিচিত ছিল। অনুরূপভাবে সুমাইদা যে স্থানে নিজ ঘোড়াকে সজ্জিত করে তার গলায় ঘুঙুর বেঁধেছিল, ঐ স্থানকে 'জিয়াদ' বলতো। ইব্‌নুল কালবী বলেন, কেউ কেউ এও বলে যে, "তিনি এমন ঘোড়া নিয়ে বের হলেন, যাতে নিশান লাগানো ছিল। এ জন্যে ঐ স্থানকে 'আজইয়াফ' বলা হতো। মক্কার সাধারণ লোক এদের একটিকে জিয়াদে কবীর নামে অভিহিত করত।

ওয়ালীদ ইব্‌ন সালিহ্ (র.) .... কাছীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.)-এর দাদা বর্ণনা করেন যে, হিজরী ১৭ সনে উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) উমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ যাচ্ছিলেন। আমিও তার সাথে ছিলাম। পথিমধ্যে 'সাক্‌কুম' নামক জনৈক ব্যক্তি তার কাছে মক্কা এবং মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে ঘরবাড়ী তৈরী করার অনুমতি প্রার্থনা করল। এখানে পূর্বে কোন ঘরবাড়ী ছিল না বিধায় তিনি এ শর্তে ঘরবাড়ী তৈরীর অনুমতি দিলেন যে, পথিকগণ সর্বাবস্থায় এখানকার পানি এবং ছায়া ভোগের ব্যাপারে অগ্রাধিকার পাবে।

মক্কায় প্লাবনসমূহের বিবরণ[১]

আমার কাছে আব্বাস ইব্‌ন হিশাম .... ইব্‌ন খারবূয মক্কী প্রমুখ রাবীগণ বর্ণনা করেন যে, মক্কায় চারটি প্লাবন হয়েছিল। তন্মধ্যে একটি ছিল উম্মু নাহ্‌শালের প্লাবন। এটা উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.)-এর যুগে হয়েছিল। এ সময় পানি এত বেশী হয়েছিল যে, মক্কার উপর দিক হতে পানি এসে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করেছিল। এর প্রতিকারের জন্যে উমর (রা.) দু'টি বাঁধ নির্মাণ করেছিলেন। একটি উপরে বাব্বাহ্ এবং আবান ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন আফ্‌ফানের বাড়ীর মাঝখানে ছিল। অপরটি নীচে হাম্মারীনের নিকট ছিল। এ বাঁধটি আলে-আসীদ এর বাঁধ নামে খ্যাত ছিল। বাঁধের কারণে মাসজিদুল হারাম বন্যার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়েছিল। (বাব্বাহ্ ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন নওফিল ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন আব্‌দ মানাফের ডাক নাম। ইনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর এব সময় বসরায় শাসনকার্যের দায়িত্বে ছিলেন। সেখানকার লোকজন তাঁর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল)।

বর্ণনাকারী বলেন, এ প্লাবনকে উম্মু নাহশালের প্লাবন এ জন্যে বলা হতো যে, উমাইয়া বংশের উম্মু নাহশালকে মক্কার উঁচু অঞ্চল থেকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় প্লাবনটিকে হুজ্জাফ এবং জুরাফের প্লাবন বলা হয়। এটা হিজরী ৮০ সনে আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের সময় হয়েছিল। এ প্লাবন সোমবার ভোরে শুরু হয়েছিল। এ প্লাবন হাজীদেরকে তাদের আসবাব-পত্রসহ ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তা কা'বা ঘরকেও ঘিরে ফেলেছিল। এ সম্পর্কে জনৈক কবি বলেছিলেন, 'গাস্‌সানবাসী সোমবারের মত দিন কখনও দেখেনি। এটা খুবই দুঃখ এবং আর্তনাদের দিন ছিল। এ প্লাবন কূফা ও বসরাবাসীদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। পর্দানশীন মহিলাগণও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পাহাড় পর্বতে আরোহণ করতে লাগলো।

খলীফা আবদুল মালিক মক্কায় তাঁর গভর্নর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সুফিয়ান মাখযূমীকে (কেউ কেউ বলে ঐ সময় মক্কায় তাঁর গভর্নর ছিলেন কবি হারিছ ইব্‌ন খালিদ মাখযূমী) লিখিত নির্দেশ দিলেন যে, উপত্যকার নিকট যে সমস্ত ঘরবাড়ী আছে, তাদের এবং মাসজিদুল হারামের চতুস্পার্শ্বে এবং বিভিন্ন গলির মুখে বাঁধ তৈরী করে দাও, যাতে মানুষের ঘর-বাড়ী প্লাবন থেকে রক্ষা পেতে পারে। একাজের জন্যে তিনি তাঁর কাছে একজন খৃষ্টান রাজ মিস্ত্রী পাঠিয়েছিলেন। সে ব্যক্তি সেখানে প্রাচীর তৈরী করে দেয় এবং একটি বাঁধ নির্মাণ করেন যা কুরাদ গোত্রের বাঁধ নামে খ্যাত ছিল। একে জুমাহ গোত্রের বাঁধও বলা হতো। এ ছাড়া তিনি মক্কাভূমির পাদদেশেও কয়েকটি বাঁধ নির্মাণ করেছিলেন। এ সম্পর্কে জনৈক কবি বলেন, "আমি যখন কুরাদ গোত্রের বাঁধ অতিক্রম করি, তখন আমার অবস্থা এমন হয় যে, আমি এক চোখ বন্ধ করলে অপর চোখ অশ্রুতে ভেসে যায়।"

---

১. গ্রন্থকার এখানে শুধু ইসলামী যুগের প্লাবনের কথা বলেছেন। জাহিলী যুগের প্লাবনের বর্ণনা করেন নাই।

তৃতীয় প্লাবনটিকে মুখাব্বিল-এর প্লাবন বলা হয়। এ সময় মক্কার মানুষের মুখে খবল বা আড়ষ্টতার ব্যাধি হয়েছিল বিধায় এ প্লাবনকে 'মুখাব্বিল' বলা হয়।

চতুর্থ প্লাবনটিকে আবূ শাকিরের প্লাবন বলা হয়। কারণ ঐ বছর জনৈক আবূ শাকির হজ্জের মৌসুমে হাজীদের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। এ প্লাবনটি হিশাম ইব্ন আবদুল মালিকের শাসন আমলে হিজরী ১২০ সনে ঘটেছিল। আবূ শাকিরের নাম মাসলামা ইব্ন হিশাম ছিল।

বর্ণনাকারী বলেন, মক্কাভূমির বন্যার পানি যে নির্দিষ্ট অঞ্চল হতে আসতো, তা আত্তাব ইব্ন উসাইদের সাদরাহ্ নামে পরিচিত। আব্বাস ইব্ন হিশাম বলেন, খলীফা আল-মামূনের খিলাফতকালেও একটি ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল। এর পানি হাতীম পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

আব্বাস (রা.) ইকরামা (রা.) সূত্রে বলেন, মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা.)-এর সময় হরম শরীফের সীমা রেখার কিছু কিছু অংশ মুছে গিয়েছিল। এজন্যে মু'আবিয়া (রা.) মদীনায় নিয়োজিত তাঁর গভর্নর মারওয়ান ইব্ন হিশামকে পত্র লিখেন যে, "কুরয ইব্ন আলকামা খুযাঈ যদি জীবিত থাকেন তবে তাঁকে হরম শরীফের সীমা রেখা নবায়নের দায়িত্ব দিতে হবে। কেননা তিনি হারাম শরীফের সীমা সম্পর্কে সম্যক অবগত। কুরয যদিও ঐ সময় বয়োবৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন, তবুও তিনি এ দায়িত্ব যথাযথভাবে সমাধা করেছিলেন। সেসব নিদর্শন আজ পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে।

কালবী বলেন, যখন নবী (সা.) হিজরতের উদ্দেশ্যে মদীনাভিমুখে রওয়ানা হয়েছিলেন তখন এ কুরয ইব্ন আলকামা খুযাঈ' ঐ গুহা পর্যন্ত হযরত (সা.)-এর পশ্চাদানুসরণ করেছিলেন, যেখানে তিনি (সা.) আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে নিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। কুরয রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পদ চিহ্ন সনাক্ত করতে পেরেছিলেন, কিন্তু গুহার মুখে মাকড়শার জাল দেখতে পেয়ে তিনি বললেন, মুহাম্মদ (সা.)-এর পদচিহ্নতো এটাই; কিন্তু এরপর আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

তাইফ

বর্ণনাকারী বলেন, হুনায়নের যুদ্ধে হাওয়াযিন গোত্র পরাজয় বরণ করে। তাদের নেতা দুরায়দ ইব্ন সাম্মাহ্ নিহত হলো। পরাজিত বাহিনী আওতাসে পলায়ন করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আবূ আমির আশআরী (রা.)-কে সেখানে প্রেরণ করলেন। তাদের সাথে যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করলেন। এরপর আবূ মূসা আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়স আশআরী (রা.) মুসলিম বাহিনীর প্রধান হলেন। তিনি মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে আওতাসের দিকে অগ্রসর হলেন। এ সময় বনী দুহমানের মালিক ইব্ন আওফ হাওয়াযিন বাহিনীর নেতা ছিল। মুসলমানদেরকে তাদের দিকে অগ্রসর হতে দেখে সে তাইফ পলায়ন করলো। তাইফবাসীদেরকে তাদের দুর্গ সংস্কার করে তাতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করে অবরোধ মুকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ

তাইফ গমন করেন। ছাকীক গোত্রের লোকেরা মুসলমানদের প্রতি তীর এবং পাথর বর্ষণ করলো। রাসূলুল্লাহ্ তাদের দুর্গমুখী নিক্ষপণ যন্ত্র স্থাপন করলেন। মুসলমানদের নিকট গরুর চামড়া নির্মিত যে সাজোয়া বহর ছিল, উত্তপ্ত লৌহের শিক নিক্ষেপে তা তারা পুড়িয়ে দিল। ফলে মুসলমানদের অনেকেই আহত হলেন। তাইফ অবরোধ পনর দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। এটা ৮ হিজরী সালের শাওয়াল মাসের ঘটনা।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে তাইফের কয়েকজন ক্রীতদাস উপস্থিত হলেন। তাদের একজন ছিলেন আবূ বকর ইব্ন মাসরূহ্। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে মুক্ত করে দিলেন। তিনি নুফায় নামেও পরিচিত ছিলেন। আর একজন ক্রীতদাস ছিল আল-আয্রাক। তিনি ছিলেন ঐ গোত্রের লোক, যারা পরবর্তীকালে তাঁরই নামানুসারে আযারিকা নামে পরিচিতি লাভ করে। ইনি রোম দেশীয় ক্রীতদাস ছিলেন। এবং পেশায় তিনি ছিলেন কর্মকার। তার নাম ছিল আবূ নাফি' ইব্ন আল-আযরাক আল-খারিজী। এদেরকে মুক্ত করে দেয়া হলো।

একটি বর্ণনায় এটাও আছে যে, নাফি' ইব্ন আযরাক আল-খারিজী ছিলেন হানীফা গোত্রের লোক। আর তাইফ হতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে যে ব্যক্তি এসেছিলেন, তিনি ছিলেন ভিন্ন ব্যক্তি।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হুনায়নের দাস-দাসী এবং তথাকার গনীমতের মাল বন্টনের জন্যে জি'রানা নামক স্থানে তাশরীফ আনলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) দ্বিতীয়বার তাইফ আক্রমণ করতে পারেন এ আংশকায় তথাকার ছাকীফ গোত্রের লোকেরা তাঁর খিদমতে প্রতিনিধি প্রেরণ করে সন্ধি স্থাপন করতে চাইল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের সঙ্গে এ শর্তে সন্ধি করলেন যে, তাইফবাসীরা মুসলমান হয়ে যাবে এবং যে সকল ধন-সম্পদ ও গুপ্তধন তাদের দখলে রয়েছে, তা যথারীতি তাদের হাতেই থাকবে। এ মর্মে একটি লিখিত দলীল তিনি তাদেরকে প্রদান করলেন। কিন্তু তিনি তাতে একটি শর্ত আরোপ করলেন যে, তারা সূদ গ্রহণ এবং শরাব পান থেকে বিরত থাকবে। কারণ তারা আগে থেকে সূদখোর ছিল।

বর্ণনাকরী বলেন, তাইফের পূর্বনাম ছিল ওজ্জ। যখন একে সুদৃঢ় করা হলো এবং এর চারপাশে প্রাচীর নির্মাণ করা হলো, তখন থেকে এর নামকরণ হয় তাইফ।

মাদায়েনী (র.) তাইফের কয়েকজন শাইখ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মিখ্লাফ নামক স্থানে ইয়ামন এবং ইয়াছরবি থেকে বিতাড়িত এক দল ইয়াহূদী ছিল। এরা এখানে ব্যবসার উদ্দেশ্যে অবস্থান করছিল। এদের ওপর জিয্য়া কর আরোপ করা হয়েছিল। মুআবিয়া (রা.) এদের কয়েকজনের নিকট থেকে নিজের জন্যে তাইফে সম্পত্তি ক্রয় করেছিলেন।

বর্ণনাকারিগণ বলেন, আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের তাইফে কিছু জমি ছিল। তাতে কিসমিস উৎপন্ন হতো। তা মক্কায় আনয়ন করে হাজীদের পান করানোর উদ্দেশ্যে নাবীয (শরবত) বানানো হতো। তাইফে মক্কার সাধারণ লোকদেরও ঘরবাড়ী ছিল। তারা মক্কা থেকে এখানে এসে অবস্থান করতো এবং প্রয়োজনবোধে সেগুলোর সংস্কারও করতো। মক্কা

বিজয়ের পর মক্কাবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করলে তাইফের ছাকীফ গোত্রের লোকদেরকে ওসকল সম্পত্তির লোভ পেয়ে বসলো। তারা সেগুলো দখল করে নিল। পরে যখন তাইফও বিজয় হলো, তখন এ সকল সম্পত্তি মক্কাবাসী প্রকৃত মালিকদের হাতে ফিরে আসলো এবং তাইফ মক্কার একটি অংশ বলে সাব্যস্ত হলো। বর্ণনাকারী বলেন, তাইফের যুদ্ধের সময় আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারবের একটি চোখ যখম হয়েছিল।

ওয়ালীদ ইব্ন সালিহ্ (র.) আত্তাব ইব্ন উসাইদ (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নির্দেশ দিয়েছিলেন, "খুরমা বাগানের অনুরূপ তায়িফের ছাকীফ গোত্রের আঙ্গুর বাগানেরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হউক এবং তাদের নিকট হতে যেভাবে খেজুরের যাকাত উসূল করা হয়ে থাকে, ঠিক সেভাবে আঙ্গুরেরও যাকাত উসূল করা হউক। ওয়াকিদী বলেন, আবূ হানীফা (র.)-এর মতে আঙ্গুরের যাকাত নির্ধারণের সময় আঙ্গুর গাছের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন নেই। বরং আঙ্গুরের যাকাত ঐ সময় নির্ধারণ করা চাই, যখন উহা গাছ থেকে সংগ্রহ করে মাটিতে রাখা হবে, চাই তা বেশী হউক বা কম হউক। আবূ ইউসুফ বলেন, 'আঙ্গুর গাছ হতে পৃথক করে মাটিতে স্তুপ করার পর তার পরিমাণ পাঁচ ওসক হলে উহার $\frac{১}{২০}$ বা $\frac{১}{১০}$ যাকাত নির্ধারণ করা হবে। সুফিয়ান (ইব্ন সাঈদ) ছাওরী (র.)-এর অভিমতও তাই। এক ওসক (৬০) ষাট সায়ের সমান।

মালিক ইব্ন আনাস (রা.) এবং ইব্ন আবূ যি'ব (রা.) বলেন, সুন্নাত নিয়ম হলো এই যে, যেভাবে খেজুর বাগানের পরিমাণ করে খেজুরের যাকাত আদায় করা হয়, ঠিক সেভাবে আঙ্গুর বাগানের পরিমাপ করে আঙ্গুরের যাকাত আদায় করা।

শায়বান ইব্ন আবূ শায়বা (র.) আমর ইব্ন শুআ'ইব (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, 'তাইফের প্রশাসক উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.)-কে এ মর্মে পত্র লিখেন যে, মধুর মালিকগণ আমাকে ঐ পরিমাণ যাকাত প্রদান করছে না, যা তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে প্রদান করতো। আর তা ছিল দশ মশকের মধ্যে এক মশক। উমর (রা.) তাকে এর জবাবে লিখেছিলেন, তারা যাকাত প্রদান করলে তাদের উপত্যকাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করবে; অন্যথায় তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে না।

আমর ইব্ন মুহাম্মদ নাকিদ (র.). উমর (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি মধুর যাকাতের পরিমাণ $\frac{১}{১০}$ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন।

রিক্কার কাযী দাউদ ইব্ন আবদুল হামীদ (র.) .... উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি মক্কা ও তাইফের যাকাত আদায়কারী কর্মচারীদেরকে পত্র লিখেন যে, মৌচাকের যাকাত নির্ধারিত আছে। কাজেই তোমরা মালিকদের নিকট থেকে এগুলোর যাকাতে উসূল করবে।

ওয়াকিদী (র.) বলেন, ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, মৌচাকের যাকাত দিতে হয় না। মালিক আছ-ছাওরী (র.) বলেন, মধুর পরিমাণ যতবেশীই হোক না কেন, তার যাকাত দিতে হয় না। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর অভিমতও তাই। কিন্তু ইমাম আবূ

হানীফা (রা.) বলেন, মধু কম হোক চাই বেশী হোক, তা যদি উশরী জমিতে উৎপন্ন হয়, তবে তার বা $\frac{1}{10}$ ভাগ যাকাত দিতে হবে। আর তা যদি খিরাজী জমিতে উৎপন্ন হয়, তবে তার কিছুই দিতে হবে না। কেননা, যাকাত এবং খিরাজ (উশর) একই ব্যক্তির ওপর বর্তাতে পারে না।

ওয়াকিদী বলেন, আমার নিকট কাসিম ইব্‌ন মাআন এবং আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) যিম্মীর মালিকানাধীন উশরী জমিতে উৎপাদিত মধু সম্পর্কে বলেন যে, তাতে কোন উশর বা $\frac{1}{10}$ ভাগ যাকাত দিতে হবে না। বরং তার ওপর জমির খিরাজ প্রযোজ্য হবে। কিন্তু তা যদি কোন তাগলিবী সম্প্রদায়ের জমিতে উৎপন্ন হয়, তবে তার নিকট হতে $\frac{1}{5}$ ভাগ গ্রহণ করা হবে। ইমাম যুফারের অভিমতও তাই।

আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, খিরাজী জমির মধুতে কিছু দিতে হবে না, কিন্তু উশরী জমির মধুতে দশ রতলের মধ্যে এক রতল যাকাত দিতে হবে।[১] ইমাম মুহাম্মদ (ইব্‌ন হাসান) (র.) বলেন, মধু পাঁচ ফরকের[২] কম হলে যাকাত দিতে হবে না। এবং ইব্‌ন আবূ যি'বের অভিমতও তাই।

খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তাহ্হান ইব্‌ন আবূ লায়লার সূত্রে বলেন, খিরাজী এবং উশরী জমির উৎপন্ন মধুতে দশ রতলের মধ্যে এক রতল যাকাত দিতে হবে। আর হাসান ইব্‌ন সালিহ্ ইব্‌ন হাই-এর অভিমতও তাই।

আবূ উবায়দ (র.) .... যুহরী (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মধুতে দশ মশকের মধ্যে এক মশক যাকাত দিতে হবে।

হুসাইন ইব্‌ন আলী .... আউস (রা.) বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.)-এর তাইফে নিযুক্ত আমিল সুফিয়ান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ছাকাফী, উমর (রা.)-কে এ মর্মে পত্র লেখেন যে, "আজকাল আমার সামনে এমন কয়েকটি বাগানের সমস্যা এসেছে, যাতে আঙ্গুর, শফ্তালু এবং আনার উৎপন্ন হয়। এছাড়া এগুলোতে অন্যান্য ফসলও উৎপন্ন হয়, যার উৎপাদন আঙ্গুরের উৎপাদন হতে কয়েকগুণ বেশী। তিনি এসব ফসলের ওপর উশর নির্ধারণ করার অনুমতি চাইলেন। বর্ণনাকারী বলেন, উমর (রা.)-এর জবাব দিলেন, এ সকল ফসলের উশর দিতে হবে না।

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আদম (র.) বলেন, আমি সুফিয়ান ছুওরী (রা.)-কে বলতে শুনেছি, জমিতে উৎপাদিত চারটি ফসল-গম, বার্লি, খেজুর এবং মুনাক্কা ছাড়া অন্য কিছুতে যাকাত দিতে হয় না। আর এগুলোতেও ঐ সময় যাকাত দিতে হবে, যখন এদের প্রত্যেকটির পরিমাণ পাঁচ ওসক হবে।

আবূ হানীফা (র.) বলেন, উশরী জমিতে যা কিছুই উৎপন্ন হোক, তাতে উশর দিতে হবে, যদিও তা এক মুঠো শাক-সবজি হয়। যুফার (র.)-এর অভিমতও তাই। মালিক (র.)

---

১. এক রতল ২ সের ৮ ছটাকের সমান (নেহায়া)।

২. এক ফরক্ব ১ মনের সমান (নেহায়া)।

ইব্‌ন আবূ যি'ব (র.) এবং আবূ ইউসুফের মতে শাক-সবজি জাতীয় ফসলের কোন যাকাত দিতে হবে না। তাঁরা বলেন, গম, যব, জোয়ার, ডাল, খুরমা, মুনাক্কা, ধান, তিল, মটর এবং অন্যান্য এমন শস্য যা ওজন করা যায় এবং যা পাত্রে ভরে রাখা হয়, এমনকি মসুর, বরবটি, ছোলা, মাশকলাই, মটর ইত্যাদি পূর্ণ পাঁচ ওসক হলেই যাকাত দিতে হবে। এর চেয়ে কম হলে দিতে হবে না। ওয়াকিদী (র.) বলেন, রবীআ ইব্‌ন আবূ আবদুর রহমানেরও ঐ একই অভিমত। যুহরী (রা.) বলেন, সকল প্রকার মশল্লা এবং ডালে যাকাত দিতে হবে। মালিক (র.) বলেন, নাশপাতি, শাফতালু এবং আনারে কিছুই দিতে হবে না। বরং কোন প্রকার তরকারিতেই যাকাত দিতে হবে না। ইব্‌ন আবূ লায়লারও একই অভিতম।

আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, যে সব ফসল মাপা বা ওজন করা হয় ও সব ফসল ছাড়া আর কোন ফসলেই যাকাত দিতে হবে না।

আবূ যিনাদ (র.) ইব্‌ন আবূ লায়লা (র.) এবং ইব্‌ন আবূ সাবরাহ (র.) বলেন, তরকারী এবং ফলে কোন যাকাত নেই, কিন্তু যখন ওসব বিক্রি করা হবে তখন ওগুলোর মূল্যের ওপর যাকাত দিতে হবে। আব্বাস ইব্‌ন হিশাম (র.) তাঁর পিতার বরাতে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উছমান ইব্‌ন আবূল 'আস ছাকাফীকে (রা.) তাইফের আমিল বা তহশীলদার নিযুক্ত করেছিলেন।

তাবালাহ্ ও জুরাশের বর্ণনা

বকর ইব্‌ন হায়ছাম (র.) .... যুহরী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তাবালাহ্ এবং জুরাশের অধিবাসিগণ যুদ্ধ ছাড়াই ইসলাম গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে যারা মুসলমান হলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে ঐ অবস্থায়ই রেখে দিলেন। আর যারা আহলে কিতাব রয়ে গেল, তাদের প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্তদের ওপর এ শর্তে এক দীনার করে জিয়িআ কর ধার্য করা হলো যে, তারা মুসলমানদের খাদ্য সামগ্রীর যোগান দেবে। তিনি আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারব (রা.)-কে জুরাশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

তাবূক, আয়লা, আযরুহ, মাক্‌না এবং জারবার বিবরণ

বর্ণনাকরিগণ বলেন, হিজরী ৯ সনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সিরিয়ার তাবূক অভিমুখে ঐসব লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্র করলেন, যারা সেখানে রোম থেকে এবং আমী, লাখাম, জুযাম ও অন্যান্য গোত্র হতে এসে সমবেত হয়েছিল। কিন্তু তারা কোন যুদ্ধ করেনি। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সেখানে কয়েক দিন অবস্থান করেন। তাদের সাথে তিনি জিযিয়া কর আদায়ের শর্তে সন্ধি করেন। এ সময় আয়লার নেতা ইউহান্না ইব্‌ন রুআবা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে হাযির হয়ে তাঁর সাথে সন্ধি করে নেয়। এ এলাকায় বসবাসকারী প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের উপর বাৎসরিক এক দীনার কর ধার্য করা হলো। প্রতি বছর এখান

থেকে তিনশ' দীনার আদায় হতো। তাদের সাথে আরো একটি শর্ত [illegible] যে, তাদের জনপদ দিয়ে কোন মুসলমান অতিক্রম করলে তারা তাদের মেহমানদারী [illegible] দিয়ে একটি লিখিত চুক্তিপত্র হয় যে, মুসলমানগণ এর বিনিময়ে তাদের [illegible]।

মুহাম্মদ ইব্ন সাআদ (র.) .... তালহা আইলী সূত্রে বর্ণনা করেন [illegible] ইবন আব্দুল আযীয (র.) আয়লাবাসীদের নিকট থেকে তিন শ' দীনারের অধিক গ্রহণ করতেন না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আযরাবাসীদের সাথে এ শর্তের সন্ধি করেছিলেন যে, তারা প্রতি রজব মাসে একশ' দীনার প্রদান করবে। আযারবাসীরা জিযিয়া কর প্রদান করবে এ শর্তে তিনি সন্ধি করেন এবং এ বিষয়ে তিনি তাদেরকে একটি লিখিত চুক্তিনামা প্রদান করেছিলেন। মাক্না্র ইয়াহূদীদের সাথে মাছ ধরার রশি, বড়শি, ঘোড়া, যুদ্ধাস্ত্র এবং ফলের $\frac{1}{4}$ অংশ তারা কর স্বরূপ প্রদান করবে এ শর্তে সন্ধি করে নিলেন। মিসরের জনৈক ব্যক্তি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মাক্নাবাসীদেরকে যে চুক্তিপত্রখানা লিখে দিয়েছিলেন, তা আমি নিজ চোখে দেখেছি। তা হলুদ পাতলা চামড়ার ওপর লেখা ছিল এবং তখন চোখ ঝাপসা হয়ে পড়েছিল। আমি তার অনুলিপি প্রস্তুত করে নেই। তিনি আমাকে সে চুক্তিটি পড়ে শুনান। আর তা হলো এই ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর পক্ষ থেকে বনী হাবীবা ও মাকনাবাসীদের প্রতি। তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক! আমি জানতে পারলাম, তোমরা নিজ গ্রামে ফিরে যাচ্ছো। আমার এ চুক্তিপত্রখানা যখনই তোমাদের কাছে পৌঁছবে, তখন হতে তোমরা নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করবে। কেননা, এখন থেকে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল তোমাদের জন্যে যামীন হলেন। আল্লাহ্র রাসূল তোমাদের অন্যায়, অপরাধ এবং সেসব হত্যা, যার জন্যে তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হয়েছিল, তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। তোমাদের জনপদে আল্লাহ্র রাসূল এবং তাঁর প্রতিনিধিগণ ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন শরীক বা অংশীদার নেই। তোমাদের উপর কোন প্রকার অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি করা হবে না। আল্লাহ্র রাসূল নিজে যেসব বিষয় থেকে রক্ষা পেয়ে থাকেন, সেসব বিষয় হতে তিনি তোমাদেরকেও রক্ষা করবেন। আল্লাহ্র রাসূল (সা.) বা তাঁর প্রতিনিধিগণ যেসব বিষয় তোমাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন, সে গুলো ব্যতীত তোমাদের তৈরী কাপড়, তোমাদের ক্রীতদাস, অশ্ব এবং তোমাদের লৌহ বর্ম সবই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মালিকানাধীনে থাকবে। তোমাদের খেজুর বাগানে যা উৎপন্ন হয়, তোমরা বড়শি দিয়ে যা শিকার কর এবং তোমাদের স্ত্রীগণ যা বুনন করে, এসব কিছুতেই $\frac{1}{4}$ অংশ প্রদান করা তোমাদের ওপর ওয়াজিব। অবশিষ্ট সবই তোমাদের। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তোমাদেরকে সব প্রকার জিযিয়া কর এবং দৈহিক শ্রম থেকে রেহাই দিয়েছেন। তোমরা এসব কথা শ্রবণ করলে এবং মান্য করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)

তোমাদের সম্মানিতদের সম্মান করবেন। আর তোমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। বনী হাবীবা ও মাকনা গোত্রের যারা মুসলমানদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে, তাদের ভাল হবে। আর যারা খারাপ ব্যবহার করবে, তা তাদের জন্যে খারাপই হবে। তোমাদের ওপর স্বয়ং তোমাদের মধ্যকার লোক বা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পরিবারবর্গের লোক ব্যতীত অন্য কেউ নেতা হবে না। এ চুক্তি পত্রখানা নবম হিজরী সনে আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা.) লিপিবদ্ধ করেন।[১]

দাওমাতুল জান্দালের বিবরণ

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা আল-মাখযূমীকে উকায়দির ইব্ন আবদুল মালিক কিন্দী আস্ সাকূনীর বিরুদ্ধে দাওমাতুল জান্দালে প্রেরণ করেন। খালিদ তাকে গ্রেফতার করেন আর তার ভাইকে হত্যা করে তার স্বর্ণের কারুকার্য খচিত রেশমী জুব্বা ছিনিয়ে নেন। পরে উকায়দিরকে সঙ্গে করে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে হাযির হলেন। উকায়দির ইসলাম গ্রহণ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর জন্যে এবং জান্দালবাসীদের জন্যে একটি লিপি প্রদান করেন– যা ছিল নিম্নরূপ ঃ

এ লিপিটি আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর পক্ষ থেকে ঐ সময় উকায়দিরের উদ্দেশ্যে লিখিত যখন সে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং প্রতিমা পূজা ছেড়ে দিয়েছে। আর এটা দাওমাবাসীদের উদ্দেশ্যেও বটে।

তোমাদের আবাদী জমির বহির্ভূত জমি, অনুর্বর জমি, অনাবাদী জমি, বর্ম, অস্ত্রশস্ত্র, ভারবাহী পশু এবং দুর্গ প্রভৃতি আমাদের অধিকারে থাকবে। আর তোমাদের অধিকারে থাকবে ওসব খেজুর গাছ, যেগুলো দুর্গের মধ্যে রয়েছে এবং পানির প্রবহমান ধারাসমূহ। চারণভূমি হতে তোমাদের পশুকে বারণ করা হবে না। নির্দিষ্ট নিসাবের অধিক সংখ্যক পশু হলে, যাকাত নির্ধারণের সময় তা গণনা করা হবে না। আর তোমাদেরকে শাক-সবজি উৎপাদনে বাধা দেয়া হবে না। তোমাদেরকে সময়মত সালাত আদায় করতে হবে এবং নিয়মানুযায়ী যাকাত প্রদান করতে হবে। এর জন্যে তোমাদের সাথে আল্লাহ্র ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তোমরা আমাদের নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার হকদার। আল্লাহ্ এবং উপস্থিত মুসলমানগণ সাক্ষী।

---

১. মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন আসাকির বলেন, এ লেখাটি জাল। কেননা এতে অপরাপর জটিলতা ছাড়াও একটি স্পষ্ট বৈয়াকরণিক ভুল রয়েছে। তাহলো এই যে, এতে লেখকের নাম– عَلِى بِنْ اَبُوطَالِب লেখেছেন। এটা ভুল। কেননা ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী– عَلِى بِنْ اَبِى طَالِب হওয়া উচিৎ ছিল। আলী (রা.) নিজের কলমে এরূপ ভুল করতে পারেন না। দ্বিতীয়ত মাকনাবাসীদের সন্ধি তাবূকের যুদ্ধের সময় হয়েছিল। আর এতে সবাই একমত যে, আলী (রা.) তাবূকের যুদ্ধে শরীক ছিলেন না। কাজেই এ চুক্তি পত্রটি জাল।

আব্বাস ইব্‌ন হিশাম কালবীর বর্ণনায় আরো আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর উকায়দির যাকাত দেয়া বন্ধ করে দিল। সে ওয়াদা ভঙ্গ করে হীরায় চলে যায়। এখানে সে একটি ইমারত তৈরী করে দাওমাতুল জান্দালের নামানুসারে তার নাম করণ করল 'দাওমাহ'। তার ভাই হুরায়ছ ইব্‌ন আবদুল মালিক ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উকায়দিরের অধিকারে যা কিছু ছিল, তা প্রাপ্ত হন। এ সম্পর্কে সুআইদ ইব্‌ন শাবীব কালবী তাঁর কবিতায় বলেন, "কোন জাতিকে তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অপকর্ম থেকে নিশ্চিন্ত হতে নেই। উকায়দির যেভাবে তার প্রথমাবস্থায় ফিরে গিয়েছে, এর যেন আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

বর্ণনাকারী বলেন, ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়া (রা.) এ হুরায়ছের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। আব্বাস বলেন, আমার নিকট আমার পিতা উআনাহ ইব্‌ন হাকামের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবূ বকর (রা.) খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা.)-কে (তখন তিনি 'আইনুত তামার' নামক স্থানে ছিলেন।) উকায়দিরের মুকাবিলা করতে নির্দেশ দেন। তিনি সেখানে গিয়ে তাকে হত্যা করে 'দাওমাহ' জয় করলেন। এ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর 'দাওমাহ' থেকে বের হয়ে পুনরায় সেখানে ফিরে এসেছিল। পরে সিরিয়ায় চলে যায়। ওয়াকিদী বলেন, খালিদ সিরিয়ায় গমন করার উদ্দেশ্যে ইরাক অতিক্রম করার পথে দাওমাতুল জান্দাল পৌঁছে তা জয় করেন। এখান থেকে তিনি অনেক যুদ্ধবন্দীকে সঙ্গে করে নিয়ে যান। এদের মধ্যে লায়লা বিনৃত জুদী গাস্‌সানী নাম্নী একজন মহিলাও ছিল। কেউ কেউ বলেন, লায়লাকে গাস্‌সানে কোন একটি শহরে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাকে খালিদের অশ্বারোহিগণ বন্দী করেছিল। ওয়াকিদী বলেন, নবী (সা.) ৫ হিজরী সনে দাওমাতুল জান্দালের অভিযানে যান। সেখানে কেউ তাঁর মুকাবিলা করে নি। পরে তিনি (সা.) খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা.)-কে তাঁর ইসলাম গ্রহণের ২০ মাস পর ৯ হিজরী সনে উকায়দিরের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন।

আমি কোন্ কোন হীরাবাসীকে একথা বলতে শুনেছি যে, উকায়দির এবং তার ভাইয়ের কাল্‌ব গোত্রে তাদের মামার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে দাওমাতুল হীরায় আসতেন এবং সেখানে মেহমান থাকতেন। একবার তারা শিকার করতে বের হয়ে একটা শহরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পান, যার মধ্যে কয়েকটি প্রাচীর ব্যতীত কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। আর সে প্রাচীরগুলো জান্দাল বা পাথর দ্বারা তৈরী ছিল। তাঁরা এর সংস্কার করে। এতে যায়তুন ও অন্যান্য গাছ লাগালেন। তারা এর নাম রাখলো দাওমাতুল জান্দাল। যাতে দাওমাতুল হীরার সাথে তার পার্থক্য নির্ণয় করা যায়।

আমর ইব্‌ন মুহাম্মদ নাকিদ (র.) .... যুহরী (র.) সূত্রের বর্ণনা অনুযায়ী উকায়দির এবং তার সম্প্রদায়ের লোকজন ছিল মূলতঃ কূফা থেকে আগত খৃস্টান এবং জিযিয়া প্রদানের শর্তে তারা চুক্তি বদ্ধ হয়েছিল।

নাজরানের সন্ধি

বকর ইব্‌ন হায়ছাম (র.) .... ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র.) বর্ণনা করেন যে, নাজরানবাসিগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে। এ দলে তাদের ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক নেতা উপস্থিত ছিল। তারা তাঁর নিকট সন্ধির জন্যে আবেদন করলো। তিনি তাদের সঙ্গে এ শর্তে সন্ধি করলেন যে, তারা প্রত্যেক সফর মাসে দু'হাজার এবং প্রত্যেক রজব মাসে দু'হাজার জোড়া করে চাদর মুসলমানদেরকে প্রদান করবে। যার প্রতিটির মূল্য হবে এক উকিয়া। এক উকিয়া ৪০ দিরহামের সমান। কিন্তু যে চাদরের মূল্য এক উকিয়ার বেশী হবে, তার অতিরিক্ত মূল্যের হারে চাদরের সংখ্যা কম করে এবং যে জোড়ার মূল্য এক উকিয়ার কম হবে তার হ্রাসকৃত মূল্যের হারে জোড়ার সংখ্যা বৃদ্ধি করে নেয়া হবে। আর যদি তারা জোড়ার পরিবর্তে তার সমমূল্যের হাতিয়ার বা ঘোড়া কিংবা উট অথবা অন্য কোন জিনিস প্রদান করে, তবে তাও গ্রহণ করা হবে। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দূতদের এক মাস অথবা এর কম সময় মেহমানদারী করবে এবং একমাসের বেশী তাদেরকে আপ্যায়ন করতে হবে না। আর যদি ইয়ামনীদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ বাঁধে, তবে তারা মুসলমানদেরকে ৩০টি বর্ম, ৩০টি ঘোড়া এবং ৩০টি উট ধার দিতে বাধ্য থাকবে। এগুলো হতে কোন উট বা ঘোড়া মারা গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দূতগণ এর যিম্মাদার থাকবেন এবং এর বিনিময় প্রদান করবেন। এ সব বিষয়ের জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা প্রদান করলেন এবং আরো ওয়াদা করলেন যে, না তাদেরকে তাদের ধর্ম হতে বিচ্যুত করা হবে, না তাদের মর্যাদা হানি করা হবে, না তাদেরকে সৈনিকের কাজে তলব করা হবে, আর না তাদের প্রতি উশর (বা $\frac{১}{১০}$ ভাগ) প্রদানের নির্দেশ দেয়া হবে। কিন্তু এ শর্তও আরোপ করা হলো যে, তারা না সূদ খেতে পারবে, আর না সূদী লেনদেন করতে পারবে।

হুসাইন ইব্‌ন আসওয়াদ (র.) .... হাসান (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী (সা.)-এর খিদমতে নাজরানের দু'জন পাদ্রী আসলেন। তিনি তাদের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। তাঁরা বললেন, "আমরা আপনার আর্বিভাবের পূর্ব থেকেই ইসলামে। তিনি বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছো। বরং তিনটি বিষয় তোমাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দিচ্ছে। প্রথমটি হলো শূকর মাংশ ভক্ষণ, দ্বিতীয়টি হলো ক্রুশ পূজা আর তৃতীয়টি হলো আল্লাহ্র পুত্র সংক্রান্ত তোমাদের ধারণা। তারা উভয়ে বললো, তাহলে ঈসার পিতা কে? বর্ণনাকারী হাসান বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কোন বিষয়েই তাড়াহুড়া করতেন না, যে পর্যন্ত তিনি উক্ত বিষয়ে রবের নির্দেশ লাভ করতেন। এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ

ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ - اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ...... اِلٰى قَوْلِهٖ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ -

"আমি এ সমস্ত আয়াত ও সারগর্ভবাণী তোমার নিকট বিবৃত করছি। আল্লাহ্র নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তাকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছিলেন। এরপর তাকে বলেছিলেন, 'হও' ফলে সে হয়ে গেল। এ সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে। সুতরাং সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর যে কেউ এ বিষয়ে তোমার সাথে তর্ক করে, তাকে বল আস, আমরা আহ্বান করি আমাদের পুত্রগণকে ও তোমাদের পুত্রগণকে, তোমাদের নারীগণকে এবং আমাদের নারীগণকে, আমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের নিজেদেরকে। তারপরই আমরা বিনীত আবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর দেই আল্লাহ্র লা'নত। (৩-৫৮-৬১)

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উক্ত আয়াতসমূহ তাদের উভয়ের সামনে পাঠ করলেন। পরে তিনি তাদের উভয়কে (মুবাহালার)[১] জন্য আহবান জানালেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ফাতিমা (রা.) ও হাসান-হুসাইন (রা.)-এর হাত ধরলেন। এতে তাদের একজন আর একজনকে বললো, 'পাহাড়ে আরোহণ কর। তবুও এ ব্যক্তির সঙ্গে মুহাবালার আহবানে সাড়া দিও না। যদি সাড়া দাও তবে স্মরণ রেখো, তোমার উপর অভিশাপ ফিরে আসবে। সে বললো, 'তবে তোমার অভিমত কি?' সে বললো, 'আমি তো এটাই বুঝি আমরা কর দেব, তবুও মুবাহালা করবো না।'

হুসাইন ....: হাসান ইব্ন সালিহের সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াত অনুসারে জনৈক ব্যক্তির নাজরানবাসীদের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) লিখিত চুক্তি পত্রটি নিম্নরূপ ঃ –

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

এ চুক্তিপত্রখানা আল্লাহ্র রাসূল নবী মুহাম্মদ (সা.) নাজরানীদেরকে লিখে দিচ্ছেন। যদিও তাদের ফলমূল, স্বর্ণ-রৌপ্য, লৌহ, অস্ত্র-শস্ত্র এবং ক্রীতদাসসমূহ নিজ নিমন্ত্রণে নিয়ে আসার ক্ষমতা তাঁর ছিল, তথাপি তিনি তাদের সাথে বদান্যতা প্রদর্শন করলেন। তিনি এসব কিছু ত্যাগ করে তাদের ওপর এক উকিয়া মূল্যের দু'হাজার জোড়া চাদর ধার্য করে দিলেন। এক হাজার রজব মাসে আর এক হাজার সফর মাসে। প্রতিটি জোড়া এক উকিয়া মূল্যের হতে হবে। কোনটি নির্ধারিত মূল্যের কম বা বেশী হলে তাও হিসাব করে গ্রহণ করা হবে। ওসব জোড়ার বিনিময়ে বর্ম, ঘোড়া কিংবা আরোহীর উটের অংশ হতে তার মূল্য হিসাব করে কিছু দেয়া হলে তাও গ্রহণ করা হবে। আমার দূতদের মেহমানদারী করা একমাস বা তার কম সময়ের জন্য নাজরানবাসীদের ওপর বাধ্যতামূলক হবে। কিন্তু এর চেয়ে বেশী থাকার জন্যে তারা তাদেরকে বাধ্য করতে পারবে না। ইয়ামানে বিদ্রোহ দেখা দিলে বা ইয়ামানীদের বিদ্রোহের কারণে আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হলে তোমরা আমাদেরকে ত্রিশটি বর্ম, ত্রিশটি অশ্ব এবং ত্রিশটি উট ধার দেবে। এগুলো হতে কোন পশু মারা গেলে আমার দূতগণ তার যিম্মাদার হবেন। আর তাঁরা তোমাদেরকে এর বিনিময় প্রদান করবেন। ফলে

১. প্রতিপক্ষ তার দাবীতে প্রকৃতপক্ষে মিথ্যাবাদী হলে আল্লাহ্র লা'নত পতিত হোক এরূপ বদদু'আ করাকে মুবাহালা বলা হয়। -সম্পাদক

নাজরান এবং তার আশপাশের লোকদের জীবন, ধর্ম, জমি, সম্পত্তি, তাদের উপস্থিত অনুপস্থিত, তাদের পশু, তাদের দূত এবং তাদের প্রতিমাগুলো আল্লাহ্‌র নিরাপত্তায় এবং আল্লাহ্‌র রাসূল নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর দায়িত্বে থাকবে। না তাদের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন করা হবে, না তাদের ন্যায্য পাওনায় হস্তক্ষেপ করা হবে। আর না তাদের প্রতিমাগুলোকে অপসারণ করা হবে। তাদের গীর্জার কোন পুরোহিতকে তার পৌরহিত্য হতে, কোন পাদ্রীকে তার পদ থেকে, কোন ব্যবস্থাপককে তার ব্যবস্থাপনা হতে অপসারণ করা হবে না, চাই তাদের অধীনে যা কিছু আছে তা কম হোক বা বেশী হোক। তাদের নিকট হতে জাহিলী যুগের কোন অপরাধ বা হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে না তাদেরকে না সৈনিকের কাজে ব্যবহার করা হবে, না তাদের ওপর ফসলের উশর দানের নির্দেশ প্রদান করা হবে, না কোন সৈন্য তাদের জমির ওপর দিয়ে যাতায়াত করবে। তাদের কাছে কেউ তার পাওনা চাইলে, উভয়ের মাঝে ন্যায় বিচার করা হবে। তাদের প্রতি জুলুম করতে দেয়া হবে না। আর তাদেরকেও জুলুম করতে দেয়া হবে না। এর পূর্বে[১] কেউ সূদ খেলে সে আমার দায়িত্বে থাকবে না। একজন অন্য জনের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে না।

এ লিপির ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নিরাপত্তা এবং নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর দায়িত্ব থাকবে সে পর্যন্ত এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কোন নির্দেশ না আসবে এবং যে পর্যন্ত তারা মুসলমানদের হিতাকাংক্ষী থাকবে এবং এর শর্তাবলী মেনে চলবে। এছাড়া তাদের প্রতি জুলুম করে কোন কিছুর জন্য তাদেরকে বাধ্য করা হবে না।

এতে সাক্ষী হলেন আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারব (রা.) গায়লান ইব্‌ন আমর (রা.) নসর গোত্রের মালিক ইব্‌ন আউফ (রা.), আকরা ইব্‌ন হারিস হানযালী (রা.), মুগীরা (রা.) এবং স্বয়ং লেখক। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আদম বলেন, আমি নাজরানীদের কাছে এ লিপিটির অনুরূপ আর একটি লিপি দেখেছি। তার নীচে লেখা ছিল, আলী ইব্‌ন আবূ তালিব এটা লিখেছেন। এ সম্পর্কে কি বলব, তা আমি জানি না। বর্ণনাকারিগণ বলেন, আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) খলীফা হয়ে তাদেরকে এর প্রতি উৎসাহিত করলেন এবং তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর লিপির অনুরূপ আর একটি লিপি লিখে দিলেন। তারপর উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) খলীফা হয়ে দেখতে পেলেন। এরা সূদ খাওয়া আরম্ভ করেছে এবং এদের সংখ্যাও বেড়ে গেছে। এতে তাঁর আশংকা হলো যে, এদের দ্বারা ইসলামের ক্ষতি হতে পারে। এজন্যে তিনি তাদেরকে নির্বাসিত করে দিলেন এবং তাদের জন্যে নিম্নরূপ নির্দেশনামা লিখে দিলেন ঃ

হাম্‌দ্ ও সালাতের পর এ লোকগুলো সিরিয়া এবং ইরাকের অধিবাসীদের মধ্যকার যার কাছেই যাবে, সে যেন তাদেরকে কৃষি কাজ করার জন্যে জমি প্রদান করে এবং যে সকল জমিতে এরা কৃষি কাজ করে ফসল উৎপন্ন করতে থাকবে, তাদের ইয়ামানী জমির বিনিময়ে তারা সকল জমির মালিক হয়ে যাবে। ফলে তারা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাদের কেউ সিরিয়ায় চলে গেল, আর কেউ কূফার উপকণ্ঠে গিয়ে নাজরানিয়া নামে একটি শহর প্রতিষ্ঠা

---

১. ইয়াকুবীর বর্ণনায় 'পূর্বের' স্থলে 'এর পরে' আছে। —ইয়াকুবী [illegible]

করলো এবং তাদের নামানুসারে এ নতুন শহরের নামকরণ হলো। এ সন্ধিতে নাজরানের ইয়াহূদিগণও খৃস্টানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কারণ তারা ওদেরই অনুগামী ছিল।

এরপর উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা.) খলীফা হয়ে কূফার শাসনকর্তা ওয়ালীদ ইব্ন উকবা ইব্ন আবূ মুআইতকে নিম্নের মর্মে পত্র লেখেন ঃ

"হাম্দ্ ও সালাতের পর আমার কাছে নাজরানের প্রতিনিধি, পুরোহিত এবং আরো কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর লিখিত ফরমান নিয়ে এসেছে। তারা আমাকে উমর (রা.)-এর আরোপিত শর্তাবলীও দেখালো। এ ব্যাপারে আমি উছমান ইব্ন হুনাইফের সাথে আলোচনা করেছি। তিনি বললেন, আমি এদের ব্যাপারে যাচাই করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, এরূপ শর্ত জমির মালিকদের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। কেননা, এর কারণে তারা নিজ নিজ জমি হতে বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে। এ কারণে আমি আল্লাহ্র ওয়াস্তে তাদের জমির বিনিময়ে জিযিয়া কর হতে দু'শ' জোড়া হ্রাস করে দিয়েছি। আর তাদের সম্পর্কে তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, এরা আমাদের যিম্মী।

আমি কয়েকজন আলিমকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, উমর (রা.) তাদের সম্পর্কে একথা লিখে দিয়েছেন যে, 'অতঃপর এ সকল লোক সিরিয়া ও ইরাকে যাদের কাছেই যাবে তারা যেন তাদেরকে 'কৃষি জমিতে' কাজ করার সুযোগ দান করে। আর কাউকে কাউকে একথা বলতেও শুনেছি যে, উমরের লিপিতে 'কৃষি জমির' পরিবর্তে 'পতিত জমি' ছিল।

আবদুল 'আলা ইব্ন হাম্মাদ নারসী .... উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর অন্তিম শয্যায় বলেছিলেন, لَا يَبْقَيَنَّ دِيْنَانِ فِىْ اَرْضِ الْعَرَبِ। 'আরব ভূমিতে একাধিক দীন কোনক্রমেই থাকবে না।' ফলে উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) তাঁর খিলাফতকালে নাজরানবাসীদেরকে 'নাজরানীয়ায়' নির্বাসিত করে তাদের ভূ-সম্পত্তি এবং ধন-সম্পদ ক্রয় করে যথারীতি সেগুলোর মূল্য পরিশোধ করে দেন। আব্বাস ইব্ন হিশাম কলবী (র.), তাঁর পিতা-পিতামহ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নাজরান-ই-ইয়ামন এর নাম নাজরান ইব্ন যাইদ কাহতানীর নামানুসারে হয়েছিল।

হুসাইন ইব্ন আসওয়াদ (র.) .... সালিম ইব্ন আবুল জাআদ (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নাজরানীদের সংখ্যা যখন ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজারে) পৌঁছলো তখন তাদের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ দেখা দেয়। তারা উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.)-এর নিকট এসে আবেদন করলো যে, 'আমাদেরকে এখান থেকে নির্বাসিত করে দিন। তিনি প্রথম থেকেই এদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের জন্যে শংকাবোধ করছিলেন। এ প্রস্তাবকে তিনি গনীমত মনে করে তাদেরকে নির্বাসিত করে দিলে পরে তারা অনুতপ্ত হয়ে উমর (রা.)-এর কাছে এসে আবেদন করলো যে, আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। কিন্তু তখন তিনি আর রাযী হলেন না। পরে আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা.) খলীফা নিযুক্ত হলে তারা তাঁর কাছে এসে আবেদন করলো যে, আমরা আপনাকে আপনার দক্ষিণ হস্তের লেখা এবং আপনার ঐ সুপরিশপত্র যা আপনি নবী (সা.)-এর কাছে করেছিলেন, তা স্মরণ করিয়ে আরয করছি যে, আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। তিনি বললেন, এ বিষয়ে উমর (রা.)-এর অভিমতই যথার্থ ছিল। আমি তাঁর বিরুদ্ধাচরণ পসন্দ করি না।

আবূ মাসউদ কূফী (র.) .... কালবী সূত্রে বলেন, 'কূফায় অবস্থিত নাজরানীয়া' শহরের নেতা; সিরিয়া এবং তার আশে-পাশে বসতি স্থাপনকারী নাজরানীদের নিকট তার দূত প্রেরণ করে, তার মাধ্যমে তাদেরকে চাদর জোড়া তৈরীর জন্যে অর্থ বন্টন করতো। মু'আবিয়া (রা.) অথবা ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া (রা.) যখন শাসনকর্তা হলেন, তখন এরা তাঁর কাছে অভিযোগ করলো যে, আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। আমাদের অনেকে মরে গেছে। আবার কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণও করেছে। তারা তাঁকে উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা.)-এর ঐ পত্রখানা দেখালেন, যাতে তিনি জোড়ার সংখ্যা হ্রাস করে দিয়েছিলেন। তারা আরো বললো, 'এখন আমাদের সংখ্যা আরো হ্রাস পেয়েছে– আর আমরা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছি।' এসব শুনে মু'আবিয়া (রা.) তা থেকে আরো দু'শ' জোড়া হ্রাস করে দিলেন। ফলে নির্ধারিত জোড়ার সংখ্যা চারশ' হ্রাস পেল। এরপর হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ ইরাকের গভর্নর হলেন। তাঁর বিরুদ্ধে ইব্ন আশআছ বিদ্রোহ করলেন। ইব্ন আশআছের সাহায্যের জন্যে তিনি কৃষকদেরকে অভিযুক্ত করলেন। সাথে সাথে তিনি নাজরানীদেরকেও ইব্ন আশআছের সাহার্যের জন্যে দোষী সাব্যস্ত করলেন এবং তিনি তাদের ওপর আঠারশ' জোড়া জিযিয়া স্বরূপ চাপিয়ে দিলেন। এরপর উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র.) যখন খলীফা হলেন, তখন তারা তাঁর কাছে অভিযোগ করলো যে, আমরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি। আমাদের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। আরবরা রাত্রির অন্ধকারে আমাদের উপর হামলা চালাচ্ছে। তারা আমাদের ওপর সাধ্যতীত বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। তারা হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফের বিরুদ্ধে তাদের প্রতি অত্যাচারের অভিযোগ করে। এসব কথা শুনে উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র.) তাদের লোক গণনা করার নির্দেশ দিলেন। তিনি যখন জানতে পারলেন যে, এরা বর্তমানে তাদের প্রকৃত জনসংখ্যার $\frac{১}{১০}$ ভাগ হয়ে গেছে। তখন তিনি বললেন, আমার মতে তাদের সাথে পূর্বেকার সন্ধি মাথাগণতি হিসাবে হয়েছে। জমির অনুপাতে হয়নি। সুতরাং যারা মরে গেছে বা মুসলমান হয়ে গেছে, তাদের জিযিয়া কর তিনি রহিত করে দিলেন। তাদের ওপর আট হাজার দিরহাম মূল্যের দু'শ' জোড়া তিনি ধার্য করে দিলেন। পরবর্তীতে ওয়ালীদ ইব্ন ইয়াযীদের সময় যখন ইউসূফ ইব্ন উমর ইরাকের শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন, তখন তিনি হাজ্জাজের নীতির দ্বারা উক্ত কর পুনঃধার্য করলেন। আমীরুল মু'মিনীন আবুল আব্বাস (র.) খলীফা নিযুক্ত হয়ে যে দিন কূফায় আগমন করলেন, সেদিন রাস্তায় তারা তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো। তিনি মসজিদ থেকে তার অবস্থান স্থলের দিকে গমনের পথে তারা রাস্তায় রাস্তায় সুগন্ধি ফুল ছড়িয়ে দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানালো। তাদের আচরণে তিনি প্রীত হলেন। তারা নিজ নিজ সমস্যাবলী তাঁর সামনে পেশ করলো। তারা তাঁকে জানালো যে, তাদের লোক সংখ্যা কমে গেছে। উমর ইব্ন আবদুল আযীয এবং ইউসুফ ইব্ন উমর তাদের প্রতি যে আচরণ করেছিলেন, তাও তারা তাঁকে অবহিত করলেন। তারা আরো জানালো যে, আমাদের বংশধারা আপনার মাতুলকুল হারিছ ইব্ন কাআবের গোত্রের সাথে মিশেছে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন রবী হারিছী তাদের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করলেন। হাজ্জাজ ইব্ন

খিলাফাত তাদের এ দাবীর যথার্থতার সাক্ষ্য দিলেন। ফলে খলীফা আবুল আব্বাস তাদের কর হ্রাস করে আট হাজার দিরহাম মূল্যের দু'শ' জোড়া নির্ধারিত করে দিলেন।

আবূ মাস'উদ (র.) বলেন, যখন আমীরুল মু'মিনীন হারূনুর-রশীদ খলীফা নিযুক্ত হয়ে হজ্জে গমন করার পথে কূফা অতিক্রম করছিলেন, তখন এরা তাঁর সামনেও তাদের সমস্যা পেশ করলো। তারা তাদের ওপর সরকারী কর্মচারীদের কঠোরতার অভিযোগ করলো। তিনি তাদেরকে দু'শ' জোড়া প্রদানের আদেশ সম্বলিত অন্য একটি লিখিত ফরমান প্রদান করলেন। ঐ লিপিখানা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। তাতে লেখা ছিল, 'তাদেরকে কর্মচারীদের দ্বারা কর আদায় হতে অব্যাহতি দেয়া হলো। ভবিষ্যতে তারা নিজ নিজ জিযিয়া কর কোন মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি রাজস্ব তহবিলে পেশ করবে।'

আমর নাকিদ (র.)..... ইবন শিহাব যুহরী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, কুরায়শ ও আরবের কাফিরদের সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছিল ঃ

قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ۔

'তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যাবৎ ফিৎনা দূর না হয়– আর আল্লাহ্‌র দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়' (২ ঃ ১৯৩)। আর ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَايَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ الى قوله صَاغِرُوْنَ۔

যারা আল্লাহ্‌তে ঈমান আনে না ও পরকালে নয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষিদ্ধ করে না এবং সত্য দীন অনুসরণ করে না, তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া দেয় (৯ ঃ ২৯)।

আমাদের জানা মতে, আহলে কিতাবদের মধ্যে নাজরানবাসী খৃস্টানগণই সর্ব প্রথম জিযিয়া কর প্রদান করেছে। পরে তাবূকের যুদ্ধের সময় আয়লা, আয্‌রূহ এবং ইয্‌রিআতের অধিবাসিগণ জিযিয়া কর প্রদান করেছিল।

ইয়ামান বিজয়

বর্ণনাকারিগণ বলেন, ইয়ামানবাসীদের কাছে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আবির্ভাব এবং ইসলামের জয়যুক্ত হওয়ায় সংবাদ পৌঁছলো, তখন তাদের প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হলো। তিনি তাদেরকে একটি লিখিত সনদপত্র প্রদান করলেন। এতে বর্ণিত ছিল, 'তারা যে সব ধন-সম্পদ, জমা-জমি এবং খনিজ সম্পদ দখল করে আছে, তা ইসলাম গ্রহণের পরও যথারীতি তাদের দখলেই থাকবে।' তারা ইসলাম গ্রহণ করলো।

তিনি তাদের দেশে দূত এবং প্রশাসক প্রেরণ করলেন। উদ্দেশ্য ছিল, তাঁরা তাদেরকে ইসলামী শরীআত এবং এর নিয়ম-কানুন শিক্ষা দান করবেন এবং তাদের নিকট হতে সাদাকা আদায় করবেন। তাদের মধ্যে যারা খৃষ্টান, ইয়াহূদী এবং অগ্নিপূজক হিসাবে থেকে যাবে, তাদের নিকট থেকে মাথা পিছু জিয়িয়া কর আদায় করা হবে।

হুসাইন ইব্‌ন আসওয়াদ (র.) .... হাসান (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইয়ামনবাসীদেরকে পত্র দ্বারা অবহিত করেন যে, তাদের মধ্যে যারা আমাদের ন্যায় সালাত আদায় করবে, আমাদের কিবলা গ্রহণ করবে এবং আমাদের যবাহ্‌কৃত পশুর গোশত খাবে, তারা মুসলমান। তারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের যিম্মায় থাকবে। আর যারা এটা অস্বীকার করবে, তাদের জিযিয়া কর দিতে হবে।

হুদবা (র.) .... হাসান (রা.) সূত্রে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে। ওয়াকিদী (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) খালিদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন 'আসকে (রা.) সানআ এবং তার জমি-জমার আমীর নিযুক্ত করে পাঠালেন। কেউ কেউ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মুহাজির ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন মুগীরা মাখ্‌যুমী (র.)-কে সানআর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি তাঁর মৃত্যু-কাল পর্যন্ত সেখানকার শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন, আবূ বকর (রা.)-ই মুহাজিরকে 'সানআ' শহরের শাসনকর্তা আর খালিদ ইব্‌ন সাঈদকে ইয়ামানের উঁচু অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন।

হিশাম ইব্‌ন কালবী (র.) এবং হায়ছাম ইব্‌ন আদী (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মুহাজির (রা.)-কে কিন্দা এবং সাদিফের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর ইন্তিকালের পর আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) যিয়াদ ইব্‌ন লবীদ বিয়াযী (রা.)-কে এখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি আনসার গোত্রের লোক ছিলেন। এর পূর্বে তিনি 'হাযরামাউত' রাজ্যের শাসক ছিলেন। তিনি মুহাজির (রা.)-কে সানআ শহরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। পরে তাঁকে যিয়াদ ইব্‌ন লবীদকে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়ে পত্র লিখেন। কিন্তু তাঁকে সানআ হতে বরখাস্ত করেন নি। সকল বর্ণনাকারীই এতে এক মত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যিয়াদ ইব্‌ন লবীদকে হাযরামাউতের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন।

বর্ণনাকারিগণ বলেন, নবী করীম (সা.) আবূ মূসা আশআরী (রা.)-কে যাবীদ, রেমা' আদন এবং সাহিল (উপকূলীয়) এলাকার শাসনকর্তা এবং মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা.)-কে জানদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। আর ইয়ামনের বিচারকার্য এবং সাদাকা ও যাকাত আদায়ের কাজও তাঁর উপর সমর্পণ করেছিলেন। তিনি আমর ইব্‌ন হাযম আনসারী (রা.)-কে নাজরানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, আমর ইব্‌ন হাযমের পর আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারব (রা.)-কে নাজরানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালিহ্ মুকরী (র.) .... উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর (রা.) সূত্র বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যুরাআ ইব্‌ন যুইয়াযানকে নিম্নোক্ত পত্র লেখেন ঃ

'হামদ ও সালাতের পর যখন তোমাদের নিকট আমার দূত মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীগণ এসে পৌঁছবে, তখন তোমাদের নিকট প্রাপ্য সাদাকা ও জিযিয়া কর তাদেরকে প্রদান করবে। মুআয (রা.) আমার দূতদের নেতা এবং আমার পক্ষে থেকে প্রেরিত একজন সৎব্যক্তি। আর মালিক ইব্‌ন মুরারা রিহাভী (র.) আমাকে বলেছেন যে, হিমিয়ারীদের মধ্যে সর্ব প্রথম তুমিই (যুরাআ ইব্‌ন যুইয়াযান) মুশরিকদের সঙ্গ ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছ। অতএব হেমিয়ারিগণ! তোমরা শুভ সংবাদ গ্রহণ কর। আমি তোমোদের নির্দেশ দিচ্ছি যে, তোমরা আমানতের খিয়ানত করবে না এবং সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করবে না। জেনে রেখ! আল্লাহ্‌র রাসূল তোমাদের আমীর ও ফকীর সবারই অভিভাবক। মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর পরিবার পরিজনের জন্যে সাদাকা হালাল নয়। আর যাকাত যাদ্বারা তোমরা তোমাদের অর্থের পবিত্রতা অর্জন কর, তা মু'মিন মুসলমানদের মধ্যকার অভাবগ্রস্তদের জন্যে নির্ধারিত। বর্ণনাকারী মালিক (র.) যথার্থভাবে সংবাদ পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং এ ব্যাপার পূর্ণ বিশ্বাস্ততা তা রক্ষা করেছেন এবং নিশ্চয়ই মুআয (রা.) আমার স্বজনদের মধ্যে একজন সৎ এবং ধার্মিক লোক। অতএব আমি তোমাদেরকে তাঁর সাথে সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দিচ্ছি। তোমাদের প্রতি সালাম।

হুসাইন ইব্‌ন আসওয়াদ (র.) .... মূসা ইব্‌ন তালহা সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা.)-কে ইয়ামানের যাকাত আদায়কারী নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি তাঁকে খেজুর, গম, যব, আঙ্গুর বা কিশমিশের ওপর উশর ($\frac{১}{১০}$ অংশ) এবং অর্ধ উশর ($\frac{১}{২০}$ অংশ) গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

হুসাইন ইব্‌ন আসওয়াদ (র.) .... মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমর ইব্‌ন হাযমাকে ইয়ামনে প্রেরণ করার সময় নিম্নোক্ত ফরমান লিখে দেন ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

এ বিবরণটি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে। হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবে। এটা আল্লাহ্‌র রাসূল নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর একটি ফরমান, যা আমর ইব্‌ন হাযমকে ইয়ামান প্রেরণ করার সময় তিনি প্রদান করেছিলেন। তিনি তাকে নির্দেশ দিচ্ছেন সকল কাজ-কারবারে আল্লাহ্‌কে ভয় করতে। গনীমতের মালের $\frac{১}{৫}$ অংশ আল্লাহ্‌র খাতে পৃথক করে রাখবে। মু'মিনদের সম্পদ হতে যাকাত গ্রহণ করতে। জোয়ারের পানি বা বৃষ্টি সিক্ত জমিতে উৎপাদিত ফসলের উশর ($\frac{১}{১০}$ অংশ) আর সেচ সিক্ত জমিতে উৎপাদিত ফসলের অর্ধ উশর $\frac{১}{২০}$ অংশ) গ্রহণ করবে।

হুসাইন (র.) .... মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হিমিয়ারী রাজাদের নামে নিম্ন লিখিত পত্র লিখেন ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

এ পত্রখানা আল্লাহ্‌র রাসূল নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর পক্ষ থেকে আবদ্ কুলালের পুত্রত্রয় হারিছ, নুয়ায়ম ও শরাহ এবং নুমানের প্রতি -যিনি যীরুআইন, মুআফির এবং হামদানের আমীর। হাম্‌দ ও সালাতের পরে, যদি তোমরা পুণ্য কাজের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.)-কে মান্য কর, সালাত প্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত প্রদান কর এবং গনীমতের অর্থ হতে আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত $\frac{১}{৫}$ অংশ এবং তাঁর রাসূলের (সা.) খাস অংশ প্রদান কর, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করবেন। মু'মিনগণের অধিকারভুক্ত জমির মধ্যে প্রাকৃতিক খালের পানি এবং বৃষ্টির পানি দ্বারা সিক্ত জমিতে উৎপাদিত ফসলের উশর ($\frac{১}{১০}$ অংশ) এবং খাল খনন করে সেচের পানি দ্বারা সিক্ত জমিতে উৎপাদিত ফসলের অর্ধ উশর ($\frac{১}{২০}$) মু'মিনদের ওপর আল্লাহ্ নির্ধারিত করে দিয়েছেন। হিশাম ইব্‌ন মুহাম্মদ কালবী (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এ পত্রখানা আবদ্ কুলাল ইব্‌ন আরীব ইব্‌ন ইয়াশরাহের দু'পুত্র আরীব এবং হারিছের নামে ছিল।

ইউসুফ ইব্‌ন মূসা কাত্তান (র.) .... হাকাম (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা.) যখন ইয়ামানে ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে লিখিত নির্দেশ দেন, যে সমস্ত জমি বৃষ্টি অথবা প্রাকৃতিক প্রবাহের পানি দ্বারা সিক্ত হয়, ঐ সমস্ত জমিতে উৎপাদিত ফসলের ($\frac{১}{১০}$) অংশ, আর সে সমস্ত জমি বালতি বা সেচের পানি দ্বারা সিক্ত করা হয়, ঐ সমস্ত জমিতে উৎপাদিত ফসলের অর্ধ উশর ($\frac{১}{২০}$) যাকাত রূপে গ্রহণ করবে এবং প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কের নিকট থেকে এক দীনার বা সমমূল্যের কাপড় গ্রহণ করবে। আর এটা লিখে দেন যে, কোন ইয়াহূদীকে তার ধর্ম পরিত্যাগ করতে বাধ্য করবে না।

আবূ উবাইদ (র.) .... মাস্‌রূক (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা.)-কে ইয়ামান পাঠাবার সময় এ নির্দেশ দেন যে, প্রতি ত্রিশটি গাভীতে এক বছর বয়সের একটি গাভী, প্রতি চল্লিশটি গাভীতে একটি পূর্ণ বয়স্ক গাভী এবং প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কের নিকট হতে এক দীনার বা তার সমমূল্যের কাপড় আদায় করবে।

হুসাইন ইব্‌ন আসওয়াদ (র.) .... হাসান (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হাজর এবং ইয়ামানের অগ্নিপূজকদের নিকট থেকে জিযিয়া কর গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যেক নর-নারীর ওপর এক দীনার বা তার সমমূল্যের কাপড় ফরয করে দিয়েছিলেন।

আমর নাকিদ (র.) .... আমর ইব্‌ন শুআইব তাঁর পিতা-পিতামহ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইয়ামানবাসী প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কের ওপর জিযিয়া কর এক দীনার করে ধার্য করে দিয়েছেন।

শায়বান ইব্ন আবূ শায়বা উবুল্লী (র.) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মু'আয ইব্ন জাবাল (রা.)-কে ইয়ামান পাঠাবার সময় বলেছিলেন, তুমি কিতাবীদের যাদের কাছেই যাবে, তাদেরকে প্রথমে বলবে, আল্লাহ্ তোমাদের ওপর দিবারাত্র পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। তারা এটা মেনে নিলে বলবে, আল্লাহ্ তোমাদের ওপর বছরে রমাযানের একমাস সাওম ফরয করেছেন। যখন তারা এটাও মেনে নেবে, তখন বলবে, আল্লাহ্ তোমাদের সক্ষম ব্যক্তিদের ওপর বায়তুল্লাহ্র হজ্জ ফরয করেছেন। তারা এটাও যখন মেনে নেবে, তখন তুমি তাদেরকে বলবে, আল্লাহ্ তোমাদের সম্পদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তোমাদের ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ করে গরীবদেরকে দেয়া হবে। যখন তারা এটাও মেনে নেবে, তখন তাদের মূল্যবান সম্পত্তিগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং অত্যাচারিতদেরকে অত্যাচার থেকে রক্ষা করা তোমাদের ওপর ফরয হয়ে যাবে। অত্যাচারীদের বদদু'আকে ভয় করবে, কেননা তার এবং আল্লাহ্র মাঝে কোন অন্তরায় থাকে না।

শায়বান (র.) .... উছমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, মুগীরা ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, হাজ্জাজ (ইব্ন আরতাত) বলেছেন, সকল প্রকার শাক-সবজি বা তরকারীর যাকাত দিতে হবে। তখন আবূ বুরদা ইব্ন আবূ মূসা বলে উঠলেন, তিনি যথার্থই বলেছেন। এতে মূসা ইব্ন তালহা (রা.) আবূ বুরদা (রা.)-কে বললেন, এ লোকটি দাবী করছে যে, তার পিতা নবী (সা.)-এর সাহাবী ছিলেন। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মু'আয ইব্ন জাবাল (রা.)-কে ইয়ামান প্রেরণ করার সময় তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, খেজুর, গম, যব এবং কিশমিশের যাকাত গ্রহণ করবে।

আমর নাকিদ (র.) .... মূসা ইব্ন তালহা ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ঐ নির্দেশনামাটি পাঠ করেছি, যা তিনি মু'আয ইব্ন জাবাল (রা.)-কে ইয়ামান পাঠাবার সময় দিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল যে, গম, যব, খেজুর, কিশমিশ এবং ফসলের যাকাত উসূল করা হবে।

আলী ইব্ন আবদুল্লাহ মাদীনী (র.) .... ইব্ন আবূ নুজাইহ্ (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুজাহিদ (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম 'উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) সিরিয়াবাসীদের ওপর ইয়ামানবাসীদের চেয়ে বেশী জিয়িয়া কর কেন নির্ধারিত করেছিলেন? তিনি বললেন, তাদের সমৃদ্ধির কারণে।

হুসাইন ইব্ন আলী ইব্ন আসওয়াদ (র.) .... তাউস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আয ইব্ন জাবাল (রা.) ইয়ামানে আসার পর তাঁর সামনে গাভী, বলদ এবং মধুর মাসআলা পেশ করা হলো। তিনি বললেন, আমাকে এসব জিনিসের যাকাত গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়নি।

হুসাইন ইব্ন আসওয়াদ (র.) .... আবূইয়াদ ইব্ন হাম্মাল (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট মাআরিবের লবণ ক্ষেত্র জায়গীর হিসাবে পেতে

চেয়েছিলাম। একব্যক্তি বলে উঠলেন ঃ এটা তো অফুরন্ত পানির স্রোতধারার ন্যায়। তখন তিনি তা এভাবে দান করতে অস্বীকার করলেন।

কাসিম ইব্‌ন সাল্লাম (র.) .... আবূইয়াদ ইব্‌ন হাম্মাল (রা.) সূত্রে উক্ত বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা করেন।

আহমদ ইব্‌ন ইবরাহীম দাওরাকী (র.) .... আলকামা ইব্‌ন ওয়ায়েল হাযরামী (রা.) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা.) তাঁকে অর্থাৎ আলকামার পিতাকে হাযরামাউতে একটি নিষ্কর জমি দান করেন।

আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.) মাসলাস ইব্‌ন মুহারিব সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসূফের ভাই মুহাম্মদ যখন ইয়ামানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন, তখন তিনি প্রজাদের সাথে কঠোর আচরণ করেন। তিনি তাদের প্রতি অত্যাচার করেন। তাদের নিকট হতে অন্যায়ভাবে তাদের জমি কেড়ে নেন। তন্মধ্যে আল হারাজা নামে একটি জমি ছিল। তিনি এর ওপর নতুন কর আরোপ করে তাদের ওপর তা বাধ্যতামূলক করে দেন। কিন্তু উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয যখন খলীফা হলেন, তখন তিনি তার কর্মচারীকে পত্র লিখে নির্দেশ দেন যে, এ সমস্ত অতিরিক্ত কর আদায় বন্ধ করে দাও। তাদের নিকট হতে শুধুমাত্র উশর (ফসলের $\frac{১}{১০}$) গ্রহণ করবে। তিনি আরো নির্দেশ দিলেন, আল্লাহ্‌র শপথ, যদি আমার কাছে এক মুঠো কাতামও[১] না আসে তবুও এটা অতিরিক্ত কর বহাল রাখার চেয়ে আমার কাছে উত্তম। পরে ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক যখন খলীফা হলেন তখন তিনি এ কর পুনঃ প্রবর্তন করেন।

হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ যা'ফরানী (র.) .... সান্‌আর কাযী আবূ আবদুর রহমান হিশাম ইব্‌ন ইউসূফ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, 'খুকাশের' অধিবাসিগণ একটি পাতলা চামড়ার ওপর আবূ বকর (রা.)-এর একটি লিপি দেখাল, যাতে আল-ওরাস নামক ঘাসের ওপর যাকাত প্রদানের হুকুম লেখা ছিল।[২]

মালিক (র.) ইব্‌ন আবূ যি'ব (র.) হিজাযের ফকীহ্‌গণ সুফিয়ান ছাওরী এবং আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, আল-ওরস, আল ওসম[৩], আল-ক্বিরত[৪], আল-কাতাম, মেহদী এবং গোলাবের ওপর যাকাত নেই। আবূ হানীফা (র.) বলেন, এ সমস্তের ওপর যাকাত আছে, চাই কম হোক বা বেশী হোক। যাফরান সম্পর্কে ইমাম মালিক (র.)-এর অভিমত হচ্ছে এই যে, যখন তার মূল্য ২০০ (দু'শ') দিরহাম পর্যন্ত পৌছবে এবং তা বিক্রি হবে, তখন তাতে পাঁচ দিরহাম যাকাত দিতে হবে। এটা আবূ যানাদ (র.)-এরও অভিমত। আর এ-ও বর্ণিত আছে যে, ইমাম মালিক (র.) বলেন, যাফরানের কোন যাকাত নেই। আবূ হানীফা

---

১. কাতাম-এক প্রকার ঘাস, যার পাতা দিয়ে খেযাব তৈরী করা হয়। কালি বানানো হয়। এর রং নীল হয়ে থাকে।

২. আল-ওরস-এক প্রকার ঘাস শুধু ইয়ামানেই উৎপন্ন হয়। এর দ্বারা স্ত্রীলোকগণের প্রসাধন তৈরী করা হয়ে থাকে।

৩. আল-ওসম-নীল রং এর পাতা, এ দ্বারা খেযাব তৈরী হয়।

৪. আল-ক্বিরত-নীল ও সবুজ রং এর এক প্রকার ঘাস।

(র.) এবং যুফার (র.) বলেন, যাফরানের যাক্যত আছে, চাই তা কম হোক বা বেশী হোক। আবূ ইউসুফ (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যখন যাফরানের মূল্য পাঁচ ওসক গম বা খেজুর, যব বা ডাল বা সবজির কোন একটির নিম্নতম মূল্যের সম পরিমাণ হবে, তখন তার যাকাত দিতে হবে। তার তরকারী সম্পর্কে আবূ লায়লা (র.) বলেন, এতে কোন যাকাত নেই। এটা ইমাম শা'বীরও অভিমত। আতা (র.) এবং ইবরাহীম নাখঈ (র.) বলেন, উশরী জমির উৎপাদিত ফসল চাই কম হোক, চাই বেশী হোক, তাতে উশর ($\frac{১}{১০}$) বা অর্ধ উশর ($\frac{১}{২০}$) যাকাত স্বরূপ দিতে হবে।

হুসাইন ইবন আসওয়াদ (র.) .... ইবন আবূ রিয়া 'আতারিদী (র.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা.) বসরায় আমাদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করতেন। তিনি কুর্‌রাছ বা রসুন জাতীয় গন্ধযুক্ত শাক-সবজিও যাকাত গ্রহণ করতেন।

হুসাইন (র.) .... তাউস (রা.) ও ইকরামা (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, ওরস ঘাস এবং তুলার যাকাত নেই।

যে সকল যিম্মীর অধিকারে উশরী জামি আছে। যেমন- ইয়ামানবাসী যারা জমির মালিক থাকা অবস্থায় মুসলমান হয়েছিল, আর বসরার জমি, যা মুসলমানগণ আবাদ করেছে এবং ঐ সমস্ত জমি, যা খলীফাগণ জায়গীর হিসাবে দান করেছেন যাতে কোন মুসলমান কিংবা তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন ব্যক্তির কোনরূপ অধিকার নেই। এগুলো সম্পর্কে আবূ হানীফা (র.) এবং বিশ্‌র (র.) বলেন, এদের ওপর মাথা পিছু জিযিয়া কর এবং এদের জমির ওপর জমির গুণাগুণ অনুপাতে কর নির্ধারণ করা হবে। এ জাতীয় জমির ক্ষেত্রে খিরাজী জমির অনুরূপ বিধিবিধান কার্যকর হবে। এদের মধ্যে যারা মুসলমান হবে, তাদের নিকট হতে জিযিয়া কর গ্রহণ করা হবে না। এদের জমির উপর সাওয়াদের জমির মত স্থায়ীভাবে খিরাজ বা ভূমি কর আরোপিত হবে। ইবন আবূ লায়লা (র.)-এর ও একই অভিমত।

ইবন শুবরামা (র.) এবং আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, তাদের মাথা পিছু জিযিয়া কর এবং তাদের জমির ওপর মুসলমানগণের দ্বিগুণ কর আরোপ করা হবে। যা জমিভেদে $\frac{১}{৫}$ অংশ বা $\frac{১}{১০}$ অংশ হবে। এ ব্যাপারে তারা তাগলাব গোত্রের খৃষ্টানদের নযীরকে প্রমাণরূপে পেশ করেন। আবূ ইউসুফ (র.) একথাও বলেন যে, তাদের নিকট হতে যা কিছু আদায় করা হবে, তা খিরাজতুল্য। কিন্তু ঐ সকল যিম্মী ইসলাম গ্রহণ করলে বা তাদের জমি কোন মুসলমানের হাতে এসে গেলে, তা পুনরায় উশরী জমি হয়ে যাবে। এরূপ অভিমত আতা (রা.) এবং হাসান (রা.) হতেও বর্ণিত আছে।

ইবন আবূ যি'ব (র.) ইবন আবূ সাবরা (র.) শরীক ইবন আবদুল্লাহ্ নাখঈ (র.) এবং ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, তাদের মাথা পিছু জিযিয়া কর ধার্য করা হবে। জমির ওপর উশর এবং খাজনা কিছুই প্রযোজ্য হবে না। কেননা, তা এমন নয়, যার ওপর যাকাত ফরয হবে এবং তাদের জমি খিরাজী জমিও নয়। হাসান ইবন সালিহ ইবন হাই হামদানীরও এই একই অভিমত। সুফিয়ান ছাওরী (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, তাদের ওপর

উশর ওয়াজিব, তাদের থেকে দ্বিগুণ গ্রহণ করা হবে না। কেননা, মূলতঃ এখানে যাকাতের ব্যবস্থা ছিল। এসব জমির ক্ষেত্রে এগুলোর মালিক কে, তা বিবেচ্য নয়।

আওযাঈ (র.) এবং শরীক ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.) বলেন, তারা যদি এমন যিম্মী হতো যেমন ইয়ামানের ইয়াহূদীরা ছিল, যারা জমির মালিকানার ওপর দখল থাকা অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তবে তাদের নিকট থেকে জিযিয়া কর ব্যতীত অন্য কিছুই গ্রহণ করা হতো না। তাদেরকে উশরী জমি হতে কোন জমি না ক্রয় করতে দেয়া, আর না তা দখল করতে দেয়া হবে।

ওয়াকিদী বলেন, আমি ইমাম মালিক (র.)-কে হিজাযের ইয়াহূদীদের মধ্য হতে এমন এক ইয়াহূদী সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম, যে আল-সুরফের মধ্যে কোন কোন জমি ক্রয় করে তাতে কৃষি কাজ করছিলো। তিনি উত্তর দিলেন, তার নিকট থেকে উশর গ্রহণ করা হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি এ অভিমত পোষণ করেন না যে, কোন যিম্মী যদি উশরী জমির মালিক হয়ে যায়, তবে তার জমির ওপর উশর থাকবে না? তিনি বললেন, এটা এ অবস্থায় হবে, যখন সে স্বীয় মালিকানায় স্থায়ী হয়ে যাবে। কিন্তু যখন তা তার মালিকানা হতে বের হয়ে যাবে, তখন আর ঐ হুকুম বাকী থাকবে না। তখন তা বাণিজ্যিক হয়ে যাবে। আবূ যিনাদ (র.), মালিক ইব্ন আনাস (র.), ইব্ন আবূ যি'ব (র.), ছাওরী (র.), আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) প্রমুখ ঐ উশরী জমি চাষকারী ঐ তাগলাবী সম্পর্কে বলেন ঃ তার নিকট থেকে দ্বিগুণ উশর গ্রহণ করা হবে। কিন্তু যদি সে উশরী জমি ইজারা নেয়, তবে তার সম্পর্কে মালিক (র.), ছাওরী (র.), ইব্ন আবূ যি'ব (র.) এবং আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, তার ওপর উ'শর ওয়াজিব হবে। আবূ হানীফা (র.) বলেন, জমির মালিকের ওপর উশর ওয়াজিব হবে। ইমাম যুফারেরও (র.) একই অভিমত।

আবূ হানীফা (র.) বলেন, যদি কেউ দু' বছর পর্যন্ত জমির উশর প্রদান না করে, তৃতীয় বছর উশর প্রদান করে তবে সরকার তার নিকট হতে মাত্র একটি উশর গ্রহণ করবে। খিরাজী জমি সম্পর্কেও একই হুকুম। কিন্তু আবূ শিম্‌র (র.) বলেন, তার নিকট হতে পূর্বের উশরও গ্রহণ করতে হবে। কেননা, তা তার সম্পদের ওপর ওয়াজিব।

ওমান

বর্ণনাকারিগণ বলেন, ওমানে আয্‌দীদের প্রভাব ছিল। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এদের ছাড়া আরো অনেক লোক বাস করতো। হিজরী ৮ সনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) খাযরাজ গোত্রের আবূ যাইদ আনসারী (রা.), যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আমলের কুরআন সংগ্রহকারীদের অন্যতম ছিলেন এবং আমর ইব্ন 'আস-সাহমী (র.)-কে ওমান জুলন্দীর পুত্র উবাইদ এবং জায়ফরের নিকট ইসলামের দাওয়াতসহ পত্র দিয়ে প্রেরণ করেন। এবং উভয়কে বলে নিয়েছিলেন, যদি তারা সত্যের সাক্ষ্য দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে মান্য করে, তবে 'আমর তাদের আমীর হবেন। আবূ যাইদ (রা.) তাদের সালাতের ইমামতি করবেন এবং

তাদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করবেন। তাদেরকে কুরআন ও হাদীছ শিক্ষা দেবেন। তাঁরা উভয়ে ওমানে গেলেন। উবাইদ এবং জায়ফরের সাথে সমুদ্র তীরে সুহার নামক স্থানে তাঁরা মিলিত হলেন। তাদেরকে তাঁরা নবী করীম (সা.)-এর পত্র হস্তান্তর করলেন। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তাদের এলাকাবাসীদেরকেও ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারাও খুশী মনে ইসলাম গ্রহণ করল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত আমর (রা.) এবং আবূ যাইদ (রা.) ওমানে অবস্থান করেন। কেউ কেউ বলেন, আবূ যায়েদ এর পূর্বেই মদীনা শরীফ চলে আসেন।

আবূ যাইদের নাম সম্পর্কে মতভেদ আছে। কালবী (রা.) বলেন, তাঁর নাম কায়স ইব্‌ন সাকান ইব্‌ন যাইদ ইব্‌ন হারাম ছিল। বসরীদের কেউ বলেন, তাঁর নাম আমর ইব্‌ন আখতাব ছিল এবং তিনি উরওয়াহ ইব্‌ন ছাবিতের পিতামহ ছিলেন। সাঈদ ইব্‌ন আউস আনসারী (রা.) বলেন, তাঁর নাম ছাবিত ইব্‌ন যাইদ ছিল। বর্ণনাকারিগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর আযদীগণ ধর্মচ্যুত হয়ে যায়। তাদের মুকুটধারী নেতা লকীত ইব্‌ন মালিক 'দুব্বার' দিকে পালিয়ে যায়। কেউ কেউ 'দুব্বার' স্থলে 'দুম্মা' বলেন।

আবূ বকর (র.) আযদী গোত্রের হুযায়ফা ইব্‌ন মিহসান বারিকীকে এবং ইকরামা ইব্‌ন আবূ জাহ্‌লকে তার মুকাবিলায় প্রেরণ করলেন। তাঁরা লকীত এবং তার সহযোগীদেরকে হত্যা করলো এবং দুব্বাবাসীদের যারা বন্দী হয়েছিল, তাদেরকে আবূ বকর (রা.)-এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। পরে আযদীগণ পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে কিন্তু ওমানবাসীদের কেউ কেউ মুরতাদ হয়ে আশ-শিহর নামক স্থানে পালিয়ে যায়। তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদেরকে পরাভূত করলেন। কিছু গনীমতের মালও তিনি লাভ করলেন। তাদের কাউকে কাউকে তিনি হত্যাও করলেন। মাহরা ইব্‌ন হায়দান গোত্রের কিছু লোক পুনরায় সংগঠিত হয়। ইকরামা (রা.) সেখানে পদার্পণ করা মাত্র তারা যুদ্ধ না করে যাকাত প্রদান করে।

আবূ বকর (রা.) হুযায়ফা ইব্‌ন মিহসানকে ওমানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। আবূ বকর (রা.)-এর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এখানকার শাসনকর্তা রূপে কাজ চালিয়ে যান। ইকরামা (রা.) ফিরে আসলে তিনি তাঁকে ইয়ামানে প্রেরণ করলেন। ওমানবাসীরা ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়ে তাদের সম্পদের যাকাত প্রদান করতে থাকে। এখানকার যিম্মীদের নিকট থেকে জিযিয়া কর আদায় করা হতো। এভাবে খলীফা মামুন-আর-রশীদের খিলাফতের যুগ আসলো। তিনি ইব্‌ন আব্বাসের বংশধর ঈসা ইব্‌ন জা'ফরকে ওমানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। তিনি বসরাবাসীদের একদল লোক সঙ্গে করে ওমানের দিকে যাত্রা করলেন। এই লোকগুলো নারী নির্যাতন, লুটতরাজ এবং গান-বাদ্য নিয়ে মত্ত হয়। ওমানবাসীদের অধিকাংশই ছিল খারিজী সম্প্রদায়ের লোক। তারা এ সংবাদ পেয়ে ঈসার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং তাকে শহরে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। যুদ্ধে তারা জয়লাভ করে। ঈসাকে শূলীতে চড়িয়ে হত্যা করে। এর পরে খলীফার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করে এবং নিজেদের মধ্য

[illegible]

হতেই এক ব্যক্তিকে নিজেদের শাসনকর্তা রূপে বরণ করে নেয়। বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আযদীদের জুলন্দীর পুত্র উবাইদ ইব্‌ন জায়ফরের নিকট হিজরী ৬ সনে আবূ যাইদ (রা.)-কে দাওয়াতপত্র দিয়ে পাঠান। পরে হিজরী ৮ সনে আমর (রা.)-কেও তাঁর ইসলাম গ্রহণের কিছু দিন পর পাঠান। ইনি, খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা.) এবং উছমান ইব্‌ন তালহা আবদী আবিসিনিয়া থেকে ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে হাযির হলেন। এবং হিজরী ৮ সনের সফর মাসে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আবূ যাইদকে বলেছিলেন, মুসলমানদের নিকট থেকে যাকাত আর অগ্নিপূজকদের নিকট থেকে জিযিয়া কর আদায় করবে। আবূল হাসান মাদায়েনী (র.) মুবারক ইব্‌ন ফুযালা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (রা.) বসরার শাসনকর্তা আদী ইব্‌ন আরতাত ফাযারীকে নিম্নরূপ পত্র লিখেন ঃ

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর প্রশংসার পর। আমি আমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্কে পত্র লিখলাম। তুমি ওমানের ফসল এবং খেজুরের যে উশর আদায় করবে, তা সেখানকার বেদুঈনদের মধ্যকার যারা তোমার কাছে আসবে, তাদের আর ঐসব লোকদের মধ্যে বন্টন করে দেবে, যারা অভাব-অনটন, দারিদ্র্য কিংবা রাস্তার বিপর্যয়ের দরুন ওমানে আসতে বাধ্য। তিনি আমাকে জবাব দিলেন, আমি আপনার কর্মচারীর নিকট থেকে উশরী ফসল এবং খেজুর দাবী করলাম। জবাবে তিনি বললেন, আমি তা বিক্রি করে তার মূল্য আদী ইব্‌ন আরতাতের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছি। সুতরাং তুমি ঐ মূল্য, যা তোমাদের ওমানের কর্মচারী তোমাকে পাঠিয়েছেন, তা তুমি আমার কাছে পুনরায় পাঠিয়ে দাও। তা হলে সে ঐ অর্থ আমার নির্দেশিত খাতসমূহে ব্যয় করবে। আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা সফল হোক! তোমাদের প্রতি সালাম।

বাহরাইন

বর্ণনাকারিগণ বলেন, বাহরাইন ভূখণ্ডটি পারস্য রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সেখানকার বালুকাময় প্রান্তরে আরবদের আবদুল কায়স, বকর ইব্‌ন ওয়ায়েল এবং তামীম গোত্রের বহু লোক বাস করত। সেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আমলে পারসিকদের পক্ষ হতে হাজর অঞ্চলের আসবায গ্রামের অধিবাসী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যাইদের গোত্রের মুনযির ইব্‌ন সাবী আরবদের শাসক ছিলেন। এটাও কথিত আছে যে, উক্ত ইব্‌ন যাইদ বাহরাইনে অবস্থিত ঘোড়ার পূজারী একটি জাতি 'আল-আস্‌বাযাইনের' দিকে সম্পৃক্ত হয়ে 'আসবাযী' নামে খ্যাত ছিলেন। আবদুস্ শামস গোত্রের মিত্র 'আলা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইমাদ হাযরামী (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হিজরী ৮ সনে বাহরাইন পাঠালেন, সেখানকার লোকদেরকে ইসলাম অথবা জিযিয়া কর প্রদানের আহবান জানিয়ে। তিনি (সা.) তার নিকট মুনযির ইব্‌ন সাবী এবং হিজরের নেতা 'সাইব্‌খ্তের' প্রতি ইসলাম গ্রহণ অথবা জিযয়া কর প্রদানের দাওয়াত সম্বলিত একটি পত্র প্রেরণ করেন। এরা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাদের সাথে সাথে

যেখানকার সকল আরব এবং কোন কোন অনারবও ইসলাম গ্রহণ করল। কিন্তু অন্যান্য অধিবাসীদের মধ্যে অগ্নিপূজক; ইয়াহূদী ও খৃষ্টানগণ ইসলাম গ্রহণ না করে 'আলা ইব্‌ন হাযরামীর সাথে সন্ধি করল। তিনি তাদেরকে একটি সন্ধিপত্র লিখে দিলেন। যা ছিল নিম্নরূপঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

এ সন্ধি পত্রটি 'আলা ইব্‌ন হাযরামী বাহরাইনের অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে সম্পাদন করেন। তিনি তাদের সাথে এভাবে মীমাংসা করলেন যে, তারা মুসলমানদেরকে শ্রম থেকে অব্যাহতি দিয়ে যথারীতি তাদেরকে খেজুরের অংশ দেবে। যারা তা পালন করবে না, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র, ফেরেশতাদের এবং মানবজাতির অভিশাপ পতিত হবে। সন্ধিপত্রে এটাও লেখা ছিল যে, জিযিয়া কর তাদের প্রত্যেক প্রাপ্ত-বয়স্কদের নিকট হতে মাথাপিছু এক দীনার হিসাবে আদায় করা হবে।"

আব্বাস ইব্‌ন হিশাম (র.) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বাহরাইনবাসীদের জন্যে নিম্নলিখিত নির্দেশিকা প্রদান করেন। আল্লাহ্‌র প্রশংসার পর। তোমরা যদি সালাত প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত প্রদান কর, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে সদ্ব্যবহার কর, তোমাদের উৎপাদিত খেজুরের উশর এবং শাক-সবজির অর্ধ-উশর আদায় কর, আর তোমাদের সন্তানদেরকে অগ্নিপূজক রূপে গড়ে না তোল, তবে তোমাদের সবকিছু নিরাপদ থাকবে। শুধুমাত্র তোমাদের অগ্নি-উপাসনাগারগুলো ছাড়া, সেগুলো আল্লাহ্ ও তার রাসূলের কর্তৃত্বাধীনে থাকবে। আর যদি তোমরা এসব অমান্য কর, তবে তোমাদের উপর জিযিয়া কর বাধ্যতামূলক হবে।" এ ঘোষণার পর অগ্নিপূজকগণ এবং ইয়াহূদীরা ইসলাম গ্রহণ করার পরিবর্তে জিযিয়া প্রদানকেই অগ্রাধিকার দেয়। এ কারণে আরবের মুনাফিকরা বলল, "মুহাম্মদ (সা.) দাবী করেছিল যে, আহলে কিতাব ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে জিযিয়া গ্রহণ করবে না। তা হলে হাজরের অগ্নিপূজকদের নিকট থেকে জিযিয়া কিভাবে গ্রহণ করল? অথচ তারা তো আহলে কিতাব নয়।" তখন এ আয়াতটি নাযিল হলোঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ-

"হে মু'মিনগণ! আত্মসংশোধন করাই তোমাদের কর্তব্য। তোমরা যদি সৎ পথে পরিচালিত হও, তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে, সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (৫ ঃ ১০৫)

আরও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হিজরী ৬ সনে রাজা-বাদশাহদের কাছে দূত পাঠাবার সময় 'আলা ইব্‌ন হাযরামীকে বাহরাইন পাঠায়েছিলেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসাফ্ফা হিমসী (র.) .... 'আলা ইব্‌ন হাযরামী (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে বাহরাইনে, অন্য বর্ণনায় হাজরে পাঠালেন। আমি

সেখানে বিভিন্ন ভাইয়ের যৌথ মালিকানাধীন বাগানে যেতাম। কেননা তাদের মধ্য করে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তাদের নিকট থেকে আমি উশর আর যারা বিধর্মী রয়ে গিয়েছিল, তাদের নিকট থেকে খিরাজ উশুল করতাম।

কাসিম ইব্ন সাল্লাম (র.) ..... উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হাজরবাসীদেরকে নিম্নলিখিত পত্র প্রদান করলেন ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর পক্ষ থেকে হাজরবাসীদের নামে। তোমাদেরকে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে। আমি আল্লাহ্র প্রশংসা করছি যে, তিনি ব্যতীত আর কোন মাবূদ নেই। এরপর আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র নামে এবং তোমাদের উদ্দেশ্যে উপদেশ দিচ্ছি যে, সৎ পথে আসার পর পথভ্রষ্ট হয়ো না। সত্যের আলো পাওয়ার পর মিথ্যা গ্রহণ করো না। এরপর জেনে রেখ, তোমরা যা কিছু করেছ, আমার কাছে তার সংবাদ এসেছে। তোমাদের মধ্যে যারা পুণ্যের কাজ করবে তাদের উপর অন্যায়কারীদের অন্যায় চাপিয়ে দেয়া হবে না। অতএব যখন তোমাদের কাছে আমার মনোনীত আমীরগণ যাবেন, তখন আল্লাহ্র কাজে, আল্লাহ্র পথে তাদের আনুগত্য, সাহায্য ও সহায়তা করবে। কেননা তোমাদের মধ্যে যারা পুণ্য কাজ করবে, তা কখনো আল্লাহ্র কাছে এবং আমার কাছে বিনষ্ট হবে না।

জেনে রেখ! আমার কাছে তোমাদের প্রতিনিধি দল এসেছে। আমি তাদের সাথে এমন ব্যবহার করিনি, যা তাদেরকে অসন্তুষ্ট করতে পারে। অথচ আমি যদি আমার পূর্ণ অধিকার প্রয়োগ করতাম, তা হলে তোমাদেরকে 'হাজর' থেকে বের করে দিতাম। আমি তোমাদের অনুপস্থিতদের বিবেচনা করেছি। আর উপস্থিতদের প্রতি অনুগ্রহ করেছি। অতএব তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর।"

হুসাইন ইব্ন আসওয়াদ (র.) ..... কাতাদা (রা.) সূত্রে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আমলে বাহরাইনে কোন যুদ্ধ হয়নি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সন্তুষ্টচিত্তে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। আর কেউ কেউ 'আলা ইব্ন হাযরামীর সাথে শস্যাদি এবং খেজুরের অর্ধেক কর স্বরূপ প্রদানের সন্ধি করেছিল। হুসাইন (র.) ...... যুহরী (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাজরের অগ্নিপূজকদের নিকট থেকে জিযিয়া কর গ্রহণ করেছিলেন।

হুসাইন (র.) .... হাসান ইব্ন মুহাম্মদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাজরের অগ্নিপূজকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র লেখেন যে, তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে তাদেরও ঐ অধিকার হবে, যা আমাদের আছে। তাদের উপর ঐ সকল কর্তব্য বর্তাবে, যা আমাদের উপর বর্তায়। আর যে তাতে একথা অস্বীকৃতি জানাবে, তার উপর জিযিয়া বাধ্যতামূলক হবে। আর আমরা না তাদের হাতের যবাহ্কৃত পশুর গোশত খাব, আর না তাদের মহিলাদেরকে বিবাহ করবো।

হুসাইন (র.) .... সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যিব (র.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হাজরের অগ্নিপূজকদের নিকট থেকে উমর (রা.) পারস্যের অগ্নিপূজকদের নিকট থেকে আর উছমান (রা.) বার্বারদের নিকট হতে জিযিয়া গ্রহণ করেন।

আমর নাকিদ (র.) ..... মূসা ইব্‌ন উকবা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা.) মুনযির ইব্‌ন সাবী (রা)-কে নিম্নরূপ পত্র লিখেন ঃ

"নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর পক্ষ থেকে মুনযির ইব্‌ন সাবীর নামে। তোমাকে নিরাপত্তা দেয়া গেল। আমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি, তিনি ব্যতীত আর কোন মাবূদ নেই। অতঃপর, তোমার পত্রখানা আমার নিকট পৌঁছেছে। এতে যা কিছু লেখা আছে, তা আমি জেনেছি। জেনে রেখ। যে আমাদের ন্যায় সালাত আদায় করবে, আমাদের কিবলাকে মান্য করবে, আর আমাদের যবাহ্‌কৃত পশুর গোশত খাবে, সে মুসলমান। আর যে এসব অস্বীকার করবে, তার উপর জিযিয়া বাধ্যতামূলক।

আব্বাস ইব্‌ন হিশাম কালবী (র.) .... আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মুনযির ইব্‌ন সাবী (রা.)-কে পত্র লেখেন। তিনি ঐ পত্রখানা পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হাজরবাসীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তাদের কেউ কেউ সন্তুষ্টি প্রকাশ করলো। আর কেউ কেউ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলো। সেখানকার আরবেরা ইসলাম গ্রহণ করলো। আর অগ্নিপূজক ও ইয়াহূদীরা জিযিয়া দিতে সম্মত হলো। তাদের থেকে তা যথারীতি আদায়ও করা হয়।

শায়বান ইব্‌ন ফর্‌রুখ (র.) .... হুমাইদ ইব্‌ন হিলাল (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আলা ইব্‌ন হাযরামী (রা.) বাহরাইন থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে প্রায় আশি হাজার দীনার মূল্যের মাল সম্পদ পাঠালেন। এত বড় অংকের তার নিকট না এর পূর্বে কোনদিন এসেছিল, আর না এর পরে। তিনি এর থেকে তার চাচা আব্বাস (রা.)-কে কিছু অর্থ প্রদান করেন।

হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র.) .... আবদুল আযীয ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাজরে পারস্য সম্রাটের সৈন্যদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিয়ে দূত পাঠান। কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি। এ কারণে তিনি (সা.) তাদের প্রত্যেকের উপর এক দীনার করে জিযিয়া ধার্য করলেন।

বর্ণনাকারিগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর 'আলা ইব্‌ন হাযরামী (রা.)-কে বরখাস্ত করে আবান ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আস ইব্‌ন উমাইয়াকে বাহরাইনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। আর একদল বর্ণনাকারী বলেন, 'আলা ইব্‌ন হাযরামী বাহরাইনের আল-কাতীফ অঞ্চলে ছিলেন। আর আবান ইব্‌ন সাঈদ আল-খাত অঞ্চলে ছিলেন। প্রথম বর্ণনাটি বিশুদ্ধতর।

বর্ণনাকারিগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর আবান ইব্‌ন সাঈদ বাহরাইন থেকে মদীনা শরীফ আগমন করেন। এদিকে বাহরাইনের অধিবাসিগণ আবু বকর (রা.)-এর কাছে আবেদন করলো যে, আলা ইব্‌ন হাযারামী (রা.)-কে পুনরায় শাসক করে তাদের কাছে যেন তিনি পাঠিয়ে দেন। তিনি তাই করলেন। সুতরাং আলা ইব্‌ন হাযরামী ২০

হিজরীতে তার মৃত্যু পর্যন্ত সেখানকার শাসনকর্তা ছিলেন। পরে উমর (রা.) তার স্থলে আবূ হুরায়রা (রা.)-কে সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। আর কেউ কেউ বলেন, উমর (রা.) 'আলা ইব্‌ন হাযরামী (রা.)-র মৃত্যুর পূর্বেই আবূ হুরায়রা (রা.)-কে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। 'আলা ইব্‌ন হাযরামী (রা.) পারস্যের অন্তবর্তী তাওয়াজ নামক স্থানে চলে যান এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার সংকল্প করেন। কিন্তু পরে আবার তিনি বাহরাইন প্রত্যাবর্তন করেন এবং এখানেই তার মৃত্যু হয়। আবূ হুরায়রা (রা.) বলতেন, "আমরা 'আলাকে কবরে দাফন করলাম। এক সময় সেখানকার ইট সরানোর প্রয়োজন হলো। ইট সরালাম, কিন্তু 'আলাকে কবরে পেলাম না।"

আবূ মুয্‌নাফ (র.) বলেন, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) বাহরাইনের গভর্নর আলা ইব্‌ন হাযরামী (রা.)-কে বাহরাইন থেকে প্রত্যাবর্তন করতে নির্দেশ দিলেন। তিনি তার পরিবর্তে উছমান ইব্‌ন আবুল আস-ছাকাফী (রা.)-কে বাহরাইন এবং ওমানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। 'আলা ইব্‌ন হাযরামী (রা.) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করার পর তাকে উৎবা ইব্‌ন গাযওয়ানের স্থলে বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু তিনি বসরায় পৌছার পূর্বেই ইন্তিকাল করেন। এটা হিজরী ১৪ সন বা ১৫ সনের প্রথম দিকের ঘটনা। তারপর উমর (রা.) কুদামা ইব্‌ন মাযউন জামহী (রা.)-কে বাহরাইনের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে এবং আবূ হুরায়রা (রা.)-কে সেখানকার শান্তিরক্ষা ও সালাত প্রতিষ্ঠার দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। পরে কুদামা (রা.)-কে সুরা পান করার অপরাধে শাস্তি প্রদান করে বরখাস্ত করা হয়। আবূ হুরায়রা (রা.) যথারীতি সালাত এবং শান্তিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু পরে তাকেও বরখাস্ত করা হয় এবং তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। তারপর তার স্থলে হযরত উমর (রা.) উছমান ইব্‌ন আবুল 'আস (রা.)-কে বাহরাইন এবং ওমানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

আমার নিকট উমরী (র.), হায়ছাম সূত্রে বর্ণনা করেন যে, কুদামা ইব্‌ন মায্‌উন (রা.) বাহরাইনে রাজস্ব আদায় এবং শান্তি রক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। আর আবূ হুরায়রা (রা.) সালাত এবং বিচার বিভাগের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি কোনও এক ব্যাপারে কুদামার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করেন। ফলে উমর (রা.) কুদামার স্থলে তাকে বারাইনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। পর তাকেও তিনি তার পদ থেকে বরখাস্ত করেন এবং তার কিছু সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে নেন। তিনি তাকে সেখান থেকে চলে আসার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানালেন। এতে উমর (রা.) তার স্থলে উছমান ইব্‌ন আবুল 'আসকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। এ সময় উমর ইন্তিকাল করেন। তিনি যখন পারস্যে গমন করলেন, তখন তার ভাই মুগীরা ইব্‌ন আবুল 'আস্ ওমান এবং বাহরাইনে তার স্থলাভিষিক্ত হন। কেউ কেউ বলেন, হাফ্‌স ইব্‌ন আবুল 'আস তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে ছিলেন। শায়বান ইব্‌ন ফররুখ (র.) আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) আমাকে বাহরাইনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এ সময় আমার নিকট ১২ হাজার দিরহাম সঞ্চিত হয়। আমি যখন উমর (রা.)-এর কাছে গেলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, "হে

আল্লাহ্র দুশমন ও আল্লাহ্র কিতাবের দুশমন! তুমি কি আল্লাহ্র সম্পদ চুরি করেছ?" তিনি বললেন, আমি বললাম, "আমি না আল্লাহ্র দুশমন, না তাঁর কিতাবের দুশমন, বরং এদের দুশমনেরই আমি দুশমন। তা হলো আমার ঘোড়ার বংশ বৃদ্ধিজনিত, এবং যুদ্ধলব্ধ গনীমতের হিস্সা থেকে প্রাপ্ত ও সম্পদের সঞ্চয়। এরপরও তিনি নিকট থেকে সে ১২ হাজার দিরহাম নিয়ে নিলেন। পরদিন ফজরের সালাতের পর আমি দু'আ করলাম, হে আল্লাহ্! উমর (রা.)-কে ক্ষমা করুন। তিনি বলেন, "তিনি (উমর) তাদের নিকট থেকে যা কিছু গ্রহণ করতেন, তার চেয়ে উত্তম বস্তু তিনি তাদেরকে দিয়ে দিতেন।" এরপর পুনরায় উমর (রা.) আমাকে বললেন, "আবূ হুরায়রা! আপনি কি শাসনকর্তার পদ গ্রহণ করবেন?" আমি বললাম, জী না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কেন? ইউসুফ (আ.) যিনি আপনার চেয়ে উত্তম ছিলেন, তিনিও তো শাসক ছিলেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَائِنِ الْاَرْضِ "প্রভু! আমাকে দেশের ধন-সম্পদের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন" (১২ ঃ ৫৫)। আমি বললাম, "ইউসুফ (আ.) ছিলেন নবীর পুত্র নবী। আর আমি বেচারা শুধুমাত্র আবূ হুরায়রা ইব্ন উমাইয়া। আর আমি আপনার পক্ষ হতে তিন এবং দুই বিষয়ে আশংকা করছি।" তিনি বললেন, তিন এবং দুই যখন বললেন, পাঁচই বললেন না কেন? আমি বললাম, "আমার তো ভয় হয় যে, আপনি আবার আমার পিঠে বেত্রাঘাত করে না বসেন। আমাকে অপসন্দ না করেন। আমার সম্পদ বাজেয়াপ্ত না করেন। আর আমার কাছে এটা অপসন্দ যে, আমি কোন কথা না বুঝে বলি। আর না জেনেশুনে কোন বিষয়ের মীমাংসা করি।"

কাসিম ইব্ন সাল্লাম (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত। "যখন তিনি বাহরাইন থেকে চলে আসেন, তখন উমর (রা.) তাকে বললেন, হে আল্লাহ্ ও তাঁর কিতাবের দুশমন! তুমি কি আল্লাহ্র সম্পদ চুরি করেছো? তিনি বলেন, আমার ঘোড়া হতে, যাদের বংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। উপঢৌকনাদি হতে, যা আমি লাভ করেছি। আরও সকল যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশ হতে, যা আমার কাছে জমা হয়েছিল।" কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আমার কাছে যা কিছু ছিল সবই বাজেয়াপ্ত করলেন। অবশিষ্ট হাদীছ উপরে বর্ণিত আবূ হিলালের হাদীছের অনুরূপ।

বর্ণনাকারিগণ বলেন, নবী (সা.)-এর ইন্তিকালের কিছু দিন পর মুন্যির ইব্ন সাবীর মৃত্যু হলে, পরে বাহরাইনে কায়স ইব্ন ছালাবা ইব্ন উকবার সন্তানগণ আল-হুতামের সঙ্গে মুরতাদ হয়ে যায়। আল-হুতামের নাম ছিল শুরাইহ ইব্ন দবীআ। লোকটি ছিল কায়স ইব্ন ছালাবা গোত্রের। তাকে আল-হুতাম তার নিম্নোক্ত উক্তির কারণে বলা হতো। قَدْ لَفَّهَا اللَّيْلُ بِسَوَّاقٍ حُطَمْ "রাত তাকে এমন হাক ডাককারীদের পথে পেল, যারা পশুদেরকে কঠোরভাবে হাঁকিয়ে থাকে।"

বাহরাইনে জারূদী অর্থাৎ বাশার ইব্ন আমর আব্দী এবং তার দলভুক্ত অনুসারিগণ ব্যতীত সম্পূর্ণ রবীআ গোত্র মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। তারা নু'মান ইব্ন মুনযিরের এক পুত্র আল-মুন্যিরকে তাদের শাসনকর্তা মনোনীত করে নেয়। আল-হুতামও রবীআ গোত্রের সাথে মিলিত হলো। 'আলা ইব্ন হাযরামী (রা.) এ সংবাদ পেলেন। তিনি মুসলমানদেরকে নিয়ে তাদের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং 'জুআছা', নামক একটি দুর্গে অবস্থান গ্রহণ

দিরহামের সমপরিমাণ ছিল। পরে 'আয্যারাহ' দুর্গ হতে এক ব্যক্তি এসে এ শর্তে নিরাপত্তা প্রার্থনা করলো যে, সে তাদেরকে তার গোত্রের পানির উৎসের সন্ধান দেবে। সে আয্যারাহ দুর্গের বাইরে ঐ উৎসটি সনাক্ত করিয়ে দিল। আলা ইব্ন হাযরামী তা বন্ধ করে দিলেন। এ দেখে শহরবাসী এ শর্তে সন্ধি করলো যে, শহরের এক-তৃতীয়াংশ, স্বর্ণ-রৌপ্যের এক-তৃতীয়াংশ এবং শহরের বাহিরে যা কিছু আছে, তার অর্ধাংশ মুসলিম সেনাপতি 'আলা গ্রহণ করবেন। এরপর আল-আখ্নাসুল আমিরী আ'লার (রা.) কাছে এসে বললো যে, তারা 'দারীনে' অবস্থিত তাদের সন্তান-সন্ততির সম্বন্ধে কোন শর্ত করেনি। এ দিকে কার্‌রায নাক্রী নামক এক ব্যক্তি 'আলা (রা.)-কে 'দারীনে' পৌছার পথ বলে দিল। 'আলা (রা.) মুসলমানদের একটি বাহিনীসহ গোপনে সমুদ্র পথে 'দারীন' পৌছলেন। সেখানকার লোকজন মুসলমানদের আগমনের সংবাদ ঠিক ঐ সময় জানতে পারলো, যখন মুসলমানগণ তাদের একেবারে নাকের ডগায় উপস্থিত হয়ে আল্লাহু আকবর ধ্বনি উচ্চারণ করেছিল। তারা শহর হতে বের হয়ে তিন দিক থেকে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করলো। মুসলমানগণ তাদের সমর কৌশলীদেরকে হত্যা করলেন এবং তাদের বালক-বালিকা এবং যুদ্ধ বন্দীদেরকে নিজেদের অধীনস্থ করে নিলেন। দারীনবাসীদের এ অবস্থা দেখে 'আল-মুকাবার' মুসলমান হয়ে গেল। এ যুদ্ধ সম্পর্কে কার্‌রায বলেন, "আলা (রা.) সমুদ্র পথে 'দারীন' এসে তাদের হাউয দেখে ভয় পেয়ে যান। অথচ আমি পূর্বেই দারীনের কাফিরদের নিকট পৌঁছে তা অতিক্রম করেছিলাম।"

খালফ বায্যার এবং আফ্ফান (র.) .... মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (রা.) সূত্র বর্ণিত। তিনি বলেন, বারা ইব্ন মালিক 'আয্যাবের' নেতার সাথে সম্মুখ যুদ্ধ করে তার ঘাড়ে বর্শা নিক্ষেপ করে তাকে মাটিতে ফেলে দিলেন। পরে তার হাত কেটে ফেললেন। তার বাজুবন্ধ এবং জুব্বা এবং কোমরবন্ধ তিনি নিয়ে নেন। এটি অতি মূল্যবান ছিল বিধায় গনীমতের সম্পদ উমর (রা.) তার এক-পঞ্চমাংশ তার বায়তুলমালের জন্য নিয়ে নিলেন। কোন শত্রুর দেহ থেকে কেড়ে নেয়া গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ তার বায়তুলমালের জন্য গ্রহণের এটাই ছিল ইসলামের ইতিহাসের প্রথম ঘটনা।

আল-ইয়ামামার ঘটনাবলী

বর্ণনাকারিগণ বলেন, আল-ইয়ামামার আগেকার নাম ছিল জাও। জাদীস গোত্রের আল-ইয়ামামা বিন্ত মুর্‌রা নাম্নী একটি মহিলাকে তার দ্বার প্রান্তে শূলে চড়ানো হয়েছিল বলে একে পরে আল-ইয়ামামা বলা হতো। এ বিষয়ে আল্লাহ্ই সবচেয়ে ভাল জানেন।

বর্ণনাকারিগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হিজরী সপ্তম সনের প্রথমে, মতান্তরে হিজরী ষষ্ঠ সনে বিভিন্ন দেশের রাজ-রাজার নামে দাওয়াত পত্র প্রেরণ করেছিলেন। সে সময় তিনি হাওযা ইব্ন আলী-হানাফী এবং ইয়ামামাবাসীদের নামেও একখানা পত্র লিখেছিলেন। এতে তাদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত ছিল। তাঁর এ পত্রখানা সালীত ইব্ন কায়স ইব্ন আমর

আনসারী খাজরাযীর মাধ্যমে তিনি তাদের কাছে প্রেরণ করেন। তারা পত্র পেয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে তাদের প্রতিনিধি দল প্রেরণ করলো। প্রতিনিধিদের মধ্যে মুজ্জাআ ইবন মুরারা নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর আবেদনক্রমে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)তাঁকে জায়গীর হিসাবে একখণ্ড পতিত জমি দান করেন। তাদের মধ্যে আররাজ্জাল ইবন উনফুয়া নামে আর এক ব্যক্তি ছিলো। সেও ইসলাম গ্রহণ করে এবং সূরা বাকারা ও কুরআন শরীফের অন্যান্য সূরাও শিক্ষা করে। কিন্তু পরে সে মুরতাদ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে নবূওয়াতের দাবীদার মুসায়লামা কায্যাব নামে খ্যাত ছুমামা ইবন কবীর ইবন হাবীবও ছিল। মুসায়লামা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে লক্ষ্য করে বললো "আপনি চাইলে আমি বর্তমানে আপনার জন্যে কর্তৃত্ব ছেড়ে দেব এবং এ শর্তে আপনার হাতে বায়'আত করব যে, আপনার পরে কর্তৃত্ব আমাদের হাতে থাকবে।" রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে বললেন, "না, চোখের ন্যায় মূল্যবান নিআমতের শপথ, এটা কখনো হতে পারে না। বরং আল্লাহ্ তোমাকে ধ্বংস করুক।" হাওযা ইবন আলী হানাফী রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পত্রের জবাব এভাবে দিল যে, "আপনি যদি আপনার পরে মুসলমানদের নেতৃত্ব আমার জন্যে ছেড়ে দেন, তবে আমি ইসলাম গ্রহণ করবো এবং আপনার খিদমতে হাযির হয়ে আপনার সাহায্য করবো। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উত্তরে বললেন, "না, সম্ভ্রমের শপথ, এটা কখনো হতে পারে না। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে এর অনিষ্ট থেকে রক্ষা কর।" এর অল্প কিছু দিন পরেই হাওযা মৃত্যু বরণ করে। হানীফা গোত্রের প্রতিনিধি দল আল-ইয়ামামায় ফিরে গেল। এ সময় মুসায়লামা কায্যাব নবূওয়াতের দাবী করে বসলো। আর রাজ্জাল ইবন উনফুয়া তার নবূওয়াতের সাক্ষ্য দিয়ে বলেছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মুসায়লামাকে তাঁর সঙ্গে শরীক করে নেন। এতে হানীফা গোত্র এবং অন্যান্য আল-ইয়ামামাবাসী মুসায়লামার অনুসারী হয়ে পড়ে। মুসায়লামা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে আমির ইবন হানীফা গোত্রের উবাদা ইবন হারিছের কাছে একটি পত্র প্রেরণ করে। এ আমির হলো সেই ইবন নাওয়াহা যাকে পরবর্তী কালে আবদুল্লাহ্ ইবন মাস্'উদ (রা.) কূফায় হত্যা করেছিলেন। কারণ তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, এ লোকটি এবং তার সাথে একটি দল মুসায়লামার মিথ্যা দাবীর ওপর ঈমান রাখতো।

মুসায়লামা তার পত্রে লিখেছিল ঃ এটা আল্লাহ্র রাসূল মুসায়লামার পক্ষ থেকে আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর নামে। অতঃপর অর্ধেক পৃথিবী আমার আর অর্ধেক কুরায়শদের কিন্তু কুরায়শরা ন্যায় বিচার করছে না। আপনার ওপর সালাম।

পত্রটির লেখক ছিল আমর ইবন জারূদ হানাফী।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তার জবাবে লিখলেন ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

এ পত্রখানা নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর পক্ষ থেকে মুসায়লামা কায্যাবের নামে। এরপর রাজ্যতো আল্লাহ্ তা'আলারই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর অধিকারী করেন এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্যে। সৎপথের অনুসারীদের ওপর সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক (৭ ঃ ১২৮)।

উবাই ইব্ন কাআব (রা.) এ পত্রটি লিখেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর আবূ বকর (রা.) খলীফা হলেন। তিনি কয়েক মাসের মধ্যেই আরবের নাজদ এবং তার আশপাশের মুরতাদদের সম্পূর্ণভাবে মূলোৎপাটন করেন। এরপর তিনি খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা মাখ্যূমীকে নবূওয়াতের মিথ্যা দাবীদার মুসায়লামা কায্যাবের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে আল-ইয়ামামা প্রেরণ করেন। তিনি আল-ইয়ামামার নিকট পৌঁছে হানীফা গোত্রের একটি দলকে কাবু করে ফেলেন। এদের মধ্যে মুজ্জাআ ইব্ন মুরারা ইব্ন সালমাও ছিল। তিনি এ দলের সবাইকে হত্যা করে ফেলেন। কিন্তু মুজ্জাআকে বন্দী অবস্থায় মুসলিম শিবিরে নিয়ে আসেন। এ সময় মুসলিম বাহিনী আল-ইয়ামামা শহর হতে এক মাইল দূরে অবস্থান করছিল। হানীফা গোত্রের অপর একটি দল তাদের দিকে অগ্রসর হলো। এদলের মধ্যে ছিল তাদের বিশিষ্ট ব্যক্তি আর রাজ্জাল, মুহাক্কিম ইব্ন তুফায়ল ইব্ন সুবাই, যাকে ইয়ামামার মহাক্কিম বলা হতো। খালিদ (রা.) তাদের মধ্যে কিছু একটা চকমক করতে দেখে বললেন, 'হে মুসলিম বাহিনী! আল্লাহ্ তোমাদেরকে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না যে, তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করছে? আমার ধারণা হচ্ছে, তাদের পরস্পরের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। আর তাদের শক্তি পারস্পরিক লড়াইতে ক্ষয় হচ্ছে। একথা শুনে শিকলে আবদ্ধ মুজ্জা'আ বললো, 'না, ব্যাপার ঠিক তা নয়। আপনি যা দেখছেন, তা হলো ভারতীয় তরবারি। এগুলো যাতে যুদ্ধে ভেঙ্গে না যায় এবং এগুলোর মসৃণতা বৃদ্ধি পায় এজন্যে তারা এগুলোকে রৌদ্র লাগাচ্ছে। পরে উভয় বাহিনী সম্মুখ যুদ্ধে অবতরণ করলো। মুসলমানদের বিরুদ্ধে সর্ব প্রথম আর্‌রাজ্জাল ইব্ন উনফুয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সে নিহত হয়। এযুদ্ধে অনেক মর্যাদা সম্পন্ন মুসলমান এবং কুরআনের বহু হাফিজ শাহাদাত বরণ করেন। পরে মুসলিম বাহিনী পুনরায় সংগঠিত হয়ে শত্রুদের ওপর পাল্টা আক্রমণ করে। আল্লাহ্ তাদেরকে বিজয় দান করেন। আল-ইয়ামামা বাহিনী পরাজয় বরণ করলো। মুসলিম বাহিনী তাদের পশ্চাদানুসরণ করে। এবং তাদেরকে দ্রুত হত্যা করে। আইশা (রা.)-এর ভাই আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা.) মুহাক্কিম ইব্ন তুফায়েলকে একটি তীর নিক্ষেপে হত্যা করেন। কাফিরগণ বাধ্য হয়ে নিকটবর্তী উদ্যানে আশ্রয় নিলো। এ কারণে ঐ দিন হতে উক্ত উদ্যানটিকে হাদীকাতুল মাউত বা মৃত্যু উদ্যান বলা হতো। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এ উদ্যানেই মুসায়লামাকেও হত্যা করা হয়।

আমির ইব্‌ন লুআই ইব্‌ন গালিব গোত্রের লোকেরা বলেন, মুসায়লামাকে আমির লুআই গোত্রের খিদাশ ইব্‌ন বশীর ইব্‌ন আসাম হত্যা করেছিল। কোন কোন আনসার বলেন, তাকে হারিছ ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রের আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যাইদ ইব্‌ন ছা'আলাবা হত্যা করেছিলেন। এ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যাইদকেই আযানের ব্যাপারে স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল।

কেউ কেউ বলেন, আবূ দুজানা সিমাক ইব্‌ন খারাশা (রা.) মুসায়লামাকে হত্যা করেন এবং তারপর তিনি নিজেও শাহাদাত বরণ করেন। আবার কেউ বলেন, বনী নাজ্জারের মাবযূল গোত্রের হাবীব ইব্‌ন যাইদের ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যাইদ ইব্‌ন আসিম (রা.) তাকে হত্যা করেছিলেন। কারণ মুসায়লামা ইতোপূর্বে তাঁর ভাই হাবীবের উভয় হাত পা কেটে দিয়েছিল। হযরত হামযা (রা.)-এর হত্যাকারী ওয়াহ্‌শী ইব্‌ন হারব দাবী করত যে, তিনিই মুসায়লামার হত্যাকারী। তিনি বলতেন, "আমি একজন উৎকৃষ্ট মানুষকে এবং একজন নিকৃষ্ট মানুষকে হত্যা করেছি।" একদল বর্ণনাকারী বলেন, আসলে তার হত্যাকাণ্ডে এঁরা সবাই শরীক ছিলেন। মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানের দাবী ছিল যে, তিনিই মুসায়লামাকে হত্যা করেন। বনী উমাইয়ার লোকজন হযরত মু'আবিয়া (রা.)-কে মুসায়লামার হত্যাকারী মনে করতেন।

আবূ হাফ্‌স দিমাশকী (র.) আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের দরবারে উপস্থিত এক ব্যক্তির বরাতে বলেন, যখন আবদুল মালিক হানীফা গোত্রের ইয়ামামার যুদ্ধে শরীক এক ব্যক্তিকে মুসায়লামার হত্যাকারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছিলেন। জবাবে ঐ ব্যক্তি বলেন, মুসায়লামাকে ঐ ব্যক্তিই হত্যা করেছে, যার মধ্যে এই এই গুণ ছিল। আবদুল মালিক তা শুনে বলে উঠলেন। আল্লাহ্‌র কসম, তুমি মু'আবিয়া (রা.)-কেই তার হত্যাকারী সাব্যস্ত করছো।

বর্ণনাকারিগণ বলেন, যখন ভণ্ড নবী মুসায়লামার গলা চেপে ধরা হয়, তখন সে চিৎকার করে বলতে থাকে– 'হে হানীফা গোত্রের লোকেরা! নিজেদের বংশ মর্যাদা রক্ষার্থে লড়তে থাক। সে এ বাক্যটিকে বার বার আওড়াতে থাকে যাবৎ না আল্লাহ্ তাকে ধ্বংস করলেন।

আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন গিয়াছ (র.) .... যুবাইর (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আরবের কিছু লোক আবূ বকর (রা.)-এর খিলাফতের প্রথম দিকে ইসলাম ত্যাগ করে। আবূ বকর (রা.) তাদের মুকাবিলায় খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা.)-কে প্রেরণ করলেন। খালিদ তাদের মুকাবিলা করলেন এবং বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি মুসায়লামার দফারফা না করে ক্ষান্ত হবো না। আনসারগণ বললেন, এটা আপনার ব্যক্তিগত অভিমত। আবূ বকর (রা.) আপনাকে এ নির্দেশ দেননি। আপনি মদীনায় ফিরে চলুন! আমরা আমাদের ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দেব। খালিদ বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি মুসায়লামার সাথে যুদ্ধ না করে ক্ষান্ত হবো না। আনসারগণ তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেলেন। পরে তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, 'আমরা এটা কি করলাম? যদি তিনি মুসলমান(?) করেন তবে আমাদেরকে লজ্জিত হতে হবে। আর যদি তিনি পরাজয় বরণ করেন, তবে তার

অর্থ হবে এই যে, আমরাই তাঁর পরাজয়ের হেতু হলাম। এ চিন্তা-ভাবনা করে আনসারগণ ফিরে এসে খালিদের সাথে মিলিত হলেন। মুসলমান এবং মুশরিকদের মধ্যে মুকাবিলা হলো। মুসলমানগণ পিছু হটে নিজেদের শিবির পর্যন্ত এসে পৌঁছলেন। এমতাবস্থায় সায়েব ইব্‌ন আওয়াম উঠে চিৎকার করে বললেন, 'হে লোকজন! তোমরা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পশ্চাৎ অপসরণ করে নিজেদের শিবির পর্যন্ত এসে পৌঁছেছ। জেনে রেখ, ময়দান থেকে পালিয়ে শিবিরে পৌঁছলে পলায়নের কোন স্থানই আর অবশিষ্ট থাকে না। এতে মুসলিম বাহিনী সতর্ক হয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে যুদ্ধে অবতরণ করলো। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় মুশরিকগণ পরাজয় বরণ করলো। মুসায়লামা নিহত হলো। এ যুদ্ধে মুসলমানদের[১] গোপন সঙ্কেত ছিল 'ইয়া আস্‌হাবা সূরাতিল বাকারা (হে সূরা বাকারাওয়ালাগণ!)।

আমার নিকট আল-ইয়ামামার এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, কোনও এক ব্যক্তি হানীফা গোত্রের আশ্রয়াধীন ছিল। যখন তাদের নেতা মুহাক্কিম নিহত হলো, তখন সে বলেছিল, "যদি আমি এদের থেকে মুক্তি পাই তবে একটা বিরাট বিপদ হতে মুক্তি পাব। অন্যথায় আমাকে মুহাক্কিমের পেয়ালাই পান করতে হবে।"

বর্ণনাকারিগণ বলেন, যুদ্ধ মুসলমানদেরকে সম্পর্ণরূপে ক্লান্ত-শ্রান্ত করে দিয়েছিল। তাদের উদ্যম অবশিষ্ট ছিল না। মুজ্জাআ এটা বুঝতে পেরে খালিদ (রা.)-কে বলেছেন, এ পর্যন্ত তোমরা আমাদের অল্প সংখ্যক লোকই হত্যা করেছ। এখনো আমাদের এমন অনেক লোক বাকী আছে, যাদের সাথে তোমাদের এখনো যুদ্ধই হয়নি। অথচ আমি দেখছি তোমরা তোমাদের সমস্ত উদ্যাম হারিয়ে ফেলেছ। আমি তোমাদের সাথে আমাদের অবশিষ্ট লোকদের পক্ষ হতে তোমাদের সাথে সন্ধি করছি। সে খালিদ (রা.)-এর সাথে অর্ধেক বন্দী, অর্ধেক স্বর্ণ-রৌপ্য, ও যুদ্ধাস্ত্র এবং যুদ্ধে ব্যবহৃত ঘোড়া প্রভৃতি প্রদানের শর্তে সন্ধি করলো। খালিদ (রা.) তাকে আল-ইয়ামামাবাসীদের নিকট প্রেরণ করলেন। সে ইয়ামামায় গিয়ে বালক, রমণী ও বৃদ্ধদেরকে বললেন, তোমরা যুদ্ধাস্ত্র পরিধান করে দুর্গের আশে-পাশে দাঁড়িয়ে যাও। তারা তার কথামত কাজ করলো। যখন খালিদ (রা.) এবং মুসলমানগণ এ সমস্ত যুদ্ধাস্ত্র পরিহিত লোকদেরকে দেখলেন, তখন তাদেরকে দক্ষ যোদ্ধা বলে মনে করতে তাদের কোন সন্দেহ রইলো না। তিনি বলতে লাগলেন, বাস্তবিকই মুজ্জাআ আমার সঙ্গে সত্য কথা বলেছে। পরে মুজ্জাআ মুসলিম বাহিনীর নিকট ফিরে এসে বললো, 'জন-সাধারণ ও সমস্ত শর্ত গ্রহণ করছে না, যার ওপর আমি আপনাদের সহিত তাদের পক্ষে সন্ধি

---

১. শিআর (شعار) শব্দের আভিধানিক অর্থ নিশান, চিহ্ন। পরিভাষায় যোদ্ধাদের বিশেষ চিহ্ন বা সঙ্কেত। যখন তুমুল যুদ্ধের সময় যোদ্ধাগণ পরস্পর পরস্পরের সাথে মিশে যায়, শত্রু-মিত্র চেনা কঠিন হয়ে পড়ে, তখন প্রত্যেক দলই নিজস্ব জাতীয় ও সাম্প্রদায়িক বিশেষ সঙ্কেতের সাহায্যে উচ্চৈঃস্বরে আহবান করে থাকে। এতে সৈন্যদের উৎসাহ ও প্রেরণা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আল্লামা ইব্‌ন হাজর বলেন, 'যুদ্ধের সময় আনসারদের প্রতীক হতো আবদুর রহমান। আর মুহাজিরদের সঙ্কেত হতো আবদুল্লাহ্‌। আবূ দাউদ শরীফে আছে, কোন কোন সময় আনসার ও মুহাজির সম্মিলিতভাবে কুরআনের কোন আয়াতকে সঙ্কেত রূপে ব্যবহার করতেন। (কিতাবুল জিহাদ)

করেছিলাম। তারা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। এ দেখুন দুর্গের আশে পাশে দক্ষ সৈন্যদের বিপুল সমাবেশ। আমি তাদেরকে অনেক অনুরোধ করে তাদের এক-চতুর্থাংশ বন্দী, অর্ধেক স্বর্ণ-রৌপ্য, যুদ্ধাস্ত্র এবং ঘোড়া প্রভৃতি পশু প্রদানের শর্তে সন্ধি করতে সম্মত করেছি। খালিদ (রা.) ও সমস্ত শর্তেই সন্ধি করতে সম্মত হয়ে গেলেন। তিনি সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করলেন। পরে মুজ্জাআ তাঁকে সঙ্গে করে ইয়ামামায় আসলো। খালিদ (রা.) যখন প্রকৃত ব্যাপার উপলব্ধি করলেন এবং অবশিষ্ট লোকদেরকে স্বচক্ষে দেখলেন, তখন তিনি বলে উঠলেন, "ওহে মুজ্জাআ! তুমি আমার সাথে প্রতারণ করেছ।" (কিন্তু তিনি তার সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলেন না।) আল-ইয়ামামাবাসীরা মুসলমান হয়ে যায়। তাদের নিকট হতে যাকাত গ্রহণ করা হয়। এরপর এমর্মে খলীফা আবূ বকর (রা.)-এর লিখিত ফরমান খালিদের নিকট আসলো যে, আপনি বাহরাইনে 'আলা ইব্ন হাদরামীর সাহায্যার্থে চলে যান। তিনি খলীফার ফরমান পেয়ে সামুরা ইব্ন আমিরকে এখানে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে বাহারাইনে চলে যান। আল-ইয়ামামা হিজরী ১২ সনে বিজিত হয়। আমার নিকট আবূ রিবাহ্ আল-ইয়ামামী বলেন, মুসায়লামা কায্যাবের শরীরের গঠন ছিল খাট, মুখমণ্ডল ছিল গাঢ় পীত বর্ণের এবং নাক ছিল চ্যাপটা। তার উপনাম ছিল আবূ ছুমামা। অন্যরা বলেন, তার উপনাম ছিল আবূ ছামালা। হুজায়র নামক এক ব্যক্তি তার মুআয্যিন ছিল। সে আযানের সময় বলতো।

أَشْهَدُ أَنَّ مُسَيْلَمَةَ يَزْعَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللّٰه "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুসায়লামা আল্লাহ্র রাসূল হওয়ার দাবী করছেন।" এতে সে বললো 'أَفْصَحُ حُجَيْرٌ। হুজাইর অত্যন্ত ভাষা কুশলী ব্যক্তি।' পরে তার এ বাক্যেটি প্রবাদে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

আল-ইয়ামামার যুদ্ধে যাঁরা শাহাদাত বরণ করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ঃ

১. আবূ হুযায়ফা ইব্ন উতবা তাঁর নাম ছিল হুশায়ম। তাঁকে মুহাশামও বলা হতো।
২. সালিম (রা.) ইনি আবূ হুযায়ফার (রা.) আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। তাঁর উপনাম ছিল আবূ আবদুল্লাহ্। কারো কারো মতে ইনি ছুবায়তা অথবা নুবায়ছা কর্তৃক আযাদকৃত দাস ছিলেন।
৩. খালিদ ইব্ন উসায়দ।
৪. আবদুল্লাহ্ (রা.) তাঁর আসল নাম ছিল হাকাম ইব্ন সাঈদ। কেউ কেউ বলেন, তিনি মূতার যুদ্ধে শহীদ হন।
৫. শুজা 'ইব্ন ওহাব আল-আসাদী (রা.)। তিনি বনী উমাইয়াদের মিত্র ছিলেন। তাঁর উপনাম ছিল আবূ ওহাব।
৬. তুফায়ল ইব্ন আমর দাওসী (রা.)। তিনি ছিলেন আযদীদের অন্তর্ভুক্ত।
৭. ইয়াযীদ ইব্ন রুকাইশ আল-আসাদী (রা.)। তিনি ছিলেন বনী উমাইয়াদের মিত্র।
৮. মাখরামা ইব্ন শুরাইহ্ হাদরামী (রা.)। তিনিও বনী উমাইয়াদের মিত্র ছিলেন।
৯. সায়েব ইব্ন আওয়াম (রা.)। তিনি যুবাইর ইব্ন আওয়ামের ভাই ছিলেন।
১০. ওয়ালীদ ইব্ন আব্দ শামস ইব্ন মুগীরা.মাখযূমী (রা.)।
১১. সায়েব ইব্ন উছমান ইব্ন মাযউন জামহী (রা.)।

১২. যাইদ ইব্‌ন খাত্তাব (রা.)। তিনি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.)-এর ভাই ছিলেন। কথিত আছে তাঁকে আবূ মারয়াম হানাফী হত্যা করেছিল। তাঁর নাম সুবায়হ্ ইব্‌ন মুহাব্বিশ ছিল। ইব্‌ন কালবী বলেন, তাঁকে লবীদ ইব্‌ন বুরগুছ ইজলী হত্যা করেছিল। পরবর্তীকালে সে উমর (রা.)-এর দরবারে উপস্থিত হলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন। 'তুমি কি জাওয়ালিক নাকি হে!

যাইদের উপনাম ছিল আবূ আবদুর রহমান। ইনি বয়সে উমর (রা.)-এর চেয়ে বড় ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, আবূ মারয়ামের নাম আয়াস ইব্‌ন সুবায়হ্ ছিল। উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে ইনিই সর্বপ্রথম বসরার কাযী নিযুক্ত হন। ইনি আহওয়াযের 'সাবীল' নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন।

১৩. আবূ কায়স্ ইব্‌ন হারিছ।

১৪. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিছ।

১৫. সালীত ইব্‌ন আমর (রা.)। ইনি আমির ইব্‌ন লুআই গোত্রের সুহায়ল ইব্‌ন আমিরের ভাই।

১৬. আয়াস ইব্‌ন বুকাইর আল-কিনানী (রা.)।

আনসারদের মধ্যে শাহাদত বরণকারীদের মধ্যে ছিলেন :

১৭. আব্বাদ ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন 'আদী (রা.)। ইনি আউস সম্প্রদায়ের জাহজাবা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

১৮. আব্বাদ ইব্‌ন বিশ্‌র (রা.)। ইনি আউস সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁর উপনাম আবূ রবী ছিল। কেউ কেউ বলেন, তাঁর উপনাম আবূ বিশ্‌র ছিল।

১৯. মালিক ইব্‌ন আউস।

২০. আবূ আকীল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.)। তিনি বনী জাহ্‌জাবার মিত্র ছিলেন। তাঁর নাম আবদুল উজ্জা ছিল। নবী করীম (সা.) তাঁর নাম আবদুল উজ্জার পরিবর্তে মূর্তির শত্রু আবদুর রহমান রেখেছিলেন।

২১. সুরাকা ইব্‌ন কাআব (রা.) তিনি খাজরায সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

২২. উমারা ইব্‌ন হাযাম নাজ্জারী (রা.)। কেউ কেউ বলেন, তিনি মু'আবিয়া (রা.)-এর আমলে ইন্তিকাল করেন।

২৩. হাবীব ইব্‌ন আমর নাজ্জারী (রা.)।

২৪. মাআন ইব্‌ন 'আদী। তিনি কুযাআ গোত্রের লোক ছিলেন এবং আনসারদের মিত্র ছিলেন।

২৫. ছাবিত ইব্‌ন কাইস ইব্‌ন শাম্মাস ইব্‌ন আবূ যুহাইর (রা.)। ইনি হারিছ ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রের লোক ছিলেন। ইনি নবী করীম (সা.)-এর খতীব ছিলেন। তাঁর উপনাম ছিল আবূ মুহাম্মদ। তিনি ঐ সময় অনসারদের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন।

২৬. আবু হান্না ইব্‌ন গুযাইয়া ইব্‌ন 'আমর (রা.)। ইনি মাযিন ইব্‌ন নাজ্জার গোত্রের লোক ছিলেন।

২৭. আল-আসী ইব্‌ন ছাআলাবা দাওসী (রা.)। তিনি আনসারদের মিত্র আযদ গোত্রের লোক ছিলেন।

২৮. আবু দুজানা সিমাক ইব্‌ন আউস সাঈদী (রা.)। তিনি খাযরাজ সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন।

২৯. আবু উসাইদ মালিক ইব্‌ন রবীআ সাঈদী (রা.)। কেউ কেউ বলেন, তিনি হিজরী ৬০ সনে মদীনা শরীফে ইন্তিকাল করেন।

৩০. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবু মালিক (রা.)। তাঁর আসল নাম ছিল আল-হুবাব। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর পিতার নামে তাঁর নাম রাখেন। তাঁর পিতা মুনাফিক ছিল। একেই ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূল বলা হতো। সালূল উবাইর মার নাম ছিল। সে ছিল খুযাআ গোত্রের মহিলা। উবাই তার দিকেই সম্পর্কিত ছিল। তার পিতা মালিক ইব্‌ন হারিছ খাযরাজ গোত্রের লোক ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, ইনি জুআছা দুর্গ অবরোধের দিন বাহরাইনে শহীদ হন।

৩১. 'উক্‌বা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন নাব্বী (রা.)। ইনি খাযরাজ গোত্রের বনী সালামার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

৩২. হারিছ ইব্‌ন কাআব ইব্‌ন আমর (রা.)। ইনি নাজ্জার গোত্রের লোক ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বনী মাবযুলের হাবীব ইব্‌ন যাইদ ইব্‌ন আসিমকে (রা.) এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ওহাব আল-আসলামী (রা.)-কে মুসায়লামার নিকট প্রেরণ করেন। সে আবদুল্লাহ্ (রা.)-এর সাথে তো কোনরূপ বে-আদবী করলো না। কিন্তু হাবীব (রা.)-এর হাত-পা কেটে ছিল। হাবীবের মা ছিলেন নাসীরা বিন্‌ত কাআব।

ওয়াকিদী (রা.) বলেন, এরা উভয়ে ওমান থেকে আমর ইব্‌ন 'আসের সাথে গিয়েছিলেন। আমর এবং তাঁর সঙ্গী কোন প্রকারে বেঁচে গেলেন, কিন্তু এঁরা দু'জন গ্রেফতার হয়ে গেলেন। আল-ইয়ামামার যুদ্ধে নুসাইবাও শরীক হয়েছিলেন। শরীরের কয়েক স্থানে আঘাত পেয়ে তিনি ফিরে আসেন। তিনি হাবীব এবং আবদুল্লাহ্‌র মা ছিলেন। যাইদের ঔরসে এঁদের দু'জনের জন্ম হয়। উহুদের যুদ্ধেও নুসায়বা শরীক হয়েছিলেন। তিনি আল-আকাবার দিন শপথ গ্রহণকারিণী দু'জন মহিলার একজন ছিলেন। আল-ইয়ামামার যুদ্ধে আরও শাহাদাত বরণ করেছিলেন। (১) আইয ইব্‌ন মাইস আস্ যারকী আল-খাযরাজী (রা.); (২) ইয়াযীদ ইব্‌ন ছাবিত খাযরাজী (রা.)। ইনি যাইদ ইব্‌ন ছাবিতের ভাই ছিলেন। যিনি ফারায়েয শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন।

বর্ণনাকারিগণ আল-ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাতবরণকারীদের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ করেছেন। নূন্যতম সংখ্যা ৭০০ বর্ণিত হয়েছে। আর উর্ধ্বতম সংখ্যা ১.৭০০ আবার কেউ কেউ এ সংখ্যা ১.২০০ বলেছেন।

কাসিম ইব্ন সাল্লাম (র.) হিশাম ইব্ন ইসমাঈল (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন– ইয়ামামার মুজ্জা'আ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পবিত্র খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি তাকে তিনটি জমি-জায়গীর হিসাবে প্রদান করেন এবং তার উদ্দেশ্যে নিম্ন লিখিত লিপিটি লিখে দেন ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

এ লিপিখানা আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (সা.) মুজ্জা'আ ইব্ন মুরারা ইব্ন সুলামীকে প্রদান করেন। আমি তোমাকে আল-গূরা, গুরাবা এবং আল-হিবল নামক তিনটি জমি-জায়গীর হিসাবে প্রদান করলাম। কেউ যদি এ নিয়ে তোমার সাথে ঝগড়া করে তবে আমাকে বলবে।

আল-গূরা গিরাবাতের একটি কসবা যা কারাতের নিকট অবস্থিত। বর্ণনাকারী বলেন, মুজ্জাআ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর আবূ বকর (রা.)-এর নিকট আগমন করেন। তিনি তাকে একটি জমি জায়গীর হিসাবে দান করেন। বর্ণনাকারী হারিছ বলেন, ওর নাম আমার স্মরণ নেই।

কাসিম ইব্ন সাল্লাম (রা.) .... আদী ইব্ন হাতিম (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ফুরাত ইব্ন হাইআন ইজলীকে আল-ইয়ামামায় একটি জমি জায়গীর হিসাবে প্রদান করেন।

আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্ন ছুমাল ইয়ামামী (র.) এবং তাঁর নিকট তাঁদেরই একজন শায়খ বর্ণনা করেন যে, আল-হাদীকার নাম হাদীকাতুল মাউত বা মরণ বাগ নামে অভিহিত হয়েছিল এজন্যে যে, সেখানে নিহতের সংখ্যা ছিল প্রচুর।

বর্ণনাকারী বলেন, কায়সের মুক্তিপ্রাপ্ত দাস ইসহাক ইব্ন আবূ খামীসা (রা.) মরণ-বাগে খলীফা মামূনের সময় একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করেন। আল-হাদীকার পূর্বনাম ছিল। উবাদ (اباض)। মুহাম্মদ ইব্ন ছুমাল বলেন, কসরুল্ ওরূদ বা গোলাপ প্রাসাদটি আল-ওয়ারূদ ইব্ন সমীন ইব্ন উবাইদ হানাফীর নামানুসারে হয়েছে। অপর একজন বর্ণনাকারী বলেন, গোলাপ প্রাসাদটির নাম তার সুসংরক্ষিত কারণে হিসনে মুতিক রাখা হয়েছিল। এর দ্বারা তারা বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, কেউ যদি শত্রুর ভয়ে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করে তবে সে শত্রুর কবল থেকে নিরাপদে থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন, আর্‌রিয়া একটি কূপের নাম। এখান হতে আস-সা'ফুকার অধিবাসিগণ পানি পান করে থাকে। এটা একটি পতিত জায়গা, যা সাফূক নামী একজন নেতার নামানুসারে হয়েছে। যিনি তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এ কূপটি হতে খাইয়িবা এবং খিদরামিগণও পানি পান করতো।

আরবদের মুরতাদ হওয়ার বিবরণ

আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খিলাফতকালে

বর্ণনাকারিগণ বলেন, আবূ বকর (রা.) খলীফা হওয়ার পর আরবদের কোন কোন গোত্র মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হয়ে গেল। তারা যাকাত দেয়া বন্ধ করে দিল। তাদের একদল বললো, আমরা সালাত আদায় করবো কিন্তু যাকাত দিতে পারব না। এতে আবূ বকর (রা.) বললেন, পূর্বে যাকাতের পশুর সংগে যে দড়ি বা রশি দিত, তা-ও যদি বন্ধ করে, অন্য এক অর্থে তারা যদি এক বছরের যাকাতও বন্ধ করে, তবুও আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো।

কোন কোন বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বলেছেন, 'যদি তারা এক বছরের কম বয়স্ক বকরীর বাচ্চাও যাকাত হিসাবে দেওয়া বন্ধ করে, তবুও আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব।

আবদুল্লাহ্ ইবন সালিহ্ ইজলী (র.) .... শা'বী (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবন মাস'ঊদ (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হলাম যে, যদি আল্লাহ্ আমাদেরকে আবূ বকরের দ্বারা অনুগ্রহ না করতেন, তবে আমরা ধ্বংস হয়ে যেতাম। আমরা সবাই একমত হয়েছিলাম যে, যাকাত অস্বীকারকারীদের নিকট থেকে যাকাত হিসাবে 'বিন্‌ত মাখাদ' এবং 'ইবন লাবুন'[১] এর জন্যে আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করব না। আমরা শুধু গ্রামীণ আমদানীতেই জীবিকা নির্বাহ করব এবং দৃঢ়তার সাথে আমৃত্যু আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে থাকবো। কিন্তু আবূ বকর (রা.)-কে আল্লাহ্ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সাহস দান করলেন। আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত-করণ অথবা যুদ্ধের মাধ্যমে তাদেরকে নির্বাসিত করা ব্যতীত কোন মতেই সন্ধি করতে রাযী হলেন না। তাদের লাঞ্ছিতকরণ এভাবে যে, তারা এটা স্বীকার করবে যে, তাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে তারা জাহান্নামী হবে। আর তারা মুসলমানদের যে সম্পদ নিয়ে গেছে (অর্থাৎ যাকাতের যে অর্থ বন্ধ করে দিয়েছে) তা আমাদেরকে ফিরিয়ে দেবে। আর নির্বাসনের যুদ্ধ এই যে, তাদেরকে তাদের বাসগৃহ থেকে বহিষ্কার করে দেয়া হবে।

ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ (র.) .... তারিক ইবন শিহাব সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, বুযাখার প্রতিনিধি দল আবূ বকর (রা.)-এর নিকট আগমন করলো। তিনি তাদেরকে নির্বাসনের যুদ্ধ অথবা অপমানজনক সন্ধির যে কোন একটি গ্রহণ করতে বললেন। তারা বললো, আমরা নির্বাসনের সংগ্রামের অর্থ বুঝতে পেরেছি। কিন্তু অপমানজনক সন্ধির অর্থ কি? তিনি বললেন, তা হলো এই যে, আমরা তোমাদের যুদ্ধাস্ত্র এবং পশু কেড়ে নেব। আর তোমাদের যে সম্পদ আমাদের হাতে আসবে, তা আমরা গনীমতের মাল হিসাবে গ্রহণ করবো। পক্ষান্তরে, আমাদের যে সমস্ত সম্পদ তোমাদের কাছে যাবে, তা তোমরা ফেরত

---

১. বিন্‌তে মাখাদ বলে ঐ বাচ্চা উটনীকে, যার বয়স একবছর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বছরে পড়েছে এবং ইবন লাবূন হচ্ছে ঐ বাচ্চা উট, যার বয়স দু'বছর পূর্ণ হয়ে তিন বছরে পড়েছে।

দেবে। আর তোমরা আমাদের নিহতদের রক্তপণ পরিশোধ করে দেবে এবং এটাও মেনে নেবে যে, তোমাদের নিহতরা জাহান্নামী হবে।

সুজা' ইব্ন মুখাল্লাদ ফাল্লাস (র.) .... কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি তাঁর ফুফু উম্মুল মু'মিনীন আইশা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর আমার পিতার ওপর এমন সব বিপদ আসলো যে, ঐ সমস্ত বিপদ যদি কোন বিশাল পাহাড়ের ওপরও পতিত হতো তবে তা টুকরো টুকরো হয়ে যেত। এক দিকে মদীনায় মুনাফিকগণ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। অন্য দিকে বহু আরব ধর্মত্যাগী হয়ে গেল। আল্লাহ্‌র শপথ! এমন কোন বিষয় ছিল না যাতে ধর্মচ্যুত বিশ্বাসঘাতকগণ মতবিরোধ করেছে, অথচ আমার পিতা সে বিষয়ে ইসলামের স্বার্থ ও কল্যাণ সংরক্ষণ করতে পারেন নি।

বর্ণনাকারিগণ বলেন, আবূ বকর (রা.) মুরতাদদের (ধর্মচ্যুতদের) বিরুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনী প্রেরণের উদ্দেশ্যে মুসলমানদের সাথে মুহারিব অঞ্চলের 'আল-কাস্‌সায়' গমন করেন। তিনি সেখান থেকে খারিজা ইব্ন হিস্‌ন ইব্ন হুযায়ফা ইব্ন বদর আল-ফাযারী (রা.)-কে এবং গাতফানের আশ্‌জা গোত্রের মুনযুর ইব্ন যাবান ইব্ন সাইয়ার আল-ফাযারীকে প্রেরণ করেন। তাঁরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। মুশ্‌রিকদের পরাজয় হলো। তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ তায়মী (রা.) তাদের পশ্চাদানুসরণ করলেন। 'ছানায়া আওসাজার' নিম্নভাবে তিনি তাদের সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি তাদের মাত্র এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে সক্ষম হলেন। অবশিষ্টরা পালিয়ে তাঁদের নাগালের বাইরে চলে যায়। এ সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে খারিজা ইব্ন হিস্‌ন (রা.) বলতেন আরবের ধর্মত্যাগিরা ইব্ন আবূ কুহাফার (আবূ বকরের) হাতে চরম নাজেহাল হয়।

তারপর আবূ বকর (রা.) আল-কাস্‌সায় অবস্থানকালেই খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা.)-কে মুসলিম বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করে তাঁর অধীনে ছাবিত ইব্ন কাইস আনসারী (রা.)-কে (যিনি আল-ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন) আনসার বাহিনীর প্রধান করে ভণ্ড নবী তুলায়হা ইব্ন খুআয়লিদ আসাদীকে দমনের নির্দেশ দান করেন। এসময় তুলায়হা 'বুযাখা' নামক স্থানে অবস্থান করছিল। 'বুযাখা' আসাদ ইব্ন খুযায়মা গোত্রের একটি কূপের নাম। খালিদ (রা.) সেদিকে যাত্রা করলেন। কিন্তু তার পূর্বেই তিনি বনী আবদুশ্‌ শাম্‌সের মিত্র উক্কাশা ইব্ন মিহসান আসাদী (রা.)-কে এবং আনসারদের মিত্র ছাবিত ইব্ন আকরাম বালাবী (রা.)-কে সেদিকে পাঠিয়েছিলেন। পথিমধ্যে তাঁদের সাথে হিবাল ইব্ন খুআয়লিদের সাক্ষাৎ হলে তারা তাকে হত্যা করে ফেলেন। এ সংবাদ তুলায়হা এবং তার ভাই মাসলামার নিকট পৌঁছলো। তারা সুযোগ বুঝে উক্কাশা (রা.) এবং ছাবিত (রা.)-কে শহীদ করে ফেললো। এতে তুলায়হা গর্ব করে বলেছিল, "আমি তাদেরকে দেখা মাত্রই আমার ভাইয়ের কথা স্মরণ করলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, আমি আজ অবশ্যই আমার ভাই হিবালের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারবো। আমি ঐ সন্ধ্যায়ই (ছাবিত) ইব্ন আকরামকে

কবরস্থ করলাম এবং উক্কাশা গানামীকে ঘোড়দৌড়ের মাঠে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রাখলাম।"

তারপর মুসলিম বাহিনী এবং শত্রুবাহিনী পরস্পর প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হলো। উয়ায়না ইব্‌ন হিস্‌ন 'ফাযারা' গোত্রের সাতশত লোক নিয়ে তুলায়হার পক্ষ অবলম্বন করলো। সে যখন দেখলো যে, মুসলমান বাহিনী মুশরিকদেরকে টুকরো টুকরো কারে ফেলছে, তখন সে তুলায়হার কাছে এসে বললো, "তুমি কি দেখতে পাচ্ছো যে, আবুল ফাসীলের বাহিনী কি করছে? তোমার নিকট জিবরীল কি কোন নির্দেশ নিয়ে এসেছেন?" উত্তরে সে বললো, "হাঁ, তিনি এসেছেন এবং আমাকে একথা বললেন যে, তোমার জন্যেও অনুরূপ একটি চক্কর হবে, যা আজ তাদের জন্যে হয়েছে। আর তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।" একথা শুনে উয়ায়না বললেন, "আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আজ তোমার জন্যে একটি অবিস্মরণীয় দিন দেখতে পাচ্ছি।" তারপর তিনি বনী ফাযারাকে লক্ষ্য করে বললেন, "ওহে ফাযারা গোত্রের লোকগণ! তোমরা জেনে রেখ! এ ব্যক্তি (তুলায়হা) একজন মিথ্যাবাদী।" এ বলে উয়ায়না তার বাহিনী ত্যাগ করলো। মুশরিকগণ পরাজয় বরণ করলো। মুসলমানদের জয় হলো। উয়ায়না ইব্‌ন হিস্‌নকে বন্দী করে মদীনায় আনয়ন করা হলো। আবূ বকর (রা.) তাকে ক্ষমা করে মুক্তি দিয়ে দিলেন। তুলায়হা ইব্‌ন খুআয়লিদ পালিয়ে তাঁহতে চলে গেল। তাঁহতে গিয়ে সে গোসল করলো। পরে সে ঘোড়ায় আরোহণ করে উমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গমন করলো। তারপর সে মুসলমান হয়ে মদীনা শরীফ আগমন করলো। কেউ কেউ বলেন, এটা ঠিক নয়, বরং সে পলায়ন করে সিরিয়া গমন করলো। সেখানে মুজাহিদগণ তাকে গ্রেফতার করে আবূ বকর (রা.)-এর নিকট মদীনা শরীফে পাঠিয়ে দেন। এখানে এসে সে ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর তুলায়হা ইরাক ও নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে শরীক হয়ে খুব বীরত্বের পরিচয় দেন। উমর (রা.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি পুণ্যবান উক্কাশা ইব্‌ন মিহসান (রা.)-কে হত্যা করেছিলেন?" তিনি বললেন, "হাঁ, আমার মাধ্যমে উক্কাশা ভাগ্যবান হয়েছেন, আর তাঁর মাধ্যমে আমি দুর্ভাগ্যের অধিকারী হয়েছি। এখন আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

আমার নিকট দাউদ ইব্‌ন হিবাল আসাদী (রা.) তাঁর গোত্রের কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তির বরাতে সংবাদ দিয়েছেন যে, উমর (রা.) তুলায়হাকে বলেছিলেন,"তুমি একথা বলে আল্লাহ্‌র ওপর মিথ্যা আরোপ করেছিলে যে, আল্লাহ্ তোমার প্রতি এ মর্মে ওয়াহী নাযিল করেছেন যে, তিনি তোমার চেহারাকে মলিন করতে এবং তোমার পশ্চাৎকে অসুন্দর করতে পসন্দ করেন না। অতএব তোমরা সভয়ে দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে। কারণ খাঁটি দুধেও ফেনা এসে থাকে।" এতে তিনি বললেন, "হে আমীরুল মু'মিনীন! এটা কুফরীর ন্যায় পাপ-সমূহের একটি পাপ– যা ইসলাম সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করে দিয়েছে। এখন সেজন্যে আমাকে তিরস্কারের কিছুই নেই।" এতে উমর (রা.) নীরব হয়ে গেলেন।

বর্ণনাকারিগণ বলেন, খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা.) 'রুম্মান' এবং 'আবানীনে' আগমন করেন। সেখানে 'বুযাখার' অবশিষ্ট সৈন্যগণ অবস্থান করছিল। খালিদ (রা.)-এর আগমনে

সৈন্যগণ যুদ্ধ ব্যতীতই আবূ বকর (রা.)-এর সপক্ষে তাঁর হাতে শপথ গ্রহণ করলো। খালিদ (রা.) হিশাম ইব্‌ন আসী সাহ্‌মী (রা.)-কে আ'মির ইব্‌ন সা'সাআ' গোত্রের লোকদের নিকট প্রেরণ করেন। সেখানকার লোকজন যুদ্ধ ছাড়াই ইসলাম গ্রহণ করলো। তারা প্রকাশ্যে আযান দিয়ে সালাত আদায় করতে লাগলো। হিশাম (রা.) সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন। (হিশাম ইব্‌ন আসী (রা.) আমর ইব্‌ন আসীর ভাই ছিলেন। তিনি প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ কারীদের অন্যতম এবং তিনি আবিসিনিয়া হিজরতকারিগণের একজন ছিলেন।) কার্রা ইব্‌ন হুবায়রা কুশাইরী যাকাত প্রদান বন্ধ করে এবং তুলায়হাকে সহযোগিতা প্রদান করে। হিশাম ইব্‌ন আসী (রা.) তাকে বন্দী করে খালিদের নিকট নিয়ে আসলেন। তিনি তাকে আবূ বকর (রা.)-এর খিদমতে পাঠালেন। তিনি তাকে বললেন, "আল্লাহ্‌র শপথ! আমি ঈমান আনয়ন অবধি কুফরী করিনি। আমির ইব্‌ন আবী ওমান হতে ফিরার পথে আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন। তখন আমি তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করি এবং তাঁর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করি। আবূ বকর (রা.) উমর (রা.)-এর নিকট এ সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। তিনি তার সত্যতা স্বীকার করেন। ফলে আবূ বকর (রা.) তাকে ক্ষমা করে দেন। কথিত আছে যে, খালিদ (রা.) বনী আমিরদের এলাকায় গিয়ে সেখান থেকে কুর্‌রতকে গ্রেফতার করে আবূ বকর (রা.)-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর খালিদ (রা.) 'আল্‌গামারে' গমন করেন। এখানে আসাদ, গাত্‌ফান ও অন্যান্য গোত্রের লোকজন সমবেত হয়েছিল। তাদের নেতা ছিল খারিজা ইব্‌ন হিস্‌ন ইব্‌ন হুযায়ফা।

কথিত আছে যে, তারা তাদের নেতা পরিবর্তন করে প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ দল হতে এক এক ব্যক্তিকে তাদের নেতা দেখে নির্বাচন করেছিল। তারা খালিদ (রা.) এবং মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। মুসলমানগণ তাদের কিছু সংখ্যককে হত্যা করেছিল। অবশিষ্টরা পালিয়ে যায়। হুতাইআ আবাসী 'আল-গামারের' ঘটনা সম্পর্কে তাঁর কবিতায় বলেন, "সাবধান! আল্- গামারের অশ্বারোহীদের বর্শার জন্যে সকল ছোট ও নিম্নমানের বর্শাগুলোকে উৎসর্গ করা হউক।"

তারপর খালিদ (রা.) 'জাবেব কুরাকির' নামক স্থানে, মতান্তরে 'আন-নক্কারায়' আগমন করেন। এখানে বনী সালিমের একটি জামাআত ছিল। তাদের নেতা ছিল আবূ শাজারা। আমর ইব্‌ন আবদুল উজ্জা সুলমী তার মাতার নাম ছিল 'খান্‌সা'। সে খালিদ (রা.)-এর সাথে যুদ্ধ করেছিল। এ যুদ্ধে একজন মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন। এরপর মুশরিকরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। খালিদ (রা.) যুদ্ধ করে মুরতাদদেরকে পুড়িয়ে মারেন। এ সংবাদ আবূ বকর (রা.)-এর গোচরীভূত হলে তিনি বললেন, "আমি ঐ তরবারি কোষবদ্ধ করবো না, যাকে আল্লাহ্ কাফিরদের বিরুদ্ধে কোষমুক্ত করেছেন। এরপর মুরতাদ নেতা আবু শাজারা ইসলাম গ্রহণ করে উমর (রা.)-এর নিকট এসেছিল।" এ সময় নিঃস্ব মিসকীনদেরকে তিনি দান-সাদাকা করছিলেন। সেও কিছু চাইল। উমর (রা.) বললেন, "হে আবূ শাজারা! তুমি কি এরূপ কথা উচ্চারণ করনি যে, আমি খালিদ (রা.)-এর বাহিনীর দ্বারা আমার বর্শার পিপাসা নিবারণ করেছি। এবং আমি আশা করছি যে, আমি দীর্ঘকাল জীবিত থাকবো।"

উমর (রা.) এ বলে, তার পিঠে চাবুক মারলেন। সে বললো, "হে আমীরুল মু'মিনীন! ইসলাম গ্রহণে তো তা মুছে গেছে।"

বর্ণনাকারিগণ বলেন, মুরতাদদের মধ্য হতে ফুজাআত নামক এক ব্যক্তি (বুজাইর ইবন আয়্যাস) আবূ বকর (রা.)-এর নিকট এসে বললো, আমাকে যুদ্ধারোহী ও যুদ্ধাস্ত্র দিন। আমি মুতাদদেরকে হত্যা করবো। তিনি তাকে অশ্ব ও অস্ত্র প্রদান করলেন। সে এগুলো নিয়ে বের হলো ঠিক, কিন্তু সে লোকজনের ওপর অত্যাচার শুরু করে দিল এবং মুসলিম ও মুরতাদ নির্বিশেষে সকলকেই হত্যা করতে লাগলো। এভাবে সে তার দলকে ভারী করে তোলে। আবূ বকর (রা.) তা জানতে পেরে মা'আন ইবন হাজিযার ভাই তুরায়ফা ইবন হাজিযা (রা.)-কে তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। তিনি তার সাথে যুদ্ধ করে তাকে গ্রেফতার করে আবূ বকর (রা.)-এর নিকট প্রেরণ করলেন। আবূ বকর (রা.) তাকে নাকিয়াতুল মুসাল্লা নামক স্থানে নিয়ে পুড়িয়ে মারার নির্দেশ দিলেন। কেউ কেউ বলেন, আবূ বকর (রা.) ফুজাআতের ব্যাপারে এ আদেশ মূলতঃ মাআন (রা.)-কে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ভাই তুরায়ফা (রা.)-কে দায়িত্ব পালনে প্রেরণ করেন। তিনি তাকে বন্দী করে নিয়ে আসেন।

এরপর খালিদ (রা.) তামীম গোত্রের লোকদের শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে 'বুতাহ্' এবং 'বাউ'দা' নামক স্থানের দিকে রওয়ানা হলেন। তারা মুসলিম বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে। খালিদ (রা.) তাদের দলকে ছত্রভঙ্গ করে দেন। তিনি মুতাম্মাম ইবন নুয়ায়রার ভাই মালিক ইবন নুয়ায়রাকেও হত্যা করেন। কারণ এ ব্যক্তি নবী (সা.)-এর পক্ষ হতে 'হানযালা' গোত্রের যাকাতের অর্থ আদায়ের জন্যে আমিল (যাকাতের তহশীলদার) হিসাবে নিয়োজিত ছিল। কিন্তু নবী করীম (সা.)-এর ইন্তিকালের পর সে তার নিকট সঞ্চিত যাকাতের সম্পদ আত্মসাৎ করেছিল।

কোন কোন বর্ণনাকারী বলেন, বুতহা এবং বাউদায় খালিদ (রা.)-এর কারো সাথে কোন মুকাবিলা হয়নি। বরং তিনি তামীম গোত্রের প্রতি ছোট ছোট বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। এদের মধ্যে একটি বাহিনীর নেতা দিরার ইবন আযওয়ার আসাদীর সঙ্গে মুরতাদ নেতা মালিকের মুকাবিলা হয়েছিল। মুসলিম বাহিনী তার সাথে যুদ্ধ করে তাকে তার সঙ্গী-সাথীসহ গ্রেফতার করে। দিরার (রা.) বন্দীদেরকে নিয়ে খালিদ (রা.) সমীপে আসলেন। তিনি তাদের হত্যার নির্দেশ দিলেন। তা কার্যকরীও করেছিল। তাদের নেতা মালিককে হত্যার দায়িত্ব স্বয়ং 'দিরার' (রা.) গ্রহণ করেছিলেন।

কেউ কেউ বলেন, মালিক খালিদ (রা.)-কে বলেছিলেন, "আল্লাহর কসম! আমি কখনো মুরতাদ হইনি। তার সপক্ষে আবূ কাতাদা আনসারী (রা.) সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, বনী হানযালা অস্ত্র সমর্পণ করে আযান সহকারে সালাত আদায় করেছে। এতে উমর (রা.) অনুযোগের সুরে আবূ বকর (রা.)-কে বলেছিলেন, "আপনি (তামীম গোত্রে) এমন লোক পাঠিয়েছেন, যিনি মুসলমানদেরকে হত্যা করছেন এবং তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দিচ্ছেন।"

বর্ণিত আছে, মুতাম্মাম ইব্‌ন নুয়ায়রা উমর (রা.)-এর নিকট আসলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার ভাই মালিকের মৃত্যুতে তোমার কিরূপ কষ্ট হয়েছিল?" তিনি বললেন, "আমি তার জন্যে এক বছর ধরে কেঁদেছি। এমনকি আমার নষ্ট চোখ আমার ভাল চোখের সাহায্য করেছে। অর্থাৎ নষ্ট চোখ দিয়েও পানি বের হয়েছে। যখনই আমি কোথাও আগুন জ্বলতে দেখেছি, তখনই দুঃখে বেদনায় আমার হৃদয় উথলে উঠেছে। কেননা, তিনি ছিলেন অত্যন্ত অতিথি পরায়ণ। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার বাড়ীতে আগুন জ্বালিয়ে রাখা হতো, যেন কোন মেহমানের পক্ষে তার বাড়ীর পরিচয় পেতে কোন অসুবিধে না হয়।"

তারপর উমর (রা.) বললেন, "তুমি আমার নিকট তার অপর কয়েকটি গুণের কথা বর্ণনা কর।" তিনি বললেন, "তিনি দ্রুতগামী অশ্ব চালনায় অভ্যস্ত ছিলেন এবং তিনি দ্রুতগামী ও মৃদুগামী উভয় প্রকার উটও চালনা করতেন। তার উভয় পার্শ্বে পানির মশক থাকতো। সচরাচর তাঁর শরীরে চোস্ত পোশাক থাকতো এবং হাতে একটি লম্বা বর্শা থাকতো। এমতাবস্থায় তিনি সারা রাত ভ্রমণ করে ভোর করে দিতেন। তাঁর মুখমণ্ডল ছিল চাঁদের মত উজ্জ্বল। এরপর উমর (রা.) বললেন, "তাঁর সম্পর্কে তোমার স্বরচিত কোন কবিতা থাকলে তা আমাকে শুনাও।" অতএব তিনি তাঁকে একটি শোকগাথা শুনালেন, যাতে তিনি বলেছিলেন, "আমরা উভয়ে এক যুগ পর্যন্ত জাযীমার মানিকজোড় বন্ধুর ন্যায় একই সঙ্গে বসবাস করছিলাম। এ দেখে লোকজন বলাবলি করতো, এরা কখনো পৃথক হবে না।" উমর (রা.) বললেন, "আমি যদি কবি হতাম তবে আমিও আমার ভাই যাইদ সম্পর্কে শোকগাথা রচনা করতাম।"

এতে মুতাম্মাম বললেন, "হে আমীরুল মু'মিনীন! ব্যাপার এক নয়। যদি আমার ভাই আপনার ভাইয়ের ন্যায় মৃত্যু বরণ করতো, তবে আমি তার জন্যে কাঁদতাম না।" উমর (রা.) বললেন, "মুতাম্মাম। তুমি আমাকে যেরূপ সান্ত্বনা দিলে, এরূপ সান্ত্বনা আমাকে আর কেউই দেয়নি।"

বর্ণনাকারিগণ বললেন, তামীম গোত্রের উম্মু সাদির সাজা বিন্‌ত আউসও নবূওয়াতের দাবী করেছিল। কেউ কেউ বলেন, এ মহিলাটির নাম সাজাহ্ বিন্‌ত হারিছ ছিল। সে ভবিষ্যদ্বক্তা হওয়ার দাবী করেছিল। তামীম এবং তার মাতুলকুলের তাগলিব গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক তার অনুসারী হয়েছিল। একবার সে এই ছন্দময় কথাটি বলেছিল ঃ

إِنَّ رَبَّ السَّحَابِ * يَأْمُرُكُمْ تَغْزُوا الرِّبَابِ

"মেঘমালার প্রভু তোমাদেরকে রিবাবের প্রতি আক্রমণের নির্দেশ দিচ্ছেন।" সে তার অনুসারীদেরকে নিয়ে রিবাব আক্রমণ করে ভীষণভাবে পরাজয় বরণ করে। এরপর সে আর কারো সাথে যুদ্ধ করেনি। পরে সে নবূওয়াতের অপর মিথ্য দাবীদার মুসায়লামা কায্‌যাবের নিকট আগমন করে। মুসায়লামা তখন 'হাজ্‌রে' অবস্থান করছিল। সাজাহ্ মুসায়লামাকে বিবাহ করে উভয়ে একই পথের অনুসারী হয়ে পড়ে। কিন্তু মুসায়লামার হত্যার পর সে তার ভাইদের কাছে চলে যায় এবং সে তাদের কাছেই মৃত্যুবরণ করে।

ইবনুল কালবী বলেন, "সাজাহ ইসলাম গ্রহণ করে বসরায় হিজরত [illegible] সে ভালভাবেই ইসলামী জীবন যাপন করেছিল।" আবদুল 'আলা ইবন হাম্মাদ নরসী বলেন, "আমি বসরার কতিপয় শায়খকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, সামুরা ইবন জুনদব ফাযারী (রা.) তাঁর জানাযার ইমামতি করেন। তিনি ঐ সময় মু'আবিয়া (রা.)-এর পক্ষ থেকে বসরার শাসনকর্তা ছিলেন। এটা উবায়দুল্লাহ্ ইবন যিয়াদ খুরাসান থেকে এসে বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত হওয়ার পূর্বের ঘটনা।

ইবনুল কালবী (রা.) বলেন, "আল-জানাবা ইবন তারিক সাজাহ্র মুআয্যিন ছিল। মতান্তরে তার মুয়াযযিনের নাম ছিল শাবাছ ইবন রিব্য়ী।" বর্ণনাকারিগণ বলেন, ইয়ামামার খাওলানের অধিবাসিগণ মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। আবু বকর (রা.) ইয়ালা ইবন মুনিয়াকে যার পিতা উমাইয়া ইবন আবু উবায়দা বনু নাওফিল ইবন আবৃদ মনাফের মিত্র ছিলেন, তাঁকে তাদের শায়েস্তা করার উদ্দেশ্য প্রেরণ করেন। তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেন। তিনি গনীমতের মালসহ কিছু সংখ্যক লোককে বন্দী করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। কেউ কেউ বলেন, তাঁকে আদৌ কোন যুদ্ধের মুকাবিলা করতে হয়নি। বরং তারা নিজেরাই ইসলামের প্রতি পুনঃ আকৃষ্ট হয়েছিল।

ওলী'আ গোত্র এবং আশআছ ইব্ন কায়স ইব্ন মা'দীকারাব কিন্দীর মুরতাদ হওয়ার বিবরণ

বর্ণনাকারিগণ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আনসারদের মধ্য থেকে যিয়াদ ইব্ন লবীদ বয়াদী (রা.)-কে হাযারামাউতের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। পরে তিনি কিন্দা অঞ্চলও তাঁর শাসনভুক্ত করে দেন। কথিত আছে, কিন্দা অঞ্চলকে আবূ বকর (রা.) তাঁর শাসনভুক্ত করেছিলেন। যিয়াদ ইব্ন লবীদ (রা.) একজন দৃঢ়চেতা এবং কঠোর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কোন একজন কিন্দীর নিকট থেকে যাকাত হিসাবে একটি মোটাতাজা উটনী গ্রহণ করেছিলেন। যাকাত দাতা এ উটনীটির পরিবর্তে অন্য একটি গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানায়। কিন্তু এতে যাকাতের চিহ্ন লাগানো হয়ে গিয়েছিল বলে যিয়াদ (রা.) তা ফেরৎ দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। আশ'আছ ইব্ন কাইস এ ব্যাপারে সুপারিশ করলেন বটে, কিন্তু তিনি এতে সম্মত হলেন না। বরং তিনি তাকে বললেন, "আমি এমন জিনিস ফেরৎ দিতে পারব না, যাতে যাকাতের চিহ্ন লাগানো হয়ে গিয়েছে।" এতে কিন্দীদের সকূন গোত্র ব্যতীত সকল লোক বিদ্রোহী হয়ে উঠে। সকূন গোত্রের লোকেরা সে সময় যিয়াদের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। তাদের একজন কবি এ সম্পর্কে বলেন ঃ

"আমরা এমন এক সময় দীনের সাহায্য করেছি
যখন আমাদের জাতি চরমভাবে পথভ্রষ্ট হয়েছিল।
আমরা যিয়াদের পক্ষে ছিলাম
এবং আল-যিয়াদের অধিকার খর্ব করতে আদৌ চাইনি।
কেননা আল্লাহ্র ভয় সবচেয়ে উত্তম সম্বল।"

আমর ইব্ন মু'আবিয়া ইবন হারিছ কিন্দীর গোত্র ইব্ন লবীদের সঙ্গে যুদ্ধার্থে সমবেত হয়েছিল। ইব্ন লবীদ মুসলিম বাহিনী নিয়ে রাত্রি বেলায় অতর্কিতে তাদের ওপর আক্রমণ করলেন। ফলে তাদের বহুলোক নিহত হয়। নিহতদের মধ্যে মা'দীকারাব ইব্ন ওলীয়াহ্ ইব্ন সুরাহবীল .... মু'আবিয়া ইব্ন হারিছের চার পুত্র মিখওয়াস, মিশরাহ, জামাদ এবং আবযা' ছিল। এরা অনেক উপত্যকার মালিক ছিল বলে, তারা 'মুলুকুম আরবাআ' (ملوك الاربعة) বা 'বাদশাহ চতুষ্টয়' নামে পরিচিত ছিল। তারা নবী করীম (সা.)-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিল বটে, কিন্তু পরবর্তীকালে মুরতাদ হয়ে যায়। এ সময় তাদের ভগ্নী' আমাররাদাহ'ও নিহত হয়েছিল। তার হত্যাকারী তাকে পুরুষ মনে করেছিল। এরপর যিয়াদ যুদ্ধবন্দী অনেক বালক-বালিকা, মহিলা এবং ধন-সম্পদ নিয়ে প্রত্যাবর্তন করার পথে আশআছ ইব্ন কাইস এবং তার দলের লোকদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ সময় মহিলা এবং বালক-বালিকারা কান্নাকাটি করতে লাগলো। এটা দেখে আসআছের বোধে আঘাত লাগল। সে তার অনুগামী একদল লোক নিয়ে যিয়াদ (রা.) এবং তাঁর সহচরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে বের হলো। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হলো। এ সময় কিছু মুসলমান শাহাদাত বরণ করলেন বটে, কিন্তু শেষপর্যন্ত তারা মুসলমানদের কাছে পরাজিত হয়। এ

অবস্থা দেখে কিন্দার প্রভাবশালী লোকেরা আশআছের দলভুক্ত হয়ে পুনরায় সংগঠিত হলো। যিয়াদ (রা.) মুরতাদদেরকে সংগঠিত হতে দেখে মদীনায় আবূ বকর (রা.)-এর নিকট সামরিক সাহায্য চাইলেন। আবূ বকর (রা.) মুহাজির ইবন আবূ উমাইয়া (রা.)-কে যিয়াদ (রা.)-কে সাহায্যদানের জন্যে নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ মতে তাঁরা উভয়ে মুসলিম বাহিনী নিয়ে আশআছ ও তার দলের মুকাবিলা করলেন। মুসলিম বাহিনীর আক্রমণের মুখে তার দল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তাদের বহু সংখ্যক লোক নিহত হয়। যুদ্ধের গতি খারাপ দেখে কিন্দীগণ 'আন্নাজীর' নামক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করলো। মুসলমানগণ তাদেরকে দৃঢ়ভাবে অবরোধ করে বসলো। আশআছ তার বাহিনীর অনুরোধে নিরূপায় হয়ে যিয়াদ (রা.) এবং মুহাজির (রা.)-এর নিকট তাদের কিছু লোকের জন্যে নিরাপত্তা চেয়ে স্বয়ং যুদ্ধ হতে কেটে পড়লো। নিরাপত্তা প্রাপ্তদের মধ্যে জিফ্শীশুল কিন্দীও ছিল। তার আসল নাম ছিল মা'দান ইব্ন আসওয়াদ ইব্ন মা'আদী কারাব। তিনি অবরোধ হতে বের হয়ে সরাসরি মুসলিম সেনাপতি যিয়াদ (রা.) এবং মুহাজির (রা.)-এর নিকট চলে গেলেন। তারা তাকে মদীনায় আবূ বকর (রা.)-এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। আবূ বকর (রা.) তার বিভিন্ন গুণে মুগ্ধ হয়ে তার প্রতি সদয় হলেন। তিনি তাঁর বোন উম্মু ফারিআকে তার সাথে বিয়ে দিলেন। এখানে তাঁর ঔরসে মুহাম্মদ এবং ইসহাক নামক দু'জন পুত্র সন্তান এবং কুরায়বা, হুবাবা ও জাআদা নাম্নী তিনজন কন্যা সন্তান জন্ম লাভ করে। কেউ কেউ বলেন, আবূ বকর (রা.) তার নিকট নিজ বোন কুরায়বার বিয়ে দিয়েছিলেন। যা হোক, বিবাহ কার্য সম্পাদনের পর তিনি বাজার থেকে প্রচুর গোশত কিনে এনে ধুমধামের সহিত লোকজনকে আপ্যায়িত করালেন। এরপর তিনি কিছু দিন মদীনায় অবস্থান করে সিরিয়া এবং পরে ইরাক চলে যান। তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। কূফা নগরে তাঁর মৃত্যু হয়। হাসান ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা.) তাঁর জানাযার ইমামতি করেছিলেন। তাঁর উপনাম আবূ মুহাম্মদ এবং উপাধি ছিল 'উরফুন-নার'।

কোন কোন বর্ণনাকারী বলেন, ওলীয়া সম্প্রদায় নবী করীম (সা.)-এর ইন্তিকালের পূর্বেই মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-ই যিয়াদ (রা.)-কে দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তিকালের সংবাদ পেলেন, তখন তিনি লোকজনকে আবূ বকর (রা.)-এর খিলাফতের বায়আত করার জন্যে আহবান করলেন। ওলীয়া সম্প্রদায় ব্যতীত সকলেই আবূ বকর (রা.)-এর পক্ষে বায়আত করলো। যিয়াদ (রা.) অতর্কিতে রাত্রি বেলায় অবাধ্য ওলীয়া গোত্রের প্রতি আক্রমণ চালিয়ে তাদের অধিকাংশকেই হত্যা করলেন। তাদের নেতা আশআছ মুরতাদ হয়ে 'আন্নাজীর' দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। যিয়াদ (রা.) এবং মুহাজির (রা.) দুর্গটি অবরোধ করে ফেললেন। এ সংবাদ মদীনায় পৌঁছলে আবূ বকর (রা.) ইক্‌রিমা ইব্ন আবূ জাহলকে তাঁর ওমান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁদের সাহায্যের জন্যে পাঠালেন। কিন্তু তাঁর সেখানে পৌঁছার পূর্বেই 'আন্নাজীর' দুর্গটি পদানত হয়েছিল। আবূ বকর (রা.) মুসলিম বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন,

করে নিলেন। কিছু কিছু বর্ণনাকারী বলেন, 'আন্নাজীর' দুর্গে এমন কিছু সংখ্যক মেয়ে লোক ছিল যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তিকালের সংবাদে আনন্দোৎসব করেছিল। আবূ বকর (রা.) তাদের হাত-পা কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন। তাদের মধ্যে হাযারামাউতের ছাবজা এবং ইয়াহূদী মহিলা হিন্দা বিনতে ইয়ামীনও ছিল।

বকর ইব্ন হায়ছাম (র.) .... ইয়ামনের মাশায়েখগণের বরাতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) খালিদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন আসীকে (রা.) সান্'আর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার আসওয়াদ আন্সী তাঁকে সেখান থেকে বের করে দেয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মুহাজির ইব্ন আবূ উমাইয়া (রা.)-কে কিন্দার এবং যিয়াদ ইব্ন লবীদ আনসারী (রা.)-কে হাযরামাউত এবং সাদাফের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। সাদাফের অধিবাসিগণ মালিক ইব্ন মুরতা' কিন্দীর বংশীয় ছিল। 'সাদাফ' শহরটির 'সাদাফ' নামকরণের কারণ স্বরূপ বলা হয়ে থাকে যে, সাদাফ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো পৃথক হওয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া ইত্যাদি। কথিত আছে, এখানকার প্রভাবশালী ব্যক্তি মুরতা' একজন হাদ্রামী মহিলাকে এ শর্তে বিবাহ করেছিল যে, যতদিন পর্যন্ত তার ঔরস হতে কোন সন্তান সন্ততি জন্মলাভ না করবে, ততদিন পর্যন্ত সে তার সাথেই থাকবে। সে তার পিত্রালয়ে যেতে পারবে না। শর্ত মুতাবিক তার পুত্র মালিক ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সে তাকে তার পিত্রালয়ে পাঠালো। যখন সে যাত্রা করলো তখন তার সাথে তার পুত্র মালিকও পিতা হতে পৃথক হয়ে মাতার সাথে যাচ্ছিল। এ সময়ে বলে ওঠলো, صَدَفَ عَنِّيْ مَالِكٌ –"মালিকও আমার নিকট থেকে পৃথক হয়ে গেল।" এ কারণে উক্ত স্থানটির নাম 'সাদাফ' হয়েছিল। আবদুর রায্যাক (রা.) বলেন, আমার নিকট ইয়ামনের কয়েকজন মাশায়েখ বর্ণনা করেন যে, আবূ বকর (রা.) কিন্দার শাসনকতা যিয়াদ ইব্ন লবীদ (রা.) এবং মুহাজির ইব্ন উমাইয়া মুখযূমীকে এ মর্মে পত্র লিখেন যে, "তোমরা উভয়ে একটি স্থানে এমন ভাবে একত্রিত হও, যেন উভয়ের হাত একই হাত হয়ে যায় এবং উভয়ের আদেশ একই আদেশে পরিণত হয়। তারপর সেখানকার লোকজনের নিকট থেকে আমার খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করবে। কাফির, অবাধ্য ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে মু'মিন অনুগতদের নিকট সাহায্য চাইবে।" তাঁরা কিন্দীদের এক ব্যক্তির নিকট থেকে যাকাতরূপে এমন একটি উটনী গ্রহণ করলো, যা ইতোপূর্বে বাচ্চা প্রসব করেনি। কিন্তু লোকটি পরে তাদেরকে বলেছিল, "আপনারা আমাকে এটা ফেরৎ দিয়ে এর পরিবর্তে অন্য একটি উট গ্রহণ করুন।" এতে মুহাজির (রা.) কিছুটা নমনীয় হলেন, বটে, কিন্তু যিয়াদ (রা.) তা ফেরৎ দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি বললেন, "যাকাতের চিহ্ন দেয়ার পর আমি তা কখনো ফেরৎ দিতে পারব না।" এতে আমর ইব্ন মু'আবিয়ার গোত্রের লোকেরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়। যিয়াদ ইব্ন লবীদ (রা.) মুহাজিরকে বললেন, "আমাদের বিরুদ্ধে এ সংঘবদ্ধ দলটির তৎপরতা লক্ষ্য করবেন? আমার মতে, আমাদের সকলের একটি স্থান দিয়ে তাদেরকে আক্রমণ করা ঠিক হবে না। বরং আমি একদল সৈন্য নিয়ে গোপনে পৃথক হয়ে গিয়ে অতর্কিতে রাত্রি বেলায় তাদের ওপর আক্রমণ করবো।" যিয়াদ দৃঢ় সংকল্প এবং কঠোর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি

পরিকল্পনা অনুযায়ী আমর ইবন মু'আবিয়ার দলকে লক্ষ্য করে রওয়ানা হলেন। রাত্রি বেলায় তাদের একেবারে সন্নিকটে পৌঁছে অতর্কিতভাবে তাদের ওপর হামলা করে তাদের অনেককে তিনি হত্যা করলেন। তিনি তাদেরকে এমন দিশাহারা করে তুললেন যে, তারা পরস্পরকে হত্যা করতে লাগলো। পরে যিয়াদ (রা.) এবং মুহাজির (রা.) বহু দাস-দাসী ও যুদ্ধবন্দী সহকারে একত্রিত হলেন। আশআছ ইবন কাইস এবং কিন্দীদের নেতাগণ তাদের মুকাবিলা করেছিল। উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। শেষপর্যন্ত তারা 'আন্নাজীর' দুর্গে আশ্রয় নেয়। যিয়াদ (রা.) এবং মুহাজির (রা.) দুর্গটি অবরোধ করে ফেললেন। শত্রুগণ অবরোধ জনিত কষ্টে হীনবল হয়ে গেল। তাদের অনেক ক্ষতি সাধিত হলো। সর্বশেষে আশআছ মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করে দুর্গ থেকে বের হয়ে আসলো।

বর্ণনাকারিগণ বলেন, হাযরামাউতের অধিবাসিগণ কিন্দীদের সাহায্যের জন্যে এসেছিল। কিন্তু যিয়াদ (রা.) এবং মুহাজির (রা.) তাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে জয় লাভ করলেন।

খাওলানিগণ মুরতাদ হয়ে গেলে আবূ বকর (রা.) তাদের শায়েস্তা করার জন্যে ইয়ালা ইব্ন মুনাইয়া (রা.)-কে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করলেন। অবশেষে ইসলামী বিধানের প্রতি তাদের বিশ্বাস ফিরে আসলো এবং তারা যাকাত দিতে সম্মত হলো।

এরপর মুহাজির (রা.)-এর নিকট আবূ বকর (রা.)-এর পরওয়ানা আসলো যে, আপনি 'সানআ' এবং তার আশে পাশের দেশসমূহের কর্তৃত গ্রহণ করুন।" এ কারণে তাঁর কর্মক্ষেত্রের সীমা যিয়াদ (রা.)-এর কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে মিশে গেল। এভাবে ইয়ামনের শাসনভার যিয়াদ (রা.), মুহাজির (রা.) এবং ইয়া'লা (রা.) এই তিনজনের মধ্যে বন্টিত হলো। আবূ সুফিয়ান ইবন হার্ব (রা.) হিজায এবং নাজরানের শেষ সীমার মধ্যবর্তী অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন।

আবূ তাম্মার (রা.) .... ইবরাহীম নাখঈ (র.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আশআছ ইব্ন কাইস কিন্দী কিন্দার বহুলোকসহ মুরতাদ হয়ে যায়। মুসলমানগণ তাদেরকে অবরোধ করে ফেলেন। অবরুদ্ধ অবস্থায় সে মুসলমানদের নিকট তাদের সত্তর জন লোকের জন্যে নিরাপত্তা চাইল বটে, কিন্তু সে নিজের জন্যে কোন নিরাপত্তা চাইল না। সে মদীনায় আবূ বকর (রা.)-এর নিকট নীত হলো। তিনি তাকে বললেন, "আমরা তোমাকে হত্যা করব। কারণ, তুমি যাদের জন্যে নিরাপত্তা চেয়েছ, তাদের মধ্যে তোমার নাম নেই। কাজেই তোমার কোন নিরাপত্তাও নেই।" সে আরয করলো, "না, বরং হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং আমার বিয়ের ব্যবস্থাও করে দিন। তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং নিজ বোনকে তার সাথে বিয়ে দিলেন।

কাসিম ইব্ন সাল্লাম আবূ উবায়দ (র.) .... আবূ বকর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি আমার তিনটি অভিপ্রায় হতে বিরত রয়েছি। অথচ তার একটি হতেও আমি বিরত হতে চাইনি। প্রথমটি হলো এই যে, আশআছ ইব্ন কাইসকে যখন আমার নিকট হাযির করা হলো, তখন আমি তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম। কেননা আমি জানতাম, সে যখন

কোন মন্দ কাজ করতে উদ্যত হয় তখন সে তাতে সর্বাত্মক চেষ্টা করে থাকে। দ্বিতীয়টি হলো এই যে, যখন ফুজাআ'কে আমার সামনে হাযির করা হলো, তখন আমি তাকে অগ্নিদগ্ধ করতে চাইনি বরং হত্যা করতে চেয়েছিলাম। তৃতীয়টি হলো এই যে, যখন আমি খালিদ (রা.)-কে সিরিয়া প্রেরণ করেছিলাম, তখন উমরকে ইরাক পাঠাতে চেয়েছিলাম, তা হলে আমার উভয় হস্ত আল্লাহ্র পথে প্রসারিত হয়ে যেত।"

আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালিহ্ আজালী (র.) .... শা'আবী (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, আবূ বকর (রা.) 'আন্নাজীরের' যুদ্ধ বন্দীদেরকে মাথা পিছু চারশ' দিরহামের বিনিময়ে মুক্তি দিয়েছিলেন। আর আশআছ ইব্ন কাইস মদীনার ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ ধার করে মুক্তিপণরূপে দিয়েছিল। পরে তাদেরকে উক্ত অর্থ পরিশোধ করে দেয়া হয়েছিল।

বর্ণনাকারী বলেন, আন্নাজীরের যুদ্ধে নিহত বশীর ইব্ন আল-আওদা ইয়াযীদ ইব্ন আমানাত এবং ঐ সমস্ত লোকদের জন্যে আশআছ ইব্ন কাইস মর্সিয়া গেয়েছিল। প্রকাশ থাকে যে, বশীর ঐ সমস্ত লোকদের একজন ছিল, যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে হাযির হয়েছিল বটে, কিন্তু পরে মুরতাদ হয়ে যায়। আশ্আছ তার সে মর্সিয়ায় বলেছিল, "আমার জীবনের শপথ! অথচ তা আমার জন্যে দুর্বিসহ নয়। নিহতদের প্রতি সদয় হওয়া আমার জন্যে খুবই সমীচীন। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। যেদিন হতে তাদের যুদ্ধ বন্দীদেরকে হত্যার জন্যে বণ্টন করে দেয়া হয়েছিল, সে অবধি যামানার প্রতি আমার আস্থা নেই। আমার দৃষ্টান্ত সম্পূণরূপে ঐ উটনীটির ন্যায়, যার বাচ্চা মারা গিয়েছে এবং ভূষিপূর্ণ করে বাছুরের আকারে তার কাছে আনয়ন করলে সে তার দিকে চিৎকার করে অগ্রসর হয় এবং তার স্তন দুধে ভরে যায়। আমার অশ্রু সম্মানিত ইব্ন আমানা এবং বশীরের জন্যে নির্গত হতে থাকে।

আসওয়াদ আন্সী এবং তার ইয়ামানী মুরতাদ সাথীদের প্রসঙ্গে

বর্ণনাকারিগণ বলেন, আসওয়াদ ইব্ন কাআব ইব্ন আউফ আন্সী ভবিষ্যত বক্তা হিসাবে নবূওয়াতের দাবী করেছিল। প্রথমে আন্স নামক এক ব্যক্তি তার অনুসারী হয়। আন্সের আসল নাম যাইদ ইব্ন মালিক ইব্ন সাবা ছিল। আন্স মুরাদ ইব্ন মালিক, খালিদ ইব্ন মালিক এবং সাআদ আশীরা ইব্ন মালিকের ভাই ছিল। আনসীদের ছাড়া অন্যেরাও তার অনুসারী হয়েছিল। মুসায়লামা সে ভাবে তার নিজের নাম 'রাহমানুল ইয়ামামা' রেখেছিল, সেভাবে সেও তার নাম 'রাহমানুল ইয়ামান' রেখেছিল। তার একটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গাধা ছিল। সে যখন তাকে বলতো, 'তোমার প্রভুকে সাজদা কর।" তখন সে তাকে সাজদা করতো, আর যখন বলতো, হাঁটু গেড়ে বস, তখন সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ত। একারণে তাকে 'যুল-হিমার' বা গাধাওয়ালা বলা হতো। কেউ কেউ বলেন, তাকে 'যুল

থাকতো। আমার নিকট একজন ইয়ামানী বলেছেন যে, আসওয়াদের চেহারা কালো ... কারণে তাকে আসওয়াদ বা কৃষ্ণকায় বলা হতো। অথচ তার আসল নাম ছিল ...

বর্ণনাকারিগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তিকালের বছরে তিনি জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ বাজালী (রা.)-কে আসওয়াদের নিকট ইসলামের 'দাওয়াত দিয়ে প্রেরণ করেন, কিন্তু সে তা' প্রত্যাখ্যান করে। প্রকাশ থাকে যে, জাবির (রা.) ঐ বছরই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কোন কোন বর্ণনাকারী রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক জাবির (রা.)-কে ইয়ামানে পাঠানোর কথা অস্বীকার করেন।

বর্ণনাকারিগণ বলেন, আসওয়াদ ইয়ামানের রাজধানী সানআ অধিকার করে সেখান থেকে সেখানকার শাসক খালিদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন আসী (রা.)-কে বের করে দিয়েছিল। কারো কারো মতে, আসওয়াদ খালিদ (রা.)-কে নয়, বরং মুহাজির (রা.)-কে সানআ থেকে বের করে দিয়েছিল। আর তিনি যিয়াদ ইব্ন লবীদ বিয়াদীর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। আবূ বকর (রা.)-এর লিখিত নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তিনি এখানেই ছিলেন। আবূ বকর (রা.) তাঁকে যিয়াদের সাহায্য গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। তিনি তাঁর সাহায্য গ্রহণ করে বিদ্রোহ দমন করলেন। তারপর আবূ বকর (রা.) মুহাজির (রা.)-কে সান্আ এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। আসওয়াদ অত্যন্ত অহংকারী ও গর্বিত লোক ছিল। সে আল-আবনাকে[১] লাঞ্ছিত করে তাদেরকে নিজ পরিচর্যার কাজে নিযুক্ত করে। সে তাদের নেতা বাযামের স্ত্রী মারযাবানাকে বিয়ে করে।

বাযাম তৎকালীন ইরানের শাহ কিসরা আবরুঈযের পক্ষ থেকে তাদের শাসনকর্তা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কায়স ইব্ন হুবায়রা আল-মাকশূহ্কে[২] আসওয়াদের মুকাবিলায় পাঠিয়েছিলেন। সাথে সাথে তিনি আল-আব্নাদের মন জয়ের চেষ্টা করার নির্দেশও দেন। তাঁর সাথে তিনি ফারওয়া ইব্ন মুসায়ক মুরাদীকেও তিনি ইয়ামনে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর ইয়ামানে পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তিকালের সংবাদ আসে। কাইস আসওয়াদকে বলেন যে, আমিও আপনার মতাবলম্বী হয়ে গেছি। এতে সে তাঁকে 'সানআ' শহরে প্রবেশ করার অনুমতি প্রদান করলো। তিনি মাযহাজ, হামাদান ও অন্যান্য স্থানের লোকদেরকে সঙ্গে করে শহরে প্রবেশ করলেন। তিনিই সর্বপ্রথম আল-আব্না সম্প্রদায়ের ফীরূয ইব্ন দায়লামীকে স্বপক্ষে আনলেন এবং তাঁকে ইসলামে দীক্ষিত করলেন। তারপর তাঁরা উভয়ে আল্-আব্নার দলপতি বাযামের নিকট যান। কারো কারো মতে, ঐ সময় বাযাম মৃত্যুবরণ

১. প্রাচীন ইরানী বংশোদ্ভূত একটি সম্প্রদায়কে এখানে আল-আব্না বলা হয়েছে। এরা ইরান হতে ইয়ামানে এসে বসবাস করছিল। আরবরা এদেরকে 'আবনাউল ফুরস্' বলতো। এদেরকে ইরানের শাহ কিসরা ও নওশেরওয়াঁ-ওহরায়ের নেতৃত্বে হাবশীদের বিরুদ্ধে সাইফ ইব্ন যীইয়াযনের সাথে ইয়ামানে প্রেরণ করেছিলেন।

২. হুবায়রাহ্র ডাক নাম আল-মাক্শূহ ছিল। আল-মাক্শূহ শব্দের অর্থ দাগকৃত বা চিহ্নিত। যেহেতু তিনি এমন একটি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত ছিলেন, যার চিকিৎসার জন্যে তার পাঁজরে দাগ বা চিহ্ন দিতে হয়েছিল, সেজন্য তাকে আল-মাক্শূহ নামে ডাকা হতো।

করেছিল এবং আল্-আব্‌নার দলপতি দাযুবীয়া তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। দাযবীয়াও মুসলমান হয়ে যান। এরপর কাইস হিময়ারী গোত্রের ছাত ইব্‌ন যীল্‌হায়্‌রার সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁকেও বশীভূত করে নেন। আল-আব্‌নার দলপতি দাযুবীয়া নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দিলে তারা সবাই মুসলমান হয়ে যায়। অতঃপর তাঁরা সকলে এমর্মে একমত হন যে, তারা সবাই একত্রে আসওয়াদের ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে তাকে হত্যা করবেন। এ ব্যাপারে তাঁরা আসওয়াদের স্ত্রী আল-মারযাবানার সাথে গোপন পরামর্শ করেন। কারণ সে তার স্ত্রী হলেও প্রকৃত পক্ষে সে তাকে খুব ঘৃণা করতো। সে তাঁদেরকে ভিতরে প্রবেশ করার জন্যে একটি গোপন নালা পথের সন্ধান দেয়। তারা ঐ পথ দিয়ে অতি প্রত্যুষে ঘরে প্রবেশ করেন। কেউ কেউ বলেন, তাঁরা অতি প্রত্যুষে তার ঘরের প্রাচীরের ঝুটলে একটি ছিদ্র করে একেবারে তার শিয়রের কাছে গিয়ে পৌঁছেন। সে তখন মাতাল অবস্থায় ঘুমে অচেতন ছিল। এই সুযোগে কাইস তাকে যবাহ্ করে দেন। সে গরুর মত গোঙাতে লাগলো। তার প্রহরীরা গোঙানীর আওয়ায শুনে ঘাবড়ে যায়। তারা বলাবলি করতে লাগল, 'রাহমানুল ইয়ামানের' কী হল? তার স্ত্রী তড়িঘড়ি করে উত্তর দিল, এখন তার প্রতি ওয়াহী নাযিল হচ্ছে। এ কথা শুনে তারা শান্ত ও নিশ্চেষ্ট হয়ে গেল। ইত্যবসরে কায়স তার মাথা কেটে ফেলেন। তারপর প্রভাবে তিনি শহরের বেষ্টনী প্রাচীরে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগলেন, (আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার আশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্ ইন্নাল আসওয়াদা কায্‌যাবুন আদুউ উল্লাহ্) "আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র রাসূল। নিঃসন্দেহে আসওয়াদ মিথ্যাবাদী। সে আল্লাহ্‌র শত্রু।"

এ ঘোষণা শুনামাত্র তার অনুসারীরা সেখানে সমবেত হলো। কাইস তাদের সামনে তার কর্তিত মুণ্ডটি ছুঁড়ে মারলেন। এ কাণ্ড দেখে তাদের অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত বাকী সবলোক ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। কাইসের সাথীগণ ঘরের দরজা খুলে বের হয়ে আসওয়াদ আনসীর অনুসারীদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তাদেরকে ব্যতীত বাকী সকলকে হত্যা করে ফেললো।

কোন কোন বর্ণনাকারী বলেন, আসওয়াদ আনসীকে ফীরূয দায়লামী হত্যা করেছিলেন। কাইস শুধু আক্রমণের অনুমতি দিয়েছিলেন এবং হত্যার পর তার মাথা কেটেছিলেন।

কোন কোন আলিম বলেন, আসওয়াদ আনসীর হত্যাকাণ্ড নবী করীম (সা.)-এর ইন্তিকালের পাঁচ দিন পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। তিনি (সা.) তাঁর অসুস্থ অবস্থায় বলেছিলেন, আল্লাহ্ পুণ্যবান ফীরূয দায়লামীর হাতে আসওয়াদ আনসীকে ধ্বংস করেছেন। আবু বকর (রা.) খলীফা হওয়ার দশ দিন পর এ বিজয় সংবাদ তাঁর নিকট পৌঁছে।

আমার নিকট বকর ইব্‌ন হায়ছাম (র.) আল-আব্‌না সম্প্রদায়ের নু'মান ইব্‌ন বুযরাজ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আসওয়াদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যে কর্মচারীকে সানআ' হতে বহিষ্কার

করেছিল, তিনি ছিলেন আবান ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন 'আলী। আর আসওয়াসদের [illegible] ছিলেন ফীরূয দায়লামী। কাইস এবং ফীরূয উভয়েই মদীনায় এসে আসওয়াদকে [illegible] কৃতিত্বের দাবী করেন। তখন উমর (রা.) বললেন, 'তাকে এ সিংহ অর্থাৎ ফীরূয [illegible] করেছে। বর্ণনাকারিগণ বলেন, কাইস (রা.)-কে 'দাযবীয়ার' হত্যার জন্যে দোষারোপ [illegible] হয়েছিল। আবূ বকর (রা.)-এর নিকট যখন এ সংবাদ পৌঁছলো যে, [illegible] আল-আবনাদেরকে সানআ থেকে বহিষ্কার করতে উদ্যত হয়েছেন, তখন তিনি [illegible] সানআর শাসক মুহাজির ইব্‌ন আবূ উমাইয়্যা (রা.)-কে এ মর্মে পত্র লিখেন যে, [illegible] সানআ' থেকে কাইসকে আমার নিকট হাযির কর।' নির্দেশ অনুযায়ী তিনি তাকে [illegible] আসেন। আবূ বকর (রা.) তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মিম্বারের নিকট [illegible] পঞ্চাশবার কসম করালেন যে, তিনি দাযবীয়াকে হত্যা করেন নি। এ [illegible] পর তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। তারপর তিনি তাঁকে ঐ সমস্ত মুসলমানদের [illegible] পাঠিয়ে দেন, যারা রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য স্বেচ্ছায় নাম লিখিয়েছিল [illegible]

সিরিয়া বিজয়

বর্ণনাকারিগণ বলেন, আবূ বকর (রা.) মুরতাদদেরকে দমন করে সিরিয়ায় সৈন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি মক্কা, তাইফ, ইয়ামান এবং নজ্‌দ ও হিজাযের সমস্ত আরবদের নামে নির্দেশনামা পাঠালেন। এতে তিনি তাদেরকে যুদ্ধের ডাক দিলেন। তাদেরকে যুদ্ধের প্রতি এবং রোমের গনীমতের প্রতি উৎসাহিত করলেন। ফলে সাওয়াব ও গনীমতের জন্যে লোকজন চতুর্দিক থেকে দ্রুত তাঁর নিকট মদীনায় আগমন করলো। তিনি তিন জনের হাতে তিনটি পতাকা প্রদান করলেন। একটি পতাকা খালিদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আসী ইব্‌ন উমাইয়া (রা.)-কে দিলেন। দ্বিতীয়টি জুমাহ গোত্রের মিত্র শুরাহবীল[১] ইব্‌ন হাসানা (রা.)-কে দিলেন। তৃতীয়টি 'আমর ইব্‌ন 'আসকে প্রদান করলেন। এসব পতাকা হিজরী ১৩ সনের সফর মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার বাঁধা হয়েছিল। এর পূর্বে সৈন্যগণ মুহাররমের পূর্ণ মাস 'আল-জুরুফে' অবস্থান করে। এ সময় আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ্ ইমাম রূপে দায়িত্বপালন করতেন। আবূ বকর (রা.) একটি পতাকা আবূ উবায়দা (রা.)-কে প্রদান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন। কেউ কেউ বলেন, আবূ বকর (রা.) তাঁকে পতাকা বেঁধেও দিয়েছিলেন। কিন্তু একথার কোন প্রমাণ নেই। তবে উমর (রা.) তাঁর খিলাফতকালে তাঁকে গোটা সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন।

আবূ মুখ্‌নিক (রা.) বর্ণনা করেন, আবূ বকর (রা.) সেনাপ্রধানদেরকে বলেছিলেন, তোমরা যখন যুদ্ধের জন্যে সমবেত হবে, তখন তোমাদের আমীর হবেন আবূ উবায়দা [আমির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাররাহ্ ফাহরী (রা.)] আর অন্য সময় তোমাদের আমীররূপে থাকবেন ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা.)। বর্ণিত আছে, আমর ইব্‌ন আসী (রা.) সাধারণভাবে সঙ্কটকালে মুসলমানদের সাহায্যকারী রূপে ছিলেন। আর তিনি আমীর ছিলেন ঐ সমস্ত সৈন্যদের, যাদেরকে তাঁর অধীনস্ত করা হয়েছিল।[২]

বর্ণনাকারী বলেন, আবূ বকর (রা.) যখন খালিদ ইব্‌ন সাঈদ (রা.)-কে পতাকা প্রদান করলেন তখন উমর (রা.)-এর তা মনঃপূত হয়নি। তিনি আবূ বকর (রা.)-এর সঙ্গে তাঁকে

---

১. তাঁর সম্বন্ধে ওয়াকিদী বলেন, ইনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতা' কিন্দীর পুত্র ছিলেন। হাসানা তাঁর মায়ের নাম ছিল। তিনি মা'মার ইব্‌ন হাবীবের আযাদকৃত দাসী ছিলেন। আল-কাল্‌বী বলেন, ইনি শুরাহবীল ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন মুতা' ছিলেন। তিনি আহলে সুফার বংশধর ছিলেন।

২. অর্থাৎ তিনি কেবল সাহায্যকারী বাহিনী বা রিজার্ভ ফোর্সের আমীররূপে ছিলেন। —সম্পাদক

বরখাস্তের উদ্দেশ্যে আলাপ প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, তিনি খুব গর্বিত ব্যক্তি। তাঁর কাজ-কর্ম প্রায়ই ঝোঁকের মাথায় পক্ষপাতিত্ব হয়ে থাকে। ফলে আবূ বকর (রা.) তাঁকে বরখাস্ত করে দিলেন। তিনি আবূ আরওয়া দাওসী (রা.)-কে তাঁর কাছ থেকে পতাকা গ্রহণ করতে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি যুল-মারওয়া নামক স্থানে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর নিকট হতে পতাকাটি নিয়ে আবূ বকর (রা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। আবূ বকর (রা.) পতাকাটি ইয়াযীদ ইবন আবূ সুফিয়ান (রা.)-কে প্রদান করলেন। তিনি তা নিয়ে রওয়ানা হলেন। তাঁর ভাই মু'আবিয়া (রা.) তাঁর আগে আগে পতাকাটি বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

কেউ কেউ বলেন, তাঁকে পতাকাটি 'যুল-মারওয়া' নামক স্থানেই দেয়া হয়েছিল। ইয়াযীদ (রা.) খালিদের বাহিনীর এবং খালিদ ইবন সাঈদ (রা.) শুরাহবীল (রা.)-এর বাহিনীর পরিদর্শকরূপে যাত্রা করলেন। আবূ বকর (রা.) আমর ইবন 'আসকে আয়লার পথে ফিলিস্তীন যাবার জন্যে নির্দেশ দিলেন। ইয়াযীদ (রা.) এবং শুরাহবীলকে তিনি তাবূকের দিকে যাবার জন্যে নির্দেশ দিলেন। পতাকা বাঁধার সময় প্রত্যেক আমীরের সাথে তিন হাজার করে সৈন্য ছিল। আবূ বকর (রা.) সাহায্যকারী বাহিনী প্রেরণ করার ধারাবাহিকতা জারি রেখেছিলেন। শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক আমীরের সঙ্গে সাড়ে সাত হাজার করে সৈন্য হয়ে গিয়েছিল। চূড়ান্ত পর্যায়ে তাদের সর্বমোট সংখ্যা চব্বিশ হাজারে উন্নীত হয়। ওয়াকিদী হতে বর্ণিত আছে, আবূ বকর (রা.) আমরকে ফিলিস্তীনের শুরাহবীলকে জর্দানের এবং ইয়াযীদকে দামেশকের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি তাদেরকে এমর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যখন তোমরা কোথায়ও যুদ্ধের সম্মুখীন হবে তখন তোমাদের আমীর ঐ ব্যক্তি হবেন, যাঁর এলাকায় তোমরা অবস্থান করবে।

ওয়াকিদী বলেন, আবূ বকর (রা.) আমর (রা.)-কে মৌখিক নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যখন সকলে একত্রিত হবে, তখন আপনি ইমামতি করবেন। আর যখন পৃথক হবে, তখন প্রত্যেক দলের আমীর তাদের নিজ নিজ বাহিনীর ইমামতি করবেন। আর তিনি এ নির্দেশও দিয়েছিলেন যে, প্রত্যেক গোত্রের জন্যে পতাকা তৈরী কর, যাতে তার নীচে সেই গোত্রের মানুষ একত্রিত হতে পারে।

বর্ণনাকারিগণ বলেন, আমর ইবন 'আস (রা.) ফিলিস্তীনের কর্মক্ষেত্রে পৌঁছে আবূ বকর (রা.)-কে শত্রুদের সংখ্যাধিক্য, তাদের অস্ত্র-শস্ত্রের, প্রাচুর্য, তাদের এলাকার বিস্তৃতি এবং তাদের যোদ্ধাদের বীরত্বের বর্ণনা দিয়ে পত্র পাঠান। এতে আবূ বকর (রা.) তার সামরিক সাহায্যের জন্যে খালিদ ইবন ওয়ালীদকে সিরিয়া গমনের নির্দেশ দেন। এ সময় তিনি ইরাকে ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, না, বরং তিনি তাঁকে যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু অপর একদল বলেন, তিনি শুধু তাঁর সঙ্গীদের নেতা রূপেই ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে মুসলমানদের প্রকৃতি এই ছিল যে, যখন যুদ্ধের জন্যে তারা কোথায়ও সমবেত হতো, তখন বীরত্ব, পরামর্শ, বিবেকবুদ্ধি, রণ-অভিজ্ঞতা ইত্যাদি যার মধ্যে বেশী পরিলক্ষিত হতো, তাঁকে নিজেদের আমীর নির্বাচন করে নেয়া হতো।

বর্ণনাকারিগণ বলেন, মুসলমান এবং তাঁদের শত্রুদের মধ্যে সর্ব প্রথম যুদ্ধ 'দাছিন' নামক স্থানে হয়েছিল। এটা গাযার একটি অন্যতম গ্রাম ছিল। এ যুদ্ধটি মুসলিম বাহিনী এবং গাযার খৃস্টান সেনাপতির মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল। আল্লাহ্ তাঁর বন্ধুদেরকে সফলকাম ও বিজয়ী করলেন। শত্রুরা পরাজিত হল। তাদের বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এ যুদ্ধটি খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের সিরিয়ায় আগমনের পূর্বে হয়েছিল। ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান শত্রু বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করলেন। পথে তিনি সংবাদ পেলেন, ফিলিস্তীনে অবস্থিত 'আল-আরাবা' নামক স্থানে রোমক সৈন্যগণ সমবেত হয়েছে। খালিদ সে দিকে আবূ উমামা বাহিলী (রা.)-কে প্রেরণ করলেন। তিনি অতর্কিত তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাদের নেতাকে হত্যা করে ফিরে আসেন। আবূ মিখ্‌নাফ (রা.) আরাবার যুদ্ধ সম্পর্কে বলেন, ছয়জন রোমক সেনাপতি তিন হাজার সৈন্যসহ আরাবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। আবূ উমামা মুসলমানদের দুর্ধর্ষ বাহিনীসহ সে দিকে অগ্রসর হলেন। যুদ্ধে মুসলমানগণ তাদেরকে পরাজিত করেন এবং তাদের একজন নেতাকে হত্যা করেন। তারপর তাঁরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। তাদের পিছনে তাঁরা 'আদ্‌দাবীয়া' পর্যন্ত গিয়ে পৌছলেন এবং শত্রুদেরকে পরাস্ত করেন। এ যুদ্ধে বহু মূল্যবান গনীমতের মাল মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হয়। আমার নিকট আবূ হাফস শামী (র.) সিরিয়ার কয়েকজন শায়েখের বরাত দিয়ে বলেন, সিরিয়ায় মুসলমানদের যুদ্ধসমূহের মধ্যে 'আল-আরাবার' যুদ্ধই সর্ব প্রথম যুদ্ধ। তারা হিজাযের যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের পর এটাই প্রথম যুদ্ধ ছিল। হিজায এবং আল-আরাবার ঘটনার মাঝে মুসলমানগণ যে যে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা অতিক্রম করেছিলেন, তার সবগুলোতেই যুদ্ধ ছাড়াই তারা জয়লাভ করে নিজ নিজ দখল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের সিরিয়া অভিযান এবং তাঁর বিজিত গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের বিবরণ

বর্ণনাকারিগণ বলেন, খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ সিরিয়া অভিযানের পূর্বে হীরায় অবস্থান করতেন। আবূ বকর (রা.) যখন তাঁকে সিরিয়া অভিযানের জন্যে নির্দেশ দিলেন। তখন তিনি মুছান্না ইব্‌ন হারিছা শায়বানী (রা.)-কে কূফার উপকণ্ঠে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করে হিজরী ১৩ সনের রবিউছছানী মাসে স্বয়ং আটশ', অন্যমত ছয়শ', আবার কারো মতে পাঁচশ' সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে সিরিয়ার দিকে যাত্রা করলেন। তিনি আইনুত তামার পৌছে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তা জয় করলেন। কেউ কেউ বলেন, আবূ বকর (রা.)-এর নির্দেশনামা তাঁর নিকট আইনুত-তামারেই পৌছেছিল। এ সময় তিনি তা জয় করে ফেলেছিলেন। এরপর খালিদ (রা.) আইনুত তামার হতে যাত্রা করে 'সান্‌দুদা' নামক স্থানে পৌছলেন। এখানে কিন্দী, ইবাদ ও অনারবগণ বসবাস করতো। তারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলো। তিনি জয়লাভ করলেন। এখানে তিনি সাআদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হারাম আনসারী (রা.)-কে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করলেন। সাআদ (রা.)-এর বংশধরগণ আজ পর্যন্ত সেখানে

বসবাস করছে। খালিদ (রা.) জানতে পারলেন যে, তিগলাব ইব্‌ন ওয়ায়েল গোত্রের একদল মুরতাদ রবীআ ইব্‌ন বুজাইরের নেতৃত্বে 'আল-মুদাইহ' এবং 'আল-হাসীদ' নামক স্থানে সমবেত হয়েছে। তিনি মুসলিম বাহিনী নিয়ে সেখানে গমন করলেন। তাঁরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলো। মুসলিম বাহিনী তাদেরকে পরাজিত করে তাদের অনেককে বন্দী করলো। এ যুদ্ধে বেশ কিছু গনীমতের মালও পাওয়া গেল। যুদ্ধ বন্দীদেরকে আবূ বকর (রা.)-এর নিকট মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। বন্দীদের মধ্যে উম্মু হাবীব সাহবা বিনৃত হাবীব ইব্‌ন বুজাইরও ছিলেন। তিনি হযরত আলী (রা.)-এর পুত্র উমরের মা ছিলেন। এরপর খালিদ (রা.) কাল্‌ব গোত্রের কূপ 'কুরাকিরের' অধিবাসীদের ওপর হামলা চালায়ে তাদেরকে বশীভূত করে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তাদের দ্বিতীয় কূপ 'সু'-এর অধিবাসীদের ওপরও হামলা করলেন। এখানে কালবীদের সঙ্গে বাহ্‌রা সম্প্রদায়ও অবস্থান করছিল। খালিদ (রা.) এখানে কুযাআ গোত্রের হুরকুস ইব্‌ন নু'মান বাহরানীকে হত্যা করে তার অর্থ সামগ্রী ছিনিয়ে নিলেন। খালিদ (রা.) যখন কোন শুষ্ক মরু অঞ্চল অতিক্রম করতে ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি তাঁর উটগুলোকে খুব করে পানি পান করাতেন। তারপর ওদের ঠোঁট ছিদ্র করে তাতে সলাকা ঢুকায়ে দিতেন, যাতে ওরা রোমন্থন করে তৃষ্ণার্ত না হয়। আর তারা নিজেদের সাথে যতদূর সম্ভব বেশী পানি বহন করতেন। পথে এ পানি শেষ হয়ে গেলে তিনি এবং তাঁর সাথীগণ এক একটি করে উটের পাকস্থলী ছিদ্র করে পানি বের করে তা পান করতেন। রাফি' ইব্‌ন উমায়র তাঈ (রা.) তাদের পথ প্রদর্শনক ছিলেন। একজন কবি তাঁর সম্পর্কে বলেছেন ঃ

لِلّٰهِ دَرُّ رَافِعٍ اَنّٰى اهْتَدٰى * فَوَّزَ مِنْ قُرَاقِرٍ اِلٰى سُوَىٰ-

مَاءٍ اِذَا مَا رَامَهُ الْجَيْشُ اَنْثَنٰى * مَا جَازَهَا قَبْلَكَ مِنْ اِنْسٍ يُرٰى-

"সাবাস রাফি'! তুমি কেমন করে কুরাকির হতে সুআ পর্যন্ত পৌছার পথ প্রাপ্ত হলে। এটা এমন অভিযান যে, কখনো কোন অভিযাত্রী তার সংকল্প করে সফলকাম হতে পারে নি। জেনে রেখ, তোমার পূর্বে অপর কেউ এ পর্যন্ত এসে পৌছতে পারেনি।"

এদিকে মুসলমানগণ সুআ' পৌছে হারকুস এবং তার সাথীদেরকে শরাব পানে এবং গান-বাজনায় মগ্ন পেলেন। হারকুস এ গানটি গাইতেছিল ঃ

اَلاَ عَلِّلاَنِىْ قَبْلَ جَيْشِ اَبِىْ بَكْرٍ * لَعَلَّ مَنَايَانَا قَرِيْبٌ وَلاَنَدْرِىْ-

"সাথীগণ! আবূ বকরের বাহিনী আসার পূর্বেই আমাকে কিছু শরাব পান করাও। মৃত্যু হয়ত আমাদের খুবই নিকটে অথচ আমাদের কোন খবর নেই।" মুসলমানগণ তাকে হত্যা করলেন। রক্ত তার শরাবের পাত্রে বইতে লাগলো। কেউ কেউ বলেন, তার মুণ্ডও ঐ পাত্রে গিয়ে পড়েছিল।

কোন কোন বর্ণনাকারী বলেন, এ কবিতার গায়ক ছিল তাগলিব গোত্রের ঐ ব্যক্তি, যাকে খালিদ (রা.) রবীআ ইব্‌ন বুজায়রের সাথে রাত্রি বেলায় আক্রমণ করেছিলেন।

ওয়াকিদী বলেন, খালিদ (রা.) সুআ' থেকে আল-কাওয়াসিলের দিকে অভিযান চালনা করেন। তারপর তিনি 'কারকিসিয়া' নামক স্থানে আসলেন। এখানকার নেতা একদল লোক নিয়ে তাঁর দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু তিনি ঐ স্থান ত্যাগ করে প্রান্তরের পথ ধরে সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে শেষ পর্যন্ত 'আরকা' (মতান্তরে আরক্) নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছলেন। তিনি এখানকার লোকদেরকে অতর্কিতে আক্রমণ করে অবরোধ করে বসলেন। তিনি তাদের নিকট থেকে মুসলমানদের জন্যে কিছু সম্পদ গ্রহণের শর্তে সন্ধির মাধ্যমে তা জয় করে নেন। এরপর তিনি 'দাওমাতুল জান্দাল' আসলেন। এখানেও তিনি যুদ্ধ করে তা জয় করেন। তারপর তিনি 'কাসাম' নামক স্থানে আসলেন। এখানে মাশজাআ ইবন তাইম ইবন নামের .... ইবন কুযাআ গোত্রের লোকেরা তাঁর সাথে সন্ধি করে। খালিদ (রা.) তাদেরকে লিখিতভাবে নিরাপত্তা দান করলেন। তারপর তিনি তাদমুর শহরে আসলেন। এখানকার লোকেরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে দুর্গে আশ্রয় নেয়। তারা মুসলমানদের নিকট নিরাপত্তা চাইল। খালিদ (রা.) তাদেরকে এ শর্তে নিরাপত্তা প্রদান করলেন যে, তারা যিম্মী হয়ে থাকবে, মুসলমানদের মেহমানদারী করবে এবং তাদের অনুগত হয়ে চলবে। এরপর তিনি 'আল-কারইয়াতায়ন' নামক জনপদে আসলেন। এখানকার অধিবাসীরা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পরাজিত হয়। খালিদ (রা.) জয়লাভ করলেন। এ সময় মুসলমানদের হাতে গনীমতের মালও আসে। তারপর তিনি 'সনীর' অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ারীন নামক স্থানে আসলেন। তিনি এখানকার বাসিন্দাদের চতুষ্পদ জন্তুর ওপর অতর্কিতে হামলা করলেন। এতে তারা তাঁর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এ যুদ্ধে 'বা'আল বাক এবং 'বুস্‌রা' তথা হাওরান শহরের অধিবাসিগণ অমুসলিমদের সামরিক সাহায্য করেছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মুসলমানগণই বিজয়ী হন। শত্রুপক্ষের অনেক লোক নিহত ও বন্দী হয়। এরপর তিনি মারজে রাহেত নামক স্থানে আসলেন। এখানে গাস্‌সানী খৃষ্টানগণ বসবাস করতো। মুসলমানগণ তাদের ইষ্টার স্যাটারডে পর্বের দিন তাদের ওপর আক্রমণ করেন। খৃষ্টানদের অনেক লোক নিহত ও বন্দী হয়।

খালিদ (রা.) বুস্‌র ইবন আবূ আরতাত আমিরী কুরায়শীকে এবং হাবীব ইবন মাসলামা ফিহরীকে দামেশকের 'গাওতার' অভিযানে প্রেরণ করেন। তাঁরা উভয়ে ঐ এলাকার বহু জনপদের ওপর আক্রমণ চালান। স্বয়ং খালিদ (রা.) আস্‌সানীয়া নামক স্থানে পৌঁছেন। এটা দামেশকের 'সানীয়াতুল উকাব' নামে প্রসিদ্ধ। তিনি এখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করে স্বীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এটা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পতাকা ছিল। এর রং ছিল কালো। ঐ দিন থেকে এ জায়গার নাম 'সানীয়াতুল উকাব' হয়েছিল। কারণ, আরবের লোকেরা পতাকাকে উকাব বলে থাকে। কারো কারো মতে, এ স্থানের নাম উকাব (বাজ) নামক পাখীর নামানুসারে উকাব রাখা হয়েছিল। এ পাখিগুলো ঐ সময় এ জায়গায় খুব বেশী অবতরণ করতো। কিন্তু প্রথম মতটি বিশুদ্ধতর। আমি (গ্রন্থকার) কোন কোন লোককে এরূপ বলতে শুনেছি যে, এখানে উকাব নামক পাথরের একটি মূর্তি ছিল। সে মূর্তির নামানুসারে এ স্থানের নাম উকাব হয়েছিল। কিন্তু বর্ণনাটির কোন ভিত্তি নেই।

বর্ণনাকারিগণ বলেন, খালিদ (রা.) দামেশকের 'বাবুশশারকী' বা পূর্ব দ্বারে অবতরণ করেন। আবার এরূপও কথিত আছে যে, তিনি 'বাবুল জাবীয়ায়' অবতরণ করেন। দামেশকের প্রধান যাজক তার নিকট খাদ্য সামগ্রী পাঠিয়ে দেন। এবং তিনি খালিদের নিকট আনুগত্যের পয়গাম দিয়ে এই বলে লোক পাঠালেন যে, আমার সঙ্গে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন। তিনি তাকে সে প্রতিশ্রুতি দেন। তারপর খালিদ (রা.) এখান থেকে রওয়ানা হয়ে বুসরার সন্নিকটে মুসলিম বাহিনীর সাথে মিলিত হন। কেউ কেউ বলেন, তিনি জাবীয়ায় এসে মুসলিম বাহিনীসহ অবস্থানরত আবূ উবায়দার সাথে মিলিত হন। পরে উভয়ে একত্রে বুসরায় গমন করেন।

বুসরা বিজয়

বর্ণনাকারিগণ বলেন, খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা.) যখন মুসলিম বাহিনী নিয়ে বুসরায় গমন করেন, তখন অন্যান্য মুসলিম সেনারাও সেখানে একত্রিত হয়েছিলেন। তাঁরা সবাই একমত হয়ে খালিদ (রা.)-কে তাদের সেনাপতি নির্বাচিত করেন। তিনি "বুসরা" শহরটি অবরোধ করে তাদের অধিনায়কের সহিত যুদ্ধ করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তাকে এবং তার সঙ্গীদেরকে শহরের অভ্যন্তরে আশ্রয় নিতে বাধ্য করলেন। কেউ কেউ বলেন, স্বয়ং বুসরার যুদ্ধে ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা.) আমীর ছিলেন। কারণ, কার্যত তিনিই ঐ এলাকার শাসনকর্তা ছিলেন। এখানকার বাসিন্দাগণ মুসলমানদের সঙ্গে এ শর্তে সন্ধি করলেন যে, তারা মুসলমানদেরকে জিযিয়া কর প্রদান করবে। আর এর বিনিময়ে মুসলমানগণ তাদের ধন-জন এবং সন্তান-সন্ততির নিরাপত্তা প্রদান করবেন। কোন কোন বর্ণনাকারী বলেন, বুসরাবাসী তাদের প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের পক্ষ থেকে মুসলমানদেরকে এক দীনার এবং এক জরীব[১] গম প্রদান করবে বলে সন্ধি করেছিল।

মুসলমানগণ 'কুরা-ই-হাওরানের' পূর্ণ এলাকা জয় করে সেখানে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ণনাকারিগণ বলেন, আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ্ (রা.) মুসলমানকে একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে বালকা অঞ্চলের মাআব গমন করেন। এখানে শত্রুগণ পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে মুসলমানদের মুকাবিলা করে। শেষ পর্যন্ত এ অঞ্চলটিও বুসরা শহরের সন্ধির ন্যায় মুসলমানগণ সন্ধির মাধ্যমে জয় করেন।

কারো কারো মতে 'মাআব' শহরটি বুস্‌রা শহরের আগেই বিজিত হয়েছিল। আবার কারো মতে আবূ উবায়দা (রা.) মাআব শহরটি ঐ সময় জয় করেছিলেন, যখন তিনি উমর (রা.)-এর আমলে গোটা সিরিয়ার দায়িত্বে ছিলেন।

১. জারীব– গম মাপবার পাত্র বিশেষ। যা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পরিমাণের হয়ে থাকে।

আজনাদীনের যুদ্ধ[1]

তারপর আজনাদীনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে রোমক সৈন্য প্রায় এক লক্ষ ছিল। এর বিরাট অংশ রোমের বাদশাহ্ হিরাক্লিয়াস প্রেরণ করেছিলেন। আর অবশিষ্ট সৈন্য আশপাশের এলাকা থেকে সমবেত হয়েছিল। এ সময় হিরাক্লিয়াস হিমৃসে অবস্থান করছিলেন। মুসলমানগণ তাদের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হন। খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা.) এ যুদ্ধে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। আল্লাহ্র ইচ্ছায় শত্রুগণ চরমভাবে পরাজয় বরণ করে। তাদের বাহিনী সম্পূর্ণরূপে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। তাদের বহু সংখ্যক সৈন্য নিহত হয়। এ যুদ্ধে নিম্নলিখিত মুসলমানগণ শাহাদাত বরণ করেছিলেন ঃ

১. আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর ইব্ন আবদুল মুত্তালিব।

২. আমর ইব্ন সাঈদ ইব্ন আসী ইব্ন উমাইয়া (রা.)।

৩. তাঁর ভাই আবান ইব্ন সাঈদ (রা.) (এটাই সঠিক মত। অন্য মতে আবান হিজরী ২৯ সনে ইন্তিকাল করেন।)

৪. তুলায়ব ইব্ন উমায়র ইব্ন ওয়াহব। তাঁর প্রতি এক পাপিষ্ঠ বিধর্মী দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করে তাঁকে তরবারি দ্বারা এমন ভাবে আঘাত করলো যে, তাঁর ডান হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে তরবারিসহ মাটিতে পড়ে যায়। পরে রোমক সৈন্যগণ তাঁকে ঘিরে ফেলে। এবং তাঁকে শহীদ করে দেয়। তাঁর মা ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ফুফু আরওয়া বিন্‌ত আবদুল মুত্তালিব তাঁর উপনাম ছিল আবূ আদী।

৫. সালামা ইব্ন হিশাম ইব্ন মুগীরা (রা.)। কেউ কেউ বলেন, তিনি মারাজুস্ সুফ্ফার যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।

৬. ইকরামা ইব্ন আবূ জাহ্ল (রা.)।

৭. হাব্বার ইব্ন সুফিয়ান মাখযূমী (রা.)। কোন কোন বর্ণনাকারী বলেন, তিনি মূতার যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।

৮. নুয়ায়ম ইব্ন আবদুল্লাহ্ নাহ্হাম আদবী (রা.)। কেউ বলেন, তিনি ইয়ারমুকের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।

৯. হিশাম ইব্ন আসী ইব্ন ওয়ায়েল সাহ্মী (রা.)। কেউ কেউ বলেন, তিনিও ইয়ারমুকের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।

১০. আমর ইব্ন তুফায়ল দাওসী (রা.)। কোন কোন বর্ণনাকারী বলেন, তিনিও ইয়ারমুকের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।

---

১. কেউ কেউ একে আজনাদায়নও বলেছেন।

১১. জুন্দুব ইব্‌ন 'আমর দাওসী (রা.)।

১২. সাঈদ ইব্‌ন হারিছ (রা.)।

১৩. হারিছ ইব্‌ন হারিছ (রা.)।

১৪. হাজ্জাজ ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন কাইস ইব্‌ন 'আদী সাহ্‌মী (রা.)।

হিশাম ইব্‌ন মুহাম্মদ কালবী বলেন, নাহ্‌হাম মূতার যুদ্ধে, সাঈদ ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন কাইস ইয়ারমুকের যুদ্ধে, তামীম ইব্‌ন হারিছ আজনাদীনের যুদ্ধে, তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল আসাদ ইয়ারমুকের যুদ্ধে এবং হারিছ ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন মুগীরা আজনাদীনের যুদ্ধে শহীদ হন।

বর্ণনাকারিগণ বলেন, এ যুদ্ধে পরাজয়ের সংবাদ শুনে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের মনোবল ভেঙ্গে যায়। তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে হিম্‌স থেকে এন্টিয়কে পালিয়ে যান। কেউ কেউ বলেন, তিনি হিম্‌স থেকে এন্টিয়কে ঐ সময় গমন করেন, যখন মুসলমানগণ সিরিয়ায় পৌঁছেছিলেন। আজনাদীনের যুদ্ধ হিজরী ১৩ সনের ১৮ই জুমাদাল উলা সোমবারে সংঘটিত হয়েছিল। মতান্তরে এ তারিখটি ছিল ২৮শে জুমাদাল উলা।

বর্ণনাকারিগণ বলেন, তারপর রোমকগণ আল-ইয়াকুসায় সৈন্য সমাবেশ করেছিল। আল-ইয়াকুসা একটি মরুদ্যান, যার সামনে একটি ঝর্ণা অবস্থিত। মুসলমানগণ তাদেরকে সেখানেই আক্রমণ করলেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে মুসলমানগণ শত্রুদেরকে পরাজিত করলেন। তাদের অনেককে হত্যা করা হয়েছিল। যারা জীবিত ছিল, তারা পলায়ন করে সিরিয়ায় চলে যায়। আবূ বকর (রা.) হিজরী ১৩ সনের জুমাদাল উখরা মাসে ইন্তিকাল করেছিলেন। মুসলমানগণ তাঁর মৃত্যু সংবাদ আল-ইয়াকুসায় অবস্থান কালেই পেয়েছিলেন।

ফাহালের যুদ্ধ (জর্দান)

বর্ণনাকারিগণ বলেন, যিলকাদ মাসের দু'দিন বাকী থাকতে জর্দানে ফাহালের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সময় উমর (রা.)-এর খিলাফতের পাঁচমাস অতিবাহিত হচ্ছিল। এ যুদ্ধে আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ্ মুসলিম বাহিনীর আমীর ছিলেন। উমর (রা.) সাআদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা.)-এর ভাই 'আমির ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা.)-এর মাধ্যমে তাঁর (আবূ উবায়দার) সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্তির এবং সেনাবাহিনীর প্রধান আমীর নিযুক্তির নির্দেশনামা পাঠিয়েছিলেন। অন্য মতে, আবূ উবায়দা (রা.)-কে উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্তির নির্দেশনামা ঐ সময় পৌঁছেছিল, যখন মুসলমানগণ দামেশ্‌ক শহর অবরোধ করে রয়েছিলেন। তিনি কয়েক দিন পর্যন্ত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা.)-এর নিকট এ নির্দেশনামা গোপন রেখেছিলেন। কারণ, ঐ সময় খালিদ (রা.) সেনাবাহিনীর আমীর ছিলেন। খালিদ (রা.) প্রকৃত বিষয় অবগত হওয়ার পর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,

আপনি যা করেছেন, তাতে কোন্ জিনিস আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে? আল্লাহ্ আপনার প্রতি সদয় হউন। 'উত্তরে আবূ উবায়দা (রা.) বললেন, আপনি শত্রুদের মুকাবিলায় থাকা অবস্থায় আপনার মনে আঘাত দিয়ে আপনার মনোবল ও উৎসাহ নষ্ট করা আমি সমীচীনবোধ করিনি। এ যুদ্ধের কারণ ছিল এই যে, সম্রাট হিরাক্লিযাস এন্টিয়ক পৌঁছে রোম এবং জাযীরার অধিবাসীদেরকে যুদ্ধের জন্যে উদাত্ত আহবান জানাচ্ছিলেন এবং নিজের একজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে তাদের নেতা করে পাঠিয়েছিলেন। জর্দানের 'ফাহাল' নামক স্থানে মুসলমানদের সাথে তাদের মুকাবিলা হয়। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। আল্লাহ্র ইচ্ছায় মুসলমানগণ তাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। তাদের প্রধান সেনাপতি প্রায় দশহাজার সাথীসহ নিহত হয়। তাদের অবশিষ্ট সৈন্যগণ সিরিয়ার বিভিন্ন শহরে ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। কেউ কেউ হিরাক্লিয়াসের নিকট চলে যায়। ফাহালের অধিবাসিগণ দুর্গে আশ্রয় নেয়। মুসলমানগণ তাদেরকে অবরোধ করে ফেলেন। শেষ পর্যন্ত তারা অবরুদ্ধ অবস্থায় জিযিয়া কর এবং খিরাজ প্রদান করার শর্তে মুসলমানদের নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করে। মুসলমানগণ তাদেরকে তাদের ধন-জনের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দান করলেন। তাঁরা আরো প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তাদের প্রাচীর বিনষ্ট করা হবে না। আবূ উবায়দা ইব্ন জাররাহ্ (রা.) এ চুক্তিটি করেছিলেন। কারো কারো মতে এটি করেছিলেন শুরাহ্বীল ইব্ন হাসানা (রা.)।

জর্দান প্রসঙ্গ

হাফ্স ইব্ন উমর উমরী (র.) হায়ছাম ইব্ন 'আদী (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, শুরাহবীল ইব্ন হাসানা (রা.) তাবারিয়া এলাকা ছাড়া গোটা জর্দান শক্তি প্রয়োগে জয় করেছিলেন। কেননা, তাবারিয়াবাসীরা নিজেদের ঘরবাড়ী এবং উপাসনালয়ের অর্ধেক মুসলমানদের জন্যে ছেড়ে দেয়ার শর্তে তাদের সাথে সন্ধি করেছিল।

আবূ হাফ্স দিমাশ্কী (র.) সাঈদ ইব্ন আবদুল আযীয তানুখী (রা.) থেকে, তিনি দামেশকের মসজিদের মুআয্যিন আবূ বিশ্রসহ কয়েকজন বর্ণনাকারী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মুসলমানগণ সিরিয়া অভিযানের সময় তাদের প্রত্যেক দলের আমীরগণ পৃথক পৃথকভাবে এক একটি অঞ্চলে আক্রমণ পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা নিজ নিজ আক্রমণকারী সৈন্যগণকে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। সে মতে, আমর ইব্ন 'আস (রা.) ফিলিস্তীন আক্রমণ করেন। শুরাহবীল (রা.) জর্দান এবং ইয়াযীদ ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা.) দামেশকে আক্রমণ করেন। মুসলমনাদের নিয়ম ছিল– শত্রুগণ তাদের মুকাবিলায় একত্রিত হলে, তাঁরা সবাই এক জায়গায় সমবেত হয়ে যেতেন। আর তাদের পরস্পরের সাহায্যের প্রয়োজন হলে, তারা দ্রুত সাহায্যের ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। সেনাবাহিনীর সকল দল একত্রিত হওয়ার সময় আবূ বকর (রা.)-এর প্রাথমিক অবস্থায় তাদের আমীর ছিলেন, আমর ইব্ন 'আস (রা.)। কিন্তু খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা.) সিরিয়ায় পৌঁছলে সকল যুদ্ধে তিনিই মুসলমানদের আমীর হতেন। তারপর আবূ উবায়দা ইব্ন জাররাহ্ গোটা সিরিয়ার শাসনকর্তা

নিযুক্ত হন। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) খলীফা হয়ে খালিদ (রা.)-কে বরখাস্ত করে আবূ উবায়দা (রা.)-কে শাসনকর্তা নিযুক্তির নির্দেশনামা লিখে পাঠান। এরপর হতে তিনি অমুসলিমদের সাথে সন্ধি, যুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ে প্রধান আমীর হিসাবে কাজ করতেন।

শুরাহ্‌বীল ইব্‌ন হাসানা (রা.) তাবারিয়া শহরটি কিছু দিন অবরোধ করে রাখার পর শহরবাসীদের সাথে সন্ধির মাধ্যমে তা জয় করেন। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী মুসলমানগণ তাদের জান-মাল, সন্তান-সন্ততি, উপাসনালয় এবং ঘরবাড়ীর নিরাপত্তা দান করলেন। মুসলমানদের মসজিদের জন্যেও একটি স্থান নির্ধারিত হল। তারপর তারা উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। এ সময় রোমক বাহিনী এবং অন্য একদল সৈন্য তাদের সঙ্গে এসে মিলিত হয়। এতে আবূ উবায়দা (রা.) সেনাপতি 'আমর ইব্‌ন 'আসকে (রা.) তাদের উপর আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। তিনি চার হাজার মুসলিম সৈন্যের বাহিনী নিয়ে সেদিকে অগ্রসর হলেন। ইতোপূর্বে শুরাহবীল (রা.) যে সমস্ত শর্তের ওপর তাবারিয়া শহরটি জয় করেছিলেন তিনিও অনুরূপ শর্তে শহরটি জয় করলেন। কোন্ কোন বর্ণনাকারী বলেন, দ্বিতীয় বারও শুরাহবীল (রা.) তা জয় করেছিলেন। তিনিই জর্দানের সমস্ত শহর এবং দুর্গ অনুরূপ শর্তে অতি সহজে রক্তপাত ছাড়াই জয় করলেন। তিনি সে সমস্ত শহর ও দুর্গ জয় করে সেগুলোর ওপর নিজ আধিপত্য বিস্তার করেন, সেগুলো হলো ঃ বায়সান, সূসিয়া, উফাক, জুরশ, বাইতে-রাস, কাদ্‌স, জাওলান তথা গোটা জর্দান।

আমার নিকট আবূ হাফ্‌স (র.) তাঁর নিকট আবূ মুহাম্মদ সাঈদ ইব্‌ন আবদুল আযীয এবং তাঁর নিকট ওয়াদীন ইব্‌ন আতা বর্ণনা করেন যে, শুরাহবীল (রা.) আক্কা, সুর এবং সাফূরিয়া অঞ্চল জয় করেন।

মুআয্‌যিন আবূ বিশ্‌র বলেন, আবু উবায়দা (রা.) সেনাপতি 'আমর ইব্‌ন 'আসকে জর্দানের উপকূল অঞ্চলে প্রেরণ করেন। রোমক সৈন্যগণ দলে দলে মুসলমানদের মুকাবিলায় সমবেত হতে লাগলো। রোমের বাদশাহ হিরক্লিয়াস ঐ সময় কনস্টান্টিনোপালে অবস্থান করতেন। তিনি সেখান থেকে তাদেরকে সামরিক সাহায্য প্রেরণ করতেন। 'আমর ইব্‌ন 'আস (রা.) আবূ উবায়দা (রা.)-কে সামরিক সাহায্য প্রেরণের জন্যে পত্র লেখেন। তিনি ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা.)-কে প্রেরণ করেন। ইয়াযীদ (রা.) জর্দান উপকূলের দিকে যাত্রা করলেন। এ সময় তাঁর দলের অগ্রভাগে তাঁর ভাই মু'আবিয়া (রা.) নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ইয়াযীদ (রা.) এবং 'আমর ইব্‌ন 'আস (রা.) উভয়ে মিলে জর্দানের উপকূলীয় অঞ্চল জয় করে নিলেন। আবূ উবায়দা (রা.) এ বিজয়কে তাদের যৌথ বিজয় বলে লিখিতভাবে খলীফাকে জানান। মু'আবিয়া (রা.) এ যুদ্ধে অত্যাধিক বীরত্বের পরিচয় দিয়ে সুনাম অর্জন করেন।

আমার নিকট এন্টিয়ক নিবাসী আবুল ইয়াসা, এন্টিয়ক ও জর্দানের মাশায়েখদের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মু'আবিয়া (রা.) হিজরী ৪২ সনে বা'লাবাক, হিম্‌স এবং এন্টিয়কের পারস্য বংশোদ্ভূত একটি সম্প্রদায়কে জর্দান উপকূলের সূর, আক্কা ও অন্যান্য স্থানে স্থানান্তরিত করেন। তিনি এ বছর বা তার এক বছর পূর্বে বা এক বছর পরে কসরা [illegible]

কূফার 'আসাবিরাহ' সম্প্রদায়কে এবং বালাবাক ও হিম্‌সের পারস্য বংশোদ্ভূত একটি সম্প্রদায়কে এন্টিয়কে স্থানান্তরিত করেন। তাদের প্রভাবশালী নেতার নাম ছিল মুসলিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন মুসলিম ইন্তাকীর পিতামহ ছিলেন। আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন সাআদ (র.), ওয়াকিদী সূত্রে সিরিয়া নিবাসী কয়েকজন মাশায়েখ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মু'আবিয়া (রা.) সাইপ্রাস গমনের সময় আক্কা এবং সূর নামক উপকূলীয় শহর দু'টির সংস্কার করেন। তারপর আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান এ উভয় শহর দু'টির সংস্কার করেন। কারণ, তা তখন ভগ্নদশায় উপনীত হয়েছিল। আমার নিকট হিশাম ইব্‌ন লায়ছ (র.) কয়েকজন শায়খ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমরা সূর এবং অন্যান্য উপকূলীয় অঞ্চলে অবতরণ করে দেখলাম, এখানে আরবদের সেনা ছাউনী ছিল। রোমকদের একটি দল এখানে অবস্থান করছিল। পরে বিভিন্ন শহরের লোকজন আমাদের সঙ্গে এসে মিলিত হলো। তারা আমাদের সাথে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেল। সিরিয়ায় সমস্ত উপকূলের অবস্থাই এরূপ ছিল।

আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন সাহম ইন্তাকী (র.), তিনি তাঁর কতিপয় শায়খদের সূত্রে বর্ণনা করেন, হিজরী ৪৯ সনে রোমক সৈন্যগণ উপকূল অঞ্চলে আগমন করে। ঐ সময় জাহাজ নির্মাণের কারখানা শুধু মিসরেই ছিল। মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা.) জাহাজ তৈরীর কারিগরদেরকে এবং কাঠ মিস্ত্রীদেরকে উপকূলীয় অঞ্চলে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে সেখানে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন। সে সময় জর্দানের আক্কা অঞ্চলে জাহাজ তৈরীর কারখানা ছিল।

বর্ণনাকারী বলেন, আবুল খাত্তাব আযদী (র.) বর্ণনা করেন যে, আক্কায় আবূ মুঈতের বংশে এক ব্যক্তির নিকট কারখানায় ব্যবহৃত চাক্কী ও খিল ইত্যাদি ছিল। হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক (রা.) ঐ সমস্ত জিনিস তাঁর নিকট থেকে ক্রয় করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু তিনি ওগুলো বিক্রি করতে অস্বীকার করলেন। হিশাম (র.) ঐ কারখানাটি 'সূরে' স্থানান্তরিত করলেন। তিনি এখানে একটি সরাইখানা এবং সরকারী গুদাম নির্মাণ করেন।

ওয়াকিদী বলেন, জাহাজগুলো আক্কায়ই থাকতো। মারওয়ান যখন শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন তখন তিনি তা 'সূরে' স্থানান্তরিত করেন। তা আজ পর্যন্ত 'সূরেই' আছে। আমীরুল মু'মিনীন মুতাওয়াককিল আলাল্লাহ হিজরী ২৪৭ সনে আক্কা এবং সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের জাহাজসমূহকে সুবিন্যস্ত নৌবহরের রূপ দিয়ে তাতে রণদক্ষ সৈনিকদেরকে মোতায়েন করার নির্দেশ প্রদান করেন।

মারজুস সুফারের যুদ্ধ

বর্ণনাকারিগণ বলেন, এরপর হিরাক্লিয়াসের সাহায্যার্থে রোমকগণ একটি বিরাট বাহিনী সংগ্রহ করেছিল। ঠিক এ সময় মুসলমানগণ দামেশ্‌ক অভিমুখে রওয়ানা হন। 'মারজুস সুফার' নামক স্থানে মুসলমানদের সঙ্গে তাদের মুকাবিলা হয়। এটা হিজরী ১৪ সনের মুহাররম মাসের ঘটনা। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। নিহতদের রক্তে নদী লাল হয়ে যায়। এ

যুদ্ধে চার হাজার মুসলমান আহত হন। কাফিরগণ পরাজিত হয়ে এমন দ্রুতবেগে পলায়ন করলো যে দামেশ্‌ক এবং বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছাবার পূর্বে রাস্তায় কোন দিকে তাকাবার পর্যন্ত তারা অবকাশ পায়নি। খালিদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন 'আস এ যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁর উপনাম ছিল আবূ সাঈদ। যে দিন ভোরে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তার ঠিক পূর্বের রাত্রিতে তিনি ইকরামা ইব্‌ন আবূ জাহ্‌লের বিধবা পত্নী উম্মু হাকীমকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ যখন তাঁর স্ত্রীর নিকট পৌঁছল্লো, তখন তিনি শিবিরের একটি খুঁটি খুলে শত্রুদেরকে আঘাত করতে লাগলেন। কথিত আছে, তিনি ঐ খুঁটি দিয়ে সাতজন শত্রু সৈন্যকে হত্যা করেছিলেন। তখনো তাঁর চেহারায় বাসর রাতের জাফরানী রং মুছেনি।

আবূ মিখ্‌নাফের বর্ণনা অনুযায়ী মারাজের ঘটনা আজনাদীনের ঘটনার ২০ দিন পরে হয়েছিল এবং পরে দামেশ্‌ক শহর বিজিত হয়েছিল। দামেশ্‌ক শহর বিজয়ের পর ফাহালের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু ওয়াকিদীর বর্ণনা অধিকতর শুদ্ধ। মারজের ঘটনা সম্পর্কে খালিদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন 'আস (রা.) তাঁর কবিতায় বলেন ঃ কোন্ অশ্বারোহী এমন আছে, যে বর্শা চালনা করতে চায় না? সে যেন আমাকে তার বর্শা মারজুস্ সাফারে সৈন্য সমাবেশের সময় ধার হিসাবে প্রদান করে।

হিশাম ইব্‌ন মুহাম্মদ কালবী বলেন, খালিদ ইব্‌ন সাঈদ (রা.) মারজের যুদ্ধে শহীদ হন। শাহাদাতের সময় তাঁর গলায় তার নিজের তরবারি সুমসামা ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল। নবী (সা.) তাঁকে যখন ইয়ামানের কর্মকর্তা নিযুক্ত করে প্রেরণ করেছিলেন, তখন তিনি মাযহাজ নামক স্থানে আমর ইব্‌ন মা'দী করবের গোত্রের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ সময় তিনি তাদেরকে রাত্রি বেলায় অতর্কিতে আক্রমণ করে আমরের স্ত্রীকে তার গোত্রের কয়েকজন লোকসহ বন্দী করেন। তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্যে আমর আবেদন করলো। তিনি তা করলেন। ফলে তারা মুসলমান হয়ে গেল। এতে খুশী হয়ে আমর তাঁকে তাঁর তরবারি 'সুমসামা' দান করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর কবিতায় বলেন ঃ

"তিনি আমার এমন বন্ধু যে, তাকে আমি ঘৃণার কারণে তরবারিখানা দান করি নি। বরং এ কারণে দান করেছি যে, দান-শরীফ ও ভদ্রদের জন্যেই হয়ে থাকে। তিনি আমার এমন বন্ধু যে, না আমি তাঁর কিছু আত্মসাৎ করেছি, আর না তিনি আমার কিছু আত্মসাৎ করেছেন। আমি তা আমার এমন একজন কুরায়শ আভিজাত বন্ধুকে দান করেছি, যিনি এতে খুশী হলেন এবং ইতরদের হাত থেকে রক্ষা পেলেন।"

বর্ণনাকারী বলেন, মারজের যুদ্ধে খালিদ ইব্‌ন সাঈদ (রা.) শহীদ হওয়ার পর মু'আবিয়া (রা.) তার গলদেশ হতে এ তরবারিখানা খুলে নেন এবং তা নিজের কাছেই রাখেন। সাঈদ ইব্‌ন 'আস ইব্‌ন উমাইয়া এ তরবারিখানা দাবী করলেন। খলীফা উছমান (রা.) তা সাঈদকে প্রদানের পক্ষে রায় দিলেন। তিনি তরবারিখানা পেয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত এটা তাঁর কাছেই ছিল। আদ-দারের যুদ্ধের সময় যখন খলীফা মারওয়ানের ঘাড়ে আঘাত লাগে, সাঈদ ইব্‌ন 'আসও তখন আঘাত প্রাপ্ত হয়ে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে যান, তখন তাঁর নিকট

থেকে জুহায়না গোত্রের এক ব্যক্তি এ সুমাসামা তরবারি খানা নিয়ে নেয়। দীর্ঘকাল পর্যন্ত এটা তাঁর নিকট ছিল। কিন্তু যখন তিনি এটা পরিষ্কার করার জন্যে কর্মকারের নিকট নিয়ে গেলেন, তখন কর্মকার এ জুহায়নী ব্যক্তির এরূপ তরবারি থাকতে পারে বলে বিশ্বাস করতে পারলো না। সে তাকে মদীনার গভর্নর মাওয়ান ইব্‌ন হাকামের দরবারে উপস্থিত করল। মারওয়ান জুহায়নীকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। সে সম্পূর্ণ ঘটনাটি বর্ণনা করল। মারওয়ান বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আদ-দারের যুদ্ধে আমার তরবারি খানাও চুরি হয়েছিলো। এবং সাঈদ ইব্‌ন 'আস (রা.)-এর তারবারি খানাও। সাঈদ ইব্‌ন 'আস (রা.) সেখানে আসলেন। তিনি তাঁর তরবারি চিনতে পারলেন। তিনি তা নিয়েও গেলেন। তাতে মুহর বা ছাপ লাগানো হলো। তিনি তা মক্কার শাসনকর্তা আমর ইব্‌ন সাঈদ আস্‌দাকের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। সাঈদের মৃত্যুর পর এ তরবারি খানা আমরের নিকট রয়ে যায়। আমর দামেশ্‌কে মৃত্যুবরণ করলেন। সেখানে তার সর্বস্ব লুণ্ঠিত হয়ে যায়। এরপর তাঁর তরবারি খানা তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই মুহাম্মদ ইব্‌ন সাঈদ (রা.)-এর হাতে পড়ে। তারপর এটা ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদের নিকট আসে। তাঁর মৃত্যুর পর এটা আমবাসা ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন 'আসের নিকট আসে। তারপর সাঈদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন 'আসের নিকট। তাঁর মৃত্যুর পর মোহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সাঈদের নিকট, যার বংশধর 'বারাকে' বসবাস করতো। তারপর আবান ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদের নিকট। তিনি এটার ওপর স্বর্ণের কারুকার্য করিয়েছিলিন। এটা তার দাসীর নিকট থাকতো। তারপর আইউব ইব্‌ন আবু আইউব ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সাঈদ, আমীরুল মু'মিনীন খলীফা মাহ্‌দীর নিকট ৮০ হাজার দিরহামেরও অধিক মূল্যে বিক্রয় করে দেন। খলীফা মাহ্‌দী তার ওপর নতুনভাবে স্বর্ণের কারুকাজ করিয়েছিলেন। তারপর এটা আমীরুল মু'মিনীন মূসা হাদীর নিকট আসে। তিনি এটা খুব পসন্দ করলেন। তিনি আবূ হাওল নামক একজন কবিকে এর কিছু গুণাগুণ বর্ণনা করতে নির্দেশ দিলেন। তিনি তাঁর কবিতায় বলেন।

আমর যুবায়দীর সুমসামা তরবারি খানা শ্রেষ্ঠ মানব মূসা আমীনের নিকট এসেছে। এটা আমরের তরবারি। আমি যতটুকু অবগত আছি, এটা ও সমস্ত তরবারি থেকে উত্তম; যেগুলোর ওপর কোষ লাগানো হয়েছে। তার রং সবুজ। এর ধারের মধ্যে ধ্বংসের চিহ্ন নিহিত আছে। এতে মৃত্যু খেলা করছে। যখন ওটাকে কোষমুক্ত করবে, তখন তার দীপ্তিতে সূর্য ম্লান হয়ে যাবে। এর সামনে সূর্য আত্মপ্রকাশই করতে পারবে না। এ তরবারি দ্বারা যাকে হত্যা করা মঞ্জুর হয়ে আছে, সে যদি এর নিকট আসে, তবে এটাকে ডান হাত দ্বারা চালনা করা হউক আর বাম হাত দ্বারা চালনা করা হউক, এটা তার কাজ ঠিকমতই করবে। যে ব্যক্তি যুদ্ধে নিজের সম্মান রক্ষা করতে ইচ্ছা করে, তার জন্যে এটা একটি উত্তম তরবারি। এটা দ্বারা শত্রু নিপাত করা যায়। এটা একটি উত্তম সাথী।

পরে আমীরুল মু'মিনীন ওয়াসিক বিল্লাহ্‌ তাতে ধার দেয়ার জন্যে কর্মকার ডাকালেন। তিনি তার ওপর চামড়ার শক্ত আবরণ লাগাবার জন্যে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু যখন তিনি এর ওপর চামড়ার আবরণ লাগালেন, তখন তা বিবর্ণ হয়ে যায়।

দামেশ্‌ক শহর ও তার ভূমি বিজয়

বর্ণনাকারিগণ বলেন, 'মারজ' নামক স্থানে অবস্থানরত শত্রুদের সাথে যুদ্ধ হতে অবসর গ্রহণ করে মুসলমানগণ ১৫ দিন বিশ্রাম করেন। তারপর হিজরী ১৪ সনের মুহাররম মাসের ১৪ দিন বাকী থাকতে তাঁরা দামেশ্‌ক শহরাভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁরা গাওতায় এবং সেখানে অবস্থিত গীর্জাসমূহ বল প্রয়োগে দখল করেন। শহরবাসী দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে তার দরজা বন্ধ করে দিল। খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা.) প্রায় পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে শহরের পূর্ব দ্বারে অবতরণ করলেন। এ সময় আবূ উবায়দা (রা.) তাঁদের আমীর ছিলেন। কিন্তু অন্য বর্ণনাকারিগণ বলেন, খালিদ (রা.)-ই তাঁদের আমীর ছিলেন। কেননা, মুসলমানদের দামেশ্‌ক শহর অবরোধ কালেই তাঁর বরখাস্তের নির্দেশ এসেছিল। যে স্থানে খালিদ (রা.) অবতরণ করেছিলেন, তাকে খান্‌কায়ে খালিদ বলা হতো।

'আমর ইব্‌ন 'আস (রা.) তাওমা তোরণে শুরাহ্‌বীল (রা.) ফারাদীস তোরণে আবূ উবায়দা (রা.) জাবীয়া তোরণে এবং ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান ছগীর তোরণে অবতরণ করেন। তার সৈন্যগণ কায়সানের দ্বার পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিলেন। আবূদ্ দারদা উআয়মার ইব্‌ন আমির খাযরাজীকে বারযার সীমান্ত ফাঁড়ির দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন। অবরোধের প্রাথমিক অবস্থাতেই খৃস্টানদের যে ধর্মজাযক খালিদ (রা.)-এর জন্যে আহার্যাদি সরবরাহ করতেন, তিনি প্রায়ই প্রাচীরের ওপর দাঁড়াতেন। একদা খালিদ (রা.) তাঁকে ডাকলেন। তিনি এসে সালাম করলেন এবং পরস্পর আলাপ আলোচনা করার পর তিনি খালিদকে বললেন, 'হে আবূ সুলায়মান! আপনাদের অভিযান সফল হবে আর আপনার কাছে আমার একটি প্রতিশ্রুতিও রয়েছে। অতএব আপনি আমার সঙ্গে এ শহরটি সম্পর্কে সন্ধি করতে পারেন। এতে খালিদ (রা.) কালি, কলম ও কাগজ আনিয়ে নিম্নরূপ লেখে দিলেন ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

এ অঙ্গীকার পত্রখানা খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা.) শহরে প্রবেশ করার সময় দামেশ্‌কবাসীরদেরকে প্রদান করেন। তিনি তাদেরকে তাদের জীবনের, ধন-সম্পদের এবং গীর্জার নিরাপত্তা প্রদান করেন। তাদের শহরের প্রাচীর নষ্ট করা হবে না। তাদের কোন বাসস্থান বসবাসের জন্যে গ্রহণ করা হবে না। এতে আল্লাহ্ তাঁর রাসূল, খলীফাগণ এবং সাধারণ মু'মিনগণ এর জন্যে যিম্মাদার থাকবেন। তারা যথারীতি জিযিয়া প্রদান করলে, তাদের সাথে ভাল ব্যবহারই করা হবে।

তারপর খৃস্টান ধর্মজাযকের জনৈক বন্ধু কোনও এক রাত্রিতে খালিদের নিকট এসে তাঁকে জানালেন যে, শহরবাসীদের জন্যে আজ আনন্দের রাত্রি। সবাই তাতে লিপ্ত। আর শহরের পূর্ব দিকের দ্বার পাথর দ্বারা বন্ধ করে ওটাকে একেবারে পাহারাহীন অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। সে তাঁকে সিঁড়ির ব্যবস্থা করে দেবে বলে ইঙ্গিত করল। [illegible]

যেখানে শিবির স্থাপন করেছিল, সেখানকার কয়েকজন লোক দু'টো সিঁড়ির ব্যবস্থা করে দিল। মুসলিম বাহিনীর একটি দল তার ওপর ওঠে প্রাচীরে আরোহণ করে দরজায় অবতরণ করলো। ঐ সময় দরজায় মাত্র একজন কিংবা দু'জন প্রহরী ছিল। মুসলমানগণ তাদেরকে বশ করে, তাদের সাথে একত্র হয়ে সূর্যোদয়ের পূর্বেই দরজা খুলে ফেললো। অপর দিকে আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ্ (রা.) জাবিয়া তোরণ খোলার ব্যবস্থা করলেন। তিনি কিছু সংখ্যক মুসলিম সৈন্যকে চড়িয়ে দেন প্রাচীরের ওপর। রোমক সৈন্যগণ তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। শেষপর্যন্ত তারা যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করে। আবূ উবায়দা (রা.) বল প্রয়োগে মুসলিম সৈনিকদেরকে নিয়ে জাবিয়া তোরণ উম্মুক্ত করে শহরে প্রবেশ করলেন। তারপর আবূ উবায়দা (রা.) এবং খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা.) মিক্‌সালাত নামক স্থানে একত্রিত হন। এটা হচ্ছে দামেশকে বাসন-কোসন বিক্রয়ের একটি বাজার। আর এটাই সে 'বরীস' শহর, যার সম্পর্কে হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.) তাঁর কবিতায় বলেছেন ঃ

يَسْقُوْنَ مَنْ وَرَدَ الْبَرِيْصَ عَلَيْهِمْ * بَرَدَى يُصَفِّقُ بِالرَّحِيْقِ السَّلْسَلِ

'যে কোন লোক বারীসে তাদের নিকট গমন করবে, তারা তাকে বরাদা নামক প্রস্রবণের পানি স্বচ্ছ শরাবের সাথে মিশিয়ে পান করাবে।

বর্ণিত আছে, রোমকগণ রাত্রি বেলায় জবিয়ার তোরণ হতে তাদের একটি মৃতদেহ বের করে। তাদের একদল সাহসী ও তরবারি চালনায় নিপুণ সৈন্য লাশটিকে বেষ্টন করে রেখেছিল। আর অন্যান্য শহরবাসী দরজায় দাঁড়িয়ে পাহারারত ছিল। যেন তারা তাদের মৃত ব্যক্তির লাশটিকে দাফন করে স্বীয় সশস্ত্র বাহিনীর নিকট ফিরে আসা পর্যন্ত মুসলমানদেরকে দরজা খুলে শহরে প্রবেশ করা হতে বিরত রাখতে পারে। তারা মুলসমানদের অসতর্ক মুহূর্তের সুযোগ নিতে চাইলো। কিন্তু মুসলমানগণ তাদের ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন। তাঁরা শত্রুদের তোরণদ্বারে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের সাথে তুমুল যুদ্ধ করেন। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে তাঁরা দরজা খুলতে সক্ষম হলেন। খৃস্টানদের প্রধান ধর্মজাযক যখন দেখতে পেল যে আবূ উবায়দা (রা.) কিছুক্ষণের মধ্যেই শহরে প্রবেশ করবেন, তখন সে খালিদ (রা.)-এর নিকট দৌড়ে গিয়ে তাঁর সাথে সন্ধি করলো। তাঁর জন্যে শহরের পূর্বদ্বার খুলে দিলেন তিনি শহরে প্রবেশ করলেন। খৃস্টানদের প্রধান ধর্মজাযকও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। খালিদ তাকে যে সন্ধি পত্র লিখে দিয়েছিলেন, তিনি তা জনসমক্ষে প্রচার করতে চেয়েছিলেন। এমন সময় অনেক মুসলমান বলে উঠলেন, আল্লাহ্‌র কসম! খালিদ (রা.) তো আমীরই নন। তাঁর সন্ধি কি করে বৈধ হতে পারে? কিন্তু আবূ উবায়দা (রা.) বললেন, মুসলমানদের পক্ষে তাদের যে কেউ সন্ধি করতে পারে। তিনি খালিদ (রা.)-এর সন্ধি পত্রটি অনুমোদন করে তা কার্যকরী করেন। দামেশকের কিছু শক্তি প্রয়োগ করে যুদ্ধের মাধ্যমে জয় হয়ে থাকলেও এটাকে গুরুত্ব না দিয়ে সমগ্র দামেশ্‌ক সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয় বলে গণ্য হয়। আবূ উবায়দা (রা.) এ সংবাদ মদীনায় উমর (রা.)-কে লিখিতভাবে জানালেন এবং তিনি তা অনুমোদন করলেন।

দামেশ্ক শহরের তোরণসমূহ খুলে দেয়া হলো এবং সকল বাহিনী এ জায়গায় সমবেত হলো।

আবূ মিখ্নাফ ও অন্যান্যদের বর্ণনায় আছে যে, খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা.) যুদ্ধের মাধ্যমে দামেশ্ক শহরে প্রবেশ করেন, আর আবূ উবায়দা (রা.) সন্ধির মাধ্যমে। পরে উভয়ে যাইয়াতীনে (তেলের বাজার) একত্রিত হন। কিন্তু প্রথম বর্ণনাটি বিশুদ্ধতর।

হায়ছাম ইব্ন আদী (রা.) দাবী করেন যে, দামেশ্কবাসীরা তাদের ঘরবাড়ী এবং তাদের গীর্জার অর্ধেক হস্তান্তরের শর্তে সন্ধি করেছিল। মুহাম্মদ ইব্ন স্যাআদ (র.) আবু আবদুল্লাহ্ ওয়াকিদীর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা.) দামেশ্কবাসীদেরকে যে সন্ধি পত্র লিখে দিয়েছিলেন, আমি তা পড়েছি। কিন্তু তাতে ঘরবাড়ী এবং গীর্জার অর্ধেক প্রদানের শর্ত দেখিনি। তা অবশ্যই বর্ণিত হয়েছে বটে, কিন্তু এর বর্ণনাকারী তা কোথা থেকে গ্রহণ করেছেন, তা আমার জানা নেই। বরং ঘটনা এই যে, দামেশ্ক বিজয়ের সময় সেখানকার অনেক লোকই হিরাক্লিয়াসের নিকট চলে যায়। তিনি তখন এন্টিয়কে অবস্থান করতেন। একারণে সেখানে অনেক ঘরবাড়ী জনশূন্য হয়ে যায়। ফলে মুসলমানগণ ওগুলোতে বসবাস করতে লাগলেন।

কেউ কেউ বর্ণনা করেন, দামেশ্ক বিজয়ের সময় আবূ উবায়দা (রা.) পূর্বের দরজায় ছিলেন। আর খালিদ (রা.) জাবিয়ার দরজায় ছিলেন। কিন্তু এ বর্ণনাটি ভুল।[১]

ওয়াকিদী বলেন, দামেশ্ক শহর হিজরী ১৪ সনের রজব মাসে বিজিত হয়েছিল। কিন্তু খালিদ (রা.) সন্ধি পত্রে হিজরী ১৫ সনের রবিউল আখির তারিখের উল্লেখ ছিল। এর কারণ এই যে, খালিদ (রা.) তারিখ ছাড়াই সন্ধি পত্র লিখেছিলেন। এর অনেক পরে, মুসলিম বাহিনী যখন দামেশ্ক হতে ইয়ারমুকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন, তখন দামেশ্কের খৃষ্টান ধর্মযাজক খালিদ (রা.)-এর নিকট এসে আবেদন করলেন যে, পূর্বোক্ত সন্ধিপত্র নবায়ন করে আবূ উবায়দা (রা.) এবং মুসলমনগণকে এর সাক্ষী করে দিন। তখন তিনি এর নবায়ন করে আবূ উবায়দা (রা.) ইয়াযীদ ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা.), শুরাহবীল ইব্ন হাসানা (রা.) ও অন্যান্যদেরকে সাক্ষী করেন। এ সময় তিনি যে তারিখে তা নবায়ন করেছিলেন, সে তারিখই লিখে দিলেন।

কাসিম ইব্ন সাল্লাম (র.) .... সাঈদ ইব্ন আবদুল আযীয তানুখী (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াযীদ (রা.) দামেশ্ক শহরে তার পূর্বদ্বার দিয়ে সন্ধির মাধ্যমে প্রবেশ

---

১. মুহাম্মদ ইব্ন আসাকির (রা.) বলেন, জাবীয়া তোরণ দেশ দিয়ে আবূ উবায়দা (রা.)-এর কর্তৃত্বে বল প্রয়োগের মাধ্যমে দিমাশ্ক শহর বিজয়ের বর্ণনাটি -এ কিতাব প্রণেতার নিকট নির্ভরযোগ্য বর্ণনা। কারণ তিনি 'প্রথম বর্ণনাটি প্রমাণিত' শব্দ প্রয়োগ করে তার প্রতি জোর দিয়েছেন। মূলতঃ দামেশ্ক বিজয় সম্বলিত বর্ণনাগুলোর মধ্যে এ বর্ণনাটিই দুর্বলতম বর্ণনা। কেননা, হাদীছ এবং আছার দ্বারা বিশুদ্ধ এবং প্রমাণিত মত হলো এই যে, খালিদ (রা.) দামেশ্ক শহরের পূর্ব ফটক দিয়ে বল প্রয়োগের মাধ্যমে আর আবু উবায়দা (রা.) জাবীয়া ফটক দিয়ে সন্ধির মাধ্যমে শহরে প্রবেশ করেছিলেন।

করলেন। পরে তারা উভয়ে 'মিক্সালাত' নামক স্থানে একত্রিত হলেন। তখন সম্পূর্ণ দামেশ্‌ক সন্ধির মাধ্যমে বিজয় হয়েছিল বলে ঘোষণা করা হলো।

কাসিম (র.) .... আবূল আশআছ সানআনী (রা.) অথবা আবূ উছমান সানআনী (রা.) সূত্রে বর্ণিত যে, আবূ উবায়দা (রা.) জাবীয়া ফটক চার মাস পর্যন্ত অবরোধ করে রেখেছিলেন।

আবূ উবাইদ (র.) .... রাজা ইব্‌ন আবূ সালাম সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাস্‌সান ইব্‌ন মালিক (রা.) দামেশ্‌কের অনারবদের বিরুদ্ধে একটি গীর্জা সম্পর্কে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র.)-এর নিকট মোকদ্দমা পেশ করলেন। এ গীর্জাটি তাঁকে জনৈক আমীর জায়গীর হিসাবে দিয়েছিলেন। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র.) বললেন, এ গীর্জাটি যদি ঐ ১৫টি গীর্জার অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, যা তাদের চুক্তি পত্রে উল্লেখ আছে, তবে এতে তোমার কোন দাবী চলবে না। দামারা (র.) আলী ইব্‌ন আবূ হামালা (রা.)-এর বরাত দিয়ে বলেন, আমরা দামেশ্‌কের অনারবদের বিরুদ্ধে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (রা.)-এর নিকট একটি গীর্জা সম্পর্কে মোকদ্দমা পেশ করলাম। এ গীর্জাটি দামেশ্‌কের নসর গোত্রকে জনৈক ব্যক্তি জায়গীর হিসাবে দান করেছিলেন। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র.) আমাদেরকে সেখান হতে উচ্ছেদ করে দিয়ে গীর্জাটি খৃস্টানদেরকে ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু এরপর ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে উক্ত গীর্জাটি পুনরায় নসর গোত্রকে ফিরিয়ে দেন।

আবূ উবাইদ .... আওযায়ী (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সিরিয়ায় সর্ব প্রথম জিযিয়া কর মাথা পিছু এক দীনার এবং এক জরীব[১] ছিল। পরে উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) স্বর্ণের মালিকদের উপর মাথাপিছু চার দীনার আর রৌপ্যের মালিকদের উপর ৪০ দিরহাম নির্ধারণ করে দেন। তিনি ধনীদের ধন, দরিদ্রদের দরিদ্রতা এবং মধ্যপন্থীদের মধ্যপন্থা অনুযায়ী করের পর্যায়ক্রম ঠিক করে দিলেন।

হিশাম (রা.) বলেন, আমি কোন কোন মাশায়েখকে বলতে শুনেছি যে, ইয়াহূদীরা খৃস্টানদের সাথে যিম্মী হিসাবে বসবাস করত এবং তারা তাদেরকে খাজনা প্রদান করত। এ কারণে তারাও খৃস্টানদের সাথে সন্ধির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

কোন কোন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন যে, খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা.) দামেশকবাসীদের সাথে যে সকল শর্তে সন্ধি করেছিলেন, তন্মধ্যে একটি শর্ত এই ছিল যে, তাদের প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি জিযিয়া কর হিসাবে মাথা পিছু এক দীনার, এক জরীব পরিমাণ গম, সিরকা এবং যায়তুনের তেল মুসলমানদের রসদ হিসাবে প্রদান করবে।

আমর নাকিদ (র.) .... উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.)-এর আযাদকৃত দাস আসলাম (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, উমর (রা.) সেনা অধিনায়কদেরকে নির্দেশ দেন যে, তারা যেন প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কদের ওপর জিযিয়া কর ধার্য করেন। তাদের রৌপের মালিকদের ওপর ৪০

---

১. জারীব (جريب) শব্দটি গ্রীক ভাষার। এর অর্থ যমীন মাপার একশত ফুট বিশিষ্ট একটি শিকল।

দিরহাম এবং স্বার্ণের মালিকদের ওপর ৪ দীনার এবং এ ছাড়াও তাদের নিকট হতে মুসলমানদের রসদ স্বরূপ গম এবং তেল গ্রহণ করার নির্দেশ দিলেন। এর পরিমাণ সিরিয়া ও জাযীরায় প্রতিমাসে প্রত্যেক মুসলমানদের জন্যে দুই মুদা[১] গম এবং তিন কিসৃত[২] তেল। তিনি চর্বি এবং মধুর পরিমাণও ধার্য করে দেন, কিন্তু তার পরিমাণ অজ্ঞাত। এভাবে মিসরে প্রত্যেক মুসলমানদের জন্যে এক ইর্‌দিব[৩] গম, পোশাক এবং তিন দিনের মেহমানদারী ধার্য করে দেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পৌত্র আমর ইব্‌ন হাম্মাদ (র.) .... আসলাম (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা.) স্বর্ণের মালিকদের উপর চার দীনার আর রৌপ্যের মালিকদের উপর ৪০ দিরহাম জিযিয়া কর ধার্য করেন। উপরন্ত তাদের ওপর মুসলমানদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা এবং তাদের জন্য তিন দিনের মেহমানদারী বাধ্যতামূলক করে দেন।

বর্ণনাকারিগণ বলেন, মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা.) দামেশকের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে খৃষ্টানদের 'ইউহান্না' নামক গীর্জাটিকে দামেশকের মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করতে মনস্থ করেন। কিন্তু খৃষ্টানদের অসম্মতির দরুন তিনি তা কার্যকরী করা হতে বিরত থাকেন। তারপর আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের খিলাফতকালে তিনি গীর্জাটিকে পুনরায় মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলেন। এর জন্যে তিনি তাদের জন্যে অর্থও দিতে চান। কিন্তু তারা তা প্রদান করতে অস্বীকার করে। এরপর ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের খিলাফত আমলে তিনিও খৃষ্টানদেরকে একত্রিত করে তাদেরকে অনেক অর্থসামগ্রী দান করলেন, যেন তারা গীর্জাটি তাঁকে দান করে দেয়। কিন্তু তারা এতেও সম্মত হলো না। এতে তিনি বললেন, যদি তোমরা এটা মসজিদের কাজে প্রদান না কর, তবে আমি তা ধ্বংস করে দেব। এতে তাদের জনৈক ব্যক্তি বলে ওঠলো, হে আমীরুল মু'মিনীন! যে ব্যক্তি গীর্জা ধ্বংস করবে, সে পাগল হয়ে যাবে এবং তার ওপর বিপদ আসবে। এ উক্তি শুনে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং কোদাল চেয়ে নিয়ে নিজ হাতে তার প্রাচীরের কিছু অংশ নষ্ট করে দেন। এ সময় তাঁর পরিধানে পীতবর্ণের বহু মূল্য রেশমী পোশাক ছিল। এরপর তিনি এ কাজের জন্যে শ্রমিক ও কারিগর নিযুক্ত করেন। তারা তা ভেঙ্গে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়। তারপর উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয যখন খলীফা হলেন, তখন খৃষ্টানগণ তাঁর নিকট তাদের গির্জার ব্যাপারে খলীফা ওয়ালীদের পদক্ষেপ সম্পর্কে অভিযোগ করে। এতে তিনি তাঁর কর্মচারীদেরকে মসজিদের সাথে যা সংযুক্ত করা হয়েছে, তা খৃষ্টানদেরকে ফেরৎ দেয়ার নির্দেশ দিলেন। খলীফার এ নির্দেশ দামেশ্‌কবাসী অপসন্দ করে বললো, আমরা যে মসজিদে আযান দিয়েছি, সালাত আদায় করেছি, তা কিভাবে নষ্ট করতে পারি? আর গীর্জাই বা কিভাবে ফেরৎ দেয়া যাবে? তখন সুলায়মান ইব্‌ন হাবীব মুহারিবী ও অন্যান্য ফকীহগণ

১. মুদা-এক প্রকার মাপ, যা সিরিয়া এবং মিসরে প্রচলিত আছে। এক মুদা ১৯সা'আ পরিমাণ হয়ে থাকে। আর এক সা'আ ২৩৪ তোলায় হয়।

২. কিসত-এক কিসত এক সায়ের অর্ধেক, যা ১১৭ তোলার সমান।

৩. ইরদিব-এক ইরদিবে ২৪ সা'আ (১২৮ পাউণ্ড) হয়ে থাকে। এটা মিসরীয় মাপ বিশেষ।

সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা এর মীমাংসার জন্যে খৃষ্টানদের কাছে গমন করলেন। তাঁরা তাদেরকে বললেন, গাউতা অঞ্চলে শক্তি প্রয়োগ করে মুসলমানগণ যে সকল গীর্জা দখল করে নিয়েছে এবং আজ পর্যন্ত যা তাদের অধিকারে আছে, সেসব গীর্জা তোমাদেরকে এ শর্তে ফেরৎ দেয়া হবে যে, তোমরা ইউহান্না গীর্জা ফেরৎ দানের দাবী ছেড়ে দেবে। খৃষ্টানগণ এ মীমাংসা পসন্দ করে এতে সম্মত হয়ে গেল। পরে খলীফা উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযকে এ মীমাংসা সম্পর্কে লিখিত ভাবে অবহিত করা হলে তিনি এতে খুশী হয়ে তা জারী করতে নির্দেশ দিলেন। দামেশকের মসজিদের সম্মুখ প্রাসাদে মিনারার সংলগ্ন ছাদের সন্নিকটে মর্মর পাথরে কিছু ইবারত লেখা ছিল। আমীরুল মু'মিনীন ওয়ালীদ হিজরী ৮৬ সনে এর সংস্কারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমি হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, দামেশক শহরের প্রাচীর মারওয়ান এবং উমাইয়া বংশের পতনের পর হতে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস কর্তৃক বিধ্বংসের পূর্ব পর্যন্ত তা সঠিকভাবে বিদ্যমান ছিল।

আমার নিকট আবূ হাফ্‌স দিমাশকী, তিনি সাঈদ ইব্‌ন আবদুল আযীযের নিকট হতে এবং তিনি দামেশক মসজিদের মুআয্‌যিন প্রমুখের বরাতে বর্ণনা করেন। তাঁরা বলেন, মুসলমানগণ খালিদ (রা.)-এর আগমনের সময় বুসরায় একত্রিত হন এবং তা সন্ধির মাধ্যমে জয় করে নেন। তারপর তারা সমগ্র জাওরান রাজ্যে ছড়ায়ে পড়ে তার ওপর আধিপত্য বিস্তার করলেন। এ সময়ে তাদের নিকট খৃষ্টানদের কৃষি বিভাগের দায়িত্বশীল ব্যক্তিটি এসে আবেদন করলো যে, তার সাথে বুসরাবাসীদের অনুরূপ সন্ধি করা হোক! 'বাস্‌নীয়ার' সমস্ত জমিকে খিরাজী জমি ঘোষণা করা হোক। মুসলমানগণ তাদের এ আবেদনে সাড়া দিলেন। ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা.)-কে প্রেরণ করা হলো। তিনি শহরে প্রবেশ করে শহরবাসীদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে চুক্তি করলেন। এভাবে মুসলমানগণ 'হাওরান' এবং 'বাস্‌নীয়ার' ওপর আধিপত্য লাভ করেন। পরে তাঁরা ফিলিস্তীন এবং জর্দানে অভিযান চালিয়ে বিজয় লাভ পর্যন্ত যুদ্ধ করেন। ইয়াযীদ আম্মানের দিকে যাত্রা করলেন। তিনি এ শহরটি বুসরা শহরের ন্যায় সন্ধির মাধ্যমে অতি সহজেই জয় করে ফেললেন। তিনি বলকা রাজ্যও জয় করেন। আবূ উবায়দা (রা.)-এর শাসনকর্তা নিযুক্তির পূর্বেই এ সমস্ত এলাকা সম্পূর্ণ বিজিত হয়ে যায়। দামেশক বিজয়ের সময় তিনি সেনাবাহিনীর আমীর ছিলেন। কিন্তু খৃষ্টানদের সাথে সন্ধি করেছিলেন খালিদ (রা.) আর আবূ উবায়দা (রা.) তা অনুমোদন করেছিলেন। আবূ উবায়দা (রা.)-এর শাসনামলে ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা.) আরান্দাল শহরে গমন করে সন্ধির মাধ্যমে শহরটি জয় করেন। তিনি 'শাররাত' রাজ্য এবং উহার পাহাড়ী অঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন।

সাঈদ ইব্‌ন আবদুল আযীয (রা.) ওয়াযীন (রা.) প্রমুখাৎ বলেন যে, ইয়াযীদ (রা.) দামেশক শহর বিজয়ের পর উপকূলীয় শহর সাইদা, ইরকা, জুবায়ল এবং বৈরূতে অভিযান চালান। এ অভিযানে তাঁর ভাই মু'আবিয়া (রা.) অগ্রগামী বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন। তাঁরা এসকল অঞ্চল অতি সহজে জয় করেন। এসকল অঞ্চলের অনেককেই তাঁরা দেশান্তরিত করেছিলেন। ইয়াযীদের কর্তৃত্বে তাঁর ভাই মু'আবিয়া (রা.) স্বয়ং 'ইরকা' শহর বিজয়ের

দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এরপর উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.)-এর খিলাফতের শেষের দিকে অথবা উছমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা.)-এর খিলাফতের প্রথম দিকে রোমকগণ এ সকল উপকূলীয় অঞ্চলের কোন কোনটির ওপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু মু'আবিয়া (রা.) অভিযান চালিয়ে শহরগুলো পুনরাধিকার করেন। তিনি সেখানকার ক্ষতিগ্রস্ত দুর্গগুলোর মেরামত করেন। সেখানে প্রতিরক্ষা বাহিনী নিযুক্ত করে তাদেরকে জায়গীর প্রদান করেন।

বর্ণনাকারিগণ বলেন, উছমান (রা.) খলীফা হওয়ার পর তিনি মু'আবিয়া (রা.)-কে সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। মু'আবিয়া (রা.) সুফিয়ান ইব্‌ন মুজীব আযদীকে তারাবলুস (ত্রিপোলী) শহর অভিযানে প্রেরণ করেন। এটা তিনটি শহরের মিলনস্থল ছিল। তিনি শহরটির কয়েক মাইল দূরে চারণভূমিতে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। যাকে তিনি সুফিয়ান দুর্গ নামে অভিহিত করেন। সমুদ্র ও অন্যান্য পথে আনয়নযোগ্য শহরবাসীদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী বন্ধ করে দিয়ে তিনি তাদেরকে অবরোধ করে ফেললেন। তারপর তাদের প্রতি যখন অবরোধ কঠোর আকার ধারণ করলো, তখন তারা তিনটি দুর্গ হতে এসে একটি দুর্গে সমবেত হলো। তারা রোম সম্রাটের নিকট পত্র লিখলো, হয় আমাদেরকে সাহায্য করুন, আর না হয় আমাদের জন্যে জাহাজ প্রেরণ করুন, যা করে আপনার নিকট আসতে পারি। সে মতে তিনি তাদের জন্যে বহু সংখ্যক জাহাজ প্রেরণ করলেন। তারা রাত্রির অন্ধকারে জাহাজে আরোহণ করে পলায়ন করলো। অবরোধকালে সুফিয়ানের নিয়ম ছিল, রাত্রি বেলায় তিনি যে দুর্গে কাটাতেন, মুসলমানদেরকেও সে দুর্গে হিফাজত করতেন। আর ভোরে দুর্গ হতে বের হয়ে শত্রুদের প্রতি আক্রমণ চালাতেন। নিয়মানুযায়ী সুফিয়ান ঐ দিন ভোর বেলায় বের হয়ে দেখতে পেলেন, শহরবাসী যে দুর্গে সমবেত হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ খালি। তিনি তাতে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করলেন। তিনি মুআবিয়াকে বিজয়ের সংবাদ দিয়ে পাঠালেন। মুআবিয়া ইয়াহূদীদের একটি বিরাট দলকে সেখানে বসবাস করার জন্যে পাঠালেন। এটা আজকাল বন্দরে পরিণত হয়েছে। খলীফা আবদুল মালিক পরবর্তীকালে এ দুর্গটিকে সুদৃঢ় করে তৈরী করলেন। বর্ণনাকারিগণ বলেন, মু'আবিয়া (রা.) প্রতি বছর তারাবলুস অঞ্চলে একটি শক্তিশালী বাহিনী তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে প্রেরণ করতেন এবং সেখানে একজন গভর্নর নিয়োগ করতেন। তারপর যখন সমুদ্র পথ বন্ধ হয়ে যেত, তখন সেখান হতে অধিকাংশ সৈন্য ফিরে আসত, শুধু মাত্র গভর্নর একটি ক্ষুদ্র বাহিনীসহ সেখানে অবস্থান করতেন। আবদুল মালিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হওয়া পর্যন্ত সেখানকার শাসন ব্যবস্থা এভাবেই চলেছিল। তাঁর আমলে রোমক বাহিনীর একজন নেতা বেশ কিছু লোকজন নিয়ে সেখানে আসে। সে যথারীতি খাজনা প্রদান করে সেখানে বসবাসের অনুমতি এবং খলীফার নিকট নিরাপত্তা চেয়ে আবেদন করলো। তার আবেদন মঞ্জুর করা হলো। সে দু'বছর বা তার উর্ধ্বে কয়েকমাস সেখানে অবস্থান করেছিল। যখন শহর হতে মুসলিম সৈন্য চলে গেল, তখন সে শহরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে সেখানকার গভর্নরকে হত্যা করে ফেলে

এবং তাঁর সাথে যে সকল সৈন্য ছিল, সে তাদেরকে এবং কিছু সংখ্যক ইয়াহুদীকে বন্দী করে তার সহচরদেরকে নিয়ে রোমে চলে যায়। এরপর সে বহু জাহাজ নিয়ে মুসলমানদের কোনও এক উপকূলীয় শহরের দিকে যাচ্ছিল। এ সময় মুসলমানগণ সমুদ্রের মধ্যেই তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হন। তারা তাকে হত্যা করেন। আর কেউ কেউ বলেন, বরং মুসলমানগণ তাকে বন্দী করে খলীফা আবদুল মালিকের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং তিনি তাকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করেন। আমি জনৈক ব্যক্তিকে এরূপ বলতে শুনেছি যে, খলীফা আবদুল মালিক এক ব্যক্তিকে তার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তিনি তারাবলুসে তাকে অবরোধ করেন এবং জীবনের নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন। পরে তাকে আবদুল মালিকের নিকট প্রেরণ করেন। খলীফা তার অপরাধের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে তাকে শূলীতে চড়িয়ে হত্যা করেন। তার সহচরদের একটি দল রোমে পালিয়ে যায়।

আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ মাদায়েনী বলেন, আমার নিকট আত্তাব ইব্‌ন ইবরাহীম বলেন ঃ তারাবলূস শহরটি প্রথমে সুফিয়ান ইব্‌ন মুজীব জয় করেছিলেন। পরবর্তীকালে আবদুল মালিকের আমলে সেখানকার অধিবাসিগণ বিদ্রোহ করে বসে। ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক তাঁর সময়ে শহরটি পুনরাধিকার করেন।

আমার নিকট আবূ হাফ্‌স শামী (র.) ওয়াযীন (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবু সুফিয়ান (রা.) তাঁর ভাই মু'আবিয়াকে (রা.) তারাবলূস দামেশকের তারাবলূস ব্যতীত অন্যান্য উপকূলীয় শহরের অভিযানে প্রেরণ করেন। কেননা, তারাবলূস শহর বিজয়ের অভিপ্রায় তখনকার মত তার ছিল না। অভিযানকালে তিনি প্রত্যেক দুর্গে দু'দিন বা তার চেয়ে কিছু বেশী দিন অবস্থান করতেন। প্রায়ই সাধারণ ধরনের যুদ্ধ হতো। আবার কোথাও তীর কেবল নিক্ষেপের মাধ্যমেই বিজয় সম্পন্ন হত।

বর্ণনাকারী বলেন, মুসলমানগণ সমতল ভূমির বা উপকূলীয় অঞ্চলের কোনও শহর জয় করার মনস্থ করলে, উক্ত অভিযানের জন্যে প্রয়োজনীয় সৈন্য বিন্যাস করতেন। আবার কোথায়ও শত্রু পক্ষ হতে কোন যুদ্ধাভিযান দেখা দিলে, সে দিকে মূল সেনাবাহিনীর সাহায্যের জন্যে সাহায্যকারী বাহিনী প্রেরণ করত। উছমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা.) যখন খলীফা হলেন তখন তিনি মু'আবিয়া (রা.)-কে দুর্গ নির্মাণ করে উপকূলীয় শহর রক্ষণাবেক্ষণের নির্দেশ দেন। তিনি তাঁকে আরো নির্দেশ দেন যে, সেখানে যারা বসবাস করতে চাইবে, তাদেরকে সেখানে থাকার জন্যে জায়গীরের ব্যবস্থা করে দিবে। তিনি তাই করলেন।

আমার নিকট আবূ হাফ্‌স (রা.), তাঁর নিকট সাঈদ ইব্‌ন আবদুল আযীয (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি লোকজনকে বলতে শুনেছি যে, মু'আবিয়া (রা.) তাঁর ভাই ইয়াযীদ (রা.)-এর মৃত্যুর পর উমর (রা.)-কে উপকূলীয় শহরের অবস্থা লিখে পাঠান। তিনি তার উত্তরে লিখলেন, সেখানকার দুর্গসমূহ সংস্কার কর। সেখানে সেনাবাহিনী সুসজ্জিত রাখ।

সেখানকার নিক্ষেপণ যোগ্য ঘাঁটিসমূহ সংরক্ষণ করা। সেখানে আগুন প্রজ্বলিত রাখার ব্যবস্থা কর। তিনি তাকে সামুদ্রিক যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করলেন না। মু'আবিয়া (রা.) পরে খলীফা উছমান (রা.)-এর নিকট নৌ-যুদ্ধের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি দেন। তিনি তাঁকে নির্দেশ দিলেন, হয় তুমি নিজে আক্রমণ কর, আর না হয় সৈন্যদের দ্বারা আক্রমণ চালাও। সর্বাবস্থাতেই উপকূলে যে সমস্ত সৈন্য মোতায়েন আছে, তাদের ছাড়াও আরো কিছু সৈন্য প্রস্তুত রেখ। সেনাবাহিনীকে জায়গীর হিসাবে ভূমি দান করবে। সেখানকার নির্বাসিতদের পরিত্যক্ত বাড়ী ঘর তাদেরকে দান করবে। উপকূল অঞ্চলে মসজিদ তৈরী করবে। আর যে সকল মসজিদ আমার খিলাফতের পূর্বে তৈরী হয়েছিল, সেগুলোর সম্প্রসারণ করবে।

ওয়াযীন (রা.) বলেন, পরে বিভিন্ন দিক হতে লোকজন এসে উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাস করতে লাগল।

আমার নিকট 'আব্বাস ইব্ন হিশাম কালবী (র.) জা'ফর ইব্ন কিলাব সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) আলকামা ইব্ন উলাছা কিলাবীকে (রা.) হাওরানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। শাসনকর্তা হিসাবে তার নিয়োগ মু'আবিয়া (রা.)-এর পক্ষ হতে হয়েছিল। তিনি এখানেই ইন্তিকাল করেন। হুতাইয়া 'আবাসী তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন; কিন্তু তিনি তাঁর নিকট পৌছার পূর্বেই আলকমা ইন্তিকাল করেন। এ সংবাদ তার নিকট পৌঁছেছিল যে, তিনি তাঁর সাথে মিলনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে রাস্তায় আছেন। তাই তিনি মৃত্যুর সময় তাঁর জন্যে নিজ সন্তানদের অংশের সমান অংশ (সম্পত্তি) প্রদানের জন্যে ওসীয়ত করে যান। হুতায়া আবাসী তার কবিতায় বলেন, হায়! আমি যদি তোমার জীবদ্দশায় তোমার সাথে মিলিত হতে পারতাম। হায়, আমার এবং আমার সম্পদ প্রাপ্তির মাঝে শুধু মাত্র কয়েক রাত্রির ব্যবধান রয়ে গেল।

আমার নিকট হিশাম ইব্ন আম্মারের একজন প্রতিবেশীসহ কয়েকজন আলিম বর্ণনা করেন যে, প্রাক-ইসলামী যুগে আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব যখন সিরিয়ায় ব্যবসা করছিলেন, তখন তাঁর দখলে বলকা রাজ্যে 'কুবাশ' নামে একটি সম্পত্তি ছিল। যা পরে মু'আবিয়া (রা.) এবং তাঁর সন্তানদের অংশে এসেছিল। পরে এ সম্পত্তি আব্বাসী শাসনামলের প্রথম দিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়। আরো পরে এ সম্পত্তিটি আমীরুল মু'মিনীন খলীফা মাহ্দীর কোনও এক ছেলের ভাগে পড়ে। তারপর এ সম্পত্তিটি কূফাবাসী বনী নাঈম নামে খ্যাত একটি তৈল ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের নিকট এসেছিল।

আমার নিকট আব্বাস ইব্ন হিশাম (র.), তাঁর পিতামহ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, লাখাম সম্প্রদায়ভুক্ত আদ্দার ইব্ন হানী ইব্ন হাবীব গোত্রের আবূ রুকাইয়া তামীম ইব্ন আউস এবং তাঁর ভাই নাঈম ইব্ন আউস নবী করীম (সা.)-এর খিদমতে হাযির হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁদের উভয়কে হিব্রা, বাইতে আইনুন এবং মসজিদে ইবরাহীম (আ.) জায়গীর

হিসাবে দান করেন। তিনি এ বিষয়ে তাদেরকে একটি লিখিত ফরমানও দেন। সিরিয়া বিজয়ের পর এ সমস্ত জায়গা তাঁদের উভয়কে হস্তান্তর করা হয়। সুলায়মান ইবন আবদুল মালিক এ সকল ভূমির কাছ দিয়ে অতিক্রম করার সময় ওদিকে মুখও ফিরাতেন না; বরং তিনি বলতেন, আমার ভয় হয়, এর প্রতি লোভ করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বদদু'আ না লেগে যায়।

আমার নিকট হিশাম ইবন আম্মার বলেন, আমি প্রবীণ আলিমদেরকে আলোচনা করতে শুনেছি যে, উমর ইবন খাত্তাব (রা.) দামেশক রাজ্যের আল-জাবীয়া যাওয়ার সময় কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত কিছু সংখ্যক খৃষ্টানের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তাদের এ অবস্থা দেখে তিনি নির্দেশ দিলেন, এদেরকে কিছু দান করা হোক এবং এদের জীবিকা নির্বাহের জন্য কিছু সাহায্য করা হউক। হিশাম (রা.) বলেন, আমি ওয়ালীদ ইবন মুসালিমকে বলতে শুনেছি যে, খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা.) 'দায়েরের' অধিবাসীদের সাথে তাদের খাজনা হ্রাস করে দেয়ার শর্তে আবদ্ধ হয়েছিলেন। কারণ তিনি তাদের দেয়া সিঁড়ির ওপর আরোহণ করে দুর্গের প্রাচীর অতিক্রম করেছিলেন। আবূ উবায়দা (রা.) এ শর্ত কার্যকরী করেন। আবূ উবায়দা (রা.) হিম্স অভিযানে যাত্রার পথে বা'লাবাক নামক শহরের উপর দিয়ে গমনের সময় সেখানকার অধিবাসিগণ তাঁর নিকট সন্ধি এবং নিরাপত্তার জন্যে আবেদন করে। তিনি তাদের সাথে তাদের ধন, জন এবং গির্জার জন্যে নিরাপত্তা দান করে সন্ধি করেছিলেন। তিনি তাদের জন্যে নিম্নরূপ সন্ধিপত্র লিখে দেন ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

এ নিরাপত্তা পত্রটি অমুকের পুত্র অমুকের জন্যে এবং বা'লাবাক শহরে বসবাসকারী রূমী, ফার্সী এবং আরবদের জন্যে লিখিত। তাদের জীবন, ধন-সম্পদ, গীর্জা এবং তাদের ঘরবাড়ীর নিরাপত্তা দেয়া হবে। চাই ওগুলো তা শহরের ভিতরে হোক বা শহরের বাহিরে হোক। তাদের শস্যপেষণ যন্ত্রগুলো এ নিরাপত্তার আওতায় থাকবে। ১৫ মাইলের ভিতরে চতুষ্পদ জন্তু চরাবার জন্যে রোমকদেরকে অনুমতি দেয়া হলো। তারা কোন বসতি ও গ্রামে রবিউল আউয়াল, রবিউল আখির ও জুমাদাল উলা মাসসমূহ অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত অবতরণ করতে পারবে না। এ সময়ের পর যেখানে ইচ্ছা সেখানে তারা অবতরণ করতে পারবে। তাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে, তাদের মধ্যে আর আমাদের মধ্যে কোন তফাত থাকবে না। আর অন্য যে সব শহরবাসীর সাথে আমাদের সন্ধি স্থাপিত হয়েছে, সে সব শহরে তারা বাণিজ্যিক ভ্রমণে যেতে কোন বাধা থাকবে না। তাদের মধ্যে যারা নিজ ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তাদের জিযিয়া কর এবং খিরাজ উভয়টাই দিতে হবে। এর ওপর আল্লাহ্ সাক্ষী আছেন এবং সাক্ষ্য হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

হিম্‌স বিজয়

আমার নিকট আব্বাস ইব্‌ন হিশাম, আবূ মিখনাফ সূত্রে বলেন ঃ আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ্ (রা.) দামেশকের অভিযান শেষে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা.) এবং মিলহান ইব্‌ন যাইয়ার তায়ীকে হিম্‌সের উদ্দেশ্যে অগ্রগামী সৈন্য হিসাবে প্রেরণ করেন। তাদের পিছনে স্বয়ং তিনিও যাত্রা করলেন। তারা হিম্‌সে পৌঁছলে সেখানকার অধিবাসীরা তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তারা যুদ্ধে সুবিধা করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত শহরে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হল। তারা মুসলমানদের নিকট সন্ধি ও নিরাপত্তার জন্যে আবেদন করল। মুসলমানগণ তাদের নিকট থেকে এক লক্ষ সত্তর হাজার দীনার গ্রহণ করে সন্ধি করলেন। ওয়াকিদী ও অন্যান্য বর্ণনাকারিগণ বলেন, যে সময় মুসলমানগণ দামেশ্‌ক শহর অবরোধ করে তার বিভিন্ন দ্বারে অবস্থান করছিলেন, ঠিক সে সময় শত্রুদের একটি বাহিনী তাদের সঙ্গে মুকাবিলার জন্যে অগ্রসর হল। মুসলমানদেরও একটি দল তাদের মুকাবিলার জন্যে বের হল। বাইতে লুহাইয়া এবং ছানিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে উভয় পক্ষের মুকাবিলা হল। শত্রুবাহিনী পরাজিত হয়ে 'ক্বারার' পথে হিম্‌সের দিকে পলায়ন করল। মুসলমানগণ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে হিম্‌স পর্যন্ত পৌঁছলেন, কিন্তু এখানে এসে জানতে পারলেন, তারা রাস্তা পরিবর্তন করে অন্য দিকে চলে গেছে। মুসলমানদের উপস্থিতিতে হিম্‌সবাসী দু' কারণে ব্যাকুল ও ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল। প্রথমতঃ সম্রাট হিরাক্লিয়াস এখান হতে পালিয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তারা মুসলমানদের রণকৌশল, শৌর্য-বীর্য, বীরত্ব এবং তাদের বিভিন্ন দেশ বিজয়ের কথা জানতে পেরেছিল। তাই তারা মুসলমানদের কাছে আত্মসমর্পণ করে অতি তাড়াতাড়ি নিরাপত্তার জন্যে আবেদন করলো। মুসলমানগণ তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করে যুদ্ধ থেকে বিরত রইলেন। তারা মুসলিম বাহিনীর চতুষ্পদ জন্তুর জন্যে ঘাস এবং তাদের জন্যে খাদ্য আনয়ন করল। এ সময় মুসলমানগণ 'আল-উরনুতে' (উর্নুদে) অবস্থান করছিলেন। 'উরনুত' একটি নদীর নাম। এ নদীটি এন্টিয়ক শহরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে সমুদ্রে পতিত হয়েছে। এ অভিযানের সময় মুসলমানদের অধিনায়ক ছিলেন সামৃত ইব্‌ন আস্‌ওয়াদ কিন্দী।

দামেশ্‌ক অভিযান শেষে আবূ উবায়দা (রা.) ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা.)-কে স্থলাভিষিক্ত করে স্বয়ং বা'লাবাক শহরের পথ ধরে হিম্‌স যাত্রা করেন। তিনি এখানে এসে মুসলিম বাহিনীসহ রাস্তান তোরণের নিকটে অবস্থান নিলেন। এখানে অবস্থানকালে হিমসবাসী তার সাথে সন্ধিবদ্ধ হয়। সন্ধির শর্ত এই ছিল যে, মুসলমানগণ তাদের জানমালের তাদের নিম্নমান ঘাঁটিসমূহ এবং তাদের গির্জার নিরাপত্তা দান করবেন। তাদের মধ্যে যারা নিজ ধর্মের আদর্শে থাকবে, তাদের উপর বাধ্যতামূলক করারোপ করা হবে।

কোন কোন বর্ণনাকারী বলেন, হিমসবাসীদের সঙ্গে সন্ধিটি সামৃত ইব্ন আসওয়াদ কিন্দী করেছিলেন। আবূ উবায়দা (রা) সেখানে গিয়ে তার লিখিত সন্ধিপত্রের উপর শুধুমাত্র স্বাক্ষর করেছিলেন। সামৃত (রা.) হিমসের জমি মুসলমানদের মধ্যে চিহ্নিত করে বন্টন করে দিয়েছিলেন। তারা সেখানে অবতরণ করেন এবং সেখানকার যারা নির্বাসিত, খালি জমিতে অথবা পরিত্যক্ত ভূমিতে তিনি তাদেরকে বসবাস করতে দেন।

আমার নিকট আবূ হাফ্স দিমাশকী (র.) সাঈদ ইব্ন আবদুল আযীয (র.) সূত্র বর্ণনা করেন ঃ তিনি বলেন, আবূ উবায়দা ইব্ন জাররাহ্ (রা.) যখন দামেশ্‌ক জয় করেন, তখন তিনি ইয়াযীদ ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা.)-কে দামেশকে, আমর ইব্ন 'আস (রা.)-কে ফিলিস্তীনে এবং শুরাহবীল (রা.)-কে জর্দানে তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করে তিনি হিম্‌স আগমন করেন।

এখানকার অধিবাসিগণ তার সাথে বা'লাবাক শহরের অধিবাসীদের সন্ধির ন্যায় সন্ধি করেছিল। তারপর তিনি উবাদা ইব্ন সামিত আনসারী (রা.)-কে হিম্‌সে তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করে শত্রুবাহিনীসহ 'হামাতের' দিকে যাত্রা করেন। এখানকার অধিবাসিগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার আনুগত্য মেনে নেয়। তিনি তাদের উপর জিযিয়া নির্ধারণ করে এবং তাদের জমির উপর খিরাজ ধার্য করে তাদের সাথে সন্ধি করেন। এরপর তিনি 'শীযার', নগরে পৌঁছেন। এখানকার অধিবাসিগণ পরম আনুগত্যের সাথে তাকে অভ্যর্থনার জন্যে বের হয়ে আসেন। অভ্যর্থনাকারীদের মধ্যে বাদক ও গায়ক দলও ছিল। হামাতবাসীর স্বীকৃত শর্তে এরাও তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করল। এরপর তার বাহিনী যারআ' এবং কসতল পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। আবূ উবায়দা (রা.) মাআ'ররাতেই হিম্‌স অতিক্রম করলেন। এখানকার অধিবাসিগণও বাদকদলসহ তাকে অভ্যর্থনা জানায়। এরপর তিনি 'ফামীয়াহ' শহরে আগমন করেন। এখানকার লোকজনও অনুরূপ আচরণ করে। তারা জিযিয়া কর ও খাজনা প্রদানের শর্তে আনুগত্য স্বীকার করলো। এভাবে হিমসের অভিযানের সমাপ্তি ঘটলো। হিম্‌স ও কিন্নাসারীন একই প্রশাসনের অধীনে চলে আসে।

আজনাদ (أجناد) নামকরণের ব্যাপারে মতভেদ আছে। কারো কারো মতে ফিলিস্তীন, দামেশক জর্দান, হিম্‌স ও কিন্নাসিরীনকে মুসলমানগণ ভিন্ন ভিন্ন 'জুনদ' বলে অভিহিত করতো। কারণ এসব জায়গায় সামরিক বাহিনী মুতাঁয়েন ছিল। আবার কারো মতে, এসব অঞ্চলে জুন্‌দ বা সৈন্য বাহিনী অবস্থান করতো এবং এসব অঞ্চলের আয় হতেই তাদের রসদ ও ভাতাদি প্রদান করা হতো। এ জন্যে এসব অঞ্চলকে এক একটি জুন্‌দ বলা হতো।

বর্ণনাকারিগণ বলেন, 'জাযীরা' কিন্নাসিরীনের সাথে সংযুক্ত ছিল। খলীফা আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান একে জাযীরা থেকে পৃথক করে স্বতন্ত্র একটি জুন্‌দ প্রতিষ্ঠা করেন। সৈন্যদের রসদ ও ভাতাদি তথাকার আয় থেকে নির্বাহের ব্যবস্থা করে দেন। একে পৃথক জুন্‌দ বানাবার জন্যে খলীফা আবদুল মালিকের নিকট মুহাম্মদ ইব্ন মারওয়ান আবেদন

করেছিলেন। তিনি তা মঞ্জুর করেন। ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়ার সময় পর্যন্ত গোটা কিন্নাসিরীন অঞ্চল হিম্‌সের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি কিন্নাসিরীন এন্টিয়ক এবং মাম্বাজকে তার আশপাশসহ একটি স্বতন্ত্র জুন্‌দে পরিণত করেছিলেন। পরে যখন আমীরুল মু'মিনীন হারুনুর রশীদ খলীফা হলেন, তখন তিনি কিন্নাসিরীনকে তার জেলাগুলোসহ একটা পৃথক জুন্দ স্থাপন করেছিলেন। মাম্বাজ, দালূক, রা'বান, কুরাস, এন্টিয়ক এবং তীযীন এলাকাসমূহ নিয়ে অপর একটি জুন্দ গঠন করেন। এর নাম 'আল-আওয়াসিম' বা রায়েন। কারণ মুসলমানগণ যুদ্ধ বা অন্য কোথাও হতে প্রত্যাবর্তন করে বা কান সীমান্ত হতে ফিরে এখানে আশ্রয় নিতেন। এ স্থানটি তাদেরকে আশ্রয় দিত এবং শত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষা করতো। আল-আওয়াসিমের সদর দফতর ছিল মাম্বাজ। এখানে আবদুল মালিক ইব্ন সালিহ্ ইব্ন আলী হিজরী ১৭৩ সনে বসবাস করেন। এখানে তিনি অনেক দালান-কোঠা তৈরী করেন।

আমার নিকট আবূ হাফ্‌স দিমাশকী (র.) এবং মূসা ইব্ন ইবরাহীম তানূখী হিমসের কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তির বরাতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উবায়দা (রা.) উবাদা ইব্ন সামিত আনসারী (রা.)-কে হিম্‌সে তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করে তিনি স্বয়ং সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে 'লাযিকীয়ায়' গমন করেন। এখানকার লোকজন তার সাথে যুদ্ধ করেছিল। এই শহরের প্রবেশদ্বারে একটি বিরাট দরজা ছিল। এটা খুলতে অনেক লোকের প্রয়োজন হত। আবূ উবায়দা (রা.) এটা অতিক্রম করা কঠিন ব্যাপার মনে করে মুসলিম বহিনীকে শহর হতে কিছু দূরে নিয়ে তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা এমনভাবে পরিখা খনন কর, যাতে একজন লোক তার ঘোড়া নিয়ে তাতে আত্মগোপন করে থাকতে পারে। মুসলমানগণ অত্যন্ত তৎপরতা ও যত্নসহকারে পরিখা খননের কাজ সমাধা করলেন। তারা বাহ্যিকভাবে দিনের বেলায় দলবলসহ হিম্‌স শহর হতে প্রত্যাবর্তনের ভান করেন; কিন্তু কার্যতঃ তারা তা না করে রাত্রির অন্ধকারে নিজ নিজ শিবির ও পরিখায় আত্মগোপন করেন। লাযিকীয়ার অধিবাসিগণ মুসলমানগণ চলে গিয়েছে। মনে করে ভোরবেলায় শহরের দরজা খুলে নিজ নিজ গৃহপালিত পশু নিয়ে কাজে বের হলো। মুসলিম বাহিনী হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করলে 'লাযিকীয়ার' অধিবাসিগণ হতভম্ব হয়ে গেল। মুসলমানগণ তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং উন্মুক্ত দ্বার দিয়ে শহরে প্রবেশ করে তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। যুদ্ধে তারা জয়ী হলেন। আবূ উবায়দা (রা.) দুর্গে প্রবেশ করে তার প্রাচীরের উপর উঠে উচ্চৈঃস্বরে নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার বললেন। ইতোপূর্ব 'লাযিকীয়ার' একদল খৃষ্টান ইউসাইয়েদে পলায়ন করেছিল। তারা মুসলমানদের বিজয়ের কথা শুনে তাদের নিকট নিরাপত্তা চেয়ে নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইল। তাদের আবেদন মঞ্জুর হলো। জমির খাজনা প্রদানের শর্তে তাদেরকে তাদের জমি ফিরিয়ে দেয়া হলো। তাদের গীর্জাও ছেড়ে দেয়া হলো। মুসলমানগণ আবূ উবায়দা (রা.)-এর নির্দেশে 'লাযিকীয়ায়' জামে মসজিদ নির্মাণ করেন। পরে এর সম্প্রসারণও করা হয়েছিল। খলীফা উমর ইব্ন আবদুল আযীযের শাসনামলে হিজরী ১০০

সনে রোমকগণ সমুদ্র পথে 'লাযিকীয়ার' উপকূলে আক্রমণ চালিয়ে শহরটি ধ্বংস করে দেয়। তারা এর অধিবাসীদের অনেককে বন্দী করে দাস-দাসীতে পরিণত করে। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয শহরটির পুর্ননির্মাণ এবং দুর্গসমূহের সুদৃঢ়ী-করণের নির্দেশ দিলেন। রোমক বিদ্রোহীদের কবল থেকে বন্দী মুসলমানদের মুক্তির জন্যে তিনি তাদের কাছে কিছু মুক্তি পণও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এসব কাজ সমাধা হওয়ার পূর্বেই তিনি ১০১ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। তারপর খলীফা ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক এ শহরটির পুর্ননির্মাণের কাজ সমাধান করে তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে সেখানে সৈন্য মোতায়েন করেন।

লাযিকীয়ার জনৈক ব্যক্তি বলেন, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয তার মৃত্যুর পূর্বেই 'লাযিকীয়া' শহরটির পুর্ননির্মাণ এবং তার দুর্গসমূহ সুদৃঢ়-করণের কাজ সমাধা করেছিলেন। খলীফা ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক শুধু তার সংস্কার করিয়ে সেখানে রক্ষী সৈন্যর সংখ্যা বৃদ্ধি করেন।

আমার নিকট আবূ হাফ্‌স দিমাশ্‌কী, তাঁর নিকট সাঈদ ইব্‌ন আবদুল আযীয এবং সাঈদ ইব্‌ন সুলায়মান হিম্‌সী উভয়ে বলেন, উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা.) মুসলমানদেরকে নিয়ে উপকূলীয় শহরে পৌছে 'বালাদাহ' নামক একটি শহর যুদ্ধ করে জয়লাভ করেন। এ শহরটি 'জাবালা' হতে প্রায় ৬ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। পরে এই শহরটিও ধ্বংস করে দেয়া হলে এখানকার লোকজন অন্যত্র চলে যায়। তার পর মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান 'জাবালা' আবাদ করে সেখানে রক্ষী সৈন্য নিযুক্ত করেন। এখানে রোমকদের দুর্গ ছিল। মুসলমানদের হিমসতে জয়কালে তারা এ দুর্গটি থেকে নির্বাসিত হয়। আমার নিকট সুফিয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদ বাহরানী এবং তিনি তার উস্তাদগণের প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন। তারা বলেন, মু'আবিয়া (রা.) জাবালায় রোমকদের পুরাতন দুর্গের বহির্ভাগে অপর একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। রোমকদের দুর্গে তাদের ধর্মযাজকগণ বসবাস করতো। তারা তাদের ধর্ম-কর্ম নিয়ে সেখানে কালাতিপাত করত। আমার নিকট সুফিয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.) তিনি তাঁর পিতা এবং তার উস্তাদদের বরাতে বর্ণনা করেন। তারা বলেন, উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা.) মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে 'আনতারতুস' জয় করেন। এটি আসলে একটি দুর্গ ছিল। তথাকার লোকজন বহিষ্কৃত হলে মু'আবিয়া (রা.) এ দুর্গটি পুর্ননির্মাণ করেন এবং সেখানে শহরও নির্মাণ করেন। এখানে বসবাস স্থাপনকারীদের অনুরূপ ব্যবস্থা করেন। আমার নিকট আবূ হাফ্‌স দিমাশকী তার উস্তাদদের বরাতে বর্ণনা করেন। তারা বলেন, আবূ উবায়দা (রা.) উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা.)-এর সেনাপতিত্বে 'লাযিকীয়া', 'জাবালা' এবং 'আন্‌তারতুস' জয় করান। সমুদ্র পথ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তিনি এখানে রক্ষী সেনাদল মোতায়েন রেখেছিলেন। তারপর যখন মু'আবিয়া (রা.) উপকূলীয় অঞ্চলে রক্ষী সেনা মোতায়েন করে তাদের দুর্গ বন্ধ করে দিলেন। তখন তিনিও সেখানে রক্ষীদল নিযুক্ত করে তাদের সাথে ঐ ব্যবাস্থাপনা জারি করেন, যা ইতোপূর্বে উপকূলীয়দের ব্যাপারে করা হয়েছিল। আমার নিকট হিম্‌সবাসী জনৈক উস্তাদ

বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'সালামিয়ার' নিকট 'আল-মু'তাফিকা' নামক একটি শহর ছিল। সেখানে একবার প্রলয়করী ভূমিকম্প হয়েছিল। অধিবাসীদের মধ্যে শতেক লোক ব্যতীত কেউই নিরাপদে ছিল না। তারা একশতটি ঘর নির্মাণ করে সেখানে পুনর্বাসিত হয়। এ কারণেই তাদের তৈরী আশ্রমগুলোর নাম 'সালামু-মিয়াত' বা 'একশ' নিরাপদ স্থল' নামে অভিহিত ছিল। পরে লোকজন এটির নাম পরিবর্তন করে একে 'সালা মিয়াহ' বলতে লাগলো। পরবর্তীকালে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাসের পৌত্র জায়গাটি নিয়ে নিলেন। তিনি এবং তাঁর সন্তানগণ সেখানে ইমারত তৈরী করে তাকে শহর রূপে গড়ে তুলে এবং তার বংশধরদের একটি শাখা সেখানে বসবাস করতে থাকে। ইব্ন সাহাম ইন্তাকী বলেন, 'সালামিয়া' একটি পুরাতন রোমক নাম।

আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্ন মুসফ্ফা হিম্সী বলেন, মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ হিম্স শহরের প্রাচীর ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। কারণ তারা তার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। তারপর পরবর্তীকালে যখন তিনি খুরসান থেকে হিম্সবাসীদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন তারা তার কিছু ধন-সম্পদ ও অস্ত্রশস্ত্র লুট করে নেয়।

হিম্স শহরটি পাথর বিছানো ছিল। খলীফা আবূ ইসহাক মু'তাসিম বিল্লাহ্‌র পৌত্র আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ এর আমলে এখানকার লোকজন তাদের গভর্নর ইয়ায্দিয়ার ইব্ন কারেনের ভাই ফযল ইব্ন কারেন তাবারীর বিরুদ্ধে গোলযোগ সৃষ্টি করেছিল। তখন তিনি উক্ত পাথরের ফরাশ ভেঙ্গে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ মুতাবিক তা ভেঙ্গে দেয়া হয়। তারা পুনরায় বিদ্রোহী হয় এবং উক্ত ফরাশটি পুর্নর্নিমাণ তারা ফযল ইব্ন কারিনের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়যুক্ত হয়। তারা তার ধন-সম্পদ ও রমণীদেরকে কেড়ে নেয়। পরে তাকেও গ্রেফতার করে শূলীতে চড়িয়ে হত্যা করে। এতে আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ তাদের বিদ্রোহ দমন করার জন্যে আমীরুল মু'মিনীন মু'তাসিম বিল্লাহ্‌র আযাদকৃত দাস মূসা ইব্ন বাগা কবীরকে সেখানে প্রেরণ করেন। তারা তার সঙ্গেও যুদ্ধ করে। শহরের ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের একটি সম্প্রদায় তাদের সহযোগিতা করেছিল। মূসা ইব্ন বাগা কবীর তাদের অনেককে হত্যা করেন। যারা জীবিত ছিল, তাদেরকে তিনি (হিম্স) শহরে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেন। তারপর তিনি শক্তি প্রয়োগ করে উক্ত শহরে প্রবেশ করেন। এ ঘটনাটি হিজরী ২৫০ সনে ঘটেছিল। হিম্স শহরে শাক-সবজির একটা আড়ত ছিল। এখানে উপকূলীয় শহর ও অন্যান্য স্থান হতে গম ও তৈল আনয়ন করা হত। হিম্সবাসীদের জন্যে এখান হতে একটি কোটা বা নির্দিষ্ট অংশ নির্ধারিত ছিল, যা যথারীতি রেজিষ্টারভুক্ত ছিল।

ইয়ারমূকের যুদ্ধ

বর্ণনাকারিগণ বলেন, সম্রাট হিরাক্লিয়াস মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করবার সংকল্প নিয়ে রোম, সিরিয়া, জাযীরা এবং আরমীনিয়া থেকে বহু সখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করলেন। এদের সংখ্যা প্রায় দু' লাখ ছিল।[১] তিনি তার এক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এ বিশাল বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং অগ্রগামী সেনা হিসাবে জাবালা ইব্‌ন আয়হাম গাস্‌সানীকে প্রেরণ করেন। তার সাথে সিরিয়ার মুস্তা'রাবা আরবগোষ্ঠীভুক্ত লাখম, জুযাম ও অন্যান্য সৈন্যরাও ছিল। সৈন্য সমাবেশ করে তিনি স্থির করলেন যে, যুদ্ধে জয়লাভ হলে ভাল কথা, অন্যথায় রোমে গিয়ে কনস্টান্টিনোপালে অবস্থান করা যাবে।

অপরপক্ষে মুসলমানগণও তাদের মুকাবিলার জন্যে প্রস্তুত হলেন। রোমকগণ মুসলমানদের দিকে অগ্রসর হলো। ইয়ারমূক নামক নদীর তীরে উভয় পক্ষের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র চব্বিশ হাজার।[২] রোমকগণ এবং তাদের সহযোগিগণ নিজেদেরকে শিকল দ্বারা বেঁধে রেখে ছিল, যাতে রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে যাবার প্রবণতা না জাগে। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তাদের প্রায় সত্তর হাজার সৈন্য নিহত হলো।[৩] অবশিষ্ট সৈন্যগণ পলায়ন করে ফিলিস্তীন, এন্টিয়ক, আলেপ্পো জাযীরা এবং আরমীনিয়ায় চলে যায়।

ইয়ারমূকের ময়দানে মুসলিম মহিলাগণও যুদ্ধ করেছিলেন। মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানের মাতা হিন্দা বিন্‌ত উৎবা এ সময় চীৎকার করে বলেছিলেন, عَضِّدُوا الْغُلْفَانَ بِسُيُوفِكُمْ "হে মুসলিম বাহিনী! তোমরা তোমাদের তরবারি দ্বারা খত্‌নাবিহীন লোকদেরকে হত্যা করতে থাক।"

তার স্বামী আবূ সুফিয়ান (রা.) ঐ সময় স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে সিরিয়ায় আগমন করেছিলেন।[৪] আসলে তিনি এই সুযোগে নিজ সন্তানদেরকে দেখার জন্যে এখানে এসেছিলেন। সাথে স্ত্রী হিন্দাও এসেছিলেন। এরপর তিনি মদীনায় ফিরে যান। এখানে হিজরী

---

১. ইব্‌ন আছীরের মতে তাদের সংখ্যা ছিল দু' লাখ চব্বিশ হাজার।

২. ঐতিহাসিক ইব্‌ন আছীরের মতে এ সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার এবং ইয়ূদীর মতে ত্রিশ হাজার ছিল।

৩. ইব্‌ন জারীর তাবারীর মতে নিহত রোমকদের সংখ্যা এক লাখেরও বেশী ছিল।

৪. মূল আরবী হচ্ছে مُتَطَوِّعِيْ '(মুত্তাওয়ী)।' যারা শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় নিজ কর্তব্যের বাহিরেও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে কাজ করে থাকে, তাদেরকে এ নাম (মুত্তাওয়ী) অভিহিত করা হত। প্রকাশ থাকে যে, মুসলিম বাহিনী দু' প্রকারের ছিল। প্রথমতঃ আহ্‌লে দিওয়ান। দ্বিতীয়তঃ মুত্তাওয়ী। আহ্‌লে দিওয়ান সরকারের নিয়মিত বাহিনী, আর মুত্তাওয়ী' অনিয়মিত বাহিনী। কিন্তু প্রয়োজন হলে যুদ্ধের ডাক পড়লেই অনিয়মিত বাহিনী স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তে রণাঙ্গনে হাযির হয়ে যেত। তারা যতদিন রণাঙ্গনে থাকত, ততদিন তারা নিয়মিত বাহিনীর ন্যায় বেতন ও যুদ্ধের সরঞ্জাম ভোগ করত।

৩১ সনে ৮৮ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। কারো মতে তিনি সিরিয়ায়ই পরলোকগমন করেন। তাঁর কন্যা উম্মু হাবীবা (রা.) যখন পিতার মৃত্যু সংবাদ পেলেন, তখন তৃতীয় দিন তিনি নিজ বাহু এবং চেহারায় হলুদ রং লাগিয়ে বললেন, "আমি এটা প্রয়োজন মনে করতাম না, যদি আমি নবী (সা.)-কে এ কথা বলতে না শুনতাম যে, কোন স্ত্রী লোক যেন তার স্বামী ব্যতীত অন্য কারো মৃত্যুর জন্যে তিন দিনের বেশী শোক পালন না করে। কারো মতে, এটা তিনি তার ভাই ইয়াযীদের মৃত্যু সংবাদ শুনার পর করেছিলেন। আল্লাহ্ই সম্যক অবগত। আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারবের একটি চোখ নষ্ট ছিল। তাইফের যুদ্ধে তার এ চোখ নষ্ট হয়েছিল।

বর্ণনাকারিগণ বলেন, ইয়ারমূকের যুদ্ধে আশ্‌আছ ইব্ন কাইস, হাশিম ইব্ন উৎবা ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস যুহরী এবং কাইস ইব্ন মাকসূহের চক্ষু নষ্ট হয়েছিল। আমির ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস যুহরী এই যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। ইনি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.)-এর পক্ষ থেকে আবূ উবায়দা (রা.)-এর সিরিয়ার শাসক নিযুক্তির নির্দেশনামা নিয়ে এসেছিলেন। কারো মতে, এই আমির বসন্ত রোগে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আবার কারো মতে, তিনি আজনাদীনের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। কিন্তু এর কোন প্রমাণ নেই।

বর্ণনাকারী বলেন, আবূ উবায়দা (রা.) হাবীব ইব্ন মাসলামা ফাহরীকে পশ্চাদরক্ষী বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। শত্রুদের যে-ই তার নাগালে আসত, তাকেই তিনি হত্যা করতেন। শত্রুপক্ষের যাজালা ইব্ন আয়হাম আনসারদের নিকট এসে এ কথা বলে নিজের মুসলমান পরিচয় প্রকাশ করলো যে, "তোমরা আমাদের ভাই এবং আমাদের পিতার সন্তান।" হিজরী ১৭ সনে উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) সিরিয়ায় এসে দেখতে পেলেন, উক্ত 'জাবালা' মুযায়না গোত্রের জনৈক ব্যক্তির সঙ্গে ঝগড়া করে তার একটি চোখ নষ্ট করে দিয়েছে। উমর (রা.) এতে কিসাসের হুকুম দিলেন। জাবালা বললো, কিসাস আমার কি করে হতে পারে? আমার চোখ আর তার চোখ কি সমান? আল্লাহ্‌র কসম, আমি এমন শহরে থাকব না, যেখানে আমার চেয়ে উর্ধতন শক্তি রয়েছে। এ বলে সে মুরতাদ হয়ে রোমে চলে গেল। এই জাবালাই হারিছ ইব্ন আবূ শিমরের পর গাস্‌সানের বাদশাহ হয়েছিল। এটাও বর্ণিত আছে যে, জাবালা উমর (রা.)-এর নিকট খৃষ্টান অবস্থায় এসেছিল। উমর (রা.) তাকে ইসলাম গ্রহণ করে যাকাত প্রদানের নির্দেশ দেন। সে এটা অমান্য করে বললো, "আমি আমার নিজ ধর্মের উপর কায়েম থেকে সাদাকা আদায় করবো।" উমর (রা.) বললেন, "তুমি যদি তোমার ধর্মের উপরই কায়েম থাক, তবে সাদাকা নয় জিযিয়া কর দিতে হবে।" এতে সে নাক সিটকায়। উমর (রা.) এবার তাকে বললেন, "তোমার ব্যাপারে আমার নিকট তিনটি কথার একটি ছাড়া অপর কোন বিকল্প নেই। হয় তুমি ইসলাম গ্রহণ করবে, না হয় জিযিয়া কর প্রদান করবে, আর না হয় তুমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যাবে।" এ ঘোষণার পর সে ত্রিশ হাজার অনুসারীসহ রোমে চলে যায়। উমর (রা.) এতে

খুবই বিষণ্ন হলেন। উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা.) অনুযোগের সুরে তাকে বললেন, আপনি যদি তার নিকট থেকে সাদাকা গ্রহণ করতেন এবং তার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করতেন; তবে সে অবশ্যই মুসলমান হয়ে যেত।"এরপর উমর (রা.) হিজরী ২১ সনে উমায়র ইব্‌ন সাআদ আনসারীর নেতৃত্বে বিরাট বাহিনী রোম অভিযানে প্রেরণ করলেন। তাকে বিশেষ করে সাইফার (صائفة) অধিনায়ক করেছিলেন।[১] এটাই ছিল প্রথম সাইফা। এ সময় উমর (রা.) তাকে নির্দেশ দিলেন যে, "আপনি রোমে গিয়ে জাবালা ইব্‌ন আয়হামের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করবেন। পরস্পর ঘনিষ্ঠতার কথা উল্লেখ করে তাকে মুসলিম রাষ্ট্রে ফিরে আসার আমন্ত্রণ জানাবেন। তাকে আরো বলবেন, "তুমি যে সাদাকা প্রদানের কথা বলেছিলে, তা-ই প্রদান কর এবং নিজ ধর্মের উপর কায়েম থাকে।" উমায়র (রা.) রোমে গিয়ে উমর (রা.)-এর নির্দেশাবলী জাবালার নিকট পৌঁছালেন। সে তা প্রত্যাখান করে এবং রোম দেশেই অবস্থানের সংকল্প ব্যক্ত করলো। এরপর উমায়র (রা.) আল-হিমার নামক একটি উপত্যকায় পৌঁছে সেখানকার অধিবাসীদের উপর আক্রমণ চালালেন। ফলে তারা ভীষণভাবে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। এ ঘটনার উপর ভিত্তি করে একটি প্রবাদ বাক্যের প্রচলন হয়ে গেল ঃ أَخْرَبُ مِنْ جَوْفِ حِمَارٍ (গাধার পেট হতেও অধিকতর উজাড়।)

বর্ণনাকারিগণ বলেন, হিরাক্লিয়াসের নিকট যখন ইয়ারমূকের অধিবাসীদের সংবাদ পৌঁছলো, তার বাহিনী মুসলমানদের হাতে কিভাবে পর্যুদস্ত হয়েছে, এসব অবস্থা বিস্তারিত শুনতে পেয়ে তিনি এন্টিয়ক থেকে (কনস্টান্টিনেপেল) পলায়ন করলেন। যাত্রাকালে পাহাড়ী রাস্তা অতিক্রম করার সময় সিরিয়ার ভূমিকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, "ওহে সিরিয়া! তোমাকে সালাম! শত্রুদের জন্যে তুমি কত সুন্দর দেশ!" চারণভূমির আধিক্যের কারণে সে সিরিয়াকে এভাবে সম্বোধন করেছে।

ইয়ারমূকের যুদ্ধ হিজরী ১৫ সনের রজব মাসে সংঘটিত হয়েছিল। হিশাম ইব্‌ন কালবী বলেন, হুবাশ ইব্‌ন কাইস কুশায়রী ইয়ারমূকের যুদ্ধে শরীক হয়ে বহু অগ্নিপূজককে হত্যা করেছিলেন। এ সময় তিনি এমন আত্মভোলা হয়ে গেলেন যে, যুদ্ধে তার পা কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। অথচ তার কোন খবরই ছিল না। পরে যখন তার চেতনা হলো তখন তিনি ছিন্ন পা খুঁজতে লাগলেন। তার সম্পর্কে সাওয়ার ইব্‌ন আওফা বলেন, "আমাদের মাঝে ইব্‌ন আত্তাব রয়েছেন, যিনি তার পা খুঁজছেন এবং আমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি আছেন, যিনি শক্ত কষ্টের মাঝেও নিজ গোত্রের রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন।" এর দ্বারা তিনি যুর রকীবাকে বুঝিয়েছেন।

---

১. আরবদের যুদ্ধ মৌসুম হিসাবে নির্ধারিত হতো। শীত প্রধান দেশে গ্রীষ্মকালে, গ্রীষ্ম প্রধানদেশে শীতকালে এবং নাতিশীতোষ্ণ দেশে বসন্তকালে অভিযান চলানো হতো। গ্রীষ্মের অভিযানকে 'আস-সাওয়াইফ' (الصوائف) এক বচনে সাইফা (صائفة) বলা হতো। শীতের অভিযানকে 'আশ-শাওয়াতী' (الشواتي) এবং বসন্তের অভিযানকে 'আর রবী' (الربيع) বলা হতো।

আমার নিকট আবূ হাফ্স দিমাশকী বর্ণনা করেন এবং তার নিকট সাঈদ ইব্ন আবদুল আযীয বলেন, মুসলমানগণ যখন অবগত হলেন যে, রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াস সৈন্য সংগ্রহ করে ইয়ারমূক রণাঙ্গনের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, তখন তারা হিম্‌সবাসীদের নিকট হতে যে সমস্ত খাজনা পূর্বে গ্রহণ করেছিলেন, তা তাদেরকে ফেরৎ দিয়ে বললেন, "আমরা অন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত আছি। তাই তোমাদের সাহায্য ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে আমরা অপারগ। এখন তোমরা তোমাদের দায়িত্ব নিজেরা বুঝে নাও।" এতে হিম্‌সবাসীরা বললো, "আমরা আপনাদের শাসনকে এবং আপনাদের ন্যায় বিচারকে সেইসব জুলুম-অত্যাচার থেকে অধিক পসন্দ করি, যাতে আমরা আপনাদের আগমনের পূর্বে লিপ্ত ছিলাম। আমরা হিরাক্লিয়াসের বাহিনীকে প্রতিরোধ করবো। আপনাদের গভর্নরের সাথে সম্মিলিতভাবে শহরের রক্ষণাবেক্ষণ করবো।" ইয়াহূদীরা তাওরাতের শপথ করে বললো, "হিরাক্লিয়াসের প্রতিনিধি আমাদের শহরে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আমাদেরকে পর্যুদস্ত করে আমাদের সকল শক্তি ও প্রচেষ্টাকে নষ্ট করতে না পারবে।" তারা শহরের দরজা বন্ধ করে তার রক্ষণাবেক্ষণ করতে লাগলো। শহরের যে সকল ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের সঙ্গে সন্ধি হয়েছিল, তারাও অনুরূপ করলো। তারা বললো, রোমকগণ যদি মুসলমানদের উপর জয়লাভ করে, তবে আমাদেরকে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। আর যদি তারা জয়লাভ না করতে পারে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমানও জীবিত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই অবস্থায়ই থাকবো।" তারপর যখন আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কাফিরগণ পরাজয় বরণ করলো আর মুসলমানগণ জয় লাভ করলো, তখন তারা শহরের দরজা খুলে দিল। গায়ক ও বাদকদল নিয়ে তারা শহরের বাইরে আসলো। আনন্দ-ফূর্তি করলো। খিরাজ পরিশোধ করলো। এরপর আবূ উবায়দা (রা.) জুন্দ, কান্নাসিরীন এবং এন্টিয়কের অভিযান চালিয়ে এসব শহর জয় করেন।

আমার নিকট আব্বাস ইব্ন হিশাম কালবী, তার নিকট তার পিতা এবং তার নিকট তার পিতামহ বর্ণনা করেন যে, সিমৃত ইব্ন আসওয়াদ কিন্দী সিরিয়া, হিম্‌স এবং বিশেষ করে ইয়ারমূকের যুদ্ধে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। হিমসের ঘরবাড়ী সেখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে তিনি বন্টন করে দিয়েছিলেন। তার পুত্র শুরাহবীল ইব্ন সিমৃত কূফা শহরের নেতৃত্ব নিয়ে আশআছ ইব্ন কাইস কিন্দীর সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলেন। তখন সিমৃত উমর (রা.)-এর নিকট এসে আবেদন করলেন যে, "হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি দাস-দাসীদেরকে পৃথক করেন, অথচ আমার থেকে আমার ছেলেকে পৃথক করে রেখেছেন। হয় আপনি তাকে সিরিয়ায় বদলী করে দেন। আর না হয় আমাকে কূফায় পাঠিয়ে দিন!" তিনি বললেন, "আমি তাকে সিরিয়ায় বদলী করে দিচ্ছি।" সুতরাং তিনি হিমৃসে তার পিতার নিকট বদলী হয়ে চাল যান।

আমার নিকট আবূ হাফ্স দিমাশকী .... সাঈদ ইব্ন আবদুল আযীযের সূত্রে বুযুর্গ শায়খের সূত্রে বর্ণনা করেন। তাঁরা বলেন, রোমকদের সঙ্গে মুসলমানদের সর্ব প্রথম সংঘর্ষ আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খিলাফতকালে ফিলিস্তীনে ঘটেছিল। এ সময় 'আমর ইব্ন 'আস (রা.) মুসলিম সেন্যবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন। তিনি আবূ বকর (রা.)-এর খিলাফতকালে গাযা জয়ের পর সাবাসৃতীয়া ও নাবলুসও জয় করে সেখানকার অধিবাসীদের জান-মাল এবং বাড়ী-ঘরের নিরাপত্তা দান করেন। তাদের জনপ্রতি জিযিয়া কর এবং জমীনের খাজনাও নির্ধারণ করে দেন। তারপর তিনি 'লুদশহর' এবং এর আশপাশের অঞ্চলসমূহ জয় করেন। তারপর তিনি য়ুবনা, আম্ওয়াস এবং বায়তে জাবরীন জয় করেন। এখানে তিনি আজ্লান নামক একটি জমি তাঁর জনৈক আযাদকৃত ক্রীতদাসের নামে লাভ করেন। এরপর তিনি ইয়াফা শহর জয় করেন। অন্য মতে ইয়াফা শহরটি মু'আবিয়া (রা.) জয় করেছিলেন। সেনাপতি আমর ইব্ন 'আস যে সকল শর্তে নাবলুস জয় করেন, ঠিক অনুরূপ শর্তে তিনি 'রাকাহ' শহরও জয় করেছিলেন। সেনাপতি আবূ উবায়দা (রা.) কিন্নাসিরীন শহর এবং এর আশপাশের অঞ্চলসমূহ হিজরী ১৬ সালে জয় করেন। এরপর তিনি সেনাপতি 'আমরের সাথে এসে মিলিত হন। এ সময় তিনি ইলিয়া শহর তথা বায়তুল মুকাদ্দাস অবরোধ করে বসলেন। তিনি আমর ইব্ন 'আস (রা.)-কে এন্টিয়কে প্রেরণ করেন। কারণ সেখানকার অধিবাসিগণ বিদ্রোহ করেছিল। তিনি বিদ্রোহীদের উপর বিজয়ী হয়ে সেনাপতি আবূ উবায়দার নিকট চলে আসেন। তিনি এখানে দু' তিন দিন অবস্থান করেন। তারপর ইলিয়ার অধিবাসিগণ সেনাপতি আবূ উবায়দা (রা.)-র নিকট ঐ সকল শর্তে নিরাপত্তা ও সন্ধির জন্যে আবেদন করলো, যে সকল শর্তে সিরিয়ার অন্যান্য শহরের অধিবাসিগণের সাথে সন্ধি করা হয়েছিল। তা'হলো তারা জিযিয়া কর ও খাজনা প্রদান করবে। আর তাদের সমপর্যায়ের লোকদের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করা হয়েছিল, তাদের সাথেও অনুরূপ ব্যবহার করা হবে। তারা সর্বশেষ শর্ত করেছিল যে, স্বয়ং উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.)-কে এখানে এসে তাদের সঙ্গে অঙ্গীকার করতে হবে। আবূ উবায়দা (রা.) এ মর্মে উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.)-কে পত্র পাঠালেন। পত্র পেয়ে খলীফা স্বয়ং এসে দামেশকের জাবীয়া নামক শহরে অবতরণ করেন। পরে তিনি ইলিয়ায় পৌঁছে সেখানকার অধিবাসীদের সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করে তা কার্যকরী করার নির্দেশ দিলেন। হিজরী ১৭ সনে ইলিয়া বিজিত হয়।

ইলিয়া শহর বিজয় সম্পর্কে অপর একটি বর্ণনা এরূপও আছে ঃ আমার নিকট কাসিম ইব্ন সাল্লাম, ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) খালিদ ইব্ন ছাবিত ফাহমীকে একটি বাহিনীসহ বায়তুল মুকাদ্দাস প্রেরণ করেন। এ সময় তিনি জাবীয়া শহরে অবস্থান করছিলেন। তিনি (খালিদ) তাদের সাথে যুদ্ধ করেন। শেষ পর্যন্ত এ শর্তে সন্ধি হলো যে, তাদের দুর্গে যে সকল ধন-সম্পদ আছে, তারা মুসলমানদেরকে তার কিছু অংশ প্রদান করবে। আর দুর্গের বাইরে যা কিছু আছে, তার সবই মুসলমানদের অধিকারে আসবে। উমর (রা.) এ চুক্তি অনুমোদন করে মদীনায় চলে যান।

আমার নিকট হিশাম আম্মার (রা.) আওযায়ী' সূত্রে বর্ণনা করেন যে, সেনাপতি আবূ উবায়দা (রা.) কিন্নাসিরীন এবং তার আশপাশের অঞ্চল হিজরী ১৬ সনে জয় করেছিলেন। এরপর তিনি ফিলিস্তীন এসে ইলিয়ায় শিবির স্থাপন করেন। এখানকার লোকজন তাঁর নিকট সন্ধির প্রস্তাব দেয়। তিনি তাদের সাথে হিজরী ১৭ সনে এ শর্তে সন্ধি স্থাপন করলেন যে, স্বয়ং খলীফা উমর (রা.) মদীনা হতে সেখানে এসে সন্ধিপত্র লিখবেন এবং তা কার্যকরী করবেন।

আমার নিকট হিশাম ইব্ন আম্মার (রা.) আবদুল্লাহ্ ইব্ন কাইস সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যখন উমর (রা.) মদীনা হতে সিরিয়ায় আগমন করেছিলেন, তখন তাঁর সাথে দেখা করার জন্যে আবূ উবায়দা (রা.)-এর সঙ্গে যে সকল লোক এসেছিল, তাদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। উমর (রা.) হেঁটে চললেন। এ সময় ককেজন গায়ক ও বাদক তরবারি হাতে করে গান-বাদ্য করতে করতে তাঁর সাথে মিলিত হলো। উমর (রা.) তাদেরকে এ কাজ হতে বিরত থাকতে বললেন। তখন আবূ উবায়দা (রা.) বললেন, "হে আমীরুল মু'মিনীন! এটা তাদের চিরাচরিত রীতি। এ কাজ হতে তাদেরকে নিষেধ করলে তারা মনে করবে যে, তাদের সাথে যে সকল অঙ্গীকার করা হয়েছে, আপনি তা ভঙ্গের ইচ্ছা পোষণ করছেন।" তখন তিনি বললেন, "বেশ, তা হলে তাদেরকে বাধা দিও না।"

বর্ণনাকারী বলেন, হিজরী ১৮ সনে 'আমওয়াস' শহরে প্লেগ মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। এতে অনেক মুসলমানের মৃত্যু হয়। তাঁদের মধ্যে আবূ উবায়দা ইব্ন জাররাহ (রা.) ছিলেন অন্যতম। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। তিনি মুসলমানদের অধিনায়ক ছিলেন। এ মহামারীতে মু'আয ইব্ন জাবাল (রা.)-ও ইন্তিকাল করেন। তিনি মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ বংশের বনী সালামা গোত্রের লোক ছিলেন। তাঁর উপনাম আবূ আবদুর রহমান ছিল। ইন্তিকালের সময় তিনি জর্দানের 'উক্‌ওয়াহানা' অঞ্চলে ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৩৮ বছর। আবূ উবায়দা (রা.) মৃত্যুর সময় তাঁকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছিলেন। আবার কারো মতে তিনি ইয়ায ইব্ন গানাম ফিহ্‌রীকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। আবার কেউ বলেন, তিনি আমর ইব্ন 'আস (রা.)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। আর তিনি তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ্ (রা.)-কে স্থলাভিষিক্ত করে মিসর চলে যান। এ মহামারীতে ফযল ইব্ন আব্বাস (রা.) ইন্তিকাল করেন। তাঁর উপনাম আবূ মুহাম্মদ ছিল। কিন্তু কারো কারো মতে ইব্ন আজনাদীনের যুদ্ধে শহীদ হন। তবে তিনি আমওয়াসের মহামারীতে মৃত্যু বরণ করেন। এটি বিশুদ্ধতর মত। এ সময় শুরাহ্‌বীল ইব্ন হাসানা ইন্তিকাল করেন। তাঁর উপনাম ছিল আবূ আবদুল্লাহ্। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৬৯ বছর। এ সময় আমর ইব্ন লুওয়াই গোত্রের জনৈক সুহায়ল ইব্ন আমরও ইন্তিকাল করেন। তাঁর উপনাম ছিল আবূ যাইদ। এ মহামারীতে হারিছ ইব্ন হিশাম মাখযূমীও পরলোক গমন করেন। অন্য মতে তিনি আজনাদীনের যুদ্ধে শহীদ হন।

বর্ণনাকারিগণ বলেন, উমর খাত্তাব (রা.)-এর নিকট যখন সেনাপতি আবূ উবায়দা (রা.)-এর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছলো, তখন তিনি ইয়াযীদ ইব্ন আবূ সুফিয়ানকে সিরিয়ায়

শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। তিনি সমুদ্র উপকূলীয় শহর কায়সারিয়া আক্রমণ করতেও তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন, উমর (রা.) ইয়াযীদকে জর্দান এবং ফিলিস্তীনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। আর আবূদ্দারদাকে দামেশকের এবং উবাদা ইবন সামিতকে হিম্‌সের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন সাঈদ (র.) ওয়াকিদী সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কায়সারিয়া শহর বিজয় সম্পর্কে মতভেদ আছে। (সমুদ্র উপকূলে 'উকা' এবং 'ইয়াকা' এ দু'টি শহরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি শহরের নাম কায়সারীয়া) কেউ কেউ বলেন, এ শহরটি মু'আবিয়া (রা.) জয় করেন। আবার অন্যেরা বলেন, না, বরং এ শহরটি আবূ উবায়দা (রা.)-এর মৃত্যুর পর ইয়াস ইব্‌ন গান্‌ম জয় করেন। এখানে তিনি তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে ছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন, বরং এ শহরটি 'আমর ইব্‌ন 'আস জয় করেন। আবার কেউ বলেন, "আমর ইব্‌ন 'আস তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ্‌কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে মিসর চলে যান। অতএব এটা প্রমাণিত এবং এর ওপর আলিমগণ একমত যে, আমর ইব্‌ন 'আসই সর্ব প্রথম ব্যক্তি, যিনি এ 'কায়সারিয়া' শহরটি অবরোধ করেছিলেন। সেখানে তিনি হিজরী ১৩ সনের জুমাদাল উলা মাসে শিবির স্থাপন করেছিলেন। তাঁর অবরোধের ধরন ছিল এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত অবস্থান করতে সক্ষম হতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি অবস্থান করতেন। আর মুসলমানদের কোথায়ও শত্রুদের মুকাবিলায় একত্রিত হওয়ার প্রয়োজন হলে তৎক্ষণাৎ সেখানে তাঁরা মিলিত হয়ে যেতেন। সুতরাং ঐ সময় তিনি আজনাদীন, ফাহিল, মুরজ, দামেশ্‌ক এবং ইয়ারমূকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এরপর তিনি ফিলিস্তীনে ফিরে আসেন এবং ইলিয়া (জেরুজালেম) শহর বিজয় সম্পন্ন করে ফিলিস্তীন অবরোধ করেন। তারপর কায়সারিয়ার একটি শহরে চলে যান। আবূ উবায়দা (রা.)-এর পর ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা.) শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন। তিনি তাঁর ভাই মু'আবিয়া (রা.)-কে কায়সারিয়ার অবরোধের নির্দেশ দিয়ে দামেশ্‌ক রওয়ানা হয়ে যান এবং তিনি প্লেগে আক্রান্ত অবস্থায় দামেশ্‌ক অভিমুখে রওয়ানা হন এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেন।

ওয়াকিদী ছাড়া অন্যান্য বর্ণনাকারিগণ বলেন, উমর (রা.) ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানকে সিরিয়ার সামরিক অঞ্চলসমূহের সাথে ফিলিস্তীনেরও শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁকে 'কায়সারিয়া' আক্রমণ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ শহরটি এর পূর্বেও অবরোধ করা হয়েছিল। সুতরাং ইয়াযীদ ১৭ হাজার সৈন্যের বাহিনীসহ যাত্রা করেন। এখানকার অধিবাসিগণ তাঁদের সাথে যুদ্ধ করল। তাঁরা তাদেরকে অবরোধ করলেন। হিজরী ১৮ সনে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর ভাই মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানকে 'কায়সারিয়ায়' তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে দামেশ্‌কে চলে আসেন। মু'আবিয়া (রা.) তা জয় করেন এবং এ বিজয়ের কাহিনী ইয়াযীদকে অবহিত করেন। ইয়াযীদ তা উমর (রা.)-কে অবহিত করেন।

ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানের মৃত্যু হলে উমর (রা.) মু'আবিয়া (রা.)-কে তাঁর স্থলে আমীর নিযুক্ত করেন। এতে আবূ সুফিয়ান তাঁর শুক্‌রিয়া আদায় করে বললেন, "হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আত্মীয়তার হক আদায় করে দিয়েছেন।"

আমার নিকট হিশাম ইব্‌ন আম্মার (রা.), তাঁর নিকট ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিম তামীম ইব্‌ন আতীয়া সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, উমর (রা.) ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানের পর মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানকে সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তাঁর সাথে তিনি দু'জন সাহাবীকে বিচারক এবং সালাতের ইমাম হিসাবে প্রেরণ করেন। সাহাবী আবুদ্দারদা (রা.)-কে দামেশ্‌ক এবং জর্দানের, সাহাবী উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা.)-কে হিম্‌স এবং কিন্নাসিরীনের বিচারক এবং ইমাম নিযুক্ত করেন।

আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন সাআদ (র.) ওয়াকিদী সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উমর (রা.) মু'আবিয়া (রা.)-কে সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করার পর তিনি 'কায়সারিয়া' অবরোধ করে তা জয় করেন। এ অবরোধ প্রায় সাত বছরকাল স্থায়ী হয়। হিজরী ১৯ সনের সাওয়াল মাসে এটা বিজিত হয়।

আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন সাআদ (র.) মুহাম্মদ ইব্‌ন উমর সূত্রে এবং তিনি আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আমির থেকে বর্ণনা করেন যে, মু'আবিয়া (রা.) 'কায়সারিয়া' শহর অবরোধ করে তা বিজয়ের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। ইতোপূর্বে আমর ইব্‌ন 'আস এবং তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্‌ও তা অবরোধ করেছিলেন। এরপর মু'আবিয়া (রা.) বাহু বলে তা জয় করেন। এখানে তিনি সাত লক্ষ বেতনভোগী সৈন্য পেয়েছিলেন। 'সামিরা' সম্প্রদায় হতে ছিল ত্রিশ হাজার, আর ইয়াহূদী ছিল দু'লাখ। এখানে তিন হাজার বাজার ছিল। প্রত্যেকটি ব্যবসা বাণিজ্যে জমজমাট ছিল। প্রত্যেক রাত্রে এক লক্ষ সৈন্য তার প্রাচীর পাহারা দিত।

এ বিজয়ের পিছনে কারণ ছিল এই যে, এক রাত্রে ইউসুফ নামী একজন ইয়াহূদী মুসলমানদের নিকট এসে বললো, যদি তাঁরা তাকে এবং তার পরিবার-পরিজনকে নিরাপত্তা প্রদান করে, তবে সে তাদেরকে একটি গোপন জল পাত্রের সন্ধান দেবে। যেখানে কোমর পানি ছিল। মু'আবিয়া (রা.) তা মঞ্জুর করলেন। মুসলমানগণ 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিয়ে রাতের বেলা সেখানে প্রবেশ করেন। রোমকগণ সে পথ দিয়ে পলায়ন করতে উদ্যত হলো। কিন্তু হঠাৎ তারা সেখানে মুসলমানদেরকে দেখতে পেয়ে হতভম্ব হয়ে যায়। মুসলমানগণ শহরের দরজা খুলে ফেললেন। মু'আবিয়া (রা.) তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে বিজয়ীর বেশে শহরে প্রবেশ করলেন। সেখানে বহু আরব আবাদ ছিল। তাদের মধ্যে শাক্‌রা নাম্নী মহিলাটিও ছিল। যার সম্পর্কে কবি হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত বলেন ঃ

تَقُوْلُ شَقْرَاءُ لَوْ صَحَوْتَ عَنِ الْخَمْرِ * لَأَصْبَحْتَ مُثْرِى الْعَدَدِ -

"শাক্‌রা বলে, যদি তুমি শরাব পান করা ছেড়ে দাও, তবে তোমার জনবল বৃদ্ধি পাবে।" কেউ কেউ বলেন, তার নাম শাকরা নয়, 'শাছা' ছিল।

আমার নিকট মুহাম্মদ ইবন সা'আদ (র.), ওয়াকিদী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, 'কায়সারিয়ায়' প্রায় চার হাজার লোক তাঁদের হাতে বন্দী হয়। মু'আবিয়া (রা.) যখন তাদেরকে উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.)-এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন, তখন তিনি তাদেরকে 'জুরফে' অবস্থান করতে নির্দেশ দেন। তারপর তাদের কাউকে তিনি ইয়াতীম আনসারীদেরকে দিয়ে দেন। আর কাউকে মুসলমানদের লেখাপড়া ও খিদমতের কাজে লাগান। ইতোপূর্ব আবূ বকর (রা.) আবূ উমামা আসআদ ইব্ন যারারাহর কন্যাদ্বয়কে আইনুত্তামার যুদ্ধের বন্দীদের মধ্য থেকে দু'টি খিদমতগার প্রদান করে ছিলেন। এ দু'জনের মৃত্যু হলে উমর (রা.) এ দু'জনের স্থলে 'কায়রিয়ার' বন্দীদের থেকে দু'টি দাস তাঁদেরকে দান করেন।

বর্ণনাকারিগণ বলেন, মু'আবিয়া (রা.) জুযাম সম্প্রদায়ের দু'ব্যক্তিকে বিজয়ের সংবাদ নিয়ে মদীনায় খলীফা উমর (রা.)-এর নিকট প্রেরণ করেন। পরে তাদের ধীরগতির আশংকা করে খুছাম গোত্রের অপর এক ব্যক্তিকেও প্রেরণ করেন। সে দ্রুতগতিতে প্রাণপনে দিবারাত্র চলতে লাগলো এবং এ কথা বলে যেতে লাগলো ঃ

اَرَقَ عَيْنَى اَخُوْجُذَامِ * اَخَىْ جُشَمٍ وَاَخُوْ حَرَامٍ-

كَيْفَ اَنَامُ وَهُمَا اَمَامِىْ * اِذْ يَرْحَلاَنِ وَالْهَجِيْرُ طَامٍ-

"জুযাম সম্প্রদায়ের ভাইয়েরা আমার চোখ থেকে নিদ্রা দূর করে দিয়েছে। তাদের একজন জুশামের ভাই আর অপরজন হারামের ভাই।

আমি কিভাবে ঘুমাবো, যেখানে তারা উভয়ে আমার আগে আগে রয়েছে। যখন তারা চলছে আর দুপুরের প্রখরতা তীব্র হচ্ছে।" এভাবে তিনি তাদের আগেই মদীনায় পৌঁছে উমর (রা.)-কে বিজয়ের সংবাদ শুনান। উমর (রা.) উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহু আকবর ধ্বনি তুললেন।

আমার নিকট হিশাম ইব্ন আম্মার (রা.) সনদ সহকারে বর্ণনা করেন (যে সনদটি আমি স্মরণ রাখতে পারিনি।) যে, কায়সারিয়া শহর হিজরী ১৯ সনে বল প্রয়োগের মাধ্যমে বিজিত হয়েছিল। উমর (রা.)-এর নিকট যখন এ শহর বিজয়ের সংবাদ পৌঁছলো, তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন, "কায়সারিয়া শহর বল প্রয়োগের মাধ্যমে জয় হয়েছে।" এ সময় তিনি আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলেন এবং মুসলমানগণও তকবীর ধ্বনি করেন। শহরটির অবরোধ সাত বছর যাবৎ স্থায়ী ছিল। এর হাতে তা বিজিত হয়।

বর্ণনাকারিগণ বলেন, ইয়াযীদ ইব্ন আবূ সুফিয়ান হিজরী ১৮ সনের শেষভাগে দামেশ্ক শহরে ইন্তিকাল করেন। যে বর্ণনাকারী বলেন যে, মু'আবিয়া (রা.) কায়সারিয়া শহর তাঁর ভাইয়ের জীবদ্দাশায় জয় করেছিলেন, তিনি বিজয়কাল হিজরী ১৮ সনের শেষ ভাগ বলে বর্ণনা করেন। আর যে বর্ণনাকারী বলেন যে, মু'আবিয়া (রা.) কায়সারিয়া শহরটি তাঁর সিরিয়ায় শাসনকর্তা থাকাকালে জয় করেছিলেন, তিনি বিজয়কাল হিজরী ১৯ সন বলে বর্ণনা করেন। আর এটাই বিশুদ্ধতর। আবার কোন কোন বর্ণনাকারী বলেন, এটা হিজরী ২০ সনের প্রথম ভাগে জয় হয়েছিল।

বর্ণনাকারিগণ বলেন, উমর (রা.) ফিলিস্তীনের অবশিষ্ট অংশ জয় করার জন্যে মু'আবিয়া (রা.)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং তিনি 'আস্‌কালান' শহরটি কূটকৌশলে সন্ধির মাধ্যমে জয় করেন। অন্য মতে, এ শহরটি আমর ইবন 'আস (রা.) জয় করেছিলেন। পরে এখানকার অধিবাসিগণ রোমকদের সহায়তায় সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে। তাই মু'আবিয়া (রা.) তা পুনরায় জয় করে সেখানে সীমান্ত রক্ষী সেনাদল মোতায়েন করেছিলেন।

আমার নিকট বকর ইব্‌ন হায়ছাম (রা.) আসকালানবাসী কয়েকজন বুযুর্গ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রোমকগণ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা.)-এর সময়ে আসকালান শহরটি উজাড়-ধ্বংস করে তার অধিবাসীদেরকে নির্বাসিত করে। তারপর আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান যখন শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন, তখন তিনি শহরটি পুনর্নির্মাণ করে সেখানে দুর্গ তৈরী করেন। তিনি কায়সারিয়া শহরটিও সংস্কার করেন।

আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসাফ্‌ফা (র.) আবূ সুলায়মান রামলীর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রোমকগণ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা.)-এর সময়ে কায়সারিয়া অভিযান করে তা ধ্বংস করে দিয়েছিল। তারা এখানকার মসজিদগুলো বিনষ্ট করে দেয়। তারপর যখন আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান শাসন ক্ষমতায় আসলেন, তখন তিনি কায়সারিয়া শহরটি সংস্কার করেন, সেখানকার মসজিদগুলো পুনর্নির্মাণ করেন এবং সেখানে রক্ষী সেনা মোতায়েন করেন। তিনি 'সূর'ও 'আক্কা' শহরদ্বয়ের বহির্ভাগও সংস্কার করেন। এ শহরদ্বয়ে 'কায়সারিয়া' শহরের অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহীত হয়।

আমার নিকট সিরিয়া সম্পর্কে বিশেষত একদল আলিম বর্ণনা করেন যে, ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিককে ফিলিস্তীনের একটি যুদ্ধ বা সামরিক অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি (সুলায়মান) 'লুধ' শহরে অবস্থান করেন। তারপর তিনি 'রামল্লা' নগরীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে তা আবাদ করলেন। তিনি এখানে সর্ব প্রথম তাঁর প্রাসাদ এবং ঐ সকল ঘরবাড়ী তৈরী করেন, যা 'দারুস সাব্বাগীন' বা রঞ্জক মহল নামে পরিচিত। তিনি এর মধ্যভাগে হাউয তৈরী করেন। এরপর তিনি মসজিদ তৈরীর জন্যে নকশা তৈরী করে তার নির্মাণ কার্য আরম্ভ করেন। কিন্তু মসজিদের কাজ সমাধা হওয়ার পূর্বেই তিনি খলীফা নিযুক্ত হয়ে যান। তাঁর খিলাফতকালেও তিনি তা তৈরী করেছিলেন। কিন্তু তা অসমাপ্ত থেকে যায় এবং উমর ইব্‌ন আবদুল অযীয (র.) তা' সমাপ্ত করেন। তিনি তার সীমা কিছু কমিয়ে দিয়ে 'রামল্লাবাসীদেরকে বললেন, "আমি এর যে পরিমাণ কমিয়ে দিলাম, তোমরা তাকেই যথেষ্ট মনে করবে।"

সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর যখন নিজের জন্যে প্রাসাদ তৈরী করেন, তখন তিনি জনসাধারণকেও ঘরবাড়ী নির্মাণের অনুমতি দেন। ফলে তাঁরা ঘরবাড়ী তৈরী করলো। তিনি রামাল্লার অধিবাসীদের জন্যে একটি নালা খনন করেন, যা 'বারাদা' নামে পরিচিত। তিনি কয়েকটি কুয়ো খনন করান। তিনি রামাল্লার দালান-কোঠা এবং জামে মসজিদের আয়-ব্যয় রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্যে 'লুধের' অধিবাসী হতে একজন খৃষ্টান করণিক নিযুক্ত করেন, যার নাম ছিল বতরীক ইব্‌ন নাক্কা। সুলায়মানের পূর্বে রামল্লা কোন নগর ছিল না, বরং তা ঐ নামের একটি সাধারণ স্থান ছিল।

বর্ণনাকারিগণ বলেন, 'দারুস্ সাব্বাগীন' বা রঞ্জকদের মহল উমাইয়া শাসকদের পরে সালিহ্ ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাসের উত্তরাধিকারে আসে। কেননা, আব্বাসীদের উত্থানের সময় উমাইয়াদের ধন-সম্পদের সাথে এ মহলটি বাজেয়াপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

বর্ণনাকারিগণ বলেন, খলীফা সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের পর উমাইয়া শাসকগণ রামাল্লার কূপ ও খালসমূহের ব্যয়ভার বহন করতেন। আব্বাসিগণ যখন খিলাফতের মসনদে বসলেন, তখন তাঁরাও এর ব্যয় ভার বহন করতেন। তাঁদের যুগে এর ব্যয় ভারের জন্য প্রতি বছর খলীফার তরফ হতে মঞ্জুরী প্রদান করা হতো। পরে যখন আমীরুল মু'মিনীন আবূ ইসহাক মু'তাসিম বিল্লাহ্ খলীফা হলেন, তখন এর ব্যয়ভারের জন্যে তিনি একটি স্থায়ী ফরমান জারি করলেন। ফলে বারবার অনুমতি গ্রহণের প্রথা রহিত হয়ে যায়। এর জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থের স্থায়ী ব্যবস্থা চালু হয়। কর্মচারীদের নিকট এর হিসাব থাকতো এবং তাদের নিকট হতে বছরের শেষে হিসাব নেয়া হতো।

বর্ণনাকারিগণ বলেন, ফিলিস্তীনে সাধারণ খাজনা হতে আয়ের সম্পত্তি ছাড়াও এমন কিছু সম্পত্তি ছিল, যার জন্যে খলীফাদের বিশেষ নির্দেশ জারি ছিল। এতে সহজীকরণ এবং ফেরৎ নেয়ার সুযোগ ছিল। এর কারণ এই যে, হারূনুর-রশীদের খিলাফতের শুরুতে এমন অনেক সম্পত্তি ছিল, যার মালিকগণ তা ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আমীরুল মু'মিনীন হারূনুর রশীদ এ সকল সম্পত্তি আবাদ করার জন্যে হায়ছামা ইব্ন আ'য়ূনকে সেখানে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানকার কৃষক ও পাট্টাদারদেরকে সেখানে এসে তা আবাদ করার জন্যে আহবান করলেন। তিনি তাদের খাজনা হ্রাসের এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার প্রতিশ্রুতি দান করেন। তার এই আহবানে তাদের অনেকেই সেখানে ফিরে আসে। তিনি তাদের সাথে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করেন। এদেরকে 'আসহাবুত্ তাখ্ফীফ' বা 'সহজী করণপন্থী' বলা হয়। আর যারা এ ব্যবস্থার পর ফিরে আসলো, তাদের সাথে ঐরূপ ব্যবহার করা হয়নি। বরং তাদেরকে পূর্বেকার খাজনার সাথে জমি দেয়া হলো। এদেরকে 'আসহাবুর রাদ্দ' বা পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিতগণ বলা হয়ে থাকে।

আমার নিকট বকর ইব্ন হায়ছাম বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আমি আসকালান শহরে জনৈক আরবের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমাকে বললেন, যাদেরকে খলীফা আবদুল মালিক এখানে বসবাস করতে দিয়েছিলেন, আমার পিতামহ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। খলীফা তাঁকে সীমান্ত অবস্থানকারীদের সাথে একটি জায়গীরও দান করেছিলেন। আমার পিতামহ আমাকে একটি জমি দেখিয়ে বললেন, এটি উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা.) কর্তৃক জায়গীর হিসাবে প্রদত্ত জমি।"

বকর বলেন, আমি মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ ফারইয়াবীকে বলতে শুনেছি যে, আসকালানে এমন কতেকগুলো জমি আছে, যা উমর (রা.) এবং উছমান (রা.)-এর আদেশক্রমে দান করা হয়েছিল। তা যে কেউ দখল করে নিলে আমার কোন আপত্তি নেই।

কিন্নাসিরীন সামরিক অঞ্চল এবং আওয়াসিম নামীয় শহরসমূহের অবস্থা

বর্ণনাকারিগণ বলেন, আবূ উবায়দা ইব্ন জাররাহ্ (রা.) ইয়ারমুক যুদ্ধ শেষে হিম্স শহরে এসে কিছু দিন এখানে অবস্থান করেন। তারপর তিনি কিন্নাসিরীনে আগমন করেন। সৈন্যদের অগ্রভাগে খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ ছিলেন। কিন্নাসিরীন নগরবাসিগণ তাঁর সাথে যুদ্ধ করে। শেষ পর্যন্ত তারা দুর্গে আশ্রয় নেয় এবং সন্ধির আবেদন জানায়। ফলে আবূ উবায়দা (রা.) তাদের সাথে হিম্সবাসীদের অনুরূপ সন্ধি স্থাপন করেন। মুসলমানগণ তাদের জমা-জমি এবং জনপদের উপর আধিপত্য লাভ করেন।

কিন্নাসিরীন শহরাঞ্চলে তানূখী গোষ্ঠী ঐ সময় থেকেই বসবাস করে আসছিল, যখন তারা সিরিয়ায় এসে পশমের তাঁবুতে বসবাস শুরু করে। পরে তারা এখানে স্থায়ী ঘরবাড়ী তৈরী করলো। আবূ উবায়দা (রা.) তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করলেন। তাদের কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করলো। কিন্তু সালিহ্ ইব্ন কুযায়ী গোত্রের লোকেরা খৃষ্টান ধর্মের ওপর অবিচল থাকে।

আমার নিকট ইয়াযীদ ইব্ন হুনায়ন তায়ী ইন্তাকীর বংশের জনৈক ব্যক্তি তাঁর কয়েকজন প্রবীণের বরাতে বর্ণনা করেন যে, উক্ত শহরবাসীদের একটি দল আমীরুল মু'মিনীন মাহ্দীর খিলাফতকালে ইসলাম গ্রহণ করে। তিনি তাদের হাতে সবুজ উল্কি দ্বারা কিন্নাসিরীন শব্দটির ছাপ মারিয়ে দেন। তারপর আবূ উবায়দা (রা.) আলেপ্পোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে তাঁর কাছে কিন্নাসিরীনবাসীদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ পৌঁছলো।

তৎক্ষণাৎ তিনি সিম্ত ইব্ন আসওয়াদ কিন্দীকে সেখানে প্রেরণ করেন। তিনি তাদেরকে অবরোধ করলেন এবং জয়ী হন। আমার নিকট হিশাম ইব্ন আম্মার দিমাশ্কী (র.) .... আবদুর রহমান ইব্ন গানম (রা.) বর্ণনা করেন। আমরা সিমতের নেতৃত্বে অথবা বললেন, শুরাহবীল ইব্ন সিম্তের নেতৃত্বে কিন্নাসিরীন শহরে শিবির স্থাপন করলাম। শহরটি জয় হলে আমাদের হাতে অনেক গরু ছাগল আসে। তার একাংশ তিনি আমাদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। অবশিষ্টাংশ গনীমত হিসাবে বায়তুল মালে জমা করেন।

'তায়' জনপদটি অত্যন্ত প্রাচীন। এখানকার লোকজন তাদের দু'দলের গৃহযুদ্ধের পর এখানে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। তাদের কিছুলোক ('আজা' ও 'সালমা' নামক) দু'টি পাহাড়ের মাঝখানে বসবাস শুরু করে। অবশিষ্টরা বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ে। আবূ উবায়দা (রা.) তাদের নিকট আসলে তাদের কেউ কেউ মুসলমান হয়ে যায়। আর তাদের অনেকেই জিযিয়া প্রদান সাপেক্ষে সন্ধিবদ্ধ হয়। অল্প কিছুদিন পরেই তারা ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু তাদের অল্প কিছু লোক এর ব্যতিক্রম ছিল।

আলোপ্পো নগরীর নিকট আর একটি জনপদ ছিল, যা' হল্ব জনপদ নামে পরিচিত। এখানে তানূখ ও অন্যান্য গোত্রের মত আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকের সমাবেশ ঘটেছিল। আবূ উবায়দা (রা.) তারা জিযিয়া দেবে এ শর্তে সন্ধি করলেন। শেষ পর্যন্ত তারা ইসলাম গ্রহণ করে। তাদের উত্তরসূরিগণ আমীরুল মু'মিনীন হারুনুর রশীদের ইন্তিকালের অনেক দিন পর পর্যন্ত এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিল। পরে এই জনপদবাসিগণ আলোপ্পো-বাসীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তারা তাদেরকে বহিষ্কার করতে উদ্যত হয়। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে হাশিমিগণ তাদের চতুর্দিকের সকল আরব গোত্রকে সাহায্যের জন্যে আবেদন জানান। আব্বাস ইব্ন যুফার ইব্ন 'আসিম হিলালী সর্বপ্রথম তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। আব্বাস মাতুলকুলের দিক দিয়ে হিলালী ছিলেন। কারণ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাসের মা লুবাবা বিন্ত হারিছ হিলালী বংশের মহিলা ছিলেন। আব্বাস এবং তার সাথীদের সাথে যুদ্ধ করার শক্তি এ জনপদবাসীদের ছিল না। তিনি তাদেরকে উক্ত জনপদ থেকে বের করে দিয়ে তা ধ্বংস করে দেন। এ ঘটনাটি হারুনুর রশীদের পুত্র মুহাম্মদের আমলের হাঙ্গামাসমূহের অন্যতম। এরা এখান থেকে বের হয়ে কিন্নাসিরীন শহরে স্থানান্তরিত হয়। এখানকার অধিবাসিগণ খাদ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ দিয়ে তাদের সাহায্য করে। কিন্তু এরা শহরে প্রবেশ করে শহরবাসীদের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের প্রয়াস পায়। শহরবাসী তাদের মনোভাব বুঝতে পেরে তাদেরকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। এরপর তারা বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের একটি দল 'তাকরীতে' এবং অপরটি আর্মেনিয়া এবং অন্য অনেক শহরে চলে যায়।

আমার নিকট আমীরুল মু'মিনীন মুতাওয়াক্কিল (র.) বলেন, আমি সালিহ্ ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস গোত্রের জনৈক প্রবীণ ব্যক্তিকে আমীরুল মু'মিনীন মু'তাসিম বিল্লাহ্ (র.) আম্মুরিয়া অভিযানের বছর একথা বলতে শুনেছি যে, যখন আব্বাস ইব্ন যুফার হিলালী হাশেমীদের সাহায্য করতে আলোপ্পোতে আগমন করলেন, তখন তাদের মহিলাগণ তাঁকে সম্বোধন করে বললো, "হে মামা! আমরা আল্লাহ্র, তারপর আপনার আশ্রয় চাই।" উত্তরে তিনি বললেন, "তোমাদের কোন ভয় নেই। আমি যদি তোমাদের সাহায্য না করি, তবে আল্লাহ্ও আমার সাহায্য না করুন।"

বর্ণনাকারী বলেন, 'হিয়ারে বনী কা'কা' প্রাক-ইসলামী যুগে একটি প্রসিদ্ধ শহর ছিল। এটি ছিল হীরা অধিপতি মুনযির ইব্ন মাউস্ সামা লাখামীর দুপুরের বিশ্রামের স্থান।

বনূ কা'কা' ইব্ন খালীদ .... ইব্ন বাগীয এখানে এসে নিজ বাসস্থান নির্মাণ করেছিলেন বলে এ শহরটির এরূপ নামকরণ করা হয়।

খলীফা আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান কা'কা'কে এখানে একটি জায়গীর প্রদান করেন। তিনি তাঁর চাচা আব্বাস ইব্ন জায়া ইব্ন হারিছকেও এখানে কয়েকটি জায়গীর প্রদান করেন। এ সকল জমির খাজনা মওকুফ করে দেয়া হয়েছিল। তারপরও এটা চালু ছিল। এর বন্দোবস্ত ইয়ামান থেকে করা হতো। এখানকার অধিকাংশ জমি অনুর্বর ছিল।

ওল্লাদ বিন্‌তে আব্বাস ইব্‌ন জাযা ছিলেন খলীফা আবদুল মালিকের বেগম। তাঁরই গর্ভে ওয়ালীদ এবং সুলায়মানের জন্ম হয়।

বর্ণনাকারিগণ বলেন, আবু উবায়দা (রা.) আলেপ্পো অভিযানে রওয়ানা হলেন। ইয়ায ইব্‌ন গানম ফিহ্‌রী সৈন্যদের অগ্রভাগে ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল আব্‌দ গানম। প্রাক্‌-ইসলামী যুগে গানম একটি মূর্তির নাম ছিল। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর আব্‌দ গানমের পুত্র হিসাবে পরিচিত হতে পসন্দ করলেন না। তিনি বলতেন, আমি ইয়ায ইব্‌ন গানম। যা হোক এখানে এসে তিনি দেখলেন শহরবাসী দুর্গে আশ্রয় নিয়ে তার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। তিনি দুর্গের বাইরে শিবির স্থাপন করলেন। কিছু দিন অতিবাহিত না হতেই শহরবাসী তাদের লোকজন, ধন-সম্পদ , শহরের প্রাচীর গির্জাসমূহ , ঘরবাড়ী এবং সেখানকার দুর্গের নিরাপত্তা চেয়ে সন্ধি করতে আবেদন করে। ইয়ায তাদেরকে নিরাপত্তা দান করে তাদের সাথে সন্ধি করলেন। তিনি তাদের নিকট হতে মসজিদের জন্যে একটি স্থান পৃথক করে নিলেন। ইয়ায এ সন্ধি স্থাপন করেন আর আবূ উবায়দা তা কার্যকরী করেন।

কোন কোন বর্ণনাকারী দাবী করেন যে, আলোপ্পাবাসীদের সাথে এ শর্তে সন্ধি করা হয়েছিল যে, তাদের জীবনের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে এবং তাদের ঘরবাড়ী ও গির্জাসমূহের অর্ধেক তাঁরা নিয়ে নেবেন।

আবার কোন কোন বর্ণনাকারী বলেন যে, আবূ উবায়দা (রা.) আলোপ্পোতে এসে সেখানে কোন লোকজন পান নি। কারণ, তারা তাঁর আগমেনের সংবাদ পেয়ে এন্টিয়ক শহরে চলে গিয়েছিল। তারা এখানে বসে নিজ শহরের জন্যে সন্ধির দরখাস্ত করেছিল। পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে সকল বিষয়ের মীমাংসা হয়। সন্ধিস্থাপনের পর তারা আলোপ্পো শহরে ফিরে আসে।

বর্ণনাকারিগণ বলেন, আবূ উবায়দা (রা.) আলোপ্পো থেকে এন্টিয়ক অভিযানে রওয়ানা হলেন। কিন্নাসিরীন সামরিক অঞ্চলে বহু লোক এখানকার দুর্গে আশ্রয় নেয়। তারপর তিনি যখন এন্টিয়ক নগর হতে প্রায় দু'ফরসখ বা ৭½-মাইল দূরে 'মাহ্‌রুবী' শহরে অবস্থান করছিলেন, তখন তাঁর সাথে একদল শত্রুর মুকাবিলা হয়। তিনি তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে নগরে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য করেন। তিনি তাদেরকে অবরোধ করে সকল দরজা বন্ধ করে দেন। সৈন্যদের একটি বিরাট অংশকে তিনি 'বাবে ফারে' এবং 'বাবে বাহারে' মোতায়েন করেন। তারপর তারা জিযিয়া কর প্রদান এবং দেশান্তর হওয়ার শর্তে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করেছিল। ফলে তাদের কেউ কেউ দেশত্যাগ করে। আর কেউ কেউ সেখানেই রয়ে যায়। তিনি তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেন। তিনি তাদের প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কদের উপর এক দীনার এবং এক জরীব জমি কর স্বরূপ ধার্য করে দেন। পরে তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ফলে আবূ উবায়দা (রা.) তাদেরকে দমন করার জন্যে ইয়ায ইব্‌ন গানম এবং হাবীব ইব্‌ন মুসলিমকে প্রেরণ করেন। তাঁরা উভয়ে প্রথম সন্ধির শর্তে তা জয় করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, বরং তারা আবূ উবায়দা (রা.)-এর ফিলিস্তীনে প্রত্যাবর্তনের পর সন্ধি ভঙ্গ করেছিল।